শ্রীভক্তিকৌস্তুভঃ।

(লঘু)

[মূল ও বঙ্গভাষায় অনুবাদসহ]

পূর্ব্বভাগঃ।

১ম—১৫শ আহ্নিকঃ।

শাস্ত্রধর্ম্ম প্রচার সভা হইতে প্রকাশিত
৯১নং চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা-২০।

শ্রীভক্তিকৌস্তুভ গ্রন্থের উপক্রম ও পরিচয়।

শাস্ত্র ধর্ম্ম প্রচার সভার প্রতিষ্ঠাতা মহাপুরুষ শ্রীশ্রীউপেন্দ্রমোহনজী এই ভক্তিকৌস্তুভ গ্রন্থের শ্লোকগুলি নানা শাস্ত্র হইতে সংকলন করেন।

আমাদের এই উপক্রমটি শ্রীশ্রীমহাপুরুষের ভ্রাতুষ্পুত্রদিগের নিকট জানিয়া লিখিত। তাঁহারা শ্রীশ্রীমহাপুরুষকে "নকাকা" বলিতেন। এইজন্য এই উপক্রমে তাঁহাকে "শ্রীনকাকা মহাশয়" বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে।

অনন্তশাস্ত্রং বহুবেদিতব্যম্
স্বল্পশ্চ কালো বহুবশ্চ বিঘ্নাঃ।
যৎসারভূতং তদুপাসিতব্যম্
হংসো যথা দোহন-মম্বুমিশ্রম্॥

শাস্ত্র অনন্ত, তাহার মধ্যে জ্ঞাতব্য বিষয়ও অনন্ত। কাল নিতান্তই স্বল্প। আবার জ্ঞানলাভে বহু বিঘ্ন উপস্থিত হইয়া থাকে। হংস যেমন দুগ্ধ ও জলের মিশ্রণ হইতে দুগ্ধটুকু মাত্র গ্রহণ করিয়া অসার জলটুকু ত্যাগ করে, সেইরূপ জ্ঞান লাভেচ্ছু জীবের শাস্ত্র-পারাবার হইতে সারটুকু গ্রহণ করা উচিত। কিন্তু শাস্ত্রপারাবারের সার গ্রহণ যে কি দুরূহ ব্যাপার, যাঁহারা শাস্ত্র গ্রন্থাদি চর্চ্চা করিয়া থাকেন, তাঁহারাই বুঝিতে পারেন।

শ্রীশ্রীনকাকামহাশয় জীবমাত্রেরই কল্যাণের জন্য শাস্ত্রগ্রন্থ হইতে অতি উত্তম শ্লোকগুলি সংগ্রহ করিয়া সেগুলি নানা শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া সাজাইয়া একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। গ্রন্থখানির নাম করেন —বৈষ্ণব কণ্ঠহার। ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে শ্রীশ্রীনকাকা মহাশয় জলপাইগুড়িতে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। একদা সরকারী কাজে তদন্ত করিতে তাঁহাকে শিলিগুড়ি যাইতে হয়। সঙ্গে বৈষ্ণব কণ্ঠহার গ্রন্থখানি ছিল। কার্য্যশেষে ফিরিবার কালে জলপাইগুড়ি ষ্টেশনে রাত ১১টার সময় জিনিষ নামাইতে গিয়া যাহাতে গ্রন্থখানি ছিল, সেই জিনিষটি নামাইতে ভুল হইয়া যায়। বহু অনুসন্ধান করা হইল, কিন্তু গ্রন্থখানি পাওয়া গেল না। এজন্য তিনি শ্রীশ্রীনখুড়ীমাতা ঠাকুরাণী, এমন কি আমাদের ভাই দিব্যশিশু গোপালকৃষ্ণও যথেষ্ট প্রায়শ্চিত্ত করেন।

দুই বৎসর পরে শ্রীশ্রীনকাকা মহাশয় যখন ময়মনসিংহে হাকিম ছিলেন, তখন শাস্ত্র হইতে শ্লোক সংগ্রহ কার্য্য পুনরায় আরম্ভ করেন। এইজন্য বোম্বাই-স্থিত নির্ণয়সাগর প্রেস হইতে ১০৮ উপনিষদ্ ও কিছু শাস্ত্রগ্রন্থ আনাইয়া শ্লোক সংগ্রহ করেন। ইহা এক অপরূপ ব্যাপার। মাত্র ৮ দিনে সমগ্র ১০৮টি উপনিষদ্ পাঠ করিয়া, তাহা হইতে বিশেষ প্রয়োজনীয় শ্লোকগুলি দাগ দেওয়া হইল। পরে সেগুলিকে বিষয় অনুসারে সাজাইলেন। কাছারিতে যথেষ্ট কাজ, তাহা ছাড়া বাড়ীতে ভগবৎপ্রসঙ্গ আছে; তাহা সত্ত্বেও ১০৮টি উপনিষদ্ পড়া হইল, প্রয়োজনীয় শ্লোকগুলি দাগ দেওয়া হইল। শ্লোক সংকলন এমনই অপূর্ব্ব হইল যে শাস্ত্রজ্ঞ- বেদজ্ঞ পণ্ডিতদিগের সহিত শাস্ত্রালোচনায় বা পরে কোনও পুস্তক-প্রবন্ধাদিতে যে শ্লোকগুলি ব্যবহার হইয়াছে তাহা ঐ দাগদেওয়া শ্লোকের মধ্যেই ছিল।

প্রায় ২৫ বৎসর পরে আমাদের ভাই শ্রীমান নারায়ণকৃষ্ণ যখন সংস্কৃত বিষয়ে বেদান্ত লইয়া এম্, এ, পড়েন, তখনও এই শ্লোকগুলিই শিক্ষা করা যথেষ্ট হইল। ইহা কেবল শ্রীশ্রীনকাকা মহাশয়ের অসাধারণ প্রতিভাতেই সম্ভব হইয়াছে।

আরও একটি অপরূপ কথা। নানা শাস্ত্রগ্রন্থ হইতে একই বিষয়ে শ্লোকগুলি একত্র করিয়া এমন সাজান হইয়াছে যে দেখিলে মুগ্ধ হইতে হয়। ফুলের বাগানে নানা বৃক্ষ হইতে ফুল তুলিয়া মালা গাঁথিলে যেমন হয়, ঠিক সেইরূপ।

এইবার গ্রন্থটির উপোদ্ঘাত লেখার কথা হইল। শ্রীনকাকার পরিকরদের মধ্যে অনেকেই সংস্কৃতজ্ঞ ছিলেন। শ্রীনকাকা মহাশয় বলিলেন—উপোদ্ঘাত আমিই লিখিব। আর কেহ লিখিতে পারিবে না। ঠিক তাহাই হইল। এমন লেখা লিখিলেন যে ভারতের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতগণ এই উপোদ্ঘাতের ভূরি ভূরি প্রশংসা করিলেন।

মুদ্রণ কার্য্য।

বোম্বাই হইতে টাইপ আনা হইল। গ্রন্থটির প্রতি পৃষ্ঠায় দুই দিকে প্রণবের সারি দেওয়া হইল। এজন্য পরিষ্কার প্রণব অক্ষর (ওঁ) টাইপ ফাউণ্ড্রি (Type Foundry) তে তৈয়ারী করিতে দেওয়া হইল। দুই দিকে প্রচ্ছদপট অতি মনোরম হইল। কৌস্তুভমণির মালা দিয়া দুই দিকে প্রচ্ছদপট সাজান হইল। চারিদিকে বৃত্ত দেওয়া হইল। তাহাতে "সীতারাম" ও "রাধেশ্যাম" লেখা। সম্মুখের প্রচ্ছদপটটি সান্দ্রপয়োদ-সৌভগম্, অর্থাৎ মনোরম নীলবর্ণের ও শেষের দিকের প্রচ্ছদপটটি নবদূর্ব্বাদলশ্যাম বর্ণের হইল।

আমরা এইগুলি পাঠকবৃন্দকে দেখাইতে পারিলাম না, এইজন্য দুঃখিত।

গ্রন্থখানি নিত্য পাঠের জন্য সংকলিত। অধ্যায় গুলির 'আহ্নিক' নাম দেওয়া হইল। একটি আহ্নিক একদিনে পাঠ করিতে হইবে এই উদ্দেশ্য। ২৮টি আহ্নিক,—প্রত্যহ এক আহ্নিক পাঠ করিলে এক মাসে সমগ্র গ্রন্থটি পাঠ হয়। গ্রন্থটিতে মোট ২২৩০টি শ্লোক আছে।

১৯১৮ খৃষ্টাব্দে দুর্গাপূজার ছুটীতে শ্রীনকাকা মহাশয় শ্রীবৃন্দাবনে যাত্রাকালে আমাদের ২২ জনকে সঙ্গে লইয়া যান। তথায় বিজয়া দশমী তিথি হইতে শ্রীভক্তিকৌস্তুভ নিত্য পাঠ আরম্ভ হইল।

কৌস্তুভমণির বর্ণ।

কৌস্তুভ মণির কি বর্ণ, শ্রীনকাকা মহাশয় নানা কোষগ্রন্থ দেখিলেন কিন্তু কিছু স্থির করিতে পারিলেন না; শব্দকল্পদ্রুম গ্রন্থে দেখেন কৌস্তুভ রক্তবর্ণ। শ্রীনকাকা মহাশয় বলিলেন, "ইহা হইতেই পারে না। ইহা গাঢ় নীলবর্ণ হইবে।" ইহার পরে শ্রীনকাকার এক কৃপাপাত্র আমাদের বিধুদাদা স্বপ্ন দেখেন যে এক ব্যক্তি কৌস্তুভ ধারণ করিয়া আসিয়াছেন ও সেই কৌস্তুভের বর্ণ গাঢ় নীল। কিন্তু স্বপ্নে শুনিলেন যে কৌস্তুভের বর্ণ পিঙ্গল শ্রীভাগবতাচার্য্যজী মহারাজ শ্রীনকাকা মহাশয়কে বলেন—দাক্ষিণাত্যে শ্রীরঙ্গজীর মন্দিরে কৌস্তুভ আছে। তাহার বর্ণ গাঢ় নীল ও শ্রীশ্রীলক্ষ্মীদেবীর শ্রীঅঙ্গের পীত আভা তাহাতে পড়িয়া ঠিক পিঙ্গলবর্ণ দেখায়।

অভিমত।

শ্রীবৃন্দাবনধামের শ্রীরঙ্গজী মন্দিরের শ্রীসুদর্শন শাস্ত্রীজী বলিলেন—ইহা ধান্যরাশি। শ্রীবৃন্দাবনধাম ভক্তির মাতৃভূমি।

ধন্যং বৃন্দাবনং যত্র ভক্তির্নৃত্যতি নৃত্যতি।

শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীভক্তিকৌস্তুভ প্রথম প্রকাশিত হইল—ইহা বড় সমীচীন হইয়াছে।

একটু পরে বলিলেন,—যথা নাম তথা গুণম্। শ্রীসুদর্শনশাস্ত্রীজী আরও বলিলেন—"শ্রীবৃন্দাবন ধামমেঁ ভক্তিকৌস্তুভকা ডুগ্‌ডুগী পিটা গয়া। সব্ কহতে হেঁ - যহ্ ভগবান্‌কা রচনা, মনুষ্যকা নেহি।" ইহা ভগবানের রচনা মনুষ্যের নহে)।

শ্রীভাগবতাচার্য্যজী শ্রীভক্তিকৌস্তুভের ষষ্ঠ আহ্নিক (শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতা) পাঠ করিয়া বলেন—যিনি গীতা, পাঠ না করিয়াছেন, তিনি কখনও বলিতে পারিবেন না যে ইহা সংগ্রহ গ্রন্থ, কিম্বা কোন অংশ পরিত্যক্ত হইয়াছে। অকিঞ্চনস্তুতি পাঠ করিয়া বলেন - ইহার নামকরণ অতি মনোরম হইয়াছে। পরশুরাম স্তুতি অপেক্ষা ইহা উৎকৃষ্ট হইয়াছে। মালিককা **রচনা-বৈশিষ্ট্য অপূর্ব্ব হৈ। যহ্ মনুষ্য-সাধ্য নেহি হৈ।**

শ্রীভক্তিকৌস্তুভ প্রকৃত কৌস্তুতমণির ন্যায়।

অপেক্ষতে ন চ স্নেহং
ন পাত্রং ন দশান্তরম্।
সদা লোক—হিতার্থায়ঃ
রত্নদীপা ইবোত্তমঃ॥

অযোধ্যায় শ্রীবলরাম স্বামীজী মহারাজের পত্র

(৮.১১ ১৯১৮)

"শ্রীভক্তিকৌস্তুভ-গ্রন্থো ময়া লব্ধঃ।

ভগবদ্দত্ত জ্ঞান'বাশষ্টেন ভবতা সংগৃহীত-গ্রন্থে কাপি ন্যূনতা-সম্ভাবনা নাস্তি।"

নির্ব্বাণ আখড়ার মোহন্ত বলিলেন—

অসাধারণ পাণ্ডিত্য থাকিলেও এই পুস্তক লিখা যায় না। ভারতবর্ষে এমন পণ্ডিত নাই যে ১৫ বৎসরে এই পুস্তক সঙ্কলন ক'রতে পারেন।

প্রয়াগবাসী শ্রীগরুড়ধ্বজজী শ্রীনকাকা মহাশয়ের সহিত দেখা করিতে আসেন। শ্রীনকাকা মহাশয় আগাইয়া আসিয়া তাঁহাকে নমস্কার করিলেন। তিনি প্রত্যভিবাদনও করিলেন না।

ভক্তিকৌস্তভে "শ্রুতি-বিরোধে অধিকার ভেদ;" আহ্নিকটীর কথা উঠে। শ্রীনকাকা মহাশয় দুই চারি কথায় আহ্নিকটীর মর্ম্ম বলিলেন। তিনি শুনিয়াই বলিলেন, "হমারা পূর্ব্বাচারীকা মাফিক বাত হৈ।" আর একটু শুনিয়া বলিলেন, "উহুঁ। পূর্ব্বচারীলোগ যহ্ সব বাত নেহি জান্‌তে থে! যহ্ সব রামানুজ-স্বামীকা মাফিক হৈ।" আর একটু শুনিয়া একেবারে বিহ্বল হইয়া বলিলেন—"রামানুজ স্বামীকা ভি যহ্ সন্ধান নেহি থা। আপ সাক্ষাৎ নারায়ণ হৈ।" বলিয়া শ্রীনকাকা মহাশয়ের পদধূলি লইতে গেলেন।

মুঙ্গেরের এক পণ্ডিত এই গ্রন্থ দেখিয়া বলিলেন—আমি গীতা ও ভাগবত পাঠ বন্ধ রাখিয়া ভক্তিকৌস্তুভ পাঠ করিব ও ব্যাখ্যা করিব।

এক বৃদ্ধ বলেন—"স্বামিজী আপনি এই বই লিখিয়া যে কি উপকার করিয়াছেন, বলিতে পারি না।

নির্ম্মলা আখড়ার এক সাধু গ্রন্থখানি মাথায় লইয়া নাচিতে লাগিলেন।

সূচীপত্র

আহ্নিক	বিষয়	পত্রাঙ্ক
	উপোদ্ঘাত।	১
১ম। ১	উত্তমশ্লোক গুণানুবর্ণনম্	৩
"। ২	নাম মাহাত্ম্যম্	৬
"। ৩	শ্রীভগবদ্ বন্দনা	৮
২য়	সৎসঙ্গ মাহাত্ম্যম্	১২
৩য়। ১	পরম মোক্ষ মার্গ নিরূপণম্	১৭
"। ২	মুরারে-স্তৃতীয়ঃ পন্থাঃ	২০
"। ৩	মুমুক্ষোঃ শরণাগতিঃ	২১
৪র্থ	মোক্ষ-প্রকার-নির্ণয়ঃ	২৩
৫ম	ভক্তগীতম্	২৭
৬ষ্ঠ	বাসুদেব গীতা	৩৩
৭ম। ১	মোক্ষসাধনম্	৪২
"। ২	ভক্তি সাধনম্	৪৫
"। ৩	সংসারস্যানিত্যস কথয়ম্	৪৭
৮ম	ভক্ত মাহাত্ম্যম্	৪৯
৯ম	ভক্তি মাহাত্ম্যম্	৫৫
১০ম	কপিল-দেবহূতি সংবাদ	৬১
১১। ১	সতী-দেহত্যাগঃ	৬৭
"। ২	নারদ-কূটম্	৭৩
১২শ	বৃত্রাসুর-বৃত্তান্ত	৭৬
১৩শ	হিরণ্যকশিপো-রুপাখ্যানম্	৮৫
১৪শ	প্রহ্লাদোপাখ্যানম্	৯১
১৫শ	হিরণ্যকশিপু-বধঃ	১০২

শ্রীবামনদাস সেন কর্তৃক ট্রুথ প্রেস, ৩নং নন্দন রোড, কলিকাতা-২৫ হইতে মুদ্রিত।

শ্রীশ্রীগোপালকৃষ্ণো বিজয়তেতরাম্।

শ্রীশ্রীভক্তিকৌস্তুভঃ।

(লঘু)

উপোদ্ঘাতঃ ।

কারণেন বিনা কার্য্যং নোদেতি। ভক্ত্যা বিনা ব্রহ্মজ্ঞানং কদাপি ন জায়তে। সর্ব্বেষা-মধিকারিণা-মনধিকারিণাং ভক্তিযোগ এব প্রশস্যতে। ভক্তিযোগো নিরুপদ্রবঃ। চতুর্ম্মুখাদীনাং সর্ব্বেষামপি বিনা বিষ্ণুভক্ত্যা কল্পকোটিভি-র্মোক্ষো ন বিদ্যতে ॥১॥

ত্রিপাদ বিভূতি মহানারায়ণোপনিষদ্ ।

বিমূঢ়া কর্ত্তুমুদ্যুক্তা যে হঠাৎ চেতসো জয়ম্।
তে নিবধ্নন্তি নাগেন্দ্র-মুন্মত্তং বিসতন্তুভিঃ ॥২॥ মুক্তিকোপনিষদ্।
যস্য দেবে পরা ভক্তি-র্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ ॥৩॥ যোগশিখোপনিষদ্।

ইত্যাদিভি-র্বচনৈ-র্ভগবদ্ভক্তি-রেবৈকং মোক্ষসাধনং নিরূপিতম্। কলৌ কেশব-কীর্ত্তনাদিতি বচনাৎ সাধনান্তৎ তিরস্কৃত্য কলৌ তু সুবিশেষতঃ সৈব সাধনম্। সকলোপনিষৎ-পুরাণেতি-হাসাদি-শাস্ত্রমহাসাগরোন্মথনাৎ স্বরোচিষা কলিঘনান্ধকার-নিরসনায় সঞ্জাতমিদং শ্রীভক্তি-কৌস্তুভম কলাবুদ্ভূত তমঃ-পিহিত-দৃষ্টীনা-মপার শাস্ত্রপারাবারাতিতরণা-সম্ভবাৎ ॥

আমূলাগ্রং রসস্তিষ্ঠন্নাস্তে ন স্বদতে যথা।
স ভূয়ঃ সংপৃথগ্ভূতঃ ফলে বিশ্বমনোহরে ॥
যথা দুগ্ধে স্থিতং সর্পির্ন স্বাদায়োপকল্পতে।
পৃথগ্ভূতং হি তদ্দিব্যং দেবানাং রসবর্দ্ধনম্ ॥

১। বিনা কারণে কার্য্য হয় না। ভক্তি না হইলে ব্রহ্মজ্ঞান কখনও হইতে পারে না। অধিকার থাকুক বা না থাকুক, সকলের পক্ষেই ভক্তিযোগ বিশেষ কল্যাণকর। ভক্তিযোগ অবলম্বনে কোন উপদ্রব হয় না। ব্রহ্মা হইতে সকলেরই বিষ্ণুভক্তি বিনা কোটী কোটী কল্পেও মোক্ষ হয় না (ত্রিপাদ বিভূতি মহানারায়ণোপনিষৎ)।

২ যাহারা হঠপূর্ব্বক (জোর করিয়া) চিত্তকে জয় করিতে উদ্যত হয়, তাহাদের চেষ্টা একেবারে নিষ্ফল হয়। কিরূপ নিষ্ফল হয়? যেমন পদ্মের ডাঁটার ভিতরের সূক্ষ্ম সুতা (বিসতন্তু-মৃণাল তন্তু) দ্বারা মত্ত হস্তীকে বাঁধিয়া রাখার চেষ্টা যেমন একেবারে নিষ্ফল হয়। (মুক্তিকোপনিষদ্)।

৩। শ্রীহরির শ্রীপাদপদ্মে (দেবে) যে ভক্তি গুরুদেবের প্রতিও যাঁহাদের সেইরূপ ভক্তি হয়, সেই সকল মহাত্মাদিগের নিকট শাস্ত্রের গূঢ় অর্থ সকল প্রকাশ পায় ॥ (যোগশিখোপনিষৎ)

এই সকল শাস্ত্র বচনে শ্রীভগবানের শ্রীচরণকমলে ভক্তিই মোক্ষ পাইবার একমাত্র উপায় বলা হইয়াছে। কলিযুগে ভগবান্ শ্রীকেশবের গুণকীর্ত্তনেই অভীষ্ট লাভ হয়। এই শাস্ত্র বচন হইতে জানা যায় যে, অন্য সাধনা ত্যাগ করিয়া বিশেষতঃ কলিকালে ভক্তিযোগই এক মাত্র সাধন। সকল উপনিষদ্

১। কল্প—সত্য ত্রেতা দ্বাপর ও কলি, এই চারি যুগের কাল—৪৩,২০,০০০ বৎসর।
২। উপনিষদ্—বেদের যে অংশে তত্ত্বজ্ঞানের কথা আছে।
৩। ইতিহাস—রামায়ণকে ও মহাভারতকে শাস্ত্র ইতিহাস বলেন।

ইক্ষূণামপি মধ্যান্তং শর্করা ব্যাপ্য তিষ্ঠতি।
পৃথগ্ভূতা চ সা মিষ্টা তথা শ্রীকৌস্তুভী কথা।।

পুরাণ ইতিহাস প্রভৃতি শাস্ত্র মহাসাগর (পারাবার) মন্থনের ফলে কলিকালের ঘোর অন্ধকার, আপন জ্যোতিঃ দ্বারা দূর করিবার জন্য ও সেই অন্ধকারে যাহাদের দৃষ্টি লুপ্ত হইয়াছে (পিহিতদৃষ্টীনাম্) এরূপ জীবের জন্য অপার শাস্ত্র সাগর পার হওয়া অসম্ভব বলিয়া শাস্ত্র সাগর মন্থন করিয়া শ্রীভক্তি কৌস্তুভ আপনি উঠিয়াছেন।

ভূমি হইতে রস বাহির হইয়া গাছের শিকড় দিয়া গুঁড়ি ডাল পাতা প্রভৃতিতে ও ফলে সঞ্চারিত হয়। সেই রসই পৃথক্ ভাবে ফলে আসিয়া জমে। সে রসে বিশ্ব-মনোহর অমৃতের ন্যায় স্বাদ পাওয়া যায়। কিন্তু গুঁড়িতে শাখায় বা পাতায় তাহা পাওয়া যায় না।

দুগ্ধে ঘৃত সর্ব্বত্র ব্যাপিয়া থাকিলেও দুগ্ধ পান করিলে ঘৃতের স্বাদ পাওয়া যায় না। দুগ্ধ হইতে ঘৃতকে পৃথক্ করিলেই সেই ঘৃত দেবগণেরও উপাদেয় হয়।

আক গাছের সর্ব্বত্র মিষ্ট রস ব্যাপিয়া আছে। সেই রস হইতে চিনি প্রস্তুত করিলে, সেই চিনির স্বাদ আকের রস হইতে অনেক মধুর হয়।

সেইরূপ কলির জীবের জন্য শাস্ত্রসাগর হইতে পৃথক্‌ভাবে উদ্ধৃত শ্রীভক্তিকৌস্তুভ আমাদের পক্ষে শাস্ত্র অপেক্ষা কল্যাণকর হইয়াছে।

শ্রীশ্রীগোপালকৃষ্ণো বিজয়তেতরাম্।

শ্রীশ্রীভক্তিকৌস্তুভঃ।

(লঘু)

প্রথমঃ আহ্নিকঃ।

প্রথমঃ পরিচ্ছেদঃ—উত্তমশ্লোকগুণানুবর্ণনম্।

যোগৈশ্বর্য্যঞ্চ কৈবল্যং জায়তে যৎপ্রসাদতঃ।
তদ্বৈষ্ণবং যোগতত্ত্বং রামচন্দ্রপদং ভজে॥

[আকর—শ্রীমদ্ভাগবতম্। ১ম স্কন্ধ। পঞ্চম অধ্যায়।]

নারদ উবাচ। ভবতানুদিতপ্রায়ং যশো ভগবতোঽমলম্। যেনৈবাসৌ ন তুষ্যেত মন্যে তদ্দর্শনং খিলম্ ॥১॥ যথা ধর্ম্মাদয়শ্চার্থা মুনিবর্য্যানুকীর্ত্তিতাঃ। ন তথা বাসুদেবস্য মহিমা হ্যনুবর্ণিতঃ ॥২॥ ন যদ্বচশ্চিত্রপদং হরের্যশো জগৎপবিত্রং প্রগৃণীত কর্হিচিৎ। তদ্বায়সং-তীর্থমুশন্তি মানসা ন যত্র হংসা নিরমন্ত্যশিক্ক্ষয়াঃ ॥৩॥ তদবাগ্‌বিসর্গো জনতাঽঘবিপ্লবো যস্মিন্

[**পরিচয়—**বেদ অতি দুরূহ বলিয়া ভগবান্ শ্রীব্যাসদেব বেদকে চারি ভাগে ভাগ করেন, ও তাহা বিশদভাবে বুঝাইবার জন্য অষ্টাদশ পুরাণ মহাভারতাদি প্রণয়ন করিলেন। এমন উত্তম কার্য্য করিয়াও তিনি মনে শান্তি পাইলেন না। তিনি বিষণ্ণচিত্তে পূতসলিলা সরস্বতী নদীতটে বসিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন—নিশ্চয়ই মহাত্রুটী হইয়াছে। তবে কি শ্রীগোবিন্দের অতিপ্রিয় ভাগবত ধর্ম্ম বলা হয় নাই, এই জন্য অশান্তি হইতেছে?—এমন সময় দেবর্ষি নারদ তথায় আসিয়া ব্যাসদেবকে বিষণ্ণ দেখিয়া তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করেন। ব্যাসদেব সকল কথা ব্যক্ত করিলে নারদ বলিলেন।]

নারদ বলিলেন—আমার মনে হয়, আপনার গ্রন্থগুলিতে শ্রীগোবিন্দের নির্ম্মল যশোযুক্ত লীলা ভাল করিয়া বলা হয় নাই। আপনি ধর্ম্ম তপঃ যোগ ব্রতাদির কথা বলিয়াছেন। শ্রীভগবানের লীলাও বলা হইয়াছে। শ্রীগোবিন্দের সুমধুর লীলা আরও বিস্তার করিয়া বলা প্রয়োজন। বোধ হয় এই জন্য আপনি মনে শান্তি পাইতেছেন না। আত্মা সন্তুষ্ট না হইলে সবই নিষ্ফল ॥১॥ আপনি স্থানে স্থানে শ্রীভগবানের কীর্ত্তিগুলি কীর্ত্তন করিয়াছেন বটে, কিন্তু হে মুনিবর, অন্য ধর্ম্ম যেমন বলা হইয়াছে, শ্রীগোবিন্দের মহিমা তেমন করিয়া কীর্ত্তন করা হয় নাই ॥২॥ রচনাতে নানাবিধ রসভাব ও অলঙ্কারাদি যতই কেন থাকুক না, তাহাতে জগৎপবিত্রকারী শ্রীভগবানের লীলা কীর্ত্তন মধুর ভাবে করা না হইলে, তাহা জ্ঞানিগণের ও ভক্তগণের নিকট সমাদৃত হয় না। এরূপ ব্যাখ্যাকে তাঁহারা অপবিত্র-ভোজী কাকের উপভোগ্যবৎ নিন্দনীয় বলেন। কামনার বশ জীবগণের তাহা ভাল লাগিতে পারে, কিন্তু তাহা শ্রীগোবিন্দের মহিমারূপ মানস সরোবর-বাসী পরমহংসগণের ভাল লাগে না ॥৩॥ যে গ্রন্থের শ্লোকে

প্রতিশ্লোক-মবদ্ধবত্যপি। নামান্যনন্তস্য যশোঽঙ্কিতানি যচ্ছৃণ্বন্তি পায়ন্তি গৃণন্তি সাধবঃ ॥৪॥ নৈষ্কর্ম্ম্য-মপ্যচ্যুত-ভাববর্জ্জিতং ন শোভতে জ্ঞানমলং নিরঞ্জনম্। কুতঃ পুনঃ শশ্বদভদ্র-মীশ্বরে ন চার্পিতং কর্ম্ম যদপ্যকারণম্ ॥৫॥ অথো মহাভাগ ভবানমোঘদৃক্ শুচিশ্রবাঃ সত্যরতো ধৃতব্রতঃ। উরুক্রমস্যাখিল বন্ধমুক্তয়ে সমাধিনা-ঽনুস্মর তদ্‌বিচেষ্টিতম্ ॥৬॥ ততোঽন্যথা কিঞ্চন যদ্ বিবক্ষতঃ পৃথগ্‌দৃশ-স্তৎকৃত-রূপনামভিঃ। ন কুত্রচিৎ ক্বাপি চ দুঃস্থিতা মতি-র্লভেত বাতাহত-নৌরিবাস্পদম্ ॥৭॥ জুগুপ্সিতং ধর্ম্মকৃতেঽনুশাসতঃ স্বভাব-রক্তস্য মহান্ ব্যতিক্রমঃ। যদ্‌বাক্যতো ধর্ম্ম ইতীতরঃ স্থিতো ন মন্যতে তস্য নিবারণং জনঃ ॥৮॥ বিচক্ষণোঽস্যার্হতি বেদিতুং বিভো-রনন্তপারস্য নিবৃত্তিতঃ সুখম্। প্রবর্ত্তমানস্য গুণৈ-রনাত্মন-স্ততো ভবান্ দর্শয় চেষ্টিতং বিভোঃ ॥৯॥ ত্যক্ত্বা স্বধর্ম্মং চরণাম্বুজং হরে-র্ভজন্নপক্বোঽথ পতেৎ ততো যদি। যত্র ক্ব বা ভদ্র-মভূদমুষ্য কিং কো বাঽর্থ আপ্তোঽ-ভজতাং স্বধর্ম্মতঃ ॥১০॥ তস্যৈব হেতোঃ প্রযতেত কোবিদো ন লভ্যতে যদ্ ভ্রমতা-মুপর্য্যধঃ। তল্লভ্যতে দুঃখবদন্যতঃ সুখং কালেন সর্ব্বত্র গভীর-রংহসা ॥১১॥ ন বৈ জনো জাতু

শ্লোকে অনন্ত মহিমাময় শ্রীভগবানের সুমধুর লীলাকথা ও নামমাহাত্ম্য থাকে, যাহাতে জনসমূহের পাপরাশি ধ্বংস করিয়া দেয়, সেই সকল বিষয়ই সাধুভক্তগণ পরমানন্দে শ্রবণ করেন, উচ্চারণ করেন ও কীর্ত্তন করিয়া থাকেন ॥৪॥ ব্রহ্মজ্ঞানে অবিদ্যা দূর হয় বটে, কিন্তু তাহাতে যদি শ্রীভগবানে ভক্তির কথা ভাল করিয়া না বলা হয়, সে জ্ঞানেও মুক্তি লাভ হয় না, ফলে দুঃখই হয়। কর্ম্ম নিষ্কাম হইলেও কি পরম কল্যাণকর ফল হয়? অর্থাৎ ভক্তি বিনা সকল কর্ম্ম ব্যর্থ ॥৫॥ হে মহাভাগ, আপনার দৃষ্টি অমোঘ। আপনি পবিত্রযশোযুক্ত সত্যনিষ্ঠ ও দৃঢ়ব্রত। অতএব জীবগণকে ভববন্ধন হইতে মুক্ত করিবার জন্য একাগ্রচিত্তে লীলাময় শ্রীগোবিন্দের বিচিত্র লীলা পুনঃ পুনঃ স্মরণ করিয়া বর্ণন করুন ॥৬॥ শ্রীগোবিন্দের লীলাবর্ণন ভিন্ন অন্য কোন বিষয় বলিতে ইচ্ছা করিলে বহির্মুখ জীবের মতি বুদ্ধি নানা নাম ও নানা রূপসমূহের সমস্যায় পড়িয়া, ঝড়ের মুখে নৌকার ন্যায় একেবারে অসহায় ও অস্থির হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইবে ॥৭॥ জীব স্বভাবতঃ প্রবৃত্তিমার্গে চলিতে ভাল বাসে। আপনি তাহাকে অপকৃষ্ট প্রবৃত্তিমার্গে (ধর্ম্মার্থে) উপদেশ দিয়া ভাল করেন নাই। কেন না কাম্য কর্ম্মে পশু বধ করিতে হইতে পারে। এখন সেই জীবকে প্রবৃত্তিমার্গ ত্যাগ করিয়া নিবৃত্তি মার্গে চলিতে বলিলে, সংসারী জীব বলিবে—স্বয়ং ব্যাসদেব ত প্রবৃত্তিমার্গে থাকিতে নিষেধ করেন নাই। কাজেই তাহাদের নিবৃত্তিমার্গে চলিতে মতি করান দুষ্কর হইবে ॥৮॥ প্রবৃত্তিমার্গের নিন্দা করিতেছি বলিয়া শ্রীহরির লীলা কীর্ত্তন যে নিরর্থক, তাহা বলি না। আপনি বিচক্ষণ পুরুষ। কোন্‌টী সৎ কোন্‌টী অসৎ তাহা জানেন। আপনি জানেন যে, বিষয়ে আসক্তি দূর হইলেই জীব অনন্ত ও অপার মহিমাময় শ্রীভগবানের সেবায় পরমানন্দ অনুভব করিতে পারে। অতএব মায়ার বশীভূত সংসারে ভ্রমণশীল কলির জীবের কল্যাণের নিমিত্ত, শ্রীভগবানের সুমধুর লীলা বর্ণন করুন ॥৯॥ নিজ বর্ণাশ্রমোচিত ধর্ম্মকে ত্যাগ করিয়া শ্রীহরির শ্রীচরণকমলযুগলে ভক্তির জন্য চেষ্টা করিতে হয়। ভক্তিপথে চলিতে গিয়া অপরিপক্ক অবস্থায় যদি কাহারও মৃত্যু হয়, তাহাতে অমঙ্গল হয় না, অর্থাৎ কর্ম্মের বন্ধনে ফাঁসিয়া যায় না। পরজন্মে ভক্তিমার্গে মতি হয়, যাহাতে সে মোক্ষলাভ করিতে পারে। কিন্তু যে ব্যক্তি ভক্তিপথে চলে না সে সামান্য পুণ্যকর্ম্ম (যাহাতে বন্ধন টুটে না) করিতে করিতে মৃত্যু হইলে কি লাভ হইবে? কিছু দিন স্বর্গসুখ ভোগ হইয়া চৌরাশী লক্ষ যোনিতে ভ্রমণ করিতে থাকিবে ॥১০॥ অতএব চৌদ্দ ভুবন ভ্রমণ করিয়াও যে সুখ মিলে না, সেই মোক্ষ-রূপ পরম সুখ লাভের জন্য চতুর পুরুষের চেষ্টা করা উচিত। পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্মফলে কোনও চেষ্টা না করিয়াও কালবশে দুঃখ আপনা হইতে আসে। তেমনই, বিষয়সুখ বিনা আয়াসে কালক্রমে লাভ হইতে পারে ॥১১॥ ভগবদ্ভক্তের কোনও কারণে নিকৃষ্ট যোনিতে জন্ম হইলেও জন্ম মরণের

কথঞ্চনাব্রজেন্ মুকুন্দ-সেব্যন্য-বদঙ্গ সংসৃতিম্। স্মরন মুকুন্দাঙ্‌ঘ্র্যুপগূহনং পুন-র্বিহাতুমিচ্ছেন্ ন রসগ্রহো যতঃ॥১২॥ ইদং হি বিশ্বং ভগবানিবেতরো যতো জগৎস্থান-নিরোধ-সম্ভবাঃ। তদ্ধি স্বয়ং বেদ ভবাংস্তথাপি বৈ প্রাদেশমাত্রং ভবতঃ প্রদর্শিতম্ ॥১৩॥ ত্বমাত্মনা-ত্মান-মবেহ্য-মোঘদৃক্ পরস্য পুংসঃ পরমাত্মনঃ কলাম্। অজং প্রজাতং জগতঃ শিবায় তম্ মহানুভাবা-ভ্যুদয়োঽধিগণ্যতাম্ ।১৪। ইদং হি পুংসস্তপসঃ শ্রুতস্য বা স্বিষ্টস্য সূক্তস্য বুদ্ধিদত্তয়োঃ। অবিচ্যুতোঽর্থঃ কবিভি-র্নিরূপিতো যদুত্তম শ্লোক-গুণানুবর্ণনম্ ॥১৫॥ এতৎ সংসূচিতং ব্রহ্মংস্তাপত্রয়-চিকিৎসিতম্। যদীশ্বরে ভগবতি কর্ম্মব্রহ্মণি ভাবিতম্ ॥১৬॥ আময়ো যশ্চ ভূতানাং জায়তে যেন সুব্রত। তদেব হ্যাময়ং দ্রব্যং ন পুনাতি চিকিৎসিতম্ ॥১৭। এবং নৃণাং ক্রিয়াযোগাঃ সর্ব্বে সংসৃতি হেতবঃ। ত এবাত্ম-বিনাশায় কল্পন্তে কল্পিতাঃ পরে॥১৮। যদত্র ক্রিয়তে কর্ম্ম ভগবৎ পরিতোষণম্। জ্ঞানং যৎ তদধীনং হি ভক্তিযোগ-সমন্বিতম্॥১৯॥ কুর্ব্বাণা যত্র কর্ম্মাণি ভগবচ্ছিক্ষয়াঽসকৃৎ। গৃণন্তি গুণনামানি কৃষ্ণস্যানুস্মরন্তি চ॥২০। ত্বমপ্যদভ্র-শ্রুতবিশ্রুতং বিভোঃ সমাপ্যতে যেন বিদাং বুভুৎসিতম্। আখ্যাহি দুঃখৈ-র্মুহুরর্দিতাত্মনাং সংক্লেশ-নির্ব্বাণ-মুশন্তি নান্যথা॥২১।

ইতি—শ্রীভক্তিকৌস্তুভে প্রথমাহ্নিকে উত্তমশ্লোক-গুণানুবর্ণনম্ নাম প্রথমঃ পরিচ্ছেদঃ॥

চক্রে পড়িয়া সংসারে প্রবেশ করেন না। কেননা, শ্রীহরির শ্রীচরণকমলের মকরন্দ রস একবার আস্বাদ করিলে তাহা আর ভুলিতে পারেন না। তাহা কেবলই স্মরণ করিতে থাকেন॥১২॥ এই যে বিশ্ব আমরা দেখিতে পাই, ইহা নিত্য ও আনন্দময় বলিয়াই বোধ হয়। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহা নহে। শ্রীভগবান্ই আনন্দময়। তাঁহা হইতে এই বিশ্বের সৃষ্টিস্থিতি লয় হইয়া থাকে। আপনি ইহা জানেন। আমি কেবল আপনার অভিপ্রায় অনুসারে দিগ্‌দর্শন করিলাম ॥১৩॥

হে ব্যাসদেব! আপনি জগতের কল্যাণের জন্য পরম পুরুষের অংশ হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন। নিজ হৃদয়ে তত্ত্বকথা বিচার করিয়া, অবতার-শিরোমণি শ্রীকৃষ্ণের লীলা অধিকতর রূপে বর্ণনা করুন ॥১৪॥ তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিগণ বলেন, পুরুষের তপস্যা, নিত্যধর্ম্ম, শাস্ত্রাধ্যয়ন, মন্ত্রপাঠ ও দানের শ্রেষ্ঠ ফল, শ্রীগোবিন্দের লীলা বর্ণন ॥১৫॥ হে ব্রহ্মন্ ত্রিপাপ জ্বালা দূর করিবার একমাত্র ঔষধ, সকল কর্ম্ম শ্রীভগবানে অর্পণ। ইহা প্রসঙ্গতঃ আপনাকে বলিলাম ॥১৬॥ হে সুব্রত, জীবগণের দেহে যে রোগ উৎপন্ন হয়, সেই রোগের দ্রব্যই সেই রোগোৎপাদক বস্তু কি গুণান্তরিত হইয়া সেই রোগ নাশ করে না? ॥১৭॥ সেই রূপ মনুষ্যের সকল কর্ম্মই সংসার বন্ধনের হেতু। তথাপি সেই সকল কর্ম্মই শ্রীভগবানে অর্পিত হইলে সংসার নাশ করে॥১৮॥ এই জগতে শ্রীভগবানের সন্তোষকর কর্ম্ম করিতে পারিলেই, তাঁহার শ্রীচরণে ভক্তি জন্মে ও তাহা হইতে জ্ঞান জন্মে ॥১৯॥ শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতায়, শ্রীকৃষ্ণ যে উপদেশ দিয়াছেন তদনুসারে যাবতীয় কর্ম্ম শ্রীভগবানে অর্পণ করিলে জীব কৃতার্থ হয়, ও শ্রীকৃষ্ণের নাম ও গুণ কীর্ত্তন করিবার সৌভাগ্য হয় ॥২০॥ হে পরম জ্ঞানী ব্যাসদেব, আপনি শ্রীভগবানের যশঃ এমন করিয়া বর্ণন করুন, যাহাতে বুদ্ধিমান্ পুরুষের জানিবার ইচ্ছা মিটিয়া যায় ও যাহা ব্যতীত সংসার চক্রের দুঃখে পীড়িত জীবের দুঃখ দূর করিতে সহজ পথ আর নাই ॥২১॥

ইতি শ্রীভক্তিকৌস্তুভে প্রথম আহ্নিক উত্তমশ্লোক-গুনানুবর্ণন নাম প্রথম পরিচ্ছেদ।

দ্বিতীয়ঃ পরিচ্ছেদঃ—শ্রীভগবন্নাম-মাহাত্ম্যম্।

(আকরঃ - শ্রীদ্ভাগবতম্ ষষ্ঠ স্কন্ধঃ-৩য় অধ্যায়ঃ)

যম উবাচ। পরো মদন্যো জগত-স্তস্থুষশ্চ ওতং প্রোতং পটবদ্যত্র বিশ্বম্। যদংশতোঽস্য স্থিতি-জন্মনাশা নস্যোতবদ্ যস্য বশে চ লোকঃ ।।১।। যে নামভির্বাচি জনান্ নিজায়াং বধ্নাতি তন্ত্যামিব দামভি-র্গাঃ। যস্মৈ বলিং ত ইমে নামকর্ম্ম-নিবন্ধ-বদ্ধা-শ্চকিতা বহন্তি ।।২।। অহং মহেন্দ্রো নিঋৃতিঃ প্রচেতাঃ সোমোঽগ্নিরীশঃ পবনোঽর্কো বিরিঞ্চঃ। আদিত্য-বিশ্বে বসবোঽথ সাধ্যা মরুদ্গণাঃ রুদ্রগণাঃ সসিদ্ধাঃ ।৩।। অন্যে চ যে বিশ্ব-সৃজোঽমরেশা ভৃগ্বাদয়োঽস্পৃষ্ট-রজস্তমস্কাঃ। যস্যেহিতং ন বিদুঃ স্পৃষ্টমায়াঃ সত্ত্বপ্রধানা অপি কিং ততোঽন্যে ।।৪।। যং বৈ ন গোভি-র্মনসাঽসুভির্বা হৃদা গিরা বাঽসুভৃতো বিচক্ষতে। আত্মানমন্ত-র্হৃদি সন্ত-মাত্মনঃ চক্ষু-র্যথৈবাকৃতয়-স্ততঃ পরম্ ।।৫।। তস্যাত্মতন্ত্রস্য হরে-রধীশিতুঃ পরস্য মায়াধিপতে-র্মহাত্মনঃ। প্রায়েণ দূতা ইহ বৈ মনোহরা-শ্চরন্তি তদ্রূপগুণ-স্বভাবাঃ। ।।৬।। ভূতানি বিষ্ণোঃ সুরপূজিতানি দুর্দর্শ-লিঙ্গানি মহাদ্ভুতানি। রক্ষন্তি তদ্ভক্তিমতঃ পরেভ্যো মত্তশ্চ মর্ত্ত্যান্ অথ সর্ব্বতশ্চ ।।৭।। ধর্ম্মং তু সাক্ষাদ্ভগবৎ প্রণীতং ন বৈ বিদু-র্ঋষয়ো নাপি দেবাঃ। ন সিদ্ধমুখ্যা অসুরা মনুষ্যাঃ কুতশ্চ বিদ্যাধর-চারণাদয়ঃ ।।৮।।

[পরিচয়—পুণ্যাত্মা অজামিল শেষজীবনে বিশেষ পাপাচরণ করিয়া ফেলেন। তাঁহার মুমূর্ষু অবস্থায় যমদূতগণ তাঁহাকে লইতে আসিলে, অজামিল কাতরকণ্ঠে "নারায়ণ" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠেন। তাঁহার বেশ্যাগর্ভজাত সর্ব্বকনিষ্ঠ ও অতিপ্রিয় পুত্রটীর নাম নারায়ণ রাখিয়াছিলেন, যাহাতে মৃত্যুকালে মোহবশে ছেলেকে ডাকলেও শ্রীভগবানের নাম করা হইবে। "নারায়ণ" ধ্বনি শুনিয়া বিষ্ণুদূতগণ আসিয়া যমদূতগণকে তাড়াইয়া দেন। যমদূতগণ তাঁহাদের প্রভু যমরাজের নিকট গিয়া বলিলেন—প্রভো! পাপী অজামিল মুমূর্ষু। তাহাকে আনিতে গেলে চারজন দিব্যপুরুষ আমাদিগকে তাড়াইয়া দিলেন। ইহার কারণ কি? ইহার উত্তরে দূতগণকে যমরাজ বলিতেছেন।]

যমরাজ কহিলেন। এই চরাচর বিশ্বের আমি ভিন্ন অপর এক জন অধিপতি আছেন। বস্ত্র যেমন সূতার টানা ও পোড়েন রূপে জড়িত, সেইরূপ এই বিশ্বও তাঁহাতে জড়িত। তাঁহার অংশ হইতেই বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি ও লয় সাধিত হইতেছে। নাকফোঁড়া বলদের মত সমস্ত সৃষ্টি তাঁহার বশে চলে ॥১॥ লোকে যেমন গো-মহিষাদিকে বাঁধিয়া রাখে, সেই রূপ তিনি নিজ বাক্য, বেদ-রূপ সূত্রদ্বারা সকল লোককে নাম কর্ম্মাদ বন্ধনে আবদ্ধ রাখিয়া কল্যাণ করেন ॥২॥ আমি যম, মহেন্দ্র নিঋতি, বরুণ অগ্নি বায়ু সূর্য্য ব্রহ্মা মহেশ্বর বিশ্বদেবগণ, সাধ্বগণ, মরুদ্গণ, রুদ্রগণ সিদ্ধগণ, বিশ্বস্রষ্টা অন্যান্য প্রধান দেবতাগণ ও ভৃগু প্রভৃতি মহর্ষিগণ, যাঁহারা রজঃ ও তমোগুণ অতিক্রম করিয়া প্রধান রূপে সত্ত্বগুণে অধিষ্ঠিত, তাঁহারাও মায়াবশে তাঁহার লীলা বুঝিতে পারেন না। অন্যের কথা কি বলিব? ।৩-৪॥ চক্ষু যেমন সকল অঙ্গকে দেখে, কিন্তু নিজকে (সেই চক্ষুকে) দেখিতে পায় না, সেইরূপ যিনি জীবগণের হৃদয়মধ্যে সাক্ষীরূপে বিরাজমান, সেই অন্তর্য্যামী শ্রীভগবান্‌কে ইন্দ্রিয়, মন প্রাণ চিত্ত কিম্বা বাক্যদ্বারা কেহই বুঝিতে পারে না ৫॥ সেই স্বতন্ত্র পুরুষ, সর্ব্বেশ্বর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পরমমহিমাময় মায়ার অধীশ্বর শ্রীহরির দূতগণ, প্রায় তাঁহারই ন্যায় রূপ গুণ ও স্বভাব-বিশিষ্ট হইয়া জগতে মনোহর মূর্ত্তিতে বিচরণ করিয়া থাকেন ॥ ৬। শ্রীভগবান্ বিষ্ণুর কিঙ্করগণ দেবকর্ত্তৃক পূজিত। ভক্তিহীন ব্যক্তিগণ তাঁহাদের দর্শন পায় না। তাঁহাদের কার্য্য অতি অদ্ভুত। তাঁহারাও ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর শ্রীচরণে ভক্তিমান্ নরনারীকে শত্রু হইতে, আমার নিকট হইতে, সর্ব্বপ্রকারে সকল সঙ্কট হইতে রক্ষা করিয়া থাকেন ॥৭। ধর্ম্ম, স্বয়ং ভগবানের প্রণীত। তাহার প্রকৃত মর্ম্ম দেবগণ মহর্ষিগণ শ্রেষ্ঠ সিদ্ধপুরুষগণ কিরূপে জানিবেন? ॥৮॥ ব্রহ্মা নারদ শিব সনৎকুমার

স্বয়ম্ভু-র্নারদঃ শম্ভুঃ কুমারঃ কপিলো মনুঃ। প্রহ্লাদো জনকো ভীষ্মো বলির্বৈয়াসকি-র্বয়ম্ ॥৯॥ দ্বাদশৈতে বিজানীমো ধর্ম্মং ভাগবতং ভটাঃ। গুহ্যং বিশুদ্ধং দুর্বোধং যং জ্ঞাত্বাঽমৃত-মশ্নুতে ॥১০॥ এতাবানেব লোকেঽস্মিন্ পুংসাং ধর্ম্মঃ পরঃ স্মৃতঃ। ভক্তিযোগো ভগবতি তন্নাম-গ্রহণাদিভিঃ ॥১১॥ নামোচ্চারণ-মাহাত্ম্যং হরেঃ পশ্যত পুত্রকাঃ। অজামিলোঽপি যেনৈব মৃত্যুপাশা-দমুচ্যত ॥১২॥ এতাবদাঽল-মঘনির্হরণায় পুংসাং সংকীর্ত্তনং ভগবতো গুণকর্ম্মনাম্নাম্। বিক্রুশ্য পুত্র-মঘবান্ যদজামিলোঽপি নারায়ণেতি ম্রিয়মাণ ইয়ায় মুক্তিম্ ॥১৩॥ প্রায়েণ বেদ তদিদং ন মহাজনোঽয়ং দেব্যা বিমোহিত-মতি-র্বত মায়য়াঽলম্। ত্রয্যাম্ জড়ীকৃতমতি-র্মধুপুষ্পিতায়াং বৈতানিকে মহতি কর্ম্মণি যুজ্যমানঃ ॥১৪॥ এবং বিমৃশ্য সুধিয়ো ভগবত্যনন্তে সর্বাত্মনা বিদধতে খলু ভাবযোগম্। তে মে ন দণ্ডমর্হন্ত্যথ যদ্যমীষাং স্যাৎ পাতকং হন্ত্যরুগায়বাদঃ ॥১৫॥ তে দেবসিদ্ধ-পরিগীত-পবিত্রগাথা যে সাধবঃ সমদৃশো ভগবৎ-প্রপন্নাঃ। তান্নোপসীদত হরে-র্গদয়াঽভিগুপ্তান্ নৈষাং বযং ন চ বয়ঃ প্রভবাম দণ্ডে ॥১৬॥ তানানয়ধ্বমসতো বিমুখান্ মুকুন্দ-পাদারবিন্দ-মকরন্দ-রসাদজস্রম্। নিষ্কিঞ্চনৈঃ পরমহংস-কুলৈঃ রসজ্ঞৈ-র্জুষ্টাদ্ গৃহে নিরয়বর্ত্মনি বদ্ধতৃষ্ণান্ ॥১৭॥ জিহ্বা ন বক্তি ভগবদ্ গুণনামধেয়ং চেতশ্চ ন স্মরতি তচ্চরণারবিন্দম্। কৃষ্ণায় নো নমতি যচ্ছির একদাপি তানানয়ধ্ব-মসতোঽকৃত-বিষ্ণুকৃত্যান্ ॥১৮॥ তৎক্ষম্যতাং স ভগবান্ পুরুষঃ পুরাণো নারায়ণঃ

কপিল, মনু, প্রহ্লাদ, জনকরাজা, ভীষ্ম, বলিরাজা, শুকদেব ও আমি, আমরা এই দ্বাদশ জন ভাগবতধর্ম্ম বিশেষ রূপে অবগত আছি। হে দূতগণ! এই ধর্ম্ম অতি গুহ্য, দুর্জ্ঞেয় ও পবিত্র। ইহা জানলে মুক্তি লাভ হয় ॥৯-১০॥ শ্রীভগবানের নাম কীর্ত্তনাদি দ্বারা শ্রীভগবানে যে ভক্তিযোগ তাহাই এই জগতে জীবগণের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম বলা হয় ॥১১॥ হে বৎসগণ! শ্রীভগবানের নাম মাহাত্ম্যেই মহাপাপী অজামিলও মৃত্যুপাশ হইতে মুক্ত হইল ॥১২॥ ভগবান্ শ্রীহরির গুণ কর্ম্ম নাম সম্যক্ কীর্ত্তন করিলে, লোকের কেবল পাপক্ষয়ই করিয়া থাকে, এইরূপ সিদ্ধান্ত করা উচিত নহে। কেননা মহাপাপী অজামিলও মুমূর্ষু অবস্থাতে "নারায়ণ" বলিয়া পুত্রকে ডাকিয়াও মুক্তিলাভ করিল ॥১৩॥ জৈমিনি প্রভৃতি শাস্ত্রকার ও দার্শনিকদিগের বুদ্ধি শ্রীভগবানের মায়াতে মুগ্ধ হওয়ায় মনোহর অর্থবাদ প্রভৃতি দ্বারা পরিপুষ্ট বেদাদিতে নিবিষ্ট হইয়া সুবিস্তৃত যাগ যজ্ঞাদি মার্গেই তাঁহারা অনুরক্ত হন। তাহার ফলে শ্রীভগবানের নাম কীর্ত্তনাদি-রূপ ভক্তিমার্গে তাঁহারা সম্যক্ অভিজ্ঞতা লাভ করেন না ॥১৪॥ সদ্বুদ্ধি জনগণ এইসব বিবেচনা করিয়াই ভগবান্ শ্রীহরির প্রতি সর্ব্বান্তঃকরণে ভক্তি-যোগ অবলম্বন করিয়া থাকেন। তাঁহারা আমার দণ্ডনীয় নহেন। যদিই বা তাঁহাদের কোনও প্রকারে পাপ উৎপন্ন হয়, তবে শ্রীভগবানের নামকীর্ত্তনাদিতে তাহাও বিনষ্ট হয় ॥১৫॥ যে সকল সাধু-পুরুষগণ সর্ব্বত্র সমদর্শী হইয়া শ্রীভগবানের শ্রীচরণকমলে শরণাপন্ন হইয়াছেন, যাঁহাদের পুণ্যকথা দেবগণ ও সিদ্ধগণ কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। তোমরা তাঁহাদের নিকট যাইও না। কারণ শ্রীহরির গদা তাঁহাদিগকে সর্ব্বদা রক্ষা করিতেছেন। তাঁহাদের দণ্ড বিধান করিতে আমরা, এমন কি আমাদের প্রভু, স্বয়ং মহাকালও অক্ষম ॥১৬॥ তবে কাহাদের আনিবে? যাঁহারা ভোগবাসনা হইতে নিবৃত্ত একমাত্র শ্রীহরির সেবা ভিন্ন যাঁহাদের আর কোনও কামনা নাই, এইরূপ পরমহংস সাধুপুরুষগণ যে রস সর্ব্বদা আস্বাদ করিয়া থাকেন, এমন যে শ্রীভগবানের শ্রীপাদপদ্মের সেবারূপ মধু, তাহা হইতে যাহারা পরাঙ্মুখ হইয়া নরকের পথস্বরূপ গৃহাদিতে একান্ত আসক্ত, সেই সকল অসাধু জনগণকে তোমরা আনিবে ॥১৭॥ যাহাদের জিহ্বা শ্রীভগবানের গুণ ও নাম বলে না, মন কখনও তাঁহার শ্রীপাদপদ্ম স্মরণ করে না, মস্তকও তাঁহাকে প্রণাম করিতে কখনও অবনত হয় না, সেই শ্রীভগবদ্‌বিমুখ জনগণকে, অসৎ ব্যক্তিগণকে তোমরা লইয়া আসিবে ॥১৮॥ (যমদূতগণ অজামিলকে আনিতে গিয়া যে অপরাধ করিয়াছে, তাহাতে

স্বপুরুষৈ-র্যদসৎকৃতং নঃ। স্বানামহো ন বিদুষাং রচিতাঞ্জলীনাং ক্ষান্তি-র্গরীয়সি নমঃ পুরুষায় ভূম্নে।।১৯।। তস্মাৎ সংকীর্ত্তনং বিষ্ণো-র্জগন্মঙ্গল-মংহসাম্। মহতামপি কৌরব্য বিদ্ধৈকান্তিক-নিষ্কৃতিম্ ।।২০।। শৃণ্বতাং গৃণতাং বীর্য্যাণ্যুদ্দামানি হরের্মুহুঃ। যথা সুজাতয়া ভক্ত্যা শুধ্যেন্নাত্মা ব্রতাদিভিঃ ।।২১।। কৃষ্ণাঙ্ঘ্রি-পদ্ম-মধুলিড্ ন পুন-র্বিসৃষ্ট-মায়াগুণেষু রমতে বৃজিনাবহেষু। অন্যস্তু কামহত আত্মরজঃ প্রমার্ষ্টু-মীহেত কর্ম্ম যত এব রজঃ পুনঃ স্যাৎ ।।২২।।

ইতি শ্রীভক্তিকৌস্তুভে প্রথমাহ্নিকে শ্রীমদ্‌ভগবন্নাম-মাহাত্ম্যং নাম দ্বিতীয়ঃ পরিচ্ছেদঃ।

যমরাজ মনে করিতেছেন তাঁহারও দোষ হইয়াছে। এই জন্য অতি বিনয়ে তিনি শ্রীভগবানের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছেন।) প্রভু, আমার কিঙ্করগণ অজামিলকে আনিতে গিয়া যে অন্যায় কার্য্য করিয়াছে, তাহা সেই নিত্যপুরুষ ভগবান্ শ্রীনারায়ণ নিজগুণে তাহাদের ও আমাকে ক্ষমা করুন। আহা তাঁহার ন্যায় অপার মহিমাময় পরমপুরুষের পক্ষে মাদৃশ অজ্ঞ প্রণতজনকে ক্ষমা করাই স্বভাব। আমি অঞ্জলি-নিবদ্ধ হইয়া সেই বিরাট্ পুরুষকে প্রণাম করি ॥১৯॥ (যমরাজের কথা শেষ হইল। তাহা অবলম্বন করিয়া শ্রীশুকদেব রাজা পরীক্ষিৎকে উপদেশ দিতেছেন।)

হে কুরুবংশধর, যমরাজের এই কথা হইতে জগন্মঙ্গল শ্রীবিষ্ণুর নামকীর্ত্তনে অত্যুৎকট পাপও সমূলে উচ্ছেদ হয় জানিও ॥২০॥ শ্রীভগবানের অপ্রতিহত লীলাসকল পুনঃ পুনঃ শ্রবণে ও কীর্ত্তনে যে ভক্তি হয় তাহাতে মন যেরূপ শুদ্ধ হয়, প্রায়শ্চিত্তাদিতে সেরূপ শুদ্ধ হয় না ॥২১॥ যিনি শ্রীভগবানের শ্রীপাদপদ্মরস আস্বাদ করেন, তাঁহার বিষয়াদিতে আর আসক্তি জন্মে না। কিন্তু অপর বিষয়াসক্ত লোকে নিজপাপ দূর করিতে যে সকল কর্ম্ম করে তাহাতে পুনরায় পাপ জন্মে ॥২২॥

ইতি শ্রীভক্তিকৌস্তুভে প্রথমাহ্নিকে শ্রীমদ্‌ভগবন্নাম-মাহাত্ম্য নাম দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

শ্রীমদ্‌ভগবদ্ বন্দনা নাম তৃতীয়ঃ পরিচ্ছেদঃ।

[আকরঃ—শ্রীমদ্‌ভাগবতম্—২য়ঃ স্কন্ধঃ ৪র্থ-অধ্যায়ঃ। দশমঃ স্কন্ধঃ ২য় অধ্যায়ঃ।]

নমঃ পরস্মৈ পুরুষায় ভূয়সে সদুদ্ভবস্থান-নিরোধলীলয়া। গৃহীত-শক্তি-ত্রিতয়ায় দেহিনা-মন্তর্ভবায়ানুপলক্ষ্য-বর্ত্মনে ॥১॥ ভূয়ো নমঃ সদ্‌বৃজিনচ্ছিদেঽসতা-মসম্ভবায়াখিল-সত্ত্বমূর্ত্তয়ে। পুংসাং পুনঃ পারমহংস্য আশ্রমে ব্যবস্থিতানামনুমৃগ্যদাশুষে ॥২॥ নমো নমস্তেঽস্ত্বৃষভায় সাত্বতাং বিদূরকাষ্ঠায় মুহুঃ কুযোগিনাম্। নিরস্ত-সাম্যাতিশয়েন রাধসা স্বধামনি ব্রহ্মণি রংস্যতে নমঃ ॥৩॥ যৎকীর্ত্তনং যৎস্মরণং যদীক্ষণং যদ্‌বন্দনং যচ্ছ্রবণং যদর্হণম্।

[পরিচয়—ব্রহ্মশাপগ্রস্ত রাজা পরীক্ষিৎকে শ্রীশুকদেব শ্রীগোবিন্দের লীলা বর্ণন করিবার পূর্ব্বে মঙ্গলাচরণ করিতেছেন।]

শ্রীশুকদেব বলিলেন। এই পরিদৃশ্যমান্ জগতের সৃষ্টি স্থিতি ও লয় করিবার জন্য সত্ত্ব রজঃ ও তমোগুণ আশ্রয় করিয়া যিনি ক্রীড়াচ্ছলে ব্রহ্মা বিষ্ণু ও শিবরূপে প্রকট হন, যিনি সর্ব্বজীবের অন্তর্যামী, যিনি যোগিগণেরও লক্ষ্যের বহির্ভূত, অপরিমিত মহিমময় সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচরণকমলে আমি প্রণিপাত করি ॥১॥ যিনি (রাম কৃষ্ণাদি অবতারে) স্বভক্তদিগের দুঃখ দূর করেন, অসুরগণকে মুক্তি দান করেন ও পরমহংস আশ্রমাশ্রিত শুদ্ধ ভক্তগণকে ব্রহ্মানন্দ ও প্রেমানন্দ দান করেন, সেই সত্ত্বমূর্ত্তির পূর্ণ অবতার শ্রীগোবিন্দের শ্রীপাদপদ্মে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করি ॥২॥ সাত্বতদিগের পরিপালক, ভক্তিহীন জনের দুর্বিজ্ঞেয় অসামান্য ঐশ্বর্য্যপ্রকাশক, ব্রহ্মস্বরূপে নিজধামে মথুরামণ্ডলাদিতে নিত্য বিহারশীল শ্রীগোবিন্দচরণে বারম্বার প্রণাম করি ॥৩॥ যাঁহার নাম ও গুণাবলী শ্রবণ স্মরণ ও কীর্ত্তন করিলে, যাঁহাকে পূজা করিলে ও দর্শন

লোকস্য সদ্যো বিধুনোতি কল্মষং তস্মৈ সুভদ্র-শ্রবসে নমো নমঃ ॥৪॥ বিচক্ষণা যচ্চরণোপসাদনাৎ সঙ্গং ব্যুদস্যো-ভয়তোঽন্তরাত্মনঃ। বিন্দন্তি হি ব্রহ্মগতিং গতক্লমা-স্তস্মৈ সুভদ্র-শ্রবসে নমো নমঃ ॥৫॥ তপস্বিনো দানপরা যশস্বিনো মনস্বিনো মন্ত্রবিদঃ সুমঙ্গলাঃ। ক্ষেমং ন বিন্দন্তি বিনা যদর্পণং তস্মৈ সুভদ্র-শ্রবসে নমো নমঃ ॥৬॥ কিরাত-হূণান্ধ্র-পুলিন্দ-পুল্কসা আভীর-কঙ্কা যবনাঃ খসাদয়ঃ। যেঽন্যে চ পাপা যদুপাশ্রয়াশ্রয়াঃ শুধ্যন্তি তস্মৈ প্রভবিষ্ণবে নমঃ ॥৭॥ স এষ আত্মাত্মবতা-মধীশ্বর-স্ত্রয়ীময়ো ধর্ম্মময়-স্তপোময়ঃ। গতব্যলীকৈ-রজশঙ্করাদিভি র্বিতর্ক্য-লিঙ্গো ভগবান্ প্রসীদতাম্ ॥৮॥ শ্রিয়ঃপতি-র্যজ্ঞপতিঃ প্রজাপতি-র্ধিয়াং পতি-র্লোকপতি-র্ধরাপতিঃ। পতি-র্গতিশ্চান্ধক-বৃষ্ণিসাত্বতাং প্রসীদতাং মে ভগবান্ সতাং পতিঃ ॥৯॥ যদঙ্ঘ্র্যনুধ্যান-সমাধি-ধৌতয়া ধিয়াঽনুপশ্যন্তি হি তত্ত্বমাত্মনঃ। বদন্তি চৈতৎ কবয়ো যথারুচং স মে মুকুন্দো ভগবান্ প্রসীদতাম্ ॥১০॥ প্রচোদিতা যেন পুরা সরস্বতী বিতন্বতাঽজস্য সতীং স্মৃতিং হৃদি। স্বলক্ষণা প্রাদুরভূৎকিলাঽস্যতঃ স মে ঋষীণা-মৃষভঃ প্রসীদতাম্ ॥১১॥ ভূতৈ-র্মহদ্ভি-র্য ইমাঃ পুরো বিভু-র্নির্মায় শেতে যদমূষু পূরুষঃ। ভুংক্তে গুণান্ ষোড়শ ষোড়শাত্মকঃ সোঽলং কৃষীষ্ট ভগবান্ বচাংসি মে ।১২॥ নমস্তস্মৈ ভগবতে বাসুদেবায় বেধসে। পপু-র্জ্ঞানময়ং সৌম্যা যন্মুখাম্বু-রুহাসবম্ ।।১৩।। ব্রহ্মাদয়ঃ ঊচুঃ।

করিলে জনমাত্রেরই সর্ব্বপাপ নষ্ট হয়, সেই পরমমঙ্গল পবিত্র-কীর্ত্তি শ্রীভগবান্‌কে প্রণাম করি ।।৪।। বিচক্ষণ ব্যক্তিগণ যাঁহার শ্রীচরণারবিন্দ সেবনে ইহ ও পরকালে বাসনা ও আসক্তি হইতে মুক্ত হইয়া অনায়াসে পরম পদ প্রাপ্ত হন, সেই পরম মঙ্গলময় পবিত্র-কীর্ত্তি শ্রীগোবিন্দের শ্রীচরণারবিন্দে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করি। ৫।। কি তপস্বী কি যোগী কি মন্ত্রজ্ঞ, কি দাতা, কি সদাচার-পরায়ণ ব্যক্তিগণ, তাঁহাদের সাধনার ফল, যাঁহার শ্রীচরণকমলে অর্পণ না করিলে, কোনও প্রকার কল্যাণলাভ করিতে পারেন না, সেই পরমমঙ্গলময় পবিত্র-কীর্ত্তি সর্ব্বসাধন-ফলদাতা শ্রীগোবিন্দের শ্রীচরণারবিন্দে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করি ॥৬।। কিরাত, হুন, অন্ধ্র, পুলিন্দ পুল্কস আভীর কঙ্ক যবন শক প্রভৃতি পাপজাতীয়গণ ও পাপকর্ম্মাসক্ত অন্য জনগণ, যাঁহার শ্রীচরণাশ্রিত ভক্তগণের শ্রীচরণে আশ্রয় লইলে পাপ হইতে মুক্ত হইয়া শুদ্ধ হয়, সেই সর্ব্বজগতের প্রভু শ্রীগোবিন্দের শ্রীপাদারবিন্দে আমি প্রণাম করি।।৭।। যোগিগণের নিকট যিনি পরমাত্মা, জ্ঞানিগণের যিনি পরমব্রহ্ম, বেদ যাঁহার মূর্ত্তি, যিনি কর্ম্মমার্গিদিগের একমাত্র লক্ষ্য, যিনি ধর্ম্মশাস্ত্রানুগামিদিগের নিকট সাক্ষাৎ ধর্ম্ম, যিনি তপস্বীদিগের একমাত্র ধ্যেয়, ব্রহ্মা শিব আদিও যাঁহাকে বিশেষ করিয়া বুঝিতে পারেন না, সেই শ্রীগোবিন্দের শ্রীচরণে প্রণাম করি ॥৮॥ যিনি শ্রীপতি, যিনি সর্ব্বযজ্ঞের ফলদাতা, যিনি সর্ব্বজীবের পালক, যিনি অন্তর্য্যামী যিনি সর্ব্বলোকপতি, যিনি নানা অবতারে পৃথিবীকে পালন করেন, সেই যদু ও যাদবগণের একমাত্র গতি শ্রীগোবিন্দ, আমার প্রতি প্রসন্ন হউন ॥৯॥ যাঁহার শ্রীচরণ চিন্তনরূপ সমাধি দ্বারা বুদ্ধি বিশুদ্ধ হইলে, আত্মতত্ত্ব (জীব যে শ্রীভগবানের নিত্য দাস) লাভ করেন ও পতিতগণ নিজ নিজ রুচি অনুসারে সগুণ (সাকার নিরাকারাদি ভেদে) অনুভব করিয়া প্রকাশ করেন, সেই মুক্তিদাতা শ্রীভগবন্মূর্ত্তি আমার প্রতি সদয় হউন ॥১০॥ সৃষ্টির প্রারম্ভে যিনি সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মার হৃদয়ে, লুপ্ত সৃষ্টিশক্তি প্রকাশ করিয়াছিলেন ও যাঁহার প্রেরণায় শিক্ষাদি লক্ষণা বেদরূপা সরস্বতী ব্রহ্মার চতুর্ম্মুখ হইতে আবির্ভূত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা তত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন, সেই জ্ঞানদাতাগণের শিরোমণি শ্রীগোবিন্দের শ্রীচরণকমলে প্রণাম করি ।১১।। পঞ্চভূত দ্বারা জীবদেহ সৃষ্টি করিয়া যিনি বিভু হইয়াও এই দেহরূপ পুরীতে অধিষ্ঠিত হইয়া পুরুষশব্দে অভিহিত হন ও ষোড়শাত্মক হইয়া ষোড়শগুণকে নির্লিপ্তভাবে ভোগ করেন, সেই ভগবান্ শ্রীগোবিন্দ আমার বাণীকে সুশোভিত করুন ॥১২॥ যাঁহার শ্রীমুখকমল-বিনিঃসৃত বাণী শ্রবণ করিয়া ভক্তগণ কৃতার্থ হন, সেই সর্ব্বলোকবিদিত শ্রীকৃষ্ণাবতার সর্ব্বজ্ঞশিরোমণি শ্রীব্যাসদেবকে প্রণাম ॥১৩॥

সত্যব্রতং সত্যপরং ত্রিসত্যং সত্যস্য যোনিং নিহিতং চ সত্যে। সত্যস্য সত্য-মৃত সত্যনেত্রং সত্যাত্মকং ত্বাং শরণং প্রপন্নাঃ ॥১৪॥ একায়নোঽসৌ দ্বিফল-স্ত্রিমূল-শ্চতুরসঃ পঞ্চবিধঃ ষড়াত্মা। সপ্তত্বগষ্ট-বিটপো নবাক্ষো দশচ্ছদী দ্বিখগো হ্যাদিবৃক্ষঃ ॥১৫। ত্বমেক এবাস্য সতঃ প্রসূতি-স্তৃ সন্নিধানং ত্বমনুগ্রহশ্চ। ত্বন্মায়য়া সংবৃতচেতস-স্ত্বাং পশ্যন্তি নানা ন বিপশ্চিতো যে ॥১৬॥ বিভর্ষি রূপাণ্যববোধ আত্মা ক্ষেমায় লোকস্য চরাচরস্য। সত্ত্বোপপন্নানি সুখাবহানি সতা-মভদ্রাণি মুহুঃ খলানাম্ ॥১৭॥ ত্বয্যম্বুজাক্ষা-খিল-সত্ত্বধাম্নি সমাধিনা বেশিত-চেতসৈকে। ত্বৎপাদ-পোতেন মহৎকৃতেন কুর্ব্বন্তি গোবৎসপদং ভবাব্ধিম্ ॥১৮॥ স্বয়ং সমুত্তীর্য্য সুদুস্তরম্ দ্যুমন্ ভবার্ণবং ভীম-মদভ্র-সৌহৃদাঃ। ভবৎপদাম্ভোরুহ-নাব-মত্র তে নিধায় যাতাঃ সদনু-গ্রহো ভবান্ ॥১৯। যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিন-স্ত্বয্যস্তভাবা-দবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ। আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ পতন্ত্যধো নাদৃত-যুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ ॥২০॥ তথা ন তে মাধব তাবকাঃ ক্বচিদ্ ভ্রশ্যন্তি মার্গাৎ ত্বয়ি বদ্ধ-সৌহৃদাঃ। ত্বয়াভিগুপ্তা বিচরন্তি নির্ভয়া বিনায়কানীকপ-মূর্দ্ধসু প্রভো ॥২১॥

[ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ শ্রীদেবকীর গর্ভে আবির্ভূত হইলে ব্রহ্মাদি দেবগণ এই গর্ভস্তুতি স্তব করেন।]

হে ভগবন্ আপনি সত্যব্রত, সত্যই আপনার সঙ্কল্প, আপনার শ্রীচরণলাভে সত্যই প্রধান অবলম্বন। আপনি ভূত বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ তিন কালেই সত্য। আপনি সত্যের কারণ ও সত্যে অবস্থিত। আপনি সত্যের সত্য, অর্থাৎ পারমার্থিক পদেরও পারে আপনি অবস্থিত। ঋত ও সত্য আপনার দুইটী নেত্র। আপনি এই দুইটীর প্রবর্ত্তক। আপনি সত্যময়। এইরূপে আপনি সকল প্রকারেই সত্যাত্মক। আমরা সত্যরূপী আপনার শরণাপন্ন হইলাম ॥১৪॥ এই দেহ প্রপঞ্চ, আদি বৃক্ষস্বরূপ, (একমাত্র প্রকৃতিই ইহার আশ্রয়) সুখ ও দুঃখ এই আদি বৃক্ষের দুইটী ফল। সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ এই তিনটী গুণ ইহার মূল। ধর্ম্ম অর্থ কাম ও মোক্ষ ইহার চারি রস, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় জ্ঞানার্জ্জনের পাঁচ উপায়। শোক মোহ জরা মৃত্যু ক্ষুধা ও তৃষ্ণা, ইহার ছয় স্বভাব। রস শোণিত মেদ মাংস অস্থি মজ্জা ও শুক্র—এই সাতটী ইহার ত্বক্। পাঁচটী ইন্দ্রিয়, মন বুদ্ধি ও অহঙ্কার—এই আটটী ইহার আট শাখা (বিটপ)। দেহের কর্ণাদি নবদ্বার, নয়টী ছিদ্র ও দশ প্রাণ ইহার পত্র। পরমাত্মা ও জীবাত্মা এই দুইটী পক্ষী এই বৃক্ষে বাস করেন ॥১৫॥ একমাত্র আপনিই এই কার্য্যস্বরূপ বৃক্ষের উৎপত্তি ও লয়ের স্থান ও পালনকর্ত্তা। আপনার মায়ায় যাহাদিগের জ্ঞান আচ্ছন্ন, তাহারা আপনাকেই নানারূপে দর্শন করে, কিন্তু জ্ঞানিগণ সেরূপ দেখেন না। ॥১৬॥ হে ভগবন্, জ্ঞানমূর্ত্তি আপনি চরাচর যাবতীয় জীবের কল্যাণ সাধনের নিমিত্ত, সত্ত্বগুণময় বিবিধ রূপ পুনঃ পুনঃ ধারণ করেন। ঐ সকল রূপ, ধার্ম্মিকদিগের সুখ-সাধনকর ও খলগণের বিনাশকর ॥১৭॥ হে কমল লোচন! আপনি নির্ম্মল সত্ত্বগুণের নিকেতন। সত্যনিষ্ঠ নির্ম্মল বিবেকী ব্যক্তিগণ সমাধি দ্বারা আপনাতে চিত্ত নিবিষ্ট রাখিয়া মহৎজন কর্ত্তৃক বিরচিত আপনার শ্রীচরণরূপ তরণী আশ্রয় করিয়া ভবসাগরকে গোষ্পদবৎ তুচ্ছ করেন (অবহেলে উত্তীর্ণ হন) ॥১৮॥ হে প্রকাশ স্বরূপ! ভক্তগণের প্রতি আপনি কৃপা করিয়া থাকেন। আপনার প্রতি অগাধ প্রেম আছে বলিয়া, যে ভবসাগর অন্যের পক্ষে সুদুস্তর, সেই ভবসাগর তাঁহারা অনায়াসে উত্তীর্ণ হইয়াও সর্ব্বজীবের উদ্ধারের নিমিত্ত ভবদীয় শ্রীচরণতরি এই স্থানেই রাখিয়া যান॥ (অর্থাৎ সকলে যাহাতে শ্রীগোবিন্দচরণে ভক্তি আশ্রয় করিয়া ভবসাগর পার হইতে পারে, তাহার উপায় করিয়া যান।) ॥১৯॥ হে কমললোচন, আপনার ভক্ত ভিন্ন অপরে যাঁহারা নিজকে মুক্ত বলিয়া অভিমান করেন, তাঁহারা অতি কষ্টে শ্রেষ্ঠ পদ লাভ করিয়া অবশেষে আপনার শ্রীচরণকমল ভক্তিভরে আদর করেন নাই বলিয়া তাঁহাদের চিত্তশুদ্ধি হয় না। এজন্য তাঁহারা শ্রেষ্ঠপদ লাভ করিয়াও অধঃপতিত হন ॥২০॥ কিন্তু হে কেশব! যাঁহারা আপনার প্রেমীভক্ত, তাঁহাদের সেরূপ দুবুর্দ্ধি (আত্মাভিমান) হয় না। আপনার কৃপা দ্বারা সুরক্ষিত হইয়া তাঁহারা বিঘ্নকারীদিগের মাথার উপর দিয়া নির্ভয়ে বিচরণ করেন। ॥২১॥

সত্ত্বং বিশুদ্ধং শ্রয়তে ভবান্ স্থিতৌ শরীরিণাং শ্রেয় উপায়নং বপুঃ। বেদক্রিয়াযোগতপঃ সমাধিভি-স্তবার্হণং যেন জনঃ সমীহতে ॥২২॥ সত্ত্বং ন চেদ্ধা-তরিদং নিজং ভবেদ্ বিজ্ঞান-মজ্ঞান-ভিদা-পমার্জনম্। গুণপ্রকাশৈ-রনুমীয়তে ভবান্ প্রকাশতে যস্য চ যেন বা গুণঃ ॥২৩॥ ন নামরূপে গুণ-জন্ম-কর্ম্মভি-র্নিরূপিতব্যে তব তস্য সাক্ষিণঃ। মনোবচোভ্যা-মনুমেয়-বর্ত্মনো দেবক্রিয়ায়াং প্রতিযন্ত্যথাপি হি ॥২৪॥ শৃণ্বন্ গৃণন্ সংস্মরয়ংশ্চ চিন্তয়ন্ নামানি রূপাণি চ মঙ্গলানি তে। ক্রিয়াসু যস্ত্বচ্চরণারবিন্দয়ো-রাবিষ্টচেতা ন ভবায় কল্পতে ॥২৫॥

ইতি শ্রীভক্তিকৌস্তুভে প্রথমাহ্নিকে শ্রীভগবদ্বন্দনা নাম তৃতীয়ঃ পরিচ্ছেদঃ।

আপনি লোকপালনের নিমিত্ত কর্ম্মফলদাত্রী সত্ত্বময়ী আপনার মূর্ত্তি প্রকট করিয়া থাকেন, ফলে ঐ মূর্ত্তির সাহায্যে, বেদ ক্রিয়াযোগ তপস্যা ও সমাধি দ্বারা আপনার পূজা করিতে সক্ষম হয়। আপনি দেহ আশ্রয় না করিলে পূজার অভাবে জীব কল্যাণ লাভ করিতে পারিত না। ॥২২॥ হে বিধাতঃ, আপনি সত্ত্বগুণময় দেহ ধারণ না করিলে, অজ্ঞান ও ভেদের বিনাশক বিজ্ঞান উৎপন্ন হইতে পারিত না। কেননা, গুণসমূহে যে প্রকাশ দেখা যায়, তাহা হইতে আপনাকে অনুমানই করা যাইতে পারে, সাক্ষাৎকার হয় না। দেব, আপনি গুণকর্ম্মাদির সাক্ষী। আপনি ইন্দ্রিয়ের অগোচর বলিয়া সাক্ষাৎ লাভ অসম্ভব। মন ও বাক্য দ্বারা কেবল অনুমান করা যায় মাত্র ॥২৩॥ অতএব নাম রূপ গুণ কর্ম্ম বা জন্ম দ্বারা আপনাকে জানা যায় না। কেননা আপনার অনন্ত নাম রূপ গুণ, মনুষ্য বিচারের বহির্ভূত। তথাপি ভক্তগণ উপাসনা আদি ক্রিয়াতে নিজ হৃদয় মধ্যে আপনার দর্শন লাভ করেন ॥২৪॥ যিনি আপনার মঙ্গলময় নাম ও অপরূপ রূপ শ্রবণ ও উচ্চারণ করেন ও অপরকে শ্রবণ করান, মনে চিন্তা করেন ও আপনার শ্রীচরণকমলযুগলের সেবায় মনকে নিবিষ্ট করিয়া রাখেন, তাঁহাকে পুনরায় সংসারে আসিতে হয় না ॥২৫॥

ইতি শ্রীভক্তিকৌস্তুভে প্রথম আহ্নিকে শ্রীভগবদবন্দনা নাম তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

দ্বিতীয়ঃ আহ্নিকঃ।

সৎসঙ্গ-মাহাত্ম্যম্।

(আকরঃ শ্রীমদ্ভাগবতম্। একাদশঃ স্কন্ধঃ।

উদ্ধব উবাচ। বদন্তি কৃষ্ণ শ্রেয়াংসি বহুনি ব্রহ্মবাদিনঃ। তেষাং বিকল্প-প্রাধান্য-মুতাহো এক-মুখ্যতা।।১॥ শ্রীভগবানুবাচ। যাভি-র্ভূতানি ভিদ্যন্তে ভুতানাং মতয়-স্তথা। যথাপ্রকৃতি সর্ব্বেষাং চিত্রা বাচঃ স্রবন্তি হি ॥২॥ এবং প্রকৃতি-বৈচিত্র্যাদ্ ভিদ্যন্তে মতয়ো নৃণাম্। পারম্পর্য্যেণ কেষাঞ্চিৎ পাষণ্ডমতয়োপরে ॥৩॥ মন্মায়ামোহিত-ধিয়ঃ পুরুষাঃ পুরুষর্ষভ। শ্রেয়ো বদন্ত্যনেকান্তং যথাকর্ম্ম যথারুচি ॥৪॥ ধর্ম্মমেকে যশশ্চান্যে কামং সত্যং দমং শমম্। অন্যে বদন্তি স্বার্থং বা ঐশ্বর্য্যং ত্যাগ-ভোজনম্ ॥৫॥ কেচিদ্ যজ্ঞং তপোদানং ব্রতানি নিয়মান্ যমান্। আদ্যন্তবন্ত এবৈষাং লোকাঃ কর্ম্ম-বিনির্ম্মিতাঃ। দুঃখোদর্কা-স্তমোনিষ্ঠাঃ ক্ষুদ্রানন্দাঃ শুচার্পিতাঃ ॥৬॥ ময্যর্পিতা-ত্মনঃ সভ্য নিরপেক্ষস্য সর্ব্বতঃ। ময়াত্মনা সুখং যত্তৎ কুতঃ স্যাদ্ বিষয়াত্মনাম্ ॥৭॥ অকিঞ্চনস্য দান্তস্য শান্তস্য সমচেতসঃ। ময়া সন্তুষ্টমনসঃ সর্ব্বাঃ সুখময়া দিশঃ ॥৮॥ ন পারমেষ্ঠ্যং ন মহেন্দ্রধিষ্ণ্যং ন সার্ব্বভৌমং ন রসাধিপত্যম্। ন যোগসিদ্ধী-রপুনর্ভবং বা ময্যর্পিতাত্মেচ্ছতি মদ্বিনান্যৎ ॥৯॥ ন তথা মে প্রিয়তম আত্মযোনি র্ন শঙ্করঃ। ন চ সঙ্কর্ষণো ন শ্রীর্নৈবাত্মা চ যথা ভবান্ ॥১০।

দ্বিতীয়ঃ আহ্নিক—সৎসঙ্গ মাহাত্ম্য।

পরমভক্ত বৈষ্ণব শ্রীউদ্ধব শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন—ব্রহ্মবাদিগণ শ্রেয়ঃসাধন বিষয়ে বহু প্রকার বলিয়াছেন। হে কৃষ্ণ, তাহাদের মধ্যে কি একটি প্রধান, অথবা সকলেই স্ব স্ব প্রধান? ॥১॥ শ্রীভগবান্ বলিলেন—বেদবাণী হইতে যাহার দ্বারা জীবগণ ভেদপ্রাপ্ত হয়, তাহারই দ্বারা জীবগণের বুদ্ধি ও রুচির ভেদ হয়। এইজন্য যাহাদের যেমন প্রকৃতি তাহারা তেমন বিচিত্র কথা বলিতে থাকে ॥২॥ এই রূপ প্রকৃতি ভেদে লোকের বুদ্ধি বিভিন্ন হইয়া থাকে। তন্মধ্যে পরম্পরাগত উপদেশ অনুসারে কাহারও কাহারও বুদ্ধিভেদ হয়। আর কেহ বেদবিরুদ্ধ মত সমর্থন করে ॥৩॥ হে পুরুষশ্রেষ্ঠ, আমার মায়ায় পুরুষদিগের বুদ্ধি মোহিত হয়। সেজন্য মোক্ষের সাধন নানা প্রকার হওয়ায়, যাহার যেমন কর্ম্ম ও যেমন রুচি সে সেইরূপ বলে ॥৪॥ কেহ ধর্ম্ম, অপরে যশ, কেহ ইষ্ট লাভকে, কেহ সত্য, ইন্দ্রিয় নিগ্রহ, বা শান্তি; অন্যে ত্যাগ, ভোগ ও নিজ প্রয়োজনীয় ঐশ্বর্য্যের প্রাধান্য বলেন। আবার কেহ কেহ বা যজ্ঞ তপস্যা দান ব্রত নিয়ম ও যমকে পুরুষার্থ বলিয়া থাকেন। ইহাদের স্ব স্ব কর্মলব্ধ স্বর্গাদি লোকসকল অনিত্য। অতএব ইহা দুঃখময় মোহময় অকিঞ্চিৎকর, নিন্দিত ও শোকাকুল ॥৫-৬॥ হে সভ্য, সর্ব্বভাবে নিরপেক্ষ হইয়া আমাতে যিনি আত্মসমর্পণ করিয়াছেন, পরমানন্দকারী আমি তাঁহার হৃদয়ে স্ফুরিত হই। তাঁহার যে সুখ, বিষয়াসক্ত জীবের সে সুখ কোথায়? ॥৭॥ যিনি জিতেন্দ্রিয়, শান্ত সমচিত্ত ও নিষ্কিঞ্চন, আমাকে পাইয়াই পরম সন্তুষ্ট, তাঁহার সকল দিক্ সুখময় ॥৮॥ আমাকে যিনি আত্মসমর্পণ করিয়াছেন, তিনি আমাকে ছাড়িয়া কি ব্রহ্মপদ, কি ইন্দ্রপদ, সর্ব্বভূমীশ্বরত্ব, যোগসিদ্ধি, এমন কি মুক্তিও চাহেন না ॥৯॥ হে উদ্ধব, তুমি আমার যেমন অত্যন্ত প্রিয়, ব্রহ্মা শঙ্কর, বলরাম, লক্ষ্মী, এমনকি আমি নিজেও আমার তেমন প্রিয় নহি ॥১০॥

নিরপেক্ষং মুনিং শান্তং নির্ব্বৈরং সমদর্শনম্। অনুব্রজাম্যহং নিত্যং পূয়েয়েত্যংঘ্রিরেণুভিঃ ॥১১॥ নিষ্কিঞ্চনা ময্যনুরক্তচেতসা শান্তা মহান্তোঽখিল-জীব-বৎসলাঃ। কামৈরনালব্ধধিয়ো জুষন্তি যৎ তন্নৈরপেক্ষ্যং ন বিদুঃ সুখং মম ॥১২॥ বাধ্যমানোঽপি মদ্ভক্তো বিষয়ৈ-রজিতেন্দ্রিয়ঃ। প্রায়ঃ প্রগল্ভয়া ভক্ত্যা বিষয়ৈ-র্নাভিভূয়তে ॥১৩॥ যথাগ্নিঃ সুসমিদ্ধার্চ্চিঃ করোত্যেধাংসি ভস্মসাৎ। তথা মদ্বিষয়া ভক্তি-রুদ্ধবৈনাংসি কৃৎস্নশঃ ॥১৪॥ ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম্ম উদ্ধব। ন স্বাধ্যায়-স্তপ-স্ত্যাগো যথা ভক্তির্মমোর্জ্জিতা ॥১৫॥ ভক্ত্যাঽহমেকয়া গ্রাহ্যঃ শ্রদ্ধয়াত্মা প্রিয়ঃ সতাম্। ভক্তিঃ পুনাতি মন্নিষ্ঠা শ্বপাকানপি সম্ভবাৎ ॥১৬॥ ধর্ম্মঃ সত্যদয়োপেতো বিদ্যা বা তপসান্বিতা। মদ্ভক্ত্যাপেতমাত্মানং ন সম্যক্ প্রপুনাতি হি ॥১৭॥ কথং বিনা রোমহর্ষং দ্রবতা চেতসা বিনা। বিনানন্দাশ্রু-কলয়া শুধ্যেদ্ ভক্ত্যা বিনাঽশয়ঃ ॥১৮॥ বাগ্ গদ্গদা দ্রবতে যস্য চিত্তং রুদত্যভীক্ষ্ণং হসতি ক্বচিচ্চ। বিলজ্জ উদ্গায়তি নৃত্যতে চ মদ্ভক্তিযুক্তো ভুবনং পুনাতি ॥১৯॥ যথাঽগ্নিনা হেম মলং জহাতি ধ্মাতং পুনঃ স্বং ভজতে স্বরূপম্। আত্মা চ কর্ম্মানুশয়ং বিধূয় মদ্ভক্তিযোগেন ভজত্যথো মাম্ ।২০॥ যথা যথাত্মা পরিমৃজ্যতেঽসৌ মৎপুণ্যগাথা-শ্রবণাভিধানৈঃ। তথা তথা পশ্যতি বস্তু সূক্ষ্মং চক্ষুর্যথৈবা-ঞ্জনসংপ্রযুক্তম্ ॥২১॥ বিষয়ান্ ধ্যায়তশ্চিত্তং বিষয়েষু বিষজ্জতে। মামনুস্মরতশ্চিত্তং ময্যেব প্রবিলীয়তে ॥২২॥ তস্মাদসদভি-ধ্যানং যথা স্বপ্ন-মনোরথম্। হিত্বা ময়ি সমাধৎস্ব মনো মদ্ভাব-ভাবিতম্ ॥২৩॥ ন রোধয়তি

যিনি কিছুরই অপেক্ষা রাখেন না, ক্ষোভরহিত, পরনিন্দা হইতে মুক্ত, ও সমদর্শী, এইরূপ মুনির চরণধূলিতে পবিত্র হইতে পারি, এই ইচ্ছায়, সেই ভক্তের পিছে পিছে আমি যাই ॥১১॥ আমার প্রতি অনুরাগ জন্মিয়াছে, এমন নিষ্কিঞ্চন শান্তচিত্ত, অভিমানশূন্য, সর্ব্বজীবে দয়াবান্, কামের বা কামনার বশ নহেন, এইরূপ ভক্তগণ যে ভক্তিসুখ লাভ করেন তাহা কেহ জানিতে বা অনুভব করিতে পারে না ॥১২॥ আমার ভক্ত, যাঁহারা জিতেন্দ্রিয় নহেন, তাঁহারা বিষয়ে লিপ্ত হইলেও আমার প্রতি বর্দ্ধমান ভক্তিপ্রভাবে বিষয়ে প্রায় অভিভূত হন না ॥১৩॥ হে উদ্ধব, প্রজ্বলিত অগ্নি যেমন কাষ্ঠরাশিকে ভস্মসাৎ করে, সেইরূপ আমা প্রতি ভক্তি, পাপ নিঃশেষে নাশ করে ॥১৪॥ আমা প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি ব্যতীত, যোগ বিজ্ঞান বেদাধ্যয়ন, তপস্যা ও দান কিছুরই দ্বারা আমাকে পাওয়া যায় না ॥১৫॥ আমি সাধুদিগের প্রিয় আত্মা, কেবল শ্রদ্ধা-সম্পন্ন ভক্তিতেই সুলভ হই। আমাতে দৃঢ়া ভক্তি, কুকুরের মাংসভোজী নীচজাতিকেও পবিত্র করে ॥১৬॥ সত্য ও দয়া যুক্ত ধর্ম্ম, কিংবা তপঃসম্পন্ন জ্ঞান, আমার প্রতি ভক্তিহীন্ জনকে সম্যক্ প্রকারে পবিত্র করিতে পারে না ॥১৭॥ শরীরে রোমাঞ্চ, হৃদয়ের দ্রবীভাব, আনন্দাশ্রু বর্ষণ—এই সকল লক্ষণযুক্ত ভক্তি ব্যতীত কিরূপে চিত্ত শুদ্ধ হয়? আমার প্রতি ভাববশে যাঁহার বাক্য গদগদ ও হৃদয় দ্রবীভুত হয়, যিনি পুনঃ পুনঃ রোদন করেন, কখনও হাসেন, কখনও বা লজ্জা ত্যাগ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে গান গাহেন ও নৃত্য করেন—এইরূপ আমাতে ভক্তিমান্ পুরুষ ভুবন পবিত্র করেন ॥১৯॥ স্বর্ণ যেমন অগ্নি তাপে নিজ মলিনতা ত্যাগ করে, আরও তাপ দিলে নিজ স্বাভাবিক উজ্জ্বল ভাব লাভ করে, সেইরূপ আমা প্রতি ভক্তির দ্বারা আত্মা কর্ম্মবাসনা ত্যাগ করিয়া আমাকে প্রাপ্ত হয় ॥২০॥ চোখে কাজল দিলে যেমন চোখের দৃষ্টিশক্তি বাড়ে, সেইরূপ, আমার পুণ্য লীলাকথা শ্রবণ করিতে করিতে ও বলিতে বলিতে, আত্মা মালিন্য ত্যাগ করিয়া মার্জিত হয় ও চক্ষুর সূক্ষ্ম বস্তু দেখিবার শক্তি হয় ॥২১॥ বিষয় চিন্তা যে করে তাহার চিত্ত বিষয়েই আসক্ত হয়। আর আমাকে অনুক্ষণ স্মরণ করিলে, চিত্ত আমাতেই লীন হয় (লাগিয়া যায়) ॥২২॥ অতএব মিথ্যা ও অসৎচিন্তা, স্বপ্ন ও মনোরথবৎ পরিত্যাগ করিয়া আমার ভাবে ভাবিত মনকে আমাতেই নিযুক্ত কর ॥২৩॥ আসন, প্রাণায়ামাদি, সাংখ্য অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান, অহিংসাদি ধর্ম্ম, বেদাধ্যয়ন, কৃচ্ছ্র তপস্যা, সন্ন্যাস

মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম্ম এব চ। ন স্বাধ্যায়-স্তপ-স্ত্যাগো নেষ্টাপূর্ত্তং ন দক্ষিণা ॥২৪॥ ব্রতানি যজ্ঞশ্ছন্দাংসি তীর্থানি নিয়মা যমাঃ। যথাবরুন্ধে সৎসঙ্গঃ সর্ব্বসঙ্গাপহো হি মাম্ ॥২৫। সৎসঙ্গেন হি দৈতেয়া যাতুধানা মৃগাঃ খগাঃ। গন্ধর্ব্বাপ্সরসো নাগাঃ সিদ্ধাশ্চারণ-গুহ্যকাঃ ॥২৬॥ বিদ্যাধরা মনুষ্যেষু বৈশ্যাঃ শূদ্রাঃ স্ত্রিয়োঽন্ত্যজাঃ। রজস্তমঃ প্রকৃতয়-স্তস্মিংস্তস্মিন্ যুগেঽনঘ ।২৭॥ বহবো মৎপদং প্রাপ্তা-স্ত্বাষ্ট্র-কায়াধবাদয়ঃ। বৃষপর্ব্বা বলি-র্বাণো ময়শ্চাথ বিভীষণঃ ॥২৮॥ সুগ্রীবো হনুমান্ ঋক্ষো গজো গৃধ্রো বণিক্পথঃ। ব্যাধঃ কুব্জা ব্রজে গোপ্যো যজ্ঞপত্ন্যস্তথা পরে ॥২৯॥ তে নাধীত-শ্রুতিগণা নোপাসিত-মহত্তমাঃ। অব্রতা-তপ্ততপসঃ সৎসঙ্গান্ মামুপাগতাঃ ॥৩০॥ কেবলেন হি ভাবেন গোপ্যো গাবো নগা মৃগাঃ। যেঽন্যে মূঢ়ধিয়ো নাগাঃ সিদ্ধা মামীযু-রঞ্জসা ॥৩১॥ যং ন যোগেন সাংখ্যেন দানব্রত-তপোঽধ্বরৈঃ। ব্যাখ্যাস্বাধ্যায়-সন্ন্যাসৈঃ প্রাপ্নুয়াদ্ যত্নবানপি ॥৩২॥ রামেণ সার্দ্ধং মথুরাং প্রণীতে শ্বাফল্কিনা ময্যনুরক্তচিত্তাঃ। বিগাঢ়ভাবেন ন মে বিয়োগ-তীব্রাধয়োঽন্যং দদৃশুঃ সুখায় ॥৩৩॥ তাস্তাঃ ক্ষপাঃ প্রেষ্ঠতমেন নীতা ময়ৈব বৃন্দাবন গোচরেণ। ক্ষণার্দ্ধবৃত্তাঃ পুন-রঙ্গ তাসাং হীনা ময়া কল্পসমা বভূবুঃ ॥৩৪॥ তা নাবিদূন্ ময্যনুষঙ্গ-বদ্ধধিয়ঃ স্বমাত্মান-মদ-স্তথেদম্। যথা সমাধৌ মুনয়োঽব্ধিতোয়ে নদ্যঃ প্রবিষ্টা ইব নামরূপে ॥৩৫॥ মৎকামা রমণং জারম-স্বরূপবিদোঽবলাঃ। ব্রহ্ম মাং পরমং প্রাপুঃ সঙ্গা-চ্ছতসহস্রশঃ ॥৩৬॥ তস্মাৎ ত্বমুদ্ধবোৎসৃজ্য চোদনাং প্রতিচোদনাম্। প্রবৃত্তং চ নিবৃত্তং চ

অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞ, লোকহিতকর কার্য্য, যথা জলাশয়াদি প্রতিষ্ঠা, দান, এই সকলে আমি বশীভূত হই না ॥২৪॥ সকল সঙ্গ (আসক্তি) নাশক সৎসঙ্গ আমাকে যেরূপ বশ করিতে পারে, ব্রত যজ্ঞ, বেদপাঠ, তীর্থে বাস যম নিয়মাদি কিছুই পারে না ।২৫॥ হে নিষ্পাপ! দৈত্য, রাক্ষস, পশু পক্ষী গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা, সর্প, সিদ্ধ, চারণ গুহ্যক বিদ্যাধর তথা মনুষ্য মধ্যে রজঃ ও তমোপ্রকৃতি বৈশ্য শূদ্র স্ত্রী ও অন্ত্যজ, সত্যাদি বিভিন্ন যুগে আমার চরণ প্রাপ্ত হয়েছে ।২৬-২৭॥ বৃত্রাসুর প্রহ্লাদ বৃষপর্ব্বা বলিরাজা, বাণ, ময় (দানব) বিভীষণ সুগ্রীব হনুমান্ জাম্ববান্, গজেন্দ্র জটায়ু, তুলাধার বৈশ্য ধর্ম্মব্যাধ, কুব্জা ব্রজের গোপীগণ যজ্ঞপত্নীগণ, অপরাপর অনেকেই আমার চরণ পাইয়াছে। তাহারা বেদ পড়ে নাই, মহতের কোনও কাজ করে নাই, ব্রত তপস্যাদি আচরণও তাহাদের ছিল না। তাহারা সৎসঙ্গের প্রভাবেই আমাকে পাইয়াছে ।২৮-৩০॥ সাংখ্যযোগ, দান, ব্রত তপস্যা যজ্ঞ বেদপাঠ শাস্ত্রগ্রন্থ ব্যাখ্যা ও সন্ন্যাসের দ্বারা বিশেষ চেষ্টা করিয়াও আমাকে কেহ লাভ করিতে পারে না। কেবল ভক্তিতেই গোপীগণ, ধেনু গিরি মৃগ ও অন্যান্য বিমূঢ়চিত্ত নাগ সিদ্ধগণও আমাকে লাভ করিয়াছেন ॥৩১-৩২॥

বলরামের সহিত অক্রূর (শ্বফল্কের পুত্র) আমাকে মথুরায় লইয়া গেলে, আমাতে অনুরক্ত-চিত্ত গোপীগণ আমার বিরহরূপ দুঃসহ মনোকষ্টে পড়িয়াও, আমার প্রতি গাঢ় প্রেমবশতঃ আমা ভিন্ন অন্য সুখকর বস্তুর প্রতি একবার চাহিয়াও দেখেন নাই ।৩৩॥ আমি যখন বৃন্দাবনে ছিলাম, তখন গোপীগণ তাঁহাদের অতিশয় প্রিয় আমার সহিত সঙ্গ করিবার সেই সুখরাত্রি, তাঁহাদের নিকট ক্ষণার্দ্ধ বলিয়াই মনে হইত। হে উদ্ধব! আজ আমার বিরহে তাহাদের সেই রাত্রি কল্পকাল তুল্য হইয়াছে, অর্থাৎ সে রাত্রি যেন প্রভাত হইতে চাহে না ॥৩৪॥ নদীগণ সাগরগর্ভে প্রবেশ করিবার পর যেমন তাহাদের নামরূপ ভুলিয়া অস্তিত্ব হারায়, সমাধিমগ্ন মুনিগণও সেইরূপ নিজেদের নাম ও রূপ ভুলিয়া যান। আজ গোপীগণের সেই দশা উপস্থিত। আমাতে নিবিষ্টচিত্ত গোপীগণ কি নিকটস্থ নিজ দেহ, কি দূরস্থ পতিপুত্রাদি, সবই ভুলিয়াছে ॥৩৫॥ আমার প্রতি একান্ত অনুরক্ত গোপীগণ আমাকে পরমব্রহ্ম বলিয়া জানিত না। দীর্ঘকালের সৎসঙ্গ-জনিত পুণ্যফলে তাহারা জার-বুদ্ধিতেই গ্রহণ করিয়া পরমব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হইয়াছিল ॥৩৬॥ অতএব হে উদ্ধব! শ্রুতি স্মৃতি প্রবৃত্তি

শ্রোতব্যং শ্রুতমেব চ ॥৩৭॥ মামেক-মেব শরণ-মাত্মানং সর্ব্বদেহিনাম্। যাহি সর্ব্বাত্মভাবেন
ময়া স্যা হ্যকুতোভয়ঃ ॥৩৮॥ কৈবল্যং সাত্ত্বিকং জ্ঞানং রজো বৈকল্পিকং চ যৎ। প্রাকৃতং
তামসং জ্ঞানং মন্নিষ্ঠং নির্গুণং স্মৃতম্ ॥৩৯॥ বনং তু সাত্ত্বিকো বাসো গ্রামো রাজস উচ্যতে।
তামসং দ্যূতসদনং মন্নিকেতং তু নির্গুণম্ ॥৪০॥ সাত্ত্বিকঃ কারকোঽসঙ্গী রাগান্ধো রাজসঃ স্মৃতঃ।
তামসং স্মৃতিবিভ্রষ্টো নির্গুণো মদপাশ্রয়ঃ ॥৪১॥ সাত্ত্বিক্যাধ্যাত্মিকী শ্রদ্ধা কর্ম্মশ্রদ্ধা তু রাজসী।
তামস্যধর্ম্মে যা শ্রদ্ধা মৎসেবায়াং তু নির্গুণা ॥৪২॥ পথ্যং পূত-মনায়স্ত মাহার্য্যং সাত্ত্বিকং
স্মৃতম্। রাজসং চেন্দ্রিয়প্রেষ্ঠং তামসং চার্ত্তিদাঽশুচি ॥৪৩॥ সাত্ত্বিকং সুখমাত্মোত্থং বিষয়োত্থং
চ রাজসম্। তামসং মোহদৈন্যোত্থং নির্গুণং মদপাশ্রয়ম্ ॥৪৪॥ দ্রব্যং দেশঃ ফলং কালো জ্ঞানং
কর্ম্ম চ কারকঃ। শ্রদ্ধাবস্থা কৃতির্নিষ্ঠা ত্রৈগুণ্যঃ সর্ব্ব এব হি ॥৪৫॥ তস্মাদ্ দেহমিমং লব্ধ্বা
জ্ঞানবিজ্ঞান সম্ভবম্। গুণসঙ্গং বিনির্ধূয় মাং ভজন্তু বিচক্ষণাঃ ॥৪৬॥ সঙ্গং ন কুর্য্যাদসতাং
শিশ্নোদরতৃপাং ক্বচিৎ। তস্যানুগ-স্তমস্যন্ধে পতত্যন্ধানুগান্ধবৎ ॥৪৭॥ ততো দুঃসঙ্গ-মুৎসৃজ্য
সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্। সন্ত এতস্য ছিন্দন্তি মনো ব্যাসঙ্গ-মুক্তিভিঃ ॥৪৮॥ সন্তোঽনপেক্ষা
মচ্চিত্তাঃ প্রশান্তাঃ সমদর্শিনঃ। নির্ম্মমা নিরহঙ্কারা নির্দ্বন্দ্বা নিষ্পরিগ্রহাঃ ॥৪৯॥ তেষু নিত্যং
মহাভাগ মহাভাগেষু মৎকথাঃ। সম্ভবন্তি তা নৃণাং জুষতাং প্রপুনন্ত্যঘম্ ॥৫০॥ তা যে
শৃণ্বন্তি গায়ন্তি হ্যনুমোদন্তি চাদৃতাঃ। মৎপরাঃ শ্রদ্দধানাশ্চ ভক্তিং বিন্দন্তি তে ময়ি ॥৫১॥
ভক্তিং লব্ধবতঃ সাধোঃ কিমন্যদবশিষ্যতে। ময্যনন্তগুণে ব্রহ্মণ্যানন্দা-নুভবাত্মনি ॥৫২॥

নিবৃত্তি, শ্রোতব্য শ্রুত প্রভৃতি কর্ত্তব্যবোধ ত্যাগ করিয়া সর্ব্বদেহীর শরণ্য পরমাত্মা আমার
শরণ সর্ব্বভাবে লহ। তাহা হইলে তোমার সকল ভয় দূর হইবে ॥৩৭-৩৮॥ দেহাদি-ব্যতিরিক্ত আত্ম-
জ্ঞান সাত্ত্বিক। যাহা দেহাদি-বিষয়ক তাহা রাজসিক, সাধারণ সাংসারিক জ্ঞান তামসিক, ও আমার
সম্বন্ধে জ্ঞান, নির্গুণ ॥৩৯॥ নির্জনে বনে বাস সাত্ত্বিক বাস, গ্রামে বাস রাজসিক, আর স্ত্রীমদ্যাদি-দূষিত
দ্যূত গৃহে বাস তামসিক বলিয়া কথিত। কিন্তু পরমেশ্বরের নিত্য আবির্ভাবের আধার শালগ্রাম শিলাদিতে
বাস, নির্গুণ বাস ॥৪০॥ আসক্তি-শূন্য কর্ত্তা সাত্ত্বিক, অনুরাগ-মূঢ় কর্ত্তা রাজসিক, ও অনুসন্ধান
শূন্য কর্ত্তা তামসিক। নিরহঙ্কার হইয়া কেবল ভগবদাশ্রয়ে কর্ম্মকর্ত্তা নির্গুণ ॥৪১॥ আত্মজ্ঞানের
শ্রদ্ধা সাত্ত্বিকী, কর্ম্মানুবন্ধিনী শ্রদ্ধা রাজসী ও অধর্ম্মে যে শ্রদ্ধা তাহা তামসী। কিন্তু ভগবৎ
সেবায় যে শ্রদ্ধা তাহা নির্গুণ ॥৪২॥ পবিত্র ও অনায়াস-লব্ধ হিতকর আহার সাত্ত্বিক। কটুঅম্ল
আদি আপাত প্রিয় আহার রাজস। অপবিত্র পীড়াপ্রদ আহার তামস। শ্রীভগবান্‌কে নিবেদিত
বস্তু আহার নির্গুণ ॥৪৩॥ আমার নামকীর্ত্তনাদি হইতে উৎপন্ন সুখ সাত্ত্বিক, বিষয় হইতে উৎপন্ন সুখ,
রাজসিক, মোহ ও দৈন্য হইতে উৎপন্ন সুখ তামস সুখ ও আমাতে শরণাগতি হইতে উত্থিত যে সুখ তাহা
নির্গুণ ॥৪৪॥ দ্রব্য দেশ, ফল কাল জ্ঞান কর্ম্ম, কর্ত্তা শ্রদ্ধা, অবস্থা আকৃতি ও নিষ্ঠা, এইগুলি
সকলই সত্ত্বাদি ত্রিগুণাত্মক ॥৪৫॥ অতএব বিচক্ষণ ব্যক্তিগণ, জ্ঞান-বিজ্ঞান-সম্ভূত এই নরদেহ লাভ
করিয়া আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া আমাকে ভজনা করিবে ॥৪৬॥ ইন্দ্রিয়-পরায়ণ অসৎ লোকের সংসর্গ কদাচ
করিতে নাই। বহু অসৎ লোকের কথা কি বলিব, এক জন অসতের অনুগামী, অন্ধের দ্বারা চালিত
অপর অন্ধের মত অসৎসঙ্গী পড়িয়া যায় ॥৪৭॥ অতএব বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি দুষ্ট সঙ্গ ত্যাগ করিয়া সাধু-
দিগের সঙ্গ করিবেন। সাধুগণ সদুপদেশ দ্বারা মানুষের মনের দারুণ আসক্তি ছেদন করেন ॥৪৮॥
সাধুগণ কাহারও অপেক্ষায় থাকেন না। তাঁহারা আমাতেই চিত্ত অর্পণ করেন। তাঁহারা
ক্রোধশূন্য সমদর্শী নিরহঙ্কার মমতারহিত সহিষ্ণু ও স্ত্রীপুত্রাদিতে অনাসক্ত ॥৪৯॥ হে মহাভাগ উদ্ধব!
সেই সকল মহাভাগ্যবান্ সাধুগণের মধ্যে আমার কথাই হইয়া থাকে। সেই সকল কথা শুনিলে
মনের মলিনতা দূর হয় ॥৫০॥ সেই সকল কথা যাঁহারা আদর করিয়া শ্রবণ কীর্ত্তন ও অনুমোদন
করেন, তাঁহারা শ্রদ্ধাবান্ মৎপরায়ণ হইয়া আমাতে ভক্তিলাভ করিয়া থাকেন ॥৫১॥ অনন্তগুণশালী

যথোপশ্রয়মাণস্য ভগবন্তং বিভাবসুম্। শীতং ভয়ং তমোঽপ্যেতি সাধূন্ সংসেবত-স্তথা ॥৫৩॥ নিমজ্জ্যোন্ মজ্জতাং ঘোরে ভবাব্ধৌ পরমায়নম্। সন্তো ব্রহ্মবিদঃ শান্তো নৌ-দৃঢ়েবাপ্সু মজ্জতাম্ ॥৫৪॥ অন্নং হি প্রাণিনাং প্রাণ আর্ত্তানাং শরণং ত্বহম্। ধর্ম্মো বিত্তং নৃণাং প্রেত্য সন্তোঽর্বাগ্ বিভ্যতোঽরণম্ ॥৫৫॥ সন্তো দিশন্তি চক্ষূংষি বহিরর্কঃ সমুত্থিতঃ। দেবতা বান্ধবাঃ সন্তঃ সন্ত আত্মাঽহমেব চ ॥৫৬॥ ন হ্যম্ময়ানি তীর্থানি ন দেবা মৃচ্ছিলাময়াঃ। তে পুনন্ত্যুরুকালেন দর্শনাদেব সাধবঃ ॥৫৭॥ নাগ্নির্ন সূর্য্যো ন চ চন্দ্র-তারকা ন ভূর্জলং খং শ্বসনোঽথ বাঙ্‌মনঃ। উপাসিতা ভেদকৃতো হরন্ত্যঘং বিপশ্চিতো ঘ্নন্তি মুহূর্ত্তসেবয়া ॥৫৮॥ যস্যাত্মবুদ্ধিঃ কুণপে ত্রিধাতুকে স্বধীঃ কলত্রাদিষু ভৌম ইজ্যধীঃ। যৎতীর্থবুদ্ধিঃ সলিলে ন কর্হিচিজ্জনে-ষ্বভিজ্ঞেষু স এব গোখরঃ ॥৫৯॥ প্রোক্তেন ভক্তিযোগেন ভজতো মাঽসকৃন্মুনেঃ। কামা হৃদয়্যা নশ্যন্তি সর্ব্বে ময়ি হৃদিস্থিতে ॥৬০॥ ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থি-শ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ। ক্ষীয়ন্তে চাঽস্য কর্ম্মাণি ময়ি দৃষ্টেঽখিলাত্মনি ॥৬১॥ তস্মান্ মদ্‌ভক্তিযুক্তস্য যোগিনো বৈ মদাত্মনঃ। ন জ্ঞানং ন চ বৈরাগ্যং প্রায়ঃ শ্রেয়ো ভবেদিহ ॥৬২॥ যৎকর্ম্মভির্যৎতপসা জ্ঞানবৈরাগ্যতশ্চ যৎ। যোগেন দানধর্ম্মেণ শ্রেয়োভিরিতরৈরপি ॥৬৩॥ সর্ব্বং মদ্‌ভক্তি-যোগেন মদ্‌ভক্তো লভতেঽঞ্জসা। স্বর্গাপবর্গং মদ্ধাম কথংচিদ্ যদি বাঞ্ছতি ॥৬৪॥ ন কিঞ্চিৎ সাধবো ধীরা ভক্তা হ্যেকান্তিনো মম। বাঞ্ছন্ত্যপি ময়া দত্তং কৈবল্য-মপুনর্ভবম্ ॥৬৫॥

আনন্দানুভবাত্মক পরমাত্মস্বরূপ আমাতে যদি ভক্তি হইল, তাহা হইলে আর কি অবশিষ্ট থাকে? ॥৫২॥ ভগবান্ অগ্নিকে সেবা করিলে যেমন শীত ভয় ও অন্ধকার একসঙ্গে নাশ হয়, সেইরূপ সাধুপুরুষকে সেবা করিলে, জড়তা সংসার ভয় ও অজ্ঞানের অন্ধকার নাশ হয়। ৫৩ জলে যে ডুবিতেছে, সুদৃঢ় নৌকা যেমন তাহার পরম আশ্রয় হয়, মৃত্যুপ্রবাহযুক্ত ভীষণ ভবসাগরে শান্ত ব্রহ্মবিদ্ সাধুগণ সেইরূপ শ্রেষ্ঠ আশ্রয় হন ॥৫৪॥ অন্ন যেমন প্রাণি-দিগের প্রাণ, আমি যেমন বিপন্নজনের রক্ষা কর্ত্তা, পরলোকে মানবগণের ধর্ম্মই একমাত্র ধন ও সংসার ভয়ভীত জীবের সাধুই পরম আশ্রয় ॥৫৫॥ সূর্য্য উঠিলে যেমন মানুষের চক্ষু দেখিতে পায়, সেইরূপ সাধুগণ জীবকে অন্তশ্চক্ষু প্রদান করেন যাহাতে সগুণ ও নির্গুণ জ্ঞান জন্মে। অতএব সাধুগণই দেবতা ও বান্ধব ॥৫৬॥ জলময় তীর্থ (যেমন গঙ্গাসাগর) বা মৃৎশিলাময় তীর্থ (দেবী প্রতিমা, কি শ্রীবৃন্দাবনের শ্রীগোবিন্দ) জীবগণকে পবিত্র করেন বটে দীর্ঘকালে, কিন্তু সাধুগণ দর্শনমাত্রেই পবিত্র করেন ৫৭॥ না অগ্নি, না সূর্য্য, না চন্দ্র, না নক্ষত্রগণ, না ভূমি, জল, আকাশ পবন অথবা বাক্য ও মন ইহারা কেহই মুহূর্ত্তমাত্র সেবার দ্বারা পাতকীর পাপ দূর করিতে পারেন না। তাঁহাদের উপাসনায় দীর্ঘকালে ভেদবুদ্ধিযুক্ত মানবের পাপ হরণ হয়। সাধুগণ মুহূর্ত্তকাল সেবাতেই পাপ দূর করেন। ॥৫৮॥ এই বায়ু পিত্ত কফময় জড়দেহে যাহার আত্মবুদ্ধি হয়, স্ত্রীপুত্রাদিতে যাহার মমতা জন্মে মাটীর প্রতিমাদিতে পূজ্য দেবতা-বুদ্ধি ও গঙ্গাদি জলে তীর্থবুদ্ধি হয়, কিন্তু কখনও তত্ত্বজ্ঞানী ভক্তজনে পূজনীয় বলিয়া বোধ হয় না, সে ব্যক্তি গরু-র গাধাবৎ (গোখরঃ) ॥৫৯॥ আমার কথিত ভক্তিযোগ দ্বারা যে মুনি নিরন্তর আমার ভজনা করেন, তাঁহার হৃদয়ে আমি বিরাজমান থাকাতে তাঁহার হৃদয়স্থ সমস্ত কামনা নষ্ট হইয়া যায় ॥৬০॥ আমি অখিলাত্মা, আমাকে যিনি দর্শন করেন, তাঁহার হৃদয় গ্রন্থি ছিন্ন হয়, সংসারবুদ্ধি দূর হয় ও সমস্ত কর্ম্ম নাশ হয় ।৬১॥ অতএব আমাতে যাঁর ভক্তি আছে ও আমাতে যাঁর চিত্ত অর্পিত আছে, এমন যোগীর জ্ঞান ও বৈরাগ্য ইহলোকে আর কি মঙ্গল সাধন করিবে? ।৬২॥ কর্ম্ম তপস্যা জ্ঞান ও বৈরাগ্য দ্বারা, যোগ ও দানাদি ধর্ম্মদ্বারা শ্রেয়ঃ সাধন বা অন্যান্য কর্ম্মদ্বারা যাহা লাভ করা যায়, সে সকলই, স্বর্গ, মুক্তি এমনকি বৈকুণ্ঠধাম যাইতে অভিলাষ করিলে আমার ভক্তির দ্বারা তাহাও লাভ করিয়া থাকেন ॥৬৩-৬৪॥ আমার কান্ত ভক্ত ধীর সাধুগণ, কিছুই কামনা করেন না। আমি কৈবল্য মুক্তি দিতে চাহিলে, তাহাও

নৈরপেক্ষ্যং পরং প্রাহু-র্নিঃশ্রেয়স-মনল্পকম্। তস্মান্ নিরাশিষো ভক্তি-র্নিরপেক্ষস্য মে ভবেৎ।।৬৬। ন ময্যেকান্ত-ভক্তানাং গুণদোষোদ্ভবা গুণাঃ। সাধূনাং সমচিত্তানাং বুদ্ধেঃ পরমুপেযুষাম্ ॥৬৭॥ এবমেতান্ ময়াদিষ্টা-ননুতিষ্ঠন্তি মে পথঃ। ক্ষেমং বিন্দন্তি মৎস্থানং যদ্‌ব্রহ্ম পরমং বিদুঃ।।৬৮।।

ইতি শ্রীভক্তিকৌস্তুভে সৎসঙ্গ মাহাত্ম্যং নাম দ্বিতীয়ঃ আহ্নিকঃ ॥

লইতে চাহেন না ॥৬৫ কামনা বাসনা ত্যাগই মহৎ উৎকৃষ্ট ফল ও ফলের শ্রেষ্ঠ সাধন কথিত হইয়াছে। অতএব কামনাশূন্য ব্যক্তিরই আমাতে ভক্তি হয় ॥৬৬॥ প্রকৃতির অতীত পরমাত্মাকে যাঁহারা প্রাপ্ত হন, তাদৃশ সমদর্শী সাধু আমার একান্ত ভক্তগণের কৃত বা অকৃত কার্য্য হইতে উৎপন্ন পুণ্য পাপের সম্পর্ক থাকে না ॥৬৭॥ আমাকে প্রাপ্তির উপায় স্বরূপ ও বিধিমত কথিত-ভাবে যাঁহারা এই সকল অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারা কাল ও মায়ারহিত আমার মঙ্গলময় স্থানে উপস্থিত হ'ন ও যাহা পরম তত্ত্ব ও পরম জ্ঞান তাহা জানিতে পারেন ॥৬৮॥

ইতি শ্রীভক্তিকৌস্তুভে দ্বিতীয় আহ্নিক সৎসঙ্গ মাহাত্ম্য নামে তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

তৃতীয়ঃ আহ্নিকঃ।

প্রথমঃ পরিচ্ছেদঃ—পরম-মোক্ষমার্গ-নিরূপণম্।

এতাং মহামায়াং তরন্ত্যেব যে বিষ্ণুমেব ভজন্তি নান্যে তরন্তি কদাচন ॥১॥ তত্তৎকর্ম্মফল-বাসনাজাল-বাসিতান্তঃকরণানং পুনঃ পুনস্তত্তৎ কর্ম্মফল-বিষয়-প্রবৃত্তিরেব জায়তে। সংসার-নিবৃত্তিমার্গপ্রবৃত্তিঃ কদাপি ন জায়তে। তস্মাদনিষ্টমেব ইষ্টমিব ভাতি। ইষ্টমেবাঽনিষ্টমিব ভাত্য-নাদিসংসার-বিপরীত-ভ্রমাৎ ॥২॥ তস্মাৎ সর্ব্বেষাং জীবানা-মিষ্ট-বিষয়ে বুদ্ধিঃ সুখবুদ্ধি-র্দুঃখবুদ্ধিশ্চ ভবতি। পরমার্থত-স্তুবাধিত-ব্রহ্মসুখবিষয়ে প্রবৃত্তিরেব ন জায়তে। তৎস্বরূপ জ্ঞানাভাবাৎ ॥৩॥ তৎ কিমিতি ন বিদ্যতে। কথং বন্ধঃ কথং

[শিষ্যের প্রশ্নে গুরুদেব উত্তর দিতেছেন]

এই মহামায়া তিনিই নিশ্চয় তরিতে পারেন যিনি ভগবান্ বিষ্ণুকে ভজনা করেন। অন্যে কখনও তরিতে পারে না। ॥১॥ কর্ম্ম নানাবিধ। তাহার ফলও বিবিধ। কর্ম্মফলে যে সকল বাসনার সৃষ্টি মনোমধ্যে হইয়াছে, সেই বাসনা-জালে জড়িত মনে পুনঃ পুনঃ সেই সেই কর্ম্মেই প্রবৃত্তি জন্মিয়া থাকে। যে পথে গেলে সংসার হইতে নিবৃত্তি হয়, আর সংসারে আসিতে হয় না, সেই পথে চলিতে প্রবৃত্তি (ইচ্ছা) কখনও হয় না। (মায়াবশে) অনাদিকাল হইতে সংসারে যে বিপরীত ভ্রম বিদ্যমান্ আছে, তাহার বশে অনিষ্টই ইষ্ট বলিয়া বোধ হয় ও ইষ্টকে অনিষ্ট বলিয়া বোধ হয় ॥২॥ অতএব সকল জীবেরই ইষ্ট বিষয় লাভে (যাহা ভাল লাগে তাহাতে) সুখবুদ্ধি, ও না পাইলে দুঃখবুদ্ধি হইয়া থাকে। স্বরূপ জ্ঞানের অভাব বশতঃ পরমার্থ রাজ্যে অক্ষুণ্ণ ব্রহ্মসুখলাভ প্রবৃত্তি হয় না ॥৩॥ সে প্রবৃত্তি কেন হয় না? কিসে বন্ধন ও কিসে মোক্ষ এই বিচারের অভাবের জন্য। বিচারের

মোক্ষ ইতি বিচারাভাবাচ্চ ॥৪॥ অতঃ সংসার-তরণোপায়ঃ কথয়তি। দেশিক-স্তমে
কথয়তি। সকল-বেদশাস্ত্র-সিদ্ধান্ত-রহস্য-জন্মাভ্যস্তান্তোৎকৃষ্ট-সুকৃত-পরিপাক-বশাৎ সদ্
সঙ্গো জায়তে। তস্মাদ্ বিধিনিষেধ বিবেকো ভবতি। ততঃ সদাচার-প্রবৃত্তি-র্জায়তে
সদাচারা-দখিল-দুরিতক্ষয়ো ভবতি। তস্মাদন্তঃকরণ-মতিবিমলংভবতি। ততঃ সদ্গুরুকটাক্ষ
মন্তঃ-করণ-মাকাঙ্ক্ষতি ॥৫॥ তস্মাৎ সদ্গুরু-কটাক্ষ-লেশবিশেষেণ সর্ব্বসিদ্ধয়ঃ সিধ্যন্তি
সর্ব্ববন্ধাঃ প্রবিনশ্যন্তি। শ্রেয়ো-বিঘ্নাঃ সর্ব্বে প্রলয়ং যান্তি। সর্ব্বাণি শ্রেয়াংসি
স্বয়মেবায়ান্তি ॥৬॥ যথা জাত্যন্ধস্য রূপজ্ঞানং ন বিদ্যতে তথা গুরূপদেশেন বি
কল্পকোটিভি-স্তত্ত্বজ্ঞানং ন বিদ্যতে। তস্মাৎ সদ্গুরু-কটাক্ষ-লেশ-বিশেষেণ অচিরাদে
তত্ত্বজ্ঞানং ভবতি ॥৭॥ যদা সদ্গুরুকটাক্ষো ভবতি তদা ভগবৎকথা-শ্রবণ-ধ্যানা
শ্রদ্ধা জায়তে। তস্মাৎ হৃদয়-স্থিতানাদি-দুর্বাসনা-গ্রন্থিবিনাশো ভবতি। ততে
হৃদয়স্থিতাঃ কামাঃ সর্ব্বে বিনশ্যন্তি। তস্মাৎ হৃদয় পুণ্ডরীক-কর্ণিকায়াং পরমাত্মাবির্ভাবে
ভবতি। ॥৮॥ ততো দৃঢ়তরা বৈষ্ণবীভক্তি-র্জায়তে। ততো বৈরাগ্য-মুদেতি
বৈরাগ্যাদ্-বুদ্ধিবিজ্ঞানাবির্ভাবো ভবতি। অভ্যাসাৎ তজ্জ্ঞানং ক্রমেণ পরিপক্ব
ভবতি। পক্কবিজ্ঞানাৎ জীবন্মুক্তো ভবতি। ততঃ শুভাশুভ-কর্ম্মাণি সর্ব্বাণি সবাসনা
নশ্যন্তি ॥৯॥ ততো দৃঢ়তর-শুদ্ধ-সাত্ত্বিক-বাসনয়া ভক্ত্যতিশয়ো ভবতি। ভক্ত্যতিশয়ে

অভাব কেন হয়? প্রবল অজ্ঞান বশতঃ। এই অজ্ঞান-প্রাবল্যের কারণ কি? ভক্তি জ্ঞান ও বৈরা
লাভের ইচ্ছার অভাব। কেন সে অভাব হয়? অন্তঃকরণ অতিশয় মলিন বলিয়া ॥৪॥ অতএব সংস
হইতে উদ্ধারের উপায় কি? গুরুদেব ইহা কহিতেছেন—বেদ শাস্ত্রাদির সিদ্ধান্ত রহস্য জন্মে জ
অভ্যাস করার অতি উৎকৃষ্ট পুণ্যের পরিপাকের ফলে সাধুপুরুষের সঙ্গলাভ হয়। সাধুসঙ্গের ফলে কি বি
কি নিষেধ, ইহা বুঝিবার ক্ষমতা হয়। তাহা হইতে সদাচার পালন করিতে ইচ্ছা হয়। সদাচার পালন কর
যাবতীয় পাপ ক্ষয় হইয়া অন্তঃকরণ অতি নির্ম্মল হয় ও তখন সদ্গুরুর কৃপালেশ মাত্র পাইলে সকল অ
সিদ্ধ হয়, সকল বাধা দূর হয়; কল্যাণের পথে সকল বিঘ্ন দূর হইয়া সকল প্রকার কল্যাণ আপনা হই
আসে ॥৬॥ যে ব্যক্তি জন্ম হইতে অন্ধ, তাহার যেমন বস্তুর রূপ বা আকৃতি সম্বন্ধে কোন জ্ঞা
হয় না, সেইরূপ গুরুর উপদেশ না পাইলে কোটি কোটি কল্পেও তত্ত্বজ্ঞান হয় না। সদ্গুরুর কৃপালেশ পাই
শীঘ্র প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞান জন্মে ॥৭॥ সদ্গুরুর কৃপা লাভ হইলে ভগবানের কথা শুনিতে, ও ত
ধ্যান করিতে শ্রদ্ধা হয়। তখন অনাদি কাল হইতে হৃদয়ে কুবাসনার যে গাঁট পাকাই
গিয়াছে, সে সব দূর হইয়া যায়। তাহার ফলে হৃদয়ের যাবতীয় কামনা বাসনা নষ্ট হয়। ত
হৃদয়ের পদ্মকোরকে পরমাত্মার আবির্ভাব হয় ॥৮॥ তাহার পর দৃঢ়তর বিষ্ণুভক্তি হয়। তাহা হই
বৈরাগ্যের উদয় হয়। বৈরাগ্য হইতে বুদ্ধি ও বিজ্ঞান আসে। অভ্যাসের ফলে সেই জ্ঞান ত্র
পরিপক্ক হয় ও তাহা হইতে জীবন্মুক্ত অবস্থা হয়। তখন শুভ, অশুভ কর্ম্ম সকল ও কামনা বাস
দূর হইয়া যায় ॥৯॥ দৃঢ়তর শুদ্ধ সাত্ত্বিক বাসনা হইতে বিশেষ ভক্তি জন্মে। এই উত্তম ভক্তি
সর্ব্বজীবে সর্ব্বত্র, সকল অবস্থায় ভগবান্ নারায়ণ বিরাজিত আছেন, এই জ্ঞান জন্মে॥ নার

নারায়ণঃ সর্ব্বময়ঃ সর্ব্বাবস্থাসু বিভাতি। সর্ব্বাণি জগন্তি নারায়ণময়ানি প্রবিভান্তি। নারায়ণ-ব্যতিরিক্তং ন কিঞ্চিদস্তি ॥১০॥ তস্মাৎ সর্ব্বেষা-মধিকারিণা-মনধিকারিণাং ভক্তি-যোগ এব প্রশস্যতে ॥ ভক্তিযোগো নিরুপদ্রবঃ। ভক্তিযোগান্ মুক্তিঃ। বুদ্ধিমতা-মনায়া-সেনা-চিরাদেব তত্ত্বজ্ঞানং ভবতি ॥১১॥ তৎকথমিতি। ভক্তবৎসলঃ স্বয়মেব সর্ব্বেভ্যো মোক্ষ-বিঘ্নেভ্যো ভক্তিনিষ্ঠান্ সর্ব্বান্ পরিপালয়তি সর্ব্বাভীষ্টান্ প্রযচ্ছতি। মোক্ষং দাপয়তি ॥১২॥ ॥ চতুর্ম্মুখাদীনাং সর্ব্বেষামপি বিনা বিষ্ণুভক্ত্যা কল্পকোটিভি-র্মোক্ষো ন বিদ্যতে ॥১৩॥ কারণেন বিনা কার্য্যং নোদেতি। ভক্ত্যা বিনা ব্রহ্মজ্ঞানং কদাপি ন জায়তে ॥১৪॥ তস্মাৎ ত্বমপি সর্ব্বোপায়ান্ পরিত্যজ্য ভক্তিমাশ্রয়। ভক্তিনিষ্ঠো ভব। ভক্তিনিষ্ঠো ভব। ভক্ত্যা সর্ব্বসিদ্ধয়ঃ সিধ্যন্তি ॥ ভক্ত্যাঽসাধ্যং ন কিঞ্চিদস্তি ॥১৫॥ মদুপাসকঃ সর্ব্বোৎকৃষ্টঃ স ভবতি। মদুপাসনয়া সর্ব্বমঙ্গলাণি ভবন্তি। মদুপাসনয়া সর্ব্বং জয়তি। মদুপাসকঃ সর্ব্ববন্দ্যো ভবতি ॥ মদীয়োপাসকস্যা-সাধ্যং ন কিঞ্চিদস্তি ॥১৬॥ সর্ব্বে বন্ধাঃ প্রবিনশ্যন্তি সদ্‌বৃত্তমিব সর্ব্বে দেবাস্তং সেবন্তে। মহাশ্রেয়াংসি চ সেবন্তে মদুপাসক-স্তস্মান্‌নিরতিশয়াদ্বৈত-পরমানন্দ-লক্ষণ-পরব্রহ্ম ভবতি ॥১৭॥

ইতি শ্রীভক্তিকৌস্তুভে তৃতীয়ে আহ্নিকেঃ পরম-মোক্ষমার্গ-নিরূপণম্ নাম প্রথম পরিচ্ছেদঃ।

ব্যতীত এই জগতে আর কিছুই নাই, এই জ্ঞান জন্মে ॥১০॥ ভক্তিমার্গ সকলের পক্ষেই প্রশস্ত। অধিকার আছে কিনা, সে কথাই উঠে না। ভক্তিমার্গে কোন উপদ্রব নাই। ভক্তিযোগে মুক্তি হয়। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি অনায়াসে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করেন ॥১১॥ কিরূপে? ভক্তবৎসল শ্রীভগবান্ মোক্ষের সকল বাধা নিজে দূর করিয়া ভক্তিনিষ্ঠ জনকে পালন করেন ও সকল অভীষ্ট দান করেন ও মোক্ষ দেওয়াইয়া দেন ॥১২॥ ব্রহ্মা আদি সকলেরই বিষ্ণুভক্তি বিনা কোটি কোটি কল্পেও মোক্ষ হয় না ॥১৩॥ বিনা কারণে কার্য্য হয় না। ভক্তি বিনা ব্রহ্মজ্ঞান কখনও হয় না। ॥১৪॥ অতএব তুমি সকল উপায় পরিত্যাগ করিয়া ভক্তিকে আশ্রয় কর। ভক্তিতে নিষ্ঠাবান্ হও। ভক্তিতে সকল সিদ্ধি লাভ হইবে। ভক্তিদ্বারা কিছুই অসাধ্য থাকে না ॥১৫॥ শ্রীভগবান্ বলিতেছেন—আমার উপাসক সকলের উৎকৃষ্ট হয়। আমার উপাসনায় সকল প্রকার মঙ্গল হয়। আমার উপাসনায় সর্ব্ববিষয়ে জয় হয়। আমার উপাসক—সকলের বন্দনীয় হন। আমার উপাসকের অসাধ্য কিছুই থাকে না ॥১৬॥ (ভক্তের) সকল বাধা বিঘ্ন দূর হয়। সকল দেবগণ সদ্‌বৃত্তির ন্যায় (সদাচার ভাল বাসেন বলিয়া) তাঁহার সেবা করেন॥ পরম কল্যাণ তাঁহাকে সেবা করেন। অতএব আমার উপাসক নিরতিশয় পরমানন্দ লক্ষণ পরব্রহ্মে যুক্ত হয়েন ॥১৭॥

ইতি শ্রীভক্তিকৌস্তুভে তৃতীয় আহ্নিকে পরম-মোক্ষ-মার্গ-নিরূপণ নাম প্রথম পরিচ্ছেদ।

দ্বিতীয়ঃ পরিচ্ছেদঃ—মুরারে-স্তৃতীয়ঃ পন্থাঃ।

[আকরঃ—বরাহোপনিষৎ।]

শুকো মুক্তো বামদেবোঽপি মুক্ত-স্তাভ্যাং বিনা মুক্তিভাজো ন সন্তি। শুকমার্গং যেঽনুসরন্তি ধীরাঃ সদ্যো মুক্তাস্তে ভবন্তীহ লোকে ॥ বামদেবং যেঽনুসরন্তি নিত্যং মৃত্বা জনিত্বা চ পুনঃপুনস্তৎ। তে বৈ লোকে ক্রমমুক্তা ভবন্তি যোগৈঃ সাংখ্যৈঃ কর্ম্মভিঃ সত্ত্বযুক্তৈঃ ॥২॥ শুকশ্চ বামদেবশ্চ দ্বে স্থতী দেবনির্ম্মিতে। শুকো বিহঙ্গমঃ প্রোক্তো বামদেবঃ পিপীলিকা ॥৩॥ অতদ্-ব্যাবৃত্তিরূপেণ সাক্ষাদ্ বিধিমুখেন বা। মহাবাক্য বিচারেণ সাংখ্যযোগ-সমাধিনা ॥৪॥ বিদিত্বা স্বাত্মনো রূপং সংপ্রজ্ঞাত-সমাধিতঃ। শুকমার্গেণ বিরজাঃ প্রযান্তি পরমং পদম্ ॥৫॥ যমাদ্যাসন-জায়াস-হঠাভ্যাসাৎ পুনঃ পুনঃ। বিঘ্ন-বাহুল্য সংজাত অণিমাদি-বশাদিহ ॥৬ অলব্ধ্বাপি ফলং সম্যক্ পুনর্ভূত্বা মহাকুলে। পুন-র্বাসনয়ৈবায়ং যোগাভ্যাসং পুনশ্চরন্ ॥৭॥ অনেক-জন্মাভ্যাসেন বামদেবেন বৈ পথা। সোঽপি মুক্তিং সমাপ্নোতি তদ্‌বিষ্ণোঃ পরমং পদম্ ॥৮॥ দ্বাবিমাবপি পন্থানৌ ব্রহ্মপ্রাপ্তিকরৌ শিবৌ। সদ্যোমুক্তিপ্রদশ্চৈকঃ ক্রমমুক্তিপ্রদঃ পরঃ। অত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্ব-মনুপশ্যতঃ ॥৯॥ যস্যানুভব-পর্য্যন্তা বুদ্ধি-স্তত্ত্বে প্রবর্ত্ততে। তদ্‌দৃষ্টিগোচরাঃ সর্ব্বে মুচ্যন্তে সর্ব্বপাতকৈঃ ॥১০॥ খেচরা ভূচরাঃ সর্ব্বে ব্রহ্মবিদ্ দৃষ্টিগোচরাঃ। সদ্য এব বিমুচ্যন্তে কোটিজন্মার্জ্জিতৈরঘৈঃ ॥১১॥

ইতি শ্রীভক্তিকৌস্তুভে তৃতীয়ে আহ্নিকে মুরারে-স্তৃতীয়ঃ পন্থাঃ নাম দ্বিতীয়ঃ পরিচ্ছেদঃ।

শুকমার্গ ও বামদেব মার্গ—এই দুই মার্গে মুক্তি হয়। ইহা ব্যতীত অন্য মার্গে মুক্তি হয় না। যে ধীর ব্যক্তিগণ শুকমার্গ অনুসরণ করেন, তাঁহারা এই জীবনেই মুক্ত হন। বামদেব মার্গ অনুসরণ করিলে পুনঃ পুনঃ জন্ম মৃত্যু হইয়া জন্মে জন্মে যোগ সাংখ্যযোগ ও সত্ত্বগুণের কর্ম্মাদি করিতে করিতে ক্রমে ক্রমে মুক্তিপথে অগ্রসর হন ॥১-২॥ শুকমার্গ ও বামদেব মার্গ—এই দুইটী দেবনির্ম্মিত মার্গ (স্মৃতি) আছে। শুকমার্গ পক্ষীর মার্গ ও বামদেব মার্গ পিপীলিকা মার্গ ॥৩॥ ইহা নহে উহা নহে (নেতি নেতি) বিচার করিয়া, বিধি নিষেধাদি পালন করিয়া, "তত্ত্বমসি" প্রভৃতি বেদান্তদর্শনের মহাবাক্যাদি বিচারের জন্য আলোচনা করিয়া সাংখ্যযোগে ও সমাধি দ্বারা নিজ স্বরূপের সম্যক্ জ্ঞান লাভ করিয়া শুকপক্ষিবৎ আকাশমার্গে নিষ্পাপ ব্যক্তিগণ পরমপদ প্রাপ্ত হন ॥৪-৫॥ যম নিয়মাদি আসন জনিত কষ্ট, ও পুনঃ পুনঃ হঠযোগ অভ্যাস করিতে করিতে অণিমাদি-বশে নানা বিঘ্ন আসিয়া পড়ে। তাহাতে অভীষ্ট ফললাভ না হইয়া পর জন্মে শুদ্ধ কুলে জন্ম গ্রহণ করিয়া সেই জন্মে স্মৃতি বশে যোগাদি অভ্যাস করে। জন্ম জন্মান্তরে এইরূপ চেষ্টা ও অভ্যাসাদি করিয়া বামদেবমার্গে ক্রম মুক্তির পথে শ্রীবিষ্ণুর পরম পদ প্রাপ্ত হন ॥৬-৮॥ ব্রহ্মপ্রাপ্তিকর এই দুইটী মঙ্গলময় পন্থা আছে। একটিতে সদ্যঃ মুক্তি হয়। অপর মার্গে বহুজন্মের অভ্যাসে মুক্তি হয়। যিনি সমদর্শী হইতে শিখিতেছেন, তিনি সকল বস্তু একই ভগবদ্‌মূর্ত্তি বলিয়া দেখিতে পারেন। তাঁহার ইহাতে শোক বা মোহ হয় না ॥৯॥ যাঁহার তত্ত্ববিষয়ে জ্ঞান, অনুভবের উপর প্রতিষ্ঠিত, যিনি সর্ব্বদাই শ্রীভগবান্‌কে (ও তাঁহার লীলা) অনুভব করেন, তাঁহার কৃপাদৃষ্টির গোচর হইলে জীব সর্ব্বপাতক হইতে মুক্ত হয়। (এমন কি) খেচর ভূচর যাহাই হউক না কেন, যদি ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের কৃপাদৃষ্টির গোচরে আসে, তাহা হইলে কোটি জন্মের অর্জ্জিত পাতক হইতে সদ্যঃ মুক্তিলাভ করে ॥১০-১১॥

ইতি শ্রীভক্তিকৌস্তুভে তৃতীয় আহ্নিকে মুরারির তৃতীয় পন্থা নাম দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

তৃতীয়ঃ পরিচ্ছেদঃ—মুমুক্ষোঃ শরণাগতিঃ।

[আকরঃ—গোপাল পূর্ব্বতাপনী উপনিষদ্।]

একো বশী সর্ব্বগঃ কৃষ্ণ ঈড্য একোঽপি সন্ বহুধা যো বিভাতি। তং পীঠগং যেঽনুভজন্তি ধীরা-স্তেষাং সিদ্ধিঃ শাশ্বতী নেতরেষাম্ ॥১॥ নিত্যো নিত্যানাং চেতন-শ্চেতনানাং একো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্। তং পীঠগং যেঽনুভজন্তি ধীরা-স্তেষাং সুখং শাশ্বতং নেতরেষাম্।২॥ এতদ্ বিষ্ণোঃ পরমং পদং যে নিত্যোদ্যুক্তাস্তং যজন্তি ন কামাৎ। তেষামসৌ গোপরূপঃ প্রযত্নাৎ প্রকাশয়ে-দাত্মপদং তদেব ॥৩॥ যো ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্ব্বং যো বিদ্যাং তস্মৈ গোপায়তি স্ম কৃষ্ণঃ। তং হ দেব-মাত্মবুদ্ধি-প্রকাশং মুমুক্ষুঃ শরণং ব্রজেৎ ॥৪॥ ওঁ নমো বিশ্বেশ্বরায় বিশ্ব-স্থিত্যন্তহেতবে। বিশ্বেশ্বরায় বিশ্বায় গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥৫॥ নমো বিজ্ঞান-রূপায় পরমানন্দ-রূপিণে। কৃষ্ণায় গোপীনাথায় গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥৬॥ নমঃ কমল-নেত্রায় নমঃ কমলমালিনে। নমঃ কমলনাভায় কমলাপতয়ে নমঃ ॥৭॥ বর্হাপীড়াভি-রামায় রামায়া-কুণ্ঠমেধসে। রমা-মানস-হংসায় গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥৮॥ কংসবংশ-বিনাশায় কেশি-চাণূর-ঘাতিনে। বৃষভ-ধ্বজ-বন্দ্যায় পার্থসারথয়ে নমঃ ॥৯॥ বেণুনাদ-বিনোদায় গোপালায়া-হিমর্দ্দিনে। কালিন্দী-কূল-লোলায় লোল-কুণ্ডল-ধারিণে ॥১০॥ বল্লবীবদনাম্ভোজ-মালিনে

শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বজনপূজ্য। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যাঁহার বশে, যিনি এক হইয়াও নানারূপে নানামূর্ত্তিতে প্রকটিত হন সেই পীঠস্থ বিরাজমান শ্রীভগবান্‌কে যে ধীর ব্যক্তিগণ অনুক্ষণ ভজনা করেন তাঁহারাই নিত্য সুখ ভোগ করেন, অপরে পারে না ॥১॥ যিনি নিত্যবস্তুর মধ্যে নিত্য, যিনি চেতন বস্তু মধ্যে চেতন, যিনি বহুর মধ্যে এক, যিনি (জীবের) বাঞ্ছা পূর্ণ করেন, সেই অন্তর্য্যামী শ্রীভগবান্‌কে যে ধীর ব্যক্তিগণ ভজনা করেন, তাঁহাদেরই চিরস্থায়ী-সুখ হয়, অপর কাহারও হয় না॥২॥ যিনি নিষ্কাম ভাবে উদ্যুক্ত হইয়া শ্রীভগবানের পরমপদ লাভ করিতে চেষ্টা করেন, তাঁহাকে গোপরূপী শ্রীভগবান্ কৃপা করিয়া নিজস্বরূপ প্রকাশ করেন ॥৩॥ শ্রীকৃষ্ণ সৃষ্টির প্রাক্‌কালে শ্রীব্রহ্মাকে উৎপন্ন করিয়া তাঁহাকে বেদ উপদেশ দেন। সর্ব্ব জীবের বুদ্ধি প্রকাশক জ্ঞানদাতা সেই শ্রীভগবানের শ্রীচরণকমলে মুমুক্ষু পুরুষের শরণ অবশ্য লওয়া উচিত ॥৪॥ যিনি বিশ্বের স্বরূপ, যিনি বিশ্বের স্থিতি ও লয় করেন, সেই বিশ্বেশ্বর শ্রীগোবিন্দকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করি ॥৫॥ যিনি তত্ত্বজ্ঞানের মূর্ত্তি, যিনি পরমানন্দের মূর্ত্তি, সেই গোপীদিগের নাথ গোবিন্দ শ্রীকৃষ্ণকে নমো নমঃ ॥৬॥ কমললোচন শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম। কমল মালাধারী শ্রীভগবান্‌কে প্রণাম। যাঁহার নাভিতে পদ্ম আছে, তাঁহাকে প্রণাম। সেই মা লক্ষ্মীর পতি শ্রীভগবান্‌কে প্রণাম ॥৭॥ যিনি সুন্দর ময়ূর পুচ্ছের মুকুট মস্তকে ধারণ করেন, যিনি রাম (লোককে আনন্দ দেন), অকুণ্ঠ মেধাবী, মা লক্ষ্মীর যিনি পরম প্রিয় সেই শ্রীগোবিন্দের শ্রীচরণে নমো নমঃ॥৮॥ যিনি কংসের বংশ বিনাশ করিয়াছেন, যিনি কেশী দৈত্য ও চাণুর অসুরকে বধ করিয়াছেন, যিনি ভগবান্ শ্রীমহাদেবের বন্দনীয় যিনি অর্জ্জুনের সারথি, তাঁহাকে প্রণাম করি ॥৯॥ যিনি বেণু বাজাইতে ভালবাসেন, যিনি কালিয় নাগকে দমন করিয়াছেন, যিনি যমুনার কূলে ক্রীড়া করিয়াছেন, যাঁহার কর্ণে কুণ্ডল দুলিতেছে; সেই শ্রীগোপালকে প্রণাম করি ॥১০॥ গোপিকাগণ-বেষ্টিত নৃত্যকারী, প্রণত জনকে যিনি পরিপালন করেন,

নৃত্যশালিনে নমঃ প্রণতপালায় শ্রীকৃষ্ণায় নমো নমঃ ॥১১॥ নমঃ পাপ-প্রণাশায় গোবর্দ্ধন-ধরায় চ। পূতনা-জীবিতান্তায় তৃণাবর্ত্তা-সুহারিণে ॥১২॥ নিষ্কলায় বিমোহায় শুদ্ধায়াশুদ্ধবৈরিণে। অদ্বিতীয়ায় মহতে শ্রীকৃষ্ণায় নমো নমঃ ॥১৩॥ প্রসীদ পরমানন্দ প্রসীদ পরমেশ্বর। আধি-ব্যাধি-ভুজঙ্গেন দষ্টং মামুদ্ধর প্রভো ॥১৪॥ শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিণীকান্ত গোপীজন-মনোহর। সংসার-সাগরে মগ্নং মামুদ্ধর জগদ্‌গুরো ॥১৫॥ কেশব ক্লেশহরণ নারায়ণ জনার্দ্দন। গোবিন্দ পরমানন্দ মাং সমুদ্ধর মাধব ॥১৬॥ তস্মাৎ কৃষ্ণ এব পরমো দেব-স্তং ধ্যায়েৎ। তং রসয়েৎ। তং যজেৎ। তং ভজেৎ। ওঁ তৎসৎ ॥১৭॥

ইতি শ্রীভক্তিকৌস্তুভে তৃতীয়ে আহ্নিকে মুমুক্ষোঃ শরণাগতির্নাম তৃতীয়ঃ পরিচ্ছেদঃ।

সেই শ্রীকৃষ্ণকে নমো নমঃ ॥১১॥ যিনি পাপ নাশ করেন, যিনি গিরি গোবর্দ্ধন ধারণ করিয়াছিলেন, যিনি পূতনা রাক্ষসীকে ও তৃণাবর্ত্ত অসুরকে বধ করিয়াছেন, তাঁহাকে প্রণাম করি ॥১২॥ যিনি পূর্ণব্রহ্ম, নিষ্কল, মোহশূন্য, যিনি শুদ্ধ, অশুদ্ধির যিনি শত্রু, যিনি অদ্বিতীয় (যাঁহার মত আর কেহ নাই) সেই মহান্ শ্রীকৃষ্ণকে নমো নমঃ ॥১৩॥ হে পরমানন্দময়, হে পরমেশ্বর, আমি আধি (মনের কষ্ট) ও ব্যাধি (দেহের কষ্ট) রূপ সর্পের দ্বারা দষ্ট হইয়াছি। হে প্রভো, আমাকে উদ্ধার করুন ॥১৪॥ হে শ্রীকৃষ্ণ, হে শ্রীরুক্মিণীপতি, হে গোপীজনের মনোহরণকারী, আমি সংসার সাগরে হাবুডুবু খাইতেছি। হে জগদ্‌গুরু আমাকে উদ্ধার কর ॥১৫॥ হে কেশব, হে ক্লেশহরণকারী হে নারায়ণ, হে জনার্দ্দন, হে গোবিন্দ, হে পরমানন্দদাতা, হে মাধব, আমাকে সম্যক্ প্রকারে উদ্ধার কর ॥১৬॥ অতএব শ্রীকৃষ্ণই পরম দেব। তাঁহাকে ধ্যান করিতে হয়। তাঁহাকে পূজা করিতে হয়, তাঁহাকে ভজন করিতে হয়, তাঁহাকে ভালবাসিতে হয়। সেই পরব্রহ্মই নিত্য আছেন। (ওঁ তৎ সৎ) ॥১৭॥

ইতি শ্রীভক্তিকৌস্তুভে তৃতীয় আহ্নিকে মুমুক্ষুর শরণাগতি নাম তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

চতুর্থঃ আহ্নিকঃ—মোক্ষপ্রকার নির্ণয়ঃ।

[আকরঃ—মুক্তিকোপনিষৎ।]

রাম কেচিন্ মুনিশ্রেষ্ঠা মুক্তিরেকেতি চক্ষিরে। কেচিৎ ত্বন্নাম-ভজনাৎ কাশ্যাং তারোপদেশতঃ ॥১॥ অন্যে তু সাংখ্যযোগেন ভক্তিযোগেন চাপরে। অন্যে বেদান্ত-বাক্যার্থ-বিচারাৎ পরমর্ষয়ঃ ॥২॥ সালোক্যাদি-বিভাগেন চতুর্ধা মুক্তিরীরিতা। সহোবাচ শ্রীরামঃ। কৈবল্য-মুক্তিরেকৈব পারমার্থিক-রূপিণী ॥৩॥ দুরাচাররতো বাপি মন্নাম-ভজনাৎ কপে। সালোক্য-মুক্তিমাপ্নোতি ন তু লোকান্তরাদিকম্ ॥৪॥ কাশ্যাং তু ব্রহ্মনালেঽস্মিন্ মৃতো মত্তার-মাপ্নুয়াৎ। পুনরাবৃত্তিরহিতাং মুক্তিং প্রাপ্নোতি মানবঃ।৫॥ যত্র কুত্রাপি বা কাশ্যাং মরণে স মহেশ্বরঃ। জন্তো র্দক্ষিণকর্ণে তু মত্তারং সমুপাদিশেৎ ॥৬॥ নির্ধূতাশেষ-পাপৌঘো মৎসারূপ্যং ভজত্যয়ম্। সৈব সালোক্য-সারূপ্য-মুক্তি-রিত্যভিধীয়তে ॥৭ সদাচাররতো ভূত্বা দ্বিজো নিত্যমনন্যধীঃ। ময়ি সর্ব্বাত্মকে ভাবো মৎসামীপ্যং ভজত্যয়ম্। সৈব সালোক্য-সারূপ্য-সামীপ্যা মুক্তিরিষ্যতে ॥৮॥ গুরূপদিষ্ট-মার্গেণ ধ্যায়ন্ মদ্‌গুণমব্যয়ম্। মৎসাযুজ্যং দ্বিজঃ সম্যগ্ ভজেদ্ ভ্রমর-কীটবৎ ॥৯॥ সৈব সাযুজ্য-মুক্তিঃ স্যাদ্ ব্রহ্মানন্দকরী শিবা। চতুর্বিধা তু যা মুক্তি-র্মদুপাসনয়া ভবেৎ ॥১০॥

[পরিচয়—অযোধ্যায় শ্রীরামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেক হইবার পর শ্রীহনুমান্‌জী শ্রীরামচন্দ্রের নিকট মুক্তির পথ কি জিজ্ঞাসা করিতেছেন।]

হে রাম, কোন কোন মুনিশ্রেষ্ঠ মুক্তির একটী মাত্র উপায় বলেন। কেহ কেহ বলেন, তোমার নাম (রাম নাম) ভজন করিতে করিতে কাশীধামে সংসার-তারণ উপদেশ মিলে, তাহা হইতে মুক্তিলাভ হয় ॥১॥ কেহ বলেন সাংখ্যযোগের দ্বারা, কেহ বলেন ভক্তিযোগের দ্বারা, আবার কোন কোন শ্রেষ্ঠ ঋষি বলেন যে বেদান্ত বিচারে মুক্তি হয় ॥২॥ (ইহা শুনিয়া) শ্রীরামচন্দ্র কহিলেন—সালোক্য আদি চারি প্রকার মুক্তি আছে। তন্মধ্যে কৈবল্য মুক্তিই পারমার্থ-রূপিণী ॥৩॥ হে কপি, দুরাচারে রত হইয়াও, যদি আমার ভজনা করে, তাহা হইলে লোকান্তর না হইয়া সে সালোক্যমুক্তি লাভ করে ॥৪॥ কাশীধামে ব্রহ্মনাল তীর্থে মৃত্যুকালে সংসারতারণ রামনাম মন্ত্র প্রাপ্ত হইয়া মানব মুক্তি-লাভ করে। তাহাকে আর জন্মিতে হয় না ॥৫॥ কাশীধামে যে কোন স্থানে মৃত্যু হউক না কেন তথায় স্বয়ং মহেশ্বর, জীবের দক্ষিণ কর্ণে সংসার-তারণ আমাব রাম নাম উপদেশ করেন। তাহাতে জীবের সকল পাপ নষ্ট হইয়া আমার সালোক্য লাভ করে। তাহাকেই সালোক্য ও সারূপ্য মুক্তি বলে ॥৬-৭॥ দ্বিজ সদাচারে রত হইয়া অনন্যমনে আমাকে ধ্যান করিয়া আমার সামীপ্য লাভ করে। তাহাই সালোক্য সারূপ্য ও সামীপ্য মুক্তি বলিয়া কথিত ॥৮॥ গুরুদেব যে মার্গে চলিতে আদেশ দেন, সেই মার্গে থাকিয়া আমার অব্যয় গুণ ধ্যান করিতে করিতে দ্বিজ, ভ্রমরকীটবৎ (কুমীরকে পোকার ন্যায় অনুক্ষণ) সম্যক্ ভজনা করিলে ব্রহ্মানন্দদাত্রী মঙ্গলকারী সাযুজ্য মুক্তি পায়। চতুর্ব্বিধা যে প্রকার মুক্তিই হউক আমার উপাসনাতে জীব তাহা লাভ করে ॥৯-১০॥ একশত

এবমষ্টোত্তরশতং ভাবনা-ত্রয়-নাশনম্। জ্ঞান-বৈরাগ্যদং পুংসাং বাসনাত্রয়নাশনম্ ॥১১॥ পূর্ব্বোত্তরেষু বিহিত-তত্তচ্ছান্তি-পুরঃসরম্। বেদ-বিদ্যাব্রতস্নাত-দেশিকস্য মুখাৎ স্বয়ম্ ।১২॥ গৃহীত্বাষ্টোত্তরশতং যে পঠন্তি দ্বিজোত্তমাঃ। প্রারব্ধক্ষয়-পর্য্যন্তং জীবন্মুক্তা ভবন্তি তে ॥১৩॥ ততঃ কালবশাদেব প্রারব্ধে তু ক্ষয়ং গতে। বৈদেহীং মামকীং মুক্তিং যান্তি নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ ॥১৪॥ সর্ব্বোপনিষদাং মধ্যে সার-মষ্টোত্তরং শতম্। সকৃচ্ছ্রবণমাত্রেণ সর্ব্বাঘৌঘ-নিকৃন্তনম্ ॥১৫॥ ময়োপদিষ্টং শিষ্যায় তুভ্যং পবননন্দন। ইদং শাস্ত্রং ময়াদিষ্টং গুহ্যমষ্টোত্তরং শতম্। জ্ঞান-তোঽজ্ঞানতো বাপি পঠতাং বন্ধমোচকম্ ॥১৬॥ রাজ্যং দেয়ং ধনং দেয়ং যাচতঃ কামপূরণম্। ইদমষ্টোত্তরশতং ন দেয়ং যস্য কস্যচিৎ ॥১৭॥ নাস্তিকায় কৃতঘ্নায় দুরাচাররতায় বৈ। মদ্‌ভক্তি বিমুখায়াপি শাস্ত্রগর্ত্তেষু মুহ্যতে। গুরুভক্তি-বিহীনায় দাতব্যং ন কদাচন ॥১৮॥ সেবাপরায় শিষ্যায় হিতপুত্রায় মারুতে। মদ্‌ভক্তায় সুশীলায় কুলীনায় সুমেধসে ॥১৯॥ সম্যক্ পরীক্ষ্য দাতব্য-মেবমষ্টোত্তরং শতম্। যঃ পঠেচ্ছৃণুয়াদ্ বাপি স মামেতি ন সংশয়ঃ ॥২০॥ উচ্ছাস্ত্রং শাস্ত্রিতং চেতি পৌরুষং দ্বিবিধং মতম্। তত্রোচ্ছাস্ত্র-মনর্থায় পরমার্থায় শাস্ত্রিতম্ ॥২১॥ শুভাশুভাভ্যাং মার্গাভ্যাং বহন্তী বাসনা-সরিৎ। পৌরুষেণ প্রযত্নেন যোজনীয়া শুভে পথি ॥২২॥ অশুভেষু সমাবিষ্টং শুভেষ্বে-বাবতারয়েৎ। পৌরুষেণ প্রযত্নেন লালয়েচ্চিত্তবালকম্ ॥২৩॥ বাসনাক্ষয়-বিজ্ঞান-মনোনাশা মহামতে। সমকালং চিরাভ্যস্তা ভবন্তি ফলদা মতাঃ ॥২৪॥ ত্রয় এব সমং যাবন্ নাভ্যস্তাশ্চ পুনঃ পুনঃ। তাবন্ ন পদসংপ্রাপ্তি-র্ভবত্যপি সমাশতৈঃ ॥২৫॥

আট উপনিষৎ আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক ভাবনা নাশ করে। কামনা বাসনা আদি নাশ করিয়া জ্ঞান বৈরাগ্য দান করে ॥১১॥ পূর্ব্ব ও পশ্চাৎ (দুই অংশের) উপনিষদ্ গুলি শান্তি পাঠ সহ বেদবিদ্যাব্রত দ্বারা পূত, উপদেষ্টার মুখ হইতে শুনিয়া যে সকল দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ ১০৮ উপনিষদ্ পাঠ করেন তাঁহারা প্রারব্ধ ক্ষয় পর্য্যন্ত জীবন্মুক্ত হয়েন। প্রারব্ধ ক্ষয় হইলে বিদেহ মুক্তি লাভ করিয়া আমাকে প্রাপ্ত হয়েন, সন্দেহ নাই ॥১২-১৩॥ উপনিষদ্ সকল মধ্যে এই ১০৮ই সার। এই-গুলি শ্রবণ মাত্র সকল পাপ একেবারে নষ্ট হয়। হে পবননন্দন, তোমাকে আমি এই উপদেশ দিতেছি—এই ১০৮ উপনিষদ্ অতি গুহ্যশাস্ত্র। ইহা জানিয়া বা না জানিয়া পাঠ করিলে ভববন্ধন হইতে মুক্তি মিলে ॥১৫-১৬॥ রাজ্য দিবে, ধন দিবে, যে যাচ্ঞা করিতেছে, তাহার কামনা পূর্ণ করিবে, কিন্তু এই ১০৮ উপনিষদের জ্ঞান যাহাকে তাহাকে দিতে নাই। নাস্তিককে কৃতঘ্নকে, দুরাচার-রত জনকে, আমার ভক্তিবিমুখ জনকে শাস্ত্রকথিত বিপরীত কথায় যে মোহগ্রস্ত ও গুরুভক্তি-হীন জনকে কদাচ দিতে নাই ।১৭-১৮। হে পবননন্দন, সেবাপরায়ণ, অপরের হিতাকাঙ্ক্ষী শিষ্যকে সচ্চরিত্র সদ্‌বংশজাত সুবুদ্ধি আমার ভক্তকে সম্যক্ পরীক্ষা করিয়া এই ১০৮ উপনিষদের জ্ঞান দান করিবে। যে ইহা পাঠ করে শ্রবণ করে, নিঃসংশয়ে আমার কাছে আসিতে পায় ॥১৯-২০॥ মানুষের চেষ্টা দুই প্রকার। একটা উচ্ছাস্ত্র, অর্থাৎ শাস্ত্র বিরুদ্ধ, আর একটা শাস্ত্রিত বা শাস্ত্রের আজ্ঞানুসারে। ইহাদের মধ্যে উচ্ছাস্ত্র চেষ্টা অনর্থ ঘটায় ও শাস্ত্রিত চেষ্টায় পরমার্থ লাভ হয় ॥২১॥ বাসনা-রূপ নদী শুভ ও অশুভ, উভয়মার্গেই বহিয়া যায়। চেষ্টা ও যত্ন করিয়া বাসনাকে শুভ পথে লাগাইতে হয় ॥২৫॥ যেমন অশুভবিষয়ে রত জনকে চেষ্টা করিয়া শুভ বিষয় লাগাইতে হয়, সেইরূপ চিত্তরূপ বালককে চেষ্টা করিয়া যত্ন করিয়া লালন করিতে হয় ॥২৩ হে মহামতি পবন নন্দন) বাসনার ক্ষয়, বিজ্ঞান (অনুভব-জনিত জ্ঞান) মনের প্রবৃত্তি নাশ—এই তিনটী একত্রে দীর্ঘ-কাল অভ্যাস করিলে অভীষ্ট ফললাভ হইয়া থাকে ॥২৪॥ এই তিনটীর যদি একই অংশ পুনঃ পুনঃ অভ্যাস না করা যায়, তাহা হইলে শতবর্ষ (সমাশতে) চেষ্টা করিলেও শ্রীভগবানের পরমপদ লাভ হয় না ॥২৫॥

একৈকশো নিষেব্যন্তে যত্নেতে চিরমপ্যলম্। তন্ন সিদ্ধিং প্রযচ্ছন্তি মন্ত্রাঃ সংকীর্ত্তিতা ইব ॥২৬॥ ত্রিভি-রেতৈ-শ্চিরাভ্যস্তৈ হৃদয়-গ্রন্থয়ো দৃঢ়াঃ। নিঃশঙ্কমেব ত্রুট্যন্তি বিসচ্ছেদাদ্ গুণা ইব ॥২৭॥ জন্মান্তর শতাভ্যস্তা মিথ্যা সংসারবাসনা। সা চিরাভ্যাস-যোগেন বিনা ন ক্ষীয়তে ক্বচিৎ ॥২৮॥ তস্মাৎ সৌম্য প্রযত্নেন পৌরুষেণ বিবেকিনা। ভোগেচ্ছাং দূরত-স্ত্যক্ত্বা ত্রয়মেব সমাশ্রয় ॥২৯ বাসনাং সংপরিত্যজ্য ময়ি চিন্মাত্র-বিগ্রহঃ। যস্তিষ্ঠতি গতব্যগ্রঃ সোঽহং সচ্চিৎসুখাত্মকঃ ॥৩০॥ সমাধিমথ কার্য্যাণি মা করোতু করোতু বা। হৃদয়েনাত্ত-সর্ব্বেহো মুক্ত এবোত্তমাশয়ঃ ॥৩১॥ নৈষ্কর্ম্ম্যেণ ন তস্যার্থ-স্তস্যার্থোঽস্তি ন কর্ম্মভিঃ। ন সমাধান-জাপ্যাভ্যাং যস্য নির্ব্বাসনং মনঃ ॥৩২॥ সন্ত্যক্ত-বাসনান্ মৌনাদৃতে নাস্ত্যুত্তমং পদম্। বাসনাহীন মপ্যেতচ্চক্ষু-রাদীন্দ্রিয়ং স্বতঃ। প্রবর্ত্ততে বহিঃ স্বার্থে বাসনামাত্র-কারণম্ ॥৩৩॥ তাবন্ নিশীব বেতালা বল্গন্তি হৃদি বাসনাঃ। একতত্ত্ব-দৃঢ়াভ্যাসাৎ যাবন্ন বিজিতং মনঃ ॥৩৪॥ প্রক্ষীণ-চিত্ত-দর্পস্য নিগৃহীতেন্দ্রিয়দ্বিষঃ। পদ্মিন্য ইব হেমন্তে ক্ষীয়ন্তে ভোগবাসনাঃ ॥৩৫॥ হস্তং হস্তেন সংপীড্য দন্তৈ-র্দন্তান্ বিচূর্ণ্য চ। অঙ্গান্যঙ্গৈঃ সমাক্রম্য জয়েদাদৌ স্বকং মনঃ ॥৩৬॥ উপবিশ্যোপ-বিশ্যৈকাং চিন্তকেন মুহুর্মুহুঃ। ন শক্যতে মনো জেতুং বিনা যুক্তি-মনিন্দিতাম্। অঙ্কুশেন বিনা মত্তো যথা দুষ্টো মতঙ্গজঃ ॥৩৭॥ অধ্যাত্ম-বিদ্যাধিগমঃ সাধুসঙ্গতিরেব চ। বাসনা-সম্পরিত্যাগঃ প্রাণ-স্পন্দ-নিরোধনম্। এতাস্তা যুক্তয়ঃ পুষ্টাঃ সন্তি চিত্তজয়ে কিল ॥৩৮॥ সতীষু যুক্তি-ষ্বেতাসু হঠান্-নিয়মযন্তি যে। চেতসো

এক সঙ্গে অভ্যাস না করিলে দীর্ঘকাল চেষ্টাতেও মন্ত্র প্রকাশ করার মত নিষ্ফল হয় ॥২৬॥ আর এই তিনটী একসঙ্গে অভ্যাস করিতে থাকিলে, মৃণাল দণ্ড ছিন্ন হইলে যেমন অভ্যন্তরস্থ তন্তুগুলি ছিন্ন হয়, সেইরূপ হৃদয়গ্রন্থ সকল ছিন্ন হইয়া যায়, ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই ॥২৭॥ শত জন্ম ধরিয়া যে মিথ্যা সংসার বাসনা আঁকড়াইয়া ধরা হইয়াছে, তাহাকে ত্যাগ করিবার জন্য দীর্ঘকাল অভ্যাস না করিলে কি করিয়া ক্ষয় হইবে? ॥২৮॥ হে সৌম্য! অতি যত্নের সহিত বিবেকী ব্যক্তি চেষ্টার দ্বারা ভোগেচ্ছা হইতে মনকে দূরে রাখিয়া এই তিনটীর আশ্রয় লও—বাসনাক্ষয়, বিজ্ঞান ও দুর্বৃত্তি নাশ—এই তিনটীই লাভ করিতে চেষ্টা কর ॥২৯ বাসনাকে সম্যক্ পরিত্যাগ করিয়া চিন্মাত্র-বিগ্রহ আমাতে যিনি ধীর স্থির হইয়া লাগিয়া থাকেন, তিনি সচ্চিদানন্দ আমাকে প্রাপ্ত হন ॥৩০॥ সমাধি প্রভৃতি কার্য্যকর হউক বা না হউক, হৃদয়ের সহিত, এই তিনটীর অনুশীলনে সকলগুলি প্রাপ্ত হইয়া উত্তম মুক্তিলাভ করেন ॥৩১॥ যাঁহার মন বাসনা-শূন্য হইয়াছে তাঁহার কর্ম্ম করা বা না করায় কিছুই আসে যায় না। সমাধিতে বা জপেও কিছুই লাভ নাই। ॥৩২॥ সকল বাসনা ত্যাগ করিয়া মৌনাবলম্বন করা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ উপায় নাই। কোনও প্রকার বাসনা রাখিলেও, চক্ষু আদি ইন্দ্রিয়গণ আপনা আপনি বাহ্যবিষয়ে প্রবৃত্ত হয়। বাসনাই তাহার কারণ ॥৩৩॥ এক তত্ত্ব দৃঢ় অভ্যাসের দ্বারা মনকে জয় যত দিন করা না যায়, তত দিন মনের বাসনা গুলি, নিশাকালে ভূত প্রেত বেতালাদির ন্যায় হুটো পাটি করে ॥৩৪॥ চিত্তের অভিমান যিনি নিরোধ করিয়াছেন, ইন্দ্রিয়-রূপ শত্রু যিনি বশ করিয়াছেন, তাঁহার ভোগবাসনা সকল হেমন্তকালে পদ্মের ন্যায় নষ্ট হইয়া যায় ॥৩৫॥ হাতে হাতে জোর করিয়া ধরিয়া, দাঁতে দাঁত লাগাইয়া, অঙ্গে অঙ্গে জোর করিয়া, অর্থাৎ নিজ পূর্ণ শক্তি দ্বারা, মন জয় করিতে চেষ্টা করিতে হয় ॥৩৬॥ দুষ্ট মত্ত হস্তী যেমন বিনা অঙ্কুশ প্রহারে জব্দ হয় না, সেইরূপ মনকে অকাট্য যুক্তি ও পুনঃ পুনঃ চিন্তন ব্যতীত জয় করা যায় না ॥৩৭॥ অধ্যাত্ম বিদ্যার অর্থাৎ দার্শনিক তত্ত্বের অনুশীলন, সাধুসঙ্গ, বৈরাগ্য চেষ্টা (বাসনা ত্যাগ) ও প্রাণায়ামাদি—এইগুলি চিত্তজয়ে বিশেষ সহায় হয় ॥৩৮॥ সদ্যুক্তি অগ্রাহ্য করিয়া যে হঠ পূর্ব্বক সংযমের চেষ্টা করে, তাহার চেষ্টা চিত্তস্থ দীপকে

দীপমুৎসৃজ্য বিচিন্বন্তি তমোহঞ্জনৈঃ ॥৩৯॥ বিমূঢ়াঃ কর্ত্তুমুদ্‌যুক্তা যে হঠাচ্চেতসো জয়ম্। তে নিবধ্নন্তি নাগেন্দ্র-মুন্মত্তং বিসতন্তুভিঃ ॥৪০॥ দৃঢ়-ভাবনয়া ত্যক্ত-পূর্ব্বাপর-বিচারণম্। যদাদানং পদার্থস্য বাসনা সা প্রকীর্ত্তিতা ॥৪১॥ ভাবিতং তীব্রসংবেগা-দাত্মনা যৎ তদেব সঃ। ভবত্যাশু কপিশ্রেষ্ঠ বিগতেতর-বাসনঃ ॥৪২॥ তাদৃগ্‌রূপো হি পুরুষো বাসনা-বিবশীকৃতঃ। সংপশ্যতি যদৈবৈতৎ সদ্‌বস্ত্বিতি বিমুহ্যতি ॥৪৩॥ বাসনা-বেগ-বৈচিত্র্যাৎ স্বরূপং ন জহাতি তৎ। ভ্রান্তং পশ্যতি দুর্দৃষ্টিঃ সর্ব্বং মদবশাদিব ॥৪৪॥ বাসনা দ্বিবিধা প্রোক্তা শুদ্ধা চ মলিনা তথা। মলিনা জন্মহেতুঃ স্যাদ্ শুদ্ধা জন্মবিনাশিনী ॥৪৫॥ অজ্ঞান-সুঘনাকারা ঘনা-হঙ্কারশালিনী। পুনর্জন্মকরী প্রোক্তা মলিনা বাসনা বুধৈঃ। পুনর্জন্মাঙ্কুরং ত্যক্ত্বা স্থিতিং সংভৃষ্টবীজবৎ ॥৪৬॥ বহুশাস্ত্রকথা-কন্থা রোমন্থেন বৃথৈব কিম্। অন্বেষ্টব্যং প্রযত্নেন মারুতে জ্যোতি-রান্তরম্ ॥৪৭॥ অধীত্য চতুরো বেদান্ সর্ব্বশাস্ত্রাণ্যনেকশঃ। ব্রহ্মতত্ত্বং ন জানাতি দর্পাপহতচেতনঃ ॥৪৮॥ স্বদেহাশুচিগন্ধেন ন বিরজ্যেত যঃ পুমান্। বিরাগ-কারণং তস্য কিমন্য-দুপদিশ্যতে ॥৪৯॥ অত্যন্ত-মলিনো দেহো দেহী চাত্যন্তনির্ম্মলঃ। উভয়োরন্তরং জ্ঞাত্বা কস্য শৌচং বিধীয়তে ॥৫০॥ বদ্ধো হি বাসনা-বদ্ধো মোক্ষঃ স্যাদ্ বাসনাক্ষয়ঃ। বাসনাং সম্পরিত্যজ্য মোক্ষার্থিত্বমপি ত্যজ ॥৫১॥ মানসী-র্বাসনাঃ পূর্ব্বং ত্যক্ত্বা বিষয়-বাসনাঃ। মৈত্র্যাদি-বাসনা-নাম্নী গৃহাণ মলবাসনাঃ ॥৫২॥ তা অপ্যতঃ পরিত্যজ্য তাভির্ব্যবহরন্নপি। অন্তঃ শান্তঃ সমস্নেহো ভব চিন্মাত্র-বাসনঃ ॥৫৩॥ তামপ্যথ পরিত্যজ্য

ত্যাগ করিয়া অন্ধকারে হাত্‌ড়াইয়া বেড়ান'র মত হইয়া থাকে ॥৩৯॥ অতিশয় মূঢ়গণ, যাহারা হঠ-করিয়া চিত্তকে জয় করিতে উদ্যত হয়, তাহাদের চেষ্টা মৃণাল দণ্ডের ভিতর যে ক্ষীণতন্তু থাকে, তাহার দ্বারা উন্মত্ত হস্তীকে বাঁধিবার চেষ্টার ন্যায় সম্পূর্ণ নিষ্ফল হয় ॥৪০॥ দৃঢ় ভাবনা দ্বারা ভূত ভবিষ্যৎ বিচার না করিয়া চিত্ত যে স্বরূপ গ্রহণ করে সেই চিত্ত-বিকারকে বাসনা বলে ॥৪১॥ হে কপিশ্রেষ্ঠ! অতিশয় চিন্তার ফলে অপর বাসনা হইতে মুক্ত হইয়া যাহা চিন্তা করে, তাহাই হইয়া যায় ॥৪২॥ বাসনার তীব্র বেগে যে পুরুষ আসক্তির বশ হয় সে, সকল বস্তুকে সদ্‌বস্তু বলিয়া দেখিয়া মোহ-গ্রস্ত হয় ॥৪৩॥ নানাবিধ বাসনার বশে নিজ প্রকৃতিকে ত্যাগ করিতে পারে না। একটা বাসনা যাইতে না যাইতে অপর বাসনা আসিয়া উপস্থিত হয়। অতএব নেশার বশে বিকৃতদৃষ্টি হইয়া সে ভ্রান্তদৃষ্টি হয় ॥৪৪॥ বাসনা দুই প্রকার—শুদ্ধ ও মলিন। মলিন বাসনা জন্মমৃত্যু করায় ও শুদ্ধ বাসনায় জন্মমৃত্যু হইতে দেয় না। অর্থাৎ মোক্ষ হয় ॥৪৫॥ মলিন বাসনা হইতে ঘোর অজ্ঞান ও দুর্ভেদ্য অহঙ্কার হয় ও তাহা পুনর্জন্ম করায়, ইহাই জ্ঞানিগণ বলেন। বীজকে আগুনে ভাজিয়া ফেলিলে, তাহা হইতে যেমন অঙ্কুর বাহির হয় না, সেইরূপ পুনর্জন্মের অঙ্কুর সংসার বাসনাকে তত্ত্ব-বিচার-রূপ অগ্নিতে ভাজিয়া ফেলিলে (শুদ্ধ করিলে) সেই যে বাসনা বীজ, তাহা মুক্তি আনিয়া দেয় ॥৪৬॥ কতকগুলি শাস্ত্রবাক্য গরুর রোমন্থনবৎ আলোচনা করিয়া কি হইবে? হে মারুতি, অন্তরস্থ জ্যোতিঃর অনুসন্ধান কর ॥৪৭॥ চারি বেদ অধ্যয়ন করিয়া অহঙ্কারে হতচেতন ব্যক্তি, ব্রহ্মতত্ত্ব জানিতে পারে না। যেমন পরমান্নে হাতা সমস্ত ক্ষণ ডুবিয়া থাকিয়াও পরমান্নের মিষ্ট রস আস্বাদনে সম্পূর্ণ অসমর্থ হয় ॥৪৮॥ নিজ দেহের অশুচি গন্ধে যাহার দেহের প্রতি আসক্তি দূর হয় না, তাহাকে আর বৈরাগ্যের উপদেশ কি দিবে? (অর্থাৎ নিষ্ফল) ॥৪৯॥ দেহ অতিশয় মলিন ও আত্মা (দেহী) অতি নির্ম্মল। এই দুই এর পার্থক্য জানিলে কিসের শুচির প্রয়োজন, বুঝাই যায় ॥৫০॥ যে জীব বাসনার দাস, সে সংসারে আবদ্ধ। বাসনার ক্ষয় হইলে মোক্ষ হয়। বাসনা এমন করিয়া ত্যাগ করিবে যে মোক্ষের ইচ্ছাও করিতে নাই ॥৫১॥ মানসী বাসনা ত্যাগ করিয়া সর্ব্বত্র সখ্যভাবে দৃষ্টিরূপ অমলভাব গ্রহণ কর ॥৫২॥ সকল বাসনা ব্যবহার করিয়া অসৎ জানিয়া পরিত্যাগ করিয়া স্থিরচিত্ত হইয়া সর্ব্বত্র সমদৃষ্টি রাখিয়া শান্ত হও ॥৫৩॥ পরে সকল বাসনা ত্যাগ করিয়া হে মারুতি!

মনোবুদ্ধি সমন্বিতাম্। শেষস্থির সমাধানো ময়ি ত্বং ভব মারুতে ॥৫৪॥ অনামগোত্রং মম রূপ-মীদৃশং ভজস্ব নিত্যং পবনাত্মজার্ত্তিহন্। দৃশিস্বরূপং গগনোপমং পরং সকৃদ্ বিভাতং ত্বজমেক-মক্ষরম্ ॥৫৫॥ ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে। পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণ-মেবাবশিষ্যতে। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ। হরিঃ ওঁ তৎসৎ ॥৫৬॥

ইতি শ্রীভক্তিকৌস্তুভে মোক্ষপ্রকার নির্ণয়ো নাম চতুর্থঃ আহ্নিকঃ ॥

স্থির বুদ্ধিতে আমাতে মনোনিবেশ কর ॥৫৪॥ আমার পরমাত্ম-রূপের নাম নাই, গোত্র নাই। হে পবননন্দন। আমার জন্ম নাই (অজ), আমার নাশ নাই, আমি জ্ঞানস্বরূপ ও গগনবৎ অনন্ত। আমাকে একবার জানিলে, আর কিছু জানিবার থাকে না। সেই লোকদুঃখহারীর রূপকে ভজনা কর ॥৫৫॥ সেই সচ্চিদানন্দ ঘন পরব্রহ্ম পুরুষোত্তম সদা সর্ব্বদা সর্ব্বপ্রকারে পরিপূর্ণ। এই জগৎও সেই পূর্ণ পরব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন অতএব পূর্ণ। এই প্রকারে পরব্রহ্মের পূর্ণতা হইতে জগৎ পূর্ণ হইয়াও পরব্রহ্ম পরিপূর্ণই থাকেন। সেই পূর্ণ হইতে পূর্ণ লইলে যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহাও পূর্ণ। শান্তি—শান্তি শান্তি ত্রিবিধ তাহাও শান্তি হউক ॥৫৬॥

ইতি শ্রীভক্তিকৌস্তুভে মোক্ষ প্রকার নির্ণয় নাম চতুর্থ আহ্নিক ॥

পঞ্চমঃ আহ্নিকঃ—ভক্তগীতম্।

[আকরঃ—নারদপঞ্চরাত্রম্। পাণ্ডবগীতা। শ্রীমদ্‌ভাগবতম্। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণম্।]

আরাধিতো যদি হরি স্তপসা ততঃ কিম্। নারাধিতো যদি হরি-স্তপসা ততঃ কিম্ ॥১॥ অন্তর্বহির্যদি হরি-স্তপসা ততঃ কিম্। নান্তর্বহির্যদি হরি-স্তপসা ততঃ কিম্ ॥২॥ ন হি ধর্ম্মো ন হি তপঃ শ্রীকৃষ্ণসেবনাৎ পরম্। পরিশ্রমং চ বিফলং তপসা বৈষ্ণবস্য চ ॥৩॥ ধ্যায়ন্তে যোগিনঃ সর্ব্বে তত্তেজো ভক্তিপূর্ব্বকম্। সুপক্ক-ভক্ত্যা কালেন যোগী চ বৈষ্ণবো ভবেৎ ॥৪॥ বৈষ্ণবানাং মতং শস্তং সর্ব্বেভ্যোঽপি চ নারদ। ন বৈষ্ণবাৎ পরো জ্ঞানী ব্রহ্মাণ্ডেষু চ বিদ্যতে ॥৫॥ অন্তর্বহিঃ সদা হরির্যেষাং চৈব মহাত্মনাম্। স্বপ্নে জাগরণে শশ্বৎ তপস্তেষাং চ নিষ্ফলম্ ॥৬॥ যশ্চ মূঢ়তমো লোকে যশ্চ ভক্তিং পরাং গতঃ। তাবুভৌ সুখমেধেতে তপঃ কুর্ব্বন্তি মধ্যমাঃ ॥৭॥ শ্রীহরে-র্ভক্তির্দাস্যং চ সর্ব্বমুক্তেঃ পরং মুনে। বৈষ্ণবানামভিমতং সারাৎসারং পরাৎপরম্ ॥৮॥ শ্রীকৃষ্ণভক্তসঙ্গেন ভক্তি-র্ভবতি নৈষ্ঠিকী। অনিমিত্তা চ সুখদা

যদি শ্রীহরি আরাধিত হইয়া থাকেন, তবে তপস্যার প্রয়োজন কি? আর যদি শ্রীহরি আরাধিত না হইয়া থাকেন তবেই বা তপস্যার প্রয়োজন কি? ॥১॥ অন্তরে বাহিরে সর্ব্বত্রই যদি শ্রীহরি (বিরাজমান) থাকেন, তবে, তপস্যার প্রয়োজন কি? আর যদি শ্রীহরি (বিরাজমান) না থাকেন, তবে তপস্যার প্রয়োজন কি? ॥২॥ শ্রীকৃষ্ণের সেবা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম আর কিছুই নাই, শ্রেষ্ঠ তপস্যাও নাই। তপস্যার পরিশ্রম বৈষ্ণবের পক্ষে বিফল ॥৩ যোগিগণ সকলে সেই (শ্রীকৃষ্ণের) তেজ ভক্তিপূর্ব্বক চিন্তা করেন। সুপক্ক ভক্তিদ্বারা কালক্রমে যোগীই বৈষ্ণব হন। ॥৪॥ হে নারদ! বৈষ্ণবমত সকল মত অপেক্ষা উত্তম। বৈষ্ণব অপেক্ষা জ্ঞানী ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে নাই ॥৫॥ যে মহাত্মগণের ভিতরে বাহিরে, স্বপ্নে জাগরণে শ্রীহরি আছেন, তাঁহাদের তপস্যার প্রয়োজন নাই ॥৬॥ জগতে যে অত্যন্ত মূঢ় ও যিনি অত্যন্ত বুদ্ধিমান্ তাঁহারা দুই জনেই সুখ ভোগ করেন। মধ্যবর্ত্তী জন ক্লেশ ভোগ করে ॥৭॥ শ্রীহরির প্রতি ভক্তি ও তাঁহার দাস্য, হে মুনে, সকল প্রকার মুক্তি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, বৈষ্ণবগণের প্রিয়, সার বস্তু হইতে সার, শ্রেষ্ঠ হইতে শ্রেষ্ঠ ॥৮॥ শ্রীকৃষ্ণভক্তের সঙ্গগুণ অচলা

হরিদাস্যপ্রদা শুভা ॥৯॥ যথা বৃক্ষলতানাং চ নবীনঃ কোমলাঙ্কুরঃ। বর্দ্ধতে মেঘবর্ষেণ শুষ্কঃ সূর্য্যকরেণ চ ॥১০॥ তথৈব ভক্তালাপেন ভক্তিবৃক্ষনবাঙ্কুরঃ। বর্দ্ধতে শুষ্কতাং যাতি চাভক্তালাপমাত্রতঃ ॥১১॥ তস্মাদ্ ভক্তেঃ সহালাপং কুরুতে পণ্ডিতঃ সদা। যাত্যেবা-ভক্তসংসর্গাদ্ দুষ্টাৎ সর্পাদ্ যথা নরঃ ॥১২॥ আলাপাদ্ গাত্রসংস্পর্শাৎ শয়নাৎ সহভোজনাৎ। সঞ্চরন্তি হি পাপানি তৈলবিন্দুরিবাম্ভসা ॥১৩॥ সংসর্গজা গুণা দোষা ভবন্ত্যেব হি জীবিনাম্। তস্মাৎ সতাং হি সংসর্গং সন্তো বাঞ্ছন্তি সন্ততম্ ॥১৪॥ স্মর্ত্তব্যঃ সততং বিষ্ণুং বিস্মর্ত্তব্যো ন কর্হিচিৎ। সর্ব্বে বিধিনিষেধাঃ স্যু-রেতস্যৈব হি কিঙ্করাঃ ॥১৫॥ মূর্খো বদতি বিষ্ণায় বুধো বদতি বিষ্ণবে। নম ইতি দ্বয়োরর্থঃ ফলং চৈব সমং ভবেৎ ॥১৬॥ যস্মৈ দত্তং চ যজ্‌জ্ঞানং জ্ঞানদাতা হরিঃ স্বয়ম্। জ্ঞানেন তেন স স্তৌতি ভাবগ্রাহী জনার্দ্দনঃ ॥১৭॥ নাস্তি বিষ্ণোঃ পরং সত্যং নাস্তি বিষ্ণোঃ পরং পদম্। নাস্তি বিষ্ণোঃ পরং জ্ঞানং নাস্তি মোক্ষো হ্যবৈষ্ণবঃ ॥১৮॥ নাস্তি বিষ্ণোঃ পরো মন্ত্রো নাস্তি বিষ্ণোঃ পরং তপঃ। নাস্তি বিষ্ণোঃ পরং ধ্যানং নাস্তি মন্ত্রো হ্যবৈষ্ণবঃ ॥১৯॥ কিং তস্য বহুভি-র্মন্ত্রৈঃ কিং জপৈর্বহু বিস্তরৈ। বাজপেয়-সহস্রৈঃ কিং ভক্তির্যস্য জনার্দ্দনে ॥২০॥ স পিতা জ্ঞানদাতা যো জ্ঞানং তৎ কৃষ্ণভক্তিদম্। সা ভক্তিঃ পরমা শুদ্ধা কৃষ্ণদাস্যপ্রদা চ যা ॥২১॥ তদ্দিনং সফলং ধন্যং যশস্যং সর্ব্বমঙ্গলম্। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনং যত্র তত্রৈব নায়ুষো ব্যয়ঃ ॥২২॥ পঞ্চবক্ত্রেণ সততং তন্নাম-গুণ-কীর্ত্তনম্। করোমি ভার্য্যয়া সার্দ্ধম্ পুত্রাভ্যাং চাপি নারদ ॥২৩॥ তদ্দিনং দুর্দ্দিনং মন্যে মেঘাচ্ছন্নং ন দুর্দ্দিনম্। যদ্দিনং কৃষ্ণ-

---

নৈষ্ঠিকী ভক্তি অহৈতুকী সুখ দান করে, ও ভগবৎকৈঙ্কর্য্য দান করে ॥৯॥ যেমন বৃক্ষ ও লতাসকলের নবীন ও কোমল অঙ্কুর মেঘবর্ষণে বর্দ্ধিত হয় ও সূর্য্যকিরণে শুষ্ক হয় সেইরূপ ভক্তের সহিত আলাপে ভক্তিবৃক্ষের নব অঙ্কুর বর্দ্ধিত হয়। তথা অভক্তের সহিত আলাপে ভক্তিবৃক্ষ শুষ্কতা প্রাপ্ত হয় ॥১০-১১॥ সেই জন্য পণ্ডিত ব্যক্তি ভক্তদিগের সহিত সর্ব্বদা আলাপ করেন ও দুষ্ট সর্প হইতে মনুষ্য যেমন দূরে পলায়, সেইরূপ অভক্তের সঙ্গ হইতে দূরে চলিয়া যান ॥১২॥ কাহারও সহিত আলাপ করিলে, কাহারও গাত্র স্পর্শ করিলে, একত্রে শয়ন করিলে ও এক সঙ্গে ভোজন করিলে পাপ সকল এক দেহ হইতে দেহান্তরে যায়। পুণ্যও সেইরূপ একদেহ হইতে দেহান্তরে গমন করে ॥১৩॥ সংসর্গজাত গুণ ও দোষ সকল জীবমাত্রেই নিশ্চয় হয়। সেই হেতু সাধুদিগের সম্যক্ সঙ্গ সাধুগণ সতত বাঞ্ছা করেন ॥১৪॥ ভগবান্ বিষ্ণুকে সর্ব্বদা স্মরণ করিতে হয়। তাঁহাকে কখনও ভুলিবে না। বিধি নিষেধ যত আছে সকলই শ্রীহরিকে স্মরণকারীর কিঙ্কর হয় (অর্থাৎ অধীন হয়) ॥১৫॥ মূর্খ লোক (ব্যাকরণে অজ্ঞতা বশতঃ) বিষ্ণায় নমঃ বলিল, ও যিনি পণ্ডিত, তিনি বিষ্ণবে নমঃ বলিলেন। প্রণাম দুইজনেই করিতেছেন। অতএব ফল সমান হইল (ভুলের জন্য নিষ্ফল হইল না) ॥১৬॥ যাহাকে যে জ্ঞান দেওয়া হইয়াছে (কারণ জ্ঞান কেহ অর্জ্জন করিতে পারে না) সেই জ্ঞান দ্বারা সে শ্রীভগবান্‌কে স্তব করে (ইহাতে ক্ষতি নাই) কেন না শ্রীহরিই জ্ঞানদাতা ও তিনি ভাবই দেখেন ॥১৭॥ বিষ্ণুসম সত্য নাই, তাঁহার তুল্য স্থান নাই। তাঁহার তুল্য জ্ঞান নাই। অবৈষ্ণব জনের মোক্ষ হয় না ॥১৮॥ বিষ্ণুমন্ত্র অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মন্ত্র নাই। বিষ্ণু ব্যতীত ধ্যান নাই। অবৈষ্ণবের মন্ত্র নাই ॥১৯॥ জনার্দ্দন শ্রীবিষ্ণুতে যাঁহাদের ভক্তি আছে, তাঁহাদের বহু জপে, সহস্র বাজপেয় যজ্ঞে কি ফল হইবে ? ॥২০॥ তিনিই প্রকৃত পিতা যিনি জ্ঞান দেন। জ্ঞান কি ? যাহাতে শ্রীকৃষ্ণচরণে ভক্তি দান করে। তাহাই পরম শ্রদ্ধা ও ভক্তি, যাহাতে শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচরণকমলে আশ্রয় পাওয়াইয়া দেয় ॥২১॥ যে দিন শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন হয়, সেই দিন সকল প্রকারে ধন্য যশোযুক্ত ও সর্ব্বমঙ্গল। যে সময় শ্রীকৃষ্ণের কীর্ত্তন হয়, সে সময় আয়ুক্ষয় হয় না ॥২২॥ ভগবান্ শ্রীশঙ্কর বলিতেছেন—হে নারদ আমি পঞ্চমুখে (ভগবান্ শিবের পাঁচটী মুখ, পঞ্চানন) ভার্য্যা ও দুই পুত্র সহ সতত শ্রীভগবানের গুণকীর্ত্তন করি ॥২৩॥

সংলাপ-কথাপীযূষ-বর্জ্জিতম্ ॥২৪॥ আয়ুর্হরতি বৈ পুংসা-মুদ্যন্নস্তং চ যন্নসৌ। তস্যর্ত্তে যৎক্ষণো নীত উত্তমশ্লোকবার্ত্তয়া ॥২৫॥ তরবঃ কিং ন জীবন্তি ভস্ত্রাঃ কিং ন শ্বসন্ত্যত। ন খাদন্তি ন মেহন্তি কিং গ্রাম-পশবোঽপরে ॥২৬॥

শ্ববিড়্বরাহোষ্ট্র খরৈঃ সংস্তুতঃ পুরুষঃ পশুঃ। ন যৎ কর্ণপথোপেতো জাতু নাম গদাগ্রজঃ ॥২৭॥ বিলে বতো-রুক্রম-বিক্রমান্ যে ন শৃণ্বতঃ কর্ণপুটে নরস্য। জিহ্বাঽসতী দার্দুরিকেব সূত ন চোপগায়-ত্যুরুগায়গাথাঃ ॥২৮॥ ভারঃ পরং পট্টকিরীটজুষ্ট-মপ্যুত্তমাঙ্গং ন নমেন্ মুকুন্দম্। শাবৌ করৌ নো কুরুতঃ সপর্য্যাং হরে-র্লসৎ কাঞ্চন-কঙ্কণৌ বা ॥২৯॥ বর্হায়িতে তে নয়নে নরাণাং লিঙ্গানি বিষ্ণো-র্ন নিরীক্ষিতো যে। পাদৌ নৃণাং তৌ দ্রুম-জন্মভাজৌ ক্ষেত্রাণি নানুব্রজতো হরে-র্যৌ ॥৩০॥ জীবঞ্ছবো ভাগবতাংঘ্রিরেণুং ন জাতু মর্ত্ত্যোঽভিলভেত যস্তু। শ্রীবিষ্ণুপদ্যা মনুজ-স্তুলস্যাঃ শ্বসঞ্ছবো যস্তু ন বেদ গন্ধম্ ॥৩১॥ তদশ্মসারং হৃদয়ং বতেদং যদ্-গৃহ্যমাণৈ-র্হরিনামধেয়ৈঃ। ন বিক্রিয়েতাথ যদা বিকারো নেত্রে জলং গাত্ররুহেষু হর্ষঃ ॥৩২॥ সা বাগ্ যয়া তস্য গুণান্ গৃণীতে করৌ চ তৎকর্ম্মকরৌ মনশ্চ। স্মরেদ্ বসন্তং স্থিরজঙ্গমেষু শৃণোতি তৎ পুণ্যকথাঃ স কর্ণঃ ॥৩৩॥ শিরস্তু তস্যোভয়লিঙ্গ-মানমেৎ তদেব যৎপশ্যতি তদ্ধি চক্ষুঃ। অঙ্গানি বিষ্ণো-রথ তজ্জনানাং পাদোদকং যানি ভজন্তি নিত্যম্ ॥৩৪॥ হরিভক্তেঃ পরা নাস্তি প্রাণেভ্যোঽপি প্রিয়ো মম। বৈষ্ণবেষু চ সঙ্গো মে সদা ভবতু সুন্দরি ॥৩৫॥ মম প্রাণা বৈষ্ণবাশ্চ তেষাং রক্ষার্থমেব হি। সন্ধার্য্যতে ময়া শূলং নান্যৎ ততোঽস্তি কারণম্ ॥৩৬॥

মেঘাচ্ছন্ন দিন দুর্দিন নহে; যেদিন কৃষ্ণলীলা আলাপ হইল না, সেই দিন দুর্দ্দিন ॥২৪॥ সূর্য্যের উদয় ও অস্ত গমনে আয়ু একদিন কমে। কেবল যে সময়টুকু উত্তমশ্লোক ভগবানের কথায় কাটে সেই সময়টুকু আয়ু ক্ষয় হয় না ॥২৫॥ তরুগণ কি জীবন ধারণ করে না? কামারের হাপর কি শ্বাস ত্যাগ করে না? গ্রাম্য পশুগণ কি খায় না, বিহার করে না? ॥২৬॥

যাহার কর্ণপথে কখনও শ্রীকৃষ্ণ নাম প্রবেশ করে নাই, সেই নরপশু কেবল কুকুরবিষ্ঠাভোজী শূকর ও গর্দ্দভগণ কর্তৃক প্রশংসিত হয় ॥২৭॥ হায় হায়, শ্রীকৃষ্ণের গুণকীর্ত্তন শ্রবণ করে না, এমন লোকের কর্ণ দুইটী গর্ত্ত মাত্র। হে সূত, যে জিহ্বা শ্রীভগবানের গুণকীর্ত্তন করে না, তাহা ভেক-জিহ্বাবৎ অসতী ॥২৮॥ (যে মস্তক) শ্রীমুকুন্দের শ্রীচরণকমলে প্রণাম করে না, সেই মস্তক পট্টবস্ত্র ও কিরীট দ্বারা সুশোভিত হইলেও অতিশয় ভার মাত্র। যে হস্তদ্বয় শ্রীহরির পূজা করে না, তাহা সুবর্ণ কঙ্কণে ভূষিত হইলেও শবহস্ত তুল্য ॥২৯॥ শ্রীবিষ্ণুর মূর্ত্তিসকল যাহার নয়নদ্বয় নিরীক্ষণ করে না, সেই চক্ষু দুটী ময়ূরপুচ্ছে অঙ্কিত চক্ষুর ন্যায় শোভার বস্তু মাত্র। যে দুটী পদ শ্রীহরির ক্ষেত্রে (তীর্থে, মন্দিরে) গমন করে না, তাহা বৃক্ষতুল্য অচল ॥৩০॥ যে ব্যক্তি কখনও ভগবদ্ভক্তের শ্রীচরণরেণু লাভ করিতে পারে নাই, সে জীবিত থাকিয়াও মৃততুল্য ও যে জন শ্রীহরির শ্রীচরণলগ্ন তুলসীর গন্ধ ভাল বাসে না, সে তাহার নিঃশ্বাস শবের তুল্য জানিবে ॥৩১॥ হায় হায় সেই হৃদয় পাষাণ অপেক্ষাও কঠিন যাহা হরিনাম গ্রহণ করিয়াও বিকার প্রাপ্ত হয় না। তাহাই বিকার, যাহাতে দুই নয়নে আনন্দাশ্রু বহে ও দেহে রোমাঞ্চ হয় ॥৩২॥ তাহাই প্রকৃত বাক্য, যাহা তাঁহার (শ্রীহরির) গুণরাজি কীর্ত্তন করে, তাহাই প্রকৃত হস্তদ্বয়, যাহা শ্রীহরিরই সেবায় নিযুক্ত, তাহাই মন, যাহা স্থাবর জঙ্গম সকল বস্তুতে বিরাজিত শ্রীহরিকে অনুক্ষণ স্মরণ করে। তাহাই কর্ণ, যাহা তাঁহার (শ্রীহরির) পুণ্য কথা সদা শ্রবণ করে ॥৩৩॥ তাহাই মস্তক যাহা তাঁহার উভয় মূর্ত্তি (অর্চ্চা মূর্ত্তি ও ভক্তমূর্ত্তি) প্রণাম করে। তাহাই চক্ষু যাহা শ্রীভগবানের উভয় লিঙ্গকে দর্শন করে। তাহাই অঙ্গ, যাহা শ্রীহরির ভক্তের শ্রীচরণামৃত নিত্য সেবা করে ॥৩৪॥ হরি ভক্তি অপেক্ষা আমার প্রাণ হতেও প্রিয়, কিছুই নাই। হে সুন্দরি বৈষ্ণবের

ভক্তপ্রাণো হি কৃষ্ণশ্চ কৃষ্ণপ্রাণাঃ হি বৈষ্ণবাঃ। ধ্যায়ন্তে বৈষ্ণবাঃ কৃষ্ণং কৃষ্ণশ্চ বৈষ্ণবাংস্তথা ॥৩৭॥ দত্ত্বা চক্রং চ রক্ষার্থম্ ন নিশ্চিন্তো জনার্দ্দনঃ। স্বয়ং তন্নিকটং যাতি তং দ্রষ্টুং রক্ষণায় চ ॥৩৮॥ এবং ভূতো দয়াসিন্ধু-র্ভক্তানুগ্রহকাতরঃ। তৎপরো হি প্রিয়ো নাস্তি কৃষ্ণস্য পরমাত্মনঃ ॥৩৯॥ রক্ষিতা যস্য ভগবান্ কল্যাণং তস্য সন্ততম্। স যস্য-বিঘ্নকর্ত্তা চ কো বা তং রক্ষিতুং ক্ষমঃ ॥৪০॥ স্মৃতিমাত্রেণ নির্বিঘ্না যে চ কৃষ্ণপরায়ণাঃ। বিঘ্নং কর্ত্তুং কে সমর্থা-স্তেষাং চ মুনয়ঃ সুরাঃ ॥৪১॥ কোপাগ্নীনাং স্থলং কুত্র স্তম্ভনস্য চ বা কুতঃ। দেবানাং বা মুনীনাং বা রক্ষণে-নেশ্বরেচ্ছয়া ॥৪২॥ ঘোরারণ্যে সুখং শেতে যো হি কৃষ্ণেণ রক্ষিতঃ। নির্বন্ধো হি স্থিতো যস্য মরণং তস্য মন্দিরে ॥৪৩॥ ন বাসুদেব-ভক্তানা-মশুভং বিদ্যতে ক্বচিৎ। তস্য ভক্তোত্তমানাং তু সততং স্মরণেন চ ॥৪৪ জন্মমৃত্যু-জরাব্যাধি-ভয়ং নাপ্যুপজায়তে। আয়ুর্ব্যয়ং কথং হি স্যাৎ কথং মৃত্যুর্ভবিষ্যতি ॥৪৫॥ ন হ্যম্ময়ানি তীর্থানি ন দেবা মৃচ্ছিলাময়াঃ। তে পুনন্ত্যুরু কালেন বৈষ্ণবো দর্শনেন চ ॥৪৬॥ ভক্তস্য পাদরজসা সদ্যঃ পূতা বসুন্ধরা। তদ্দর্শনং স্পর্শনং চ বাঞ্ছন্তি মুনয়ঃ সুরাঃ ॥৪৭॥ নহি পূত-স্ত্রিভুবনে শ্রীকৃষ্ণসেবকাৎ পরঃ। পুনাতি সর্ব্বতীর্থানি দূরতো দর্শনাদপি ॥৪৮॥ পুরুষাণাং সহস্রঞ্চ পূতং তজ্জন্ম-মাত্রতঃ। পূজিতো বৈষ্ণবো যেন বিশ্বং তেন সুপূজিতম্ ॥৪৯॥ কন্যাদানং বৈষ্ণবায় পরং নির্ব্বাণ-কারণম্। পরং নির্ব্বাণবীজং চ বৈষ্ণবোচ্ছিষ্ট-ভোজনম্ ॥৫০॥

শ্রীকৃষ্ণবিমুখো ভূত্বা বিষয়ে যস্য মানসম্। বিষমত্তা-মৃতং ত্যক্তা স চ মূঢ়ো নরাধমঃ ॥৫১॥ চণ্ডালাদধমঃ পাপী শ্রীকৃষ্ণবিমুখো নরঃ। নিষ্ফল-স্তস্য বৈ ধর্ম্মো নাধিকারী স কর্ম্মণাম্ ॥৫২॥

সঙ্গ আমি আকাঙ্খা করি ॥৩৫॥ বৈষ্ণবগণ আমার প্রাণ। তাহাদের রক্ষার জন্য আমি শূল ধারণ করি। ইহা ব্যতীত অন্য কারণ নাই ॥৩৬॥ ভক্তগণ শ্রীকৃষ্ণের প্রাণ, আর বৈষ্ণবগণ শ্রীকৃষ্ণগতপ্রাণ। বৈষ্ণবগণ শ্রীকৃষ্ণকে ধ্যান করেন। শ্রীকৃষ্ণও বৈষ্ণবগণকে চিন্তা করেন ॥ ॥৩৭॥ জনার্দ্দন শ্রীহরি ভক্তের জন্য সুদর্শন চক্র পাঠাইয়াও নিশ্চিন্ত নহেন। ভক্তকে দেখিতে ও রক্ষা করিতে স্বয়ং তাঁহার নিকট গমন করেন ॥৩৮॥ ভক্তকে কৃপা করিবার জন্য দয়াসিন্ধু এই রকম কাতর। বৈষ্ণব অপেক্ষা পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের কেহ প্রিয়তম নহেন ॥৩৯ শ্রীভগবান যাঁহার রক্ষাকর্ত্তা, তাঁহার সতত কল্যাণ হয়। শ্রীহরি বিঘ্ন করিলে, তাহা কে কাটাইতে পারে? যাঁহারা কৃষ্ণপরায়ণ, তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করা মাত্র তাঁহাদের বিঘ্ন সকল দূর হয়। মনুষ্য দেবতা মুনি, কেহই তাঁহাদের বিঘ্নে ফেলিতে পারে না ॥৪১॥ কোপাগ্নির অবকাশ কোথায়? স্তম্ভনেরই বা স্থল কোথায়? ভক্তকে শ্রীহরি রক্ষা করেন বলিয়া দেবগণেরই হউক বা মুনিগণেরই হউক কোপাগ্নির স্তম্ভনের স্থল নাই ॥৪২॥ শ্রীকৃষ্ণ যাঁহাকে রক্ষা করেন, তিনি ঘোর অরণ্যেও সুখে নিদ্রা যান, যাহার মৃত্যুকাল উপস্থিত গৃহমধ্যে তাহার থাকিয়াও মরণ হয় ॥৪৩॥ শ্রীবাসুদেবের ভক্তের কখনও অশুভ হয় না। তাঁহার ভক্তোত্তমগণকে স্মরণেও কোন অশুভ হয় না ॥৪৪॥ জন্ম মরণ জরা ব্যাধির ভয় তাঁহাদের থাকে না। আয়ু নিষ্ফলে যায় না। মৃত্যু কি করিয়া হইতে পারে? (দেহান্ত হইয়া সদ্গতি হয়) ॥৪৫॥ জলময় তীর্থ (যেমন গঙ্গাসাগর ত্রিবেণী সঙ্গম আদি) মৃণ্ময় ও শিলাময় দেবগণ, জীবকে দীর্ঘকালে পবিত্র করে। কিন্তু বৈষ্ণবের দর্শন মাত্রেই জীব পবিত্র হয় ॥৪৬॥ ভক্তের পদরজঃ স্পর্শমাত্রেই বসুন্ধরা পবিত্র হন। দেবগণ মুনিগণ তাঁহার দর্শন ও স্পর্শ বাঞ্ছা করেন ॥৪৭॥ শ্রীকৃষ্ণসেবক অপেক্ষা পবিত্র ত্রিভুবনে কেহ নাই ॥৪৮॥ যিনি শ্রীবিষ্ণুর দাস ও বৈষ্ণবদিগকে পূজা করেন, তাঁহার বিশ্বকে উত্তম পূজা করার ফল লাভ হয় ॥৪৯॥ বৈষ্ণব পুরুষকে কন্যাদান মোক্ষলাভের শ্রেষ্ঠ হেতু। বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট ভোজন ও মোক্ষলাভের হেতু হয় ॥৫০॥ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বিমুখ হইয়া যে বিষয়ে আকৃষ্ট হয়, সে মূঢ় ও নরাধম। সে অমৃত ত্যজিয়া বিষ পান করে ॥৫১॥ শ্রীকৃষ্ণবিমুখ নর, পাপী চণ্ডালের অধম। তাহার ধর্ম্মচেষ্টা নিষ্ফল। সে উত্তম

সুপক্কা হরিভক্তিস্তু তরণী ভবতারণে। গুরুরেব পরং ব্রহ্ম কর্ণধার-স্বরূপকঃ ॥৫৩॥ স গুরুঃ স পিতা বন্দ্যঃ সা মাতা স পতিঃ সুতঃ। যো দদাতি হরৌ ভক্তিং কর্ম্মমূল-নিকৃন্তনীম্ ॥৫৪॥ গুরুরূপী স্বয়ং কৃষ্ণঃ শিষ্যাণাং হিতকাম্যয়া। গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণু-র্গুরুর্দেবো মহেশ্বরঃ। গুরুর্দেবঃ পরং ব্রহ্ম গুরুঃ পূজ্যঃ পরাৎপরঃ ॥৫৫॥ হরৌ রুষ্টে গুরৌ তুষ্টে গুরূরক্ষিতুমীশ্বরঃ। হরৌ তুষ্টে গুরৌ রুষ্টে ন কোঽপি রক্ষিতুং ক্ষমঃ ॥৫৬॥ স গুরুঃ পরমো বৈরী যো দদাতি হ্যসন্মতিম্। তং নমস্কৃত্য সৎশিষ্যঃ প্রযাতি জ্ঞানদং গুরুম্ ॥৫৭॥ বোধরূপং গুরুং প্রাপ্য ন গুর্বন্তর-মাদিশেৎ। গুরূক্তং পরুষং বাক্য-মাশিষং পরিচিন্তয়েৎ ।৫৮॥ যঃ প্রসন্নঃ ক্ষণার্দ্ধেন মোক্ষলক্ষ্মীং প্রযচ্ছতি। দুর্ল্লভং তং বিজানীয়াৎ গুরুং সংসার-তারকম্ ॥৫৯॥ শ্রীগুরুং পরতত্ত্বাখ্যং ভাস্বন্তং চক্ষুরগ্রতঃ। ভাগ্যহীনা ন পশ্যন্তি অন্ধাঃ সূর্য্যমিবোদিতম্ ॥৬০॥ নাস্তি গুর্বধিকং তত্ত্বং নাস্তি জ্ঞানাধিকং ফলম্। নাস্তি ভক্ত্যধিকা পূজা ন হি মোক্ষাধিকং ফলম্ ॥৬১॥ জন্মান্তর-সহস্রেণ তপোধ্যান-সমাধিভিঃ। নরাণাং ক্ষীণপাপানাং কৃষ্ণে ভক্তিঃ প্রজায়তে ॥৬২॥ নিত্যোৎসব-স্তদা তেষাং নিত্যশ্রী-র্নিত্যমঙ্গলম্। যেষাং হৃদিস্থো ভগবান্ মঙ্গলায়তনো হরিঃ ॥৬৩॥ গোকোটীদানং গ্রহণেষু কাশী প্রয়াগ-গঙ্গাযুতকল্পবাসঃ। যজ্ঞাযুতং মেরু-সুবর্ণদানং গোবিন্দনাম্না ন কদাপি তুল্যম্ ॥৬৪॥ হরে র্নামৈব র্নামৈব র্নামৈব মম জীবনম্। কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥৬৫॥ হরি-র্হরতি পাপানি দুষ্টচিত্তৈরপি স্মৃতঃ। অনিচ্ছয়াঽপি সংস্পৃষ্টো দহত্যেব হি পাবকঃ ॥৬৬॥ হে জিহ্বে রসসারজ্ঞে সর্ব্বদা মধুরপ্রিয়ে। নারায়ণাখ্য-পীযূষং পিব জিহ্বে নিরন্তরম্ ।৬৭॥ অচ্যুতানন্ত-গোবিন্দ-নামোচ্চারণ-ভেষজাৎ। নশ্যন্তি সকলা রোগাঃ সত্যং সত্যং বদাম্যহম্ ॥৬৮॥ মনসা কর্ম্মণা বাচা যে স্মরন্তি জনার্দ্দনম্।

কার্য্যের অধিকারী নহে ॥৫২॥ সুপক্ক হরিভক্তি ভবসাগর পার করাইবার তরণী। সেই তরণীর মাঝি গুরুরূপী পরমব্রহ্ম ॥৫৩॥ তিনিই গুরু, তিনিই বন্দনীয় পিতা, তিনিই পতি, তিনিই পুত্র যিনি শ্রীহরির শ্রীচরণকমলে কর্ম্মের মূলোচ্ছাদন-কারিণী ভক্তি দান করেন ।৫৪॥ শিষ্যের হিত করিতে শ্রীকৃষ্ণ গুরুরূপে দেখা দেন। গুরুই ব্রহ্ম, গুরুই বিষ্ণু, গুরুই ভগবান্ মহেশ্বর। গুরুই দেবতা, গুরুই পরাৎপর পূজ্য পরমব্রহ্ম ॥৫৫॥ শ্রীভগবান্ যদি রুষ্ট হ'ন আর গুরু যদি শিষ্যের প্রতি তুষ্ট থাকেন, তাহা হইলে রক্ষা হয়। কিন্তু যদি গুরু রুষ্ট হইয়া থাকেন, শ্রীহরি তুষ্ট হইলেও কেহ রক্ষা করিতে পারে না ॥৫৬॥ যে গুরু শিষ্যকে অসৎ মতি দেয়, সে পরম শত্রু। তাহাকে নমস্কার পূর্ব্বক সৎশিষ্য জ্ঞান-দানে সমর্থ গুরুর সমীপে গমন করেন ॥৫৭॥ জ্ঞানী গুরু লাভ হইলে অন্য গুরু করিতে নাই। গুরু যদি কটু কথা বলেন তাহা আশীর্ব্বচন বলিয়া মনে করিতে হয় ॥৫৮॥ যিনি প্রসন্ন হইলে ক্ষণার্দ্ধে মোক্ষ দান করেন সংসার হইতে তরাইয়া দেন, হেন সক্ষম গুরু জগতে দুর্ল্লভ ৫৯॥ গুরু রূপী শ্রেষ্ঠতত্ত্ব চক্ষুর সমুখে দীপ্তি পাইতেছেন, ভাগ্যহীনগণ তাহা দেখিতে পায় না। অন্ধ যেমন উদিত সূর্য্যকে দেখিতে পায় না, সেইরূপ ॥৬০॥ গুরুর অধিক তত্ত্ব নাই- জ্ঞানের অধিক সাধন নাই, ভক্তির অধিক পূজা নাই, মোক্ষের অধিক ফল নাই ॥৬১॥ সহস্র সহস্র জন্ম তপ ধ্যান সমাধি আচরণ করিয়া পাপ ক্ষীণ হইলে শ্রীকৃষ্ণচরণে ভক্তি জন্মে ॥৬২॥ যাঁহাদের হৃদয়ে মঙ্গলময় শ্রীহরি বিরাজিত, তাঁহাদের নিত্যই উৎসব, নিত্য শ্রী ও মঙ্গল হয় ॥৬৩॥ কোটি গোদান, কর, চন্দ্রাদি গ্রহণ কালে কাশীতে গমন কর, প্রয়াগে গঙ্গাতটে দশ হাজার বৎসর কাল বাস কর, দশ হাজার যজ্ঞানুষ্ঠান কর ও মেরুপ্রমাণ সুবর্ণদান কর, গোবিন্দ নাম তুল্য কদাপি হয় না ॥৬৪॥ হরিনাম, হরিনাম, হরিনামই মম জীবন। কলিযুগে (নাম বিনা) অন্য গতি নাই ॥৬৫॥ দুষ্ট চিত্ত জনও শ্রীহরিকে স্মরণ করিলে শ্রীহরি তাহার পাপ দূর করেন ॥৬৬॥ হে জিহ্বে, তুমি, রসের সার লইতে পটু। সর্ব্বদা মধুর রস ভাল বাস। নারায়ণ নামরূপ অমৃত নিরন্তর পান কর ॥৬৭॥

তত্র তত্র কুরুক্ষেত্রং প্রয়াগো নৈমিষং বনম্ ॥৬৯॥ তত্রৈব গঙ্গা যমুনা চ বেণী গোদাবরী-সিন্ধু-সরস্বতী চ। সর্ব্বাণি তীর্থানি বসন্তি তত্র যত্রাচ্যুতোদার-কথাপ্রসঙ্গঃ ॥৭০॥ কৃষ্ণে রতাঃ কৃষ্ণ-মনুস্মরন্তি রাত্রৌ চ কৃষ্ণং পুনরুত্থিতা যে। তে ভিন্নদেহাঃ প্রবিশন্তি কৃষ্ণং হবির্যথা মন্ত্রহুতং হুতাশে ॥৭১॥ একোঽপি কৃষ্ণস্য কৃতপ্রণামঃ দশাশ্ব-মেধাবভৃতেন তুল্যঃ। দশাশ্বমেধী পুনরেতি জন্ম কৃষ্ণপ্রণামী ন পুনর্ভবায় ॥৭২॥ আর্ত্তা বিষণ্ণাঃ শিথিলাশ্চ ভীতা ঘোরেষু ব্যাঘ্রাদিষু বর্ত্তমানাঃ। সংকীর্ত্ত্য নারায়ণ-শব্দমাত্রং বিমুক্তদুঃখাঃ সুখিনো ভবন্তি ॥৭৩॥ নামসঙ্কীর্ত্তনং যস্য সর্ব্বতাপপ্রণাশনম্। প্রণামো দুঃখশমন-স্তং নমামি হরিং পরম্ ॥৭৪॥ সংকীর্ত্ত্যমানো ভগবাননন্তঃ শ্রুতানুভাবো ব্যসনং হি পুংসাম্। প্রবিশ্য চিত্তং বিধুনোত্যশেষং যথা তমোঽর্কোঽভ্র-মিবাতি বাতঃ ॥৭৫॥

মৃষা গিরস্তা হ্যসতী-রসৎকথা। ন কথ্যতে যদ্ ভগবানধোক্ষজঃ। তদেব সত্যং তদুহৈব মঙ্গলং তদেব পুণ্যং ভগবদ্-গুণোদয়ম্ ॥৭৬॥ তদেব রম্যং রুচিরং নবং নবম্। তদেব শশ্বন্মনসো মহোৎসবম্। তদেব শোকার্ণব-শোষণং নৃণাং যদুত্তম-শ্লোক-যশোঽনুগীয়তে ॥৭৭॥ ন তদ্বচশ্চিত্রপদং হরে-র্যশো জগৎপবিত্রং প্রগৃণীত কর্হিচিৎ। তদ্ধ্বাংক্ষতীর্থং ন তু হংসসেবিতং যত্রাচ্যুত-স্তত্র হি সাধবোঽমলাঃ ॥৭৮॥ স বাগ্‌বিসর্গো জনতাঽঘ-সংপ্লবো যস্মিন্ প্রতিশ্লোক-মবদ্ধবত্যপি। নামান্যনন্তস্য যশোঽঙ্কিতানি যচ্ছৃণ্বন্তি গায়ন্তি গৃণন্তি সাধবঃ ॥৭৯॥ নৈষ্কর্ম্ম্য-মপ্যচ্যুত-ভাব-

---

অচ্যুত অনন্ত গোবিন্দ নাম উচ্চারণ রূপ ঔষধে, সকল রোগ নাশ হয়, ইহা সত্যই বলিতেছি ॥৬৮ কায়ে মনে ও বাক্যে যাঁহারা জনার্দ্দন শ্রীহরিকে স্মরণ করেন, তাঁহাদের নিকট কুরুক্ষেত্র প্রয়াগ ও নৈমিষারণ্য তীর্থ উপস্থিত হন ॥৬৯॥ যেথা শ্রীভগবান্ অচ্যুতের অত্যুত্তম লীলাকথার প্রসঙ্গ হয় গঙ্গা যমুনা ত্রিবেণী, গোদাবরী সিন্ধু সরস্বতী আদি সকল তীর্থই তথায় বাস করেন ॥৭০॥ শ্রীকৃষ্ণে যাঁহারা রত, তাঁহাকে অনুক্ষণ স্মরণ করেন, রাত্রিতে নিদ্রা হইতে উঠিয়া যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করেন তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণ হইতে অভিন্নদেহ হইয়া মন্ত্রদ্বারা অগ্নিতে প্রদত্ত ঘৃতের মত শ্রীকৃষ্ণেই প্রবেশ করেন ॥৭১॥ একমাত্র শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করিলেই দশটী অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল হয়। প্রভেদ এই যে দশটী অশ্ব-মেধ যজ্ঞ করিয়াও পুনরায় জন্ম হয়, কিন্তু যিনি শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করেন (শ্রীকৃষ্ণ চরণে আত্ম-সমর্পণ করেন) তাঁহাকে আর জন্মিতে হয় না ॥৭২॥ যাঁহারা আর্ত্ত, দুঃখিত অবসন্ন, ভীত ও যাঁহারা ভয়ানক ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তুর মুখে পতিত হন, তাহারা 'নারায়ণ' নাম উচ্চারণ করা মাত্র সকল দুঃখ হইতে বিমুক্ত হইয়া সুখী হন। ॥৭২॥ যাঁহার নামকীর্ত্তন করিলে সর্ব্বপাপ বিনষ্ট হয়, যাঁহাকে প্রণাম করিলে দুঃখের শান্তি হয়, সেই শ্রীহরিকে প্রণাম করি, তিনি সকলের শ্রেষ্ঠ ॥৭৪॥ ভগবান্ শ্রীঅনন্তের নামসকল কীর্ত্তন করিলে ও তাঁহার প্রভাব শ্রবণ করিলে, তিনি সেই শ্রবণকারী পুরুষগণের চিত্তে প্রবেশ করিয়া সমস্ত দুঃখরাশি নিঃশেষে দূর করেন, যেমন অন্ধকারকে সূর্য্য ও মেঘসমূহকে প্রচণ্ড বায়ু বিদূরিত করিয়া থাকে ॥৭৫॥

সে সকল কথা মিথ্যা নিন্দিত ও অসাধু, যে কথায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের কথা নাই। যাহাতে শ্রীভগবানের গুণ কীর্ত্তন হয়, তাহাই সত্য, তাহাতেই মঙ্গল তাহাতে পুণ্য হয় ॥৭৬॥ যে কথাতে উত্তমশ্লোক শ্রীভগবানের যশঃ অনুগান করা হয়, তাহাই কমনীয়, রুচিপ্রদ, নিত্য নূতন ও তাহাতে সর্ব্বদা মনে মহোৎসব হয় ॥৭৭॥ কথা বিচিত্র-পদ-বিশিষ্ট হইলেও, যাহাতে জগৎপবিত্রকারী হরিকথা নাই, তাহা কাকতুল্য জনগণেরই আনন্দ ভূমি। জ্ঞানিগণ তাহাতে থাকেন না। কেন না অচ্যুত লীলা কথাতেই অমলচিত্ত সাধুগণ থাকেন ॥৭৮॥ যে কথায় অসম্বদ্ধভাবেও প্রতি শ্লোকে ভগবান্ শ্রীঅনন্তের নাম যশ দ্বারা ভূষিত, তাহাই সাধুগণ শ্রবণ করেন, গান করেন ও পরম আদরে কীর্ত্তন করেন, কেননা সে কথা পাপরাশি বিদূরিত করিতে সমর্থ ॥৭৯॥ নিষ্কাম কর্ম্মও ভগবদ্‌ভাব-বর্জ্জিত হইলে শোভা পায় না। নির্ম্মল জ্ঞানও অচ্যুতভাব

বর্জ্জিতং ন শোভতে জ্ঞানমলং নিরঞ্জনম্। কুতঃ পুনঃ শশ্বদভদ্রমীশ্বরে ন হ্যর্পিতং কর্ম্ম যদপ্যনুত্তমম্ ৮০॥ যশঃ শ্রিয়ামেব পরিশ্রমঃ পরো বর্ণাশ্রমাচার-তপঃ শ্রুতাদিষু। অবিস্মৃতিঃ শ্রীধরপাদপদ্ময়ো-র্গুণানুবাদ-শ্রবণাদিভি-র্হরেঃ॥৮১॥ অবিস্মৃতিঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ ক্ষিণোত্যভদ্রাণি শমং তনোতি। সত্ত্বস্য শুদ্ধিং পরমাত্মভক্তিং জ্ঞানঞ্চ বিজ্ঞান-বিরাগ-যুক্তম্॥৮২॥

ইতি শ্রীভক্তিকৌস্তভে ভক্তগীতং নাম পঞ্চমঃ আহ্নিকঃ॥

বর্জ্জিত হইলে শোভা পায় না। তখন কি প্রকারে শ্রীভগবানে অনর্পিত অমঙ্গলময় নিকৃষ্ট কর্ম্ম শোভা পাইবে? ॥৮০॥ বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম, আচার তপস্যা ও বেদাধ্যয়নাদিতে যে মহান্ পরিশ্রম, তাহা যশঃ- ও শ্রীতেই পর্য্যাপ্ত হয়, অর্থাৎ তাহাতে কেবল যশঃ ও সম্পত্তি মাত্রই লাভ হয় ভগবৎপ্রাপ্তি হয় না। কিন্তু শ্রীহরির গুণানুকীর্ত্তন ও শ্রবণাদি দ্বারা যে পরিশ্রম, তাহা শ্রীধরের শ্রীপাদপদ্মযুগলের অবিস্মৃতি করায়. অর্থাৎ তদ্দ্বারা শ্রীহরির শ্রীপাদপদ্মযুগল কেবলই স্মরণ করাইয়া দেয়॥৮১॥ শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচরণযুগল সর্ব্বদা স্মরণ (অবিস্মৃতি) অমঙ্গল সমূহ নাশ করে ও শান্তি বিস্তার করে। তাহার সহিত চিত্তশুদ্ধি পরমাত্মভক্তি বিজ্ঞান ও বৈরাগ্যযুক্ত জ্ঞান দান করে॥৮২॥

পঞ্চম আহ্নিক সমাপ্ত।

ষষ্ঠঃ আহ্নিকঃ—বাসুদেব-গীতা।

[আকরঃ—শ্রীমদ্ ভগবদ্‌গীতা।]

অথ ব্যবস্থিতান্ দৃষ্ট্বা ধার্ত্তারাষ্ট্রান্ কপিধ্বজঃ। প্রবৃত্তে শস্ত্রসম্পাতে ধনুরুদ্যম্য পাণ্ডবঃ। হৃষীকেশং তদা বাক্যমিদমাহ মহীপতে॥১॥ অর্জ্জুন উবাচ দৃষ্ট্বেমং স্বজনং কৃষ্ণ যুযুৎসুং সমুপস্থিতম্। সীদন্তি মম গাত্রাণি মুখং চ পরিশুষ্যতি॥২॥ বেপথুশ্চ শরীরে মে রোমহর্ষশ্চ জায়তে। গাণ্ডীবং স্রংসতে হস্তাৎ ত্বক্ চৈব পরিদহ্যতে॥৩॥ ন চ শক্লোম্যবস্থাতুং ভ্রমতীব চ মে মনঃ। নিমিত্তানি চ পশ্যামি বিপরীতানি কেশব। ন চ শ্রেয়োঽনুপশ্যামি হত্বা স্বজন-মাহবে॥৪॥ অহো বত মহৎ পাপং কর্ত্তুং ব্যবসিতা বয়ম্। যদ্ রাজ্যসুখ-লোভেন হন্তুং স্বজন-মুদ্যতাঃ॥৫॥ শ্রীভগবান্ উবাচ। কুত-স্ত্বা কশ্মলমিদং বিষমে সমুপস্থিতম্। অনার্য্যজুষ্ট-মস্বর্গ্য-মকীর্ত্তিকর-মর্জ্জুন॥৬॥ ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ নৈতত্ত্বয্যুপপদ্যতে।

(সঞ্জয় বলিলেন)—হে মহীপতে অতঃপর কৌরবগণকে অস্ত্র নিক্ষেপে প্রবৃত্ত দেখিয়া কপিধ্বজ রথে আরূঢ় (অর্জ্জুন) নিজ শরাসন উঠাইয়া শ্রীকৃষ্ণকে কহিলেন॥১॥ অর্জ্জুন কহিলেন—হে কৃষ্ণ স্বজন সহ যুদ্ধ করিতে উপস্থিত হইতেছি দেখিয়া আমার অঙ্গসকল অবসন্ন হইতেছে, মুখ শুকাইয়া আসিতেছে, শরীরে কম্প হইতেছে, হাত হইতে গাণ্ডীব ধনু খসিয়া পড়িতেছে ও সমুদয় গাত্র-চর্ম্ম যেন পুড়িয়া যাইতেছে॥২-৩॥ হে কেশব, আমি স্থির থাকিতে পারিতেছি না। আমার মন যেন ঘুরিয়া বেড়াইতেছে ও দুর্লক্ষণ সকল দেখিতে পাইতেছি। এই যুদ্ধে আত্মীয় স্বজনগণকে নিধন করিয়া কোন রূপে মঙ্গল দেখিতেছি না॥৪॥ হায়, হায়, আমরা কি পাপ করিতে উদ্যত। সামান্য রাজ্যসুখ লাভের জন্য আমরা আত্মীয় স্বজনকে বধ করিতে উদ্যত হইয়াছি॥৫॥ শ্রীভগবান্ বলিলেন—হে অর্জ্জুন এই বিষম সঙ্কট সময়ে, তোমার এইরূপ আর্য্যগণের অযোগ্য, স্বর্গে গতি-রোধকারক অযশস্কর মোহ উপস্থিত হইল কেন? হে অর্জ্জুন, বীর্য্যহীন কাতরভাব তোমাতে

ক্ষুদ্রং হৃদয়-দৌর্ব্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ ॥৭॥ অর্জ্জুন উবাচ। কার্পণ্যদোষোপহত-স্বভাবঃ পৃচ্ছামি ত্বাং ধর্ম্ম-সংমূঢ়চেতাঃ। যচ্ছ্রেয়ঃ স্যান্ নিশ্চিতং ব্রূহি তন্ মে। শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্ ॥৮॥ শ্রীভগবান্ উবাচ। অশোচ্যানন্বশোচ স্ত্বং প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে। গতাসূনগতাসূংশ্চ নানুশোচন্তি পণ্ডিতাঃ ॥৯॥ দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা। তথা দেহান্তর-প্রাপ্তি-র্ধীর স্তত্র ন মুহ্যতি ॥১০॥ নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ। উভয়োরপি দৃষ্টোঽন্ত-স্ত্বনয়ো-স্তত্ত্বদর্শিভিঃ ॥১১॥ ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিন্ নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ। অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে ॥১২॥ বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় নবানি গৃহ্ণাতি নরোঽপরাণি। তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণান্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী ॥১৩॥ সুখদুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ। ততো যুদ্ধায় যুজ্যস্ব নৈবং পাপ-মবাপ্স্যসি ॥১৪॥ কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন। মা কর্ম্মফলহেতু র্ভূর্মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্ম্মণি ॥১৫॥ যোগস্থঃ কুরু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়। সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে ॥১৬॥ দূরেণ হ্যবরং কর্ম্ম বুদ্ধিযোগাদ্ ধনঞ্জয়। বুদ্ধৌ শরণ-মন্বিচ্ছ কৃপণাঃ ফলহেতবঃ ॥১৭॥ যা নিশা সর্ব্বভূতানাং তস্যাং জাগর্ত্তি সংযমী। যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ ॥১৮ অর্জ্জুন উবাচ। জ্যায়সী চেৎ কর্ম্মণস্তে মতা বুদ্ধির্জনার্দ্দন। তৎ কিং কর্ম্মণি ঘোরে মাং

শোভা পায় না। হে শত্রুতাপন! ক্ষুদ্রজনোচিত হৃদয়ের দুর্ব্বলতা পরিত্যাগ করিয়া উঠ ॥৭॥ অর্জ্জুন কহিলেন। আমি অজ্ঞানজনিত কলুষিতচিত্ত ও প্রকৃতধর্ম্ম-বুদ্ধি-বিমূঢ় হইয়াছি। আমি তোমার শিষ্য। তোমার শরণাগত হইয়া জিজ্ঞাসা করিতেছি, আমার যাহাতে শ্রেয়ঃ হয়, এইরূপ উপদেশ প্রদান কর ॥৮॥ শ্রীভগবান্ বলিলেন—যাহাদের জন্য শোক করিবার প্রয়োজন নাই, তুমি নিরর্থক তাহাদের জন্য শোক করিয়া অবিবেকীর ন্যায় কার্য্য করিতেছ। তুমি কথা কহিতেছ পণ্ডিতের ন্যায়, কিন্তু বস্তুতঃ তোমাকে পণ্ডিত বলিয়া বোধ হইতেছে না। কারণ, পণ্ডিতগণ মৃত বা জীবিত কাহারও জন্য শোক করেন না ॥৯॥ দেহী এই দেহতেই যেমন কৌমার, যৌবন ও জরা এই অবস্থাত্রয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে, দেহান্তর প্রাপ্তিও তদ্রূপ একটী অবস্থা-বিশেষ মাত্র। ধীর পুরুষ তাহাতে বিমুগ্ধ হয়েন না ॥১০॥ যে পদার্থ অসৎ বা অনিত্য, তাহার স্থায়িত্ব নাই। যাহা সৎ বা নিত্য, তাহার অভাব বা নাশ কোন কালেই নাই। তত্ত্বদর্শী পুরুষগণ সৎ ও অসৎ এইরূপ উভয়ের নিরূপণ করিয়াছেন ॥১১॥ আত্মার জন্মও নাই, মরণও নাই। আত্মা পুনঃ পুনঃ উৎপন্ন ও বৃদ্ধিলাভ করেন না। তিনি অজ, নিত্য, শাশ্বত, ও পুরাণ। শরীর বিনষ্ট হইলেও তাঁহার বিনাশ হয় না। ॥১২॥ মনুষ্য যেমন জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া নূতন বস্ত্র পরে, সেইরূপ আত্মা, জীর্ণ দেহ ত্যাগ করিয়া আবার নবীন দেহ ধারণ করেন ॥১৩॥ হে অর্জ্জুন, সুখ দুঃখ, লাভ অলাভ, জয় পরাজয়কে তুল্য জ্ঞান করিয়া যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও। তাহাতে তুমি পাপের ভাগী হইবে না ॥১৪॥ কর্ম্ম করাতেই তোমার অধিকার, কর্ম্মের ফলে তোমার অধিকার নাই। কর্ম্মফল লাভ যেন তোমার কর্ম্মে প্রবৃত্তির হেতু না হয়; কর্ম্ম ত্যাগে যেন তোমার প্রবৃত্তি না হয় ॥১৫॥ হে ধনঞ্জয়! যোগস্থ হইয়া কর্ম্মের ফলে আসক্তি ত্যাগ করিয়া, সিদ্ধি বা অসিদ্ধিকে তুল্য জ্ঞান করিয়া, কর্ম্ম কর। সমত্ব বুদ্ধিকেই যোগ বলে ॥১৬॥ হে ধনঞ্জয়! কাম্য কর্ম্ম নিষ্কাম কর্ম্ম হইতে নিকৃষ্ট। অতএব তুমি সমত্ব বুদ্ধির আশ্রয় লও। যাহারা ফললাভের উদ্দেশ্যে কর্ম্ম করে, তাহারা দীন, কৃপার পাত্র ॥১৭॥ অজ্ঞ জনসাধারণের আত্মনিষ্ঠা (নিদ্রিত) নিশাস্বরূপ। তাহাতে (আত্মনিষ্ঠাতে) সংযমী ব্যক্তি জাগ্রত থাকেন। যাহাতে অন্য প্রাণি-সাধারণ জাগরিত থাকে, আত্মদর্শী মুনিদিগের তাহা (বিষয়নিষ্ঠা) রাত্রি স্বরূপ। অর্থাৎ—অজ্ঞব্যক্তি বিষয় চিন্তায় নিরত, আত্ম চিন্তায় বিরত, আর সংযমী জন বিষয়ে বিরত, আত্মচিন্তায় নিরত ॥১৮॥ অর্জ্জুন

নিয়োজয়সি কেশব ।।১৯।। শ্রীভগবান্ উবাচ। লোকেঽস্মিন্ দ্বিবিধা নিষ্ঠা পুরা প্রোক্তা ময়ানঘ। জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং কর্ম্মযোগেন যোগিনাম্ ॥২০॥ কর্ম্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়ঃ। লোকসংগ্রহমেবাপি সংগ্রহমেবাপি সংপশ্যন্ কর্ত্তুমর্হসি ॥২১॥ সক্তাঃ কর্ম্মণ্যবিদ্বাংসো যথা কুর্ব্বন্তি ভারত কুর্য্যাদ্বিদ্বাংস্তথাসক্ত-শ্চিকীর্ষু র্লোকসংগ্রহম্ ॥২২॥ ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্ম্মসঙ্গিনাম্। জোষয়েৎ সর্ব্বকর্ম্মাণি বিদ্বান্ যুক্তঃ সমাচরন্ ॥২৩॥ প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে ॥২৪॥ ময়ি সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি সংন্যস্যা-ধ্যাত্মচেতসা। নিরাশী-নির্মমো ভূত্বা যুধ্যস্ব বিগতজ্বরঃ ॥২৫॥ কিং কর্ম্ম কিমকর্ম্মেতি কবয়োঽপ্যত্র মোহিতাঃ। তত্তে কর্ম্ম প্রবক্ষ্যামি যজ্জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেঽশুভাৎ ॥২৬॥ কর্ম্মণোহ্যপি বোদ্ধব্যং বোদ্ধব্যং চ বিকর্ম্মণঃ। অকর্ম্মণশ্চ বোদ্ধব্যং গহনা কর্ম্মণো গতিঃ ॥২৭॥ কর্ম্মণ্য কর্ম্ম যঃ পশ্যেদকর্ম্মণি চ কর্ম্ম যঃ। স বুদ্ধিমান্ মনুষ্যেষু স যুক্তঃ কৃৎস্ন-কর্ম্মকৃৎ ॥২৮॥ যস্য সর্ব্বে সমারম্ভাঃ কাম-সংকল্প-বর্জ্জিতাঃ। জ্ঞানাগ্নি-দগ্ধ-কর্ম্মাণং তমাহুঃ পণ্ডিতং বুধাঃ ॥২৯॥ ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্ম হবি-র্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্। ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্ম্ম সমাধিনা ॥৩০॥ শ্রেয়ান্ দ্রব্যময়াদ্-যজ্ঞাজ্-জ্ঞানযজ্ঞঃ পরন্তপ। সর্ব্বং কর্ম্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে ॥৩১॥ তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া। উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিন-স্তত্ত্বদর্শিনঃ ॥৩২॥ অপি চেদসি পাপেভ্যঃ সর্ব্বেভ্য পাপকৃত্তমঃ। সর্ব্বং জ্ঞানপ্লবেনৈব বৃজিনং সন্তরিষ্যসি ॥৩৩॥ নহি জ্ঞানেন

কহিলেন হে জনার্দ্দন, যদি তোমার মতে কর্ম্ম হইতে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ, তবে আমাকে হিংসাত্মক কর্ম্মে কেন নিযুক্ত করিতেছ? ॥১৯॥ শ্রীভগবান্ কহিলেন—হে বিশুদ্ধান্তঃকরণ অর্জ্জুন! ইহলোকে ব্রহ্মনিষ্ঠা দুই প্রকার আছে, ইহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। জ্ঞানাধিকারিদিগের নিমিত্ত জ্ঞানযোগ ও কর্ম্মি-দিগের জন্য কর্ম্মযোগ ॥২০॥ জনকাদি মহাত্মারা কর্ম্মদ্বারাই সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। লোকরক্ষার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া তোমার কর্ম্ম করা কর্ত্তব্য ॥২১॥ হে ভারত, অজ্ঞ জনে কর্ম্মে আসক্ত হইয়া যাহা যাহা আচরণ করে, জ্ঞানী ব্যক্তিগণ অনাসক্ত চিত্তে লোকরক্ষার্থ সেইরূপ কর্ম্ম করিবেন ॥২২॥ কর্ম্মে আসক্ত জ্ঞানিগণ, জ্ঞানহীনদিগের বুদ্ধিভেদ জন্মাইবেন না। জ্ঞানিগণ অনাসক্তভাবে কর্ম্ম করিয়া দৃষ্টান্ত দ্বারা কর্ম্মে আসক্তদিগকে কর্ম্মেই নিযুক্ত রাখিবেন ॥২৩॥ প্রাকৃতিক গুণ সমূহ দ্বারা সর্ব্বতো-ভাবে সকল কর্ম্ম সম্পন্ন হয়। যাহার চিত্ত অহঙ্কার মোহগ্রস্ত, সে মনে করে আমিই কর্ত্তা ॥২৪॥ তুমি সকল কর্ম্ম আমাকে সমর্পণ করিয়া, কামনা মমতা ও শোকরহিত হইয়া যুদ্ধ কর ॥২৫॥ কর্ত্তব্য কর্ম্ম কি ও অকর্ত্তব্য কি ইহা ঠিক করিতে গিয়া বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণও মোহগ্রস্ত হয়েন। এই জন্য আমি তোমাকে কর্ম্ম কি ও অকর্ম্ম কি এই বিষয়ে উপদেশ দিতেছি। উহা জানিতে পারিলে তুমি সংসার হইতে মুক্ত হইবে ॥২৬॥ বিহিত কর্ম্ম নিষিদ্ধ কর্ম্ম ও অকর্ম্ম এই তিন প্রকার কর্ম্মেরই তত্ত্ব জানা আবশ্যক। কেন না, এই তত্ত্ব অতি দুর্ল্লভ ॥২৭॥ যিনি কর্ম্মের মধ্যে অকর্ম্ম ও অকর্ম্মের মধ্যে কর্ম্ম দেখিতে পান, তিনিই মনুষ্যমধ্যে বুদ্ধিমান্, তিনি যোগী, তিনি সকল কর্ম্মের অনুষ্ঠাতা ॥২৮॥ যাঁহার সমস্ত কর্ম্মই কামসঙ্কল্প-বর্জ্জিত ও জ্ঞানাগ্নি দ্বারা বিদগ্ধ, জ্ঞানিগণ তাঁহাকে পণ্ডিত বলেন ॥২৯॥ অর্পণ কার্য্য (আহুতি) ব্রহ্ম, ঘৃত ব্রহ্ম, অগ্নিও ব্রহ্ম, যিনি হোম করিতেছেন তিনিও ব্রহ্ম। এইরূপ জ্ঞানে ব্রহ্মরূপ কর্ম্মে একাগ্রচিত্ত পুরুষ, ব্রহ্মই প্রাপ্ত হন। যিনি সর্ব্ববিষয়ে ব্রহ্ম দেখিতে পান ও যাঁহার সকল কর্ম্মই ব্রহ্মের উদ্দেশ্যে করা হয়, তিনি ব্রহ্মত্ব লাভ করেন ॥৩০॥ হে পার্থ, দ্রব্য যজ্ঞ অপেক্ষা জ্ঞান যজ্ঞই শ্রেষ্ঠ। কেন না, ফলসহ সকল নিরবশেষ কর্ম্মই জ্ঞানে পর্য্যবসিত হইয়াছে ॥৩১॥

শ্রীগুরুর শ্রীচরণে দণ্ডবৎ প্রণাম দ্বারা, নানাবিধ প্রশ্ন দ্বারা, গুরু সেবা দ্বারাই সেই জ্ঞান লাভ কর। জ্ঞানী তত্ত্বজ্ঞ গুরুদেব তোমাকে সেই জ্ঞান উপদেশ করিবেন ॥৩২॥ তুমি সকল পাপী হইতে অধিক পাপী হইলেও জ্ঞানরূপ নৌকার সাহায্যে সমগ্র পাপ সমুদ্র উত্তীর্ণ হইতে

সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে। তৎস্বয়ং যোগসংসিদ্ধঃ কালেনাত্মনি বিন্দতি ॥৩৪॥ শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ। জ্ঞানং লব্ধ্বা পরাং শান্তিমচিরেণাধি-গচ্ছতি ॥৩৫॥ অজ্ঞশ্চাশ্রদ্দধানশ্চ সংশয়াত্মা বিনশ্যতি। নায়ং লোকোঽস্তি ন পরো ন সুখং সংশয়াত্মনঃ ॥৩৬॥ ব্রহ্মণ্যাধায় কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা করোতি যঃ। লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্র-মিবাম্ভসা ॥৩৭॥ স্পর্শান্ কৃত্বা বহি-র্বাহ্যাং-শ্চক্ষু-শ্চৈবান্তরে ভ্রুবোঃ। প্রাণাপানৌ সমৌ কৃত্বা নাসাভ্যন্তর-চারিণৌ ॥৩৮॥ যতেন্দ্রিয় মনোবুদ্ধি-র্মুনির্মোক্ষ-পরায়ণঃ। বিগতেচ্ছা-ভয়ক্রোধো যঃ সদা মুক্ত এব সঃ ॥৩৯॥ ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং সর্ব্বলোক-মহেশ্বরম্। সুহৃদং সর্ব্বভূতানাং জ্ঞাত্বা মাং শান্তি-মৃচ্ছতি ॥৪০॥ উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং নাত্মান-মবসীদয়েৎ। আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধু-রাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ ॥৪১॥ বন্ধু-রাত্মাত্মন-স্তস্য যেনাত্মৈবাত্মনা জিতঃ। অনাত্মনস্তু শত্রুত্বে বর্ত্তেতাত্মৈব শত্রুবৎ ॥৪২॥ জিতাত্মনঃ প্রশান্তস্য পরমাত্মা সমাহিতঃ। শীতোষ্ণ-সুখদুঃখেষু তথা মানাপ-মানয়োঃ ॥৪৩॥ জ্ঞান-বিজ্ঞান-তৃপ্তাত্মা কূটস্থো বিজিতেন্দ্রিয়ঃ। যুক্ত ইত্যুচ্যতে যোগী সম-লোষ্টাশ্ম-কাঞ্চনঃ ॥৪৪॥ যদা বিনিয়তং চিত্ত-মাত্মন্যেবাবতিষ্ঠতে। নিঃস্পৃহঃ সর্ব্বকামেভ্যো যুক্ত ইত্যুচ্যতে তদা ॥৪৫॥ যথা দীপো নিবাতস্থো নেঙ্গতে সোপমা স্মৃতা। যোগিনো যত-চিত্তস্য যুঞ্জতো যোগমাত্মনঃ ॥৪৬॥ যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্র সর্ব্বং চ ময়ি পশ্যতি। তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি ৪৭॥ সর্ব্বভূতস্থিতং যো মাং ভজত্যেকত্ব-মাস্থিতঃ। সর্ব্বথা

পারিবে ॥৩৩॥ ইহ লোকে আত্মজ্ঞানের ন্যায় পবিত্র কিছুই নাই। কর্ম্মযোগে কালসহকারে, লোকে আপনা আপনিই আত্মজ্ঞান লাভ করে ॥৩৪॥ যিনি শ্রদ্ধাবান্ একনিষ্ঠ সাধন-তৎপর ও জিতেন্দ্রিয়, তিনিই আত্মজ্ঞান লাভ করেন। আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া পরম শান্তি অর্থাৎ মোক্ষ লাভ করেন ॥৩৪॥ অজ্ঞানী শ্রদ্ধাহীন ও সংশয়াত্মা বিনষ্ট হয়। সংশয়াত্মার ইহলোকে বা পরলোকে কোথাও শান্তি নাই ॥৩৬॥ যিনি ঈশ্বরে ফল সমর্পণ করিয়া, কর্ম্মফলের কামনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক কর্ম্মানুষ্ঠান করেন, পদ্মপত্রস্থিত জলবৎ তিনি পাপে লিপ্ত হন না ॥৩৭॥ মন হইতে বাহ্য বিষয়ের চিন্তাসকল দূর করিয়া প্রাণ ও অপান বায়ুকে নাসামধ্যে অবরোধ করতঃ যিনি ইন্দ্রিয় ও মনকে জয় করিয়াছেন তথা ইচ্ছা ভয় ও ক্রোধকে সকল সময়ের জন্য বশীভূত করিয়াছেন ও যিনি বিষয়-বিরাগী, সেই মননশীল সন্ন্যাসী, মুক্ত ॥৩৮-৩৯॥ মুক্ত যোগী পুরুষ, আমাকে যজ্ঞ তপস্যাসমূহের ভোক্তা, সর্ব্বলোকের মহেশ্বর, ও সর্ব্বলোকের সুহৃদ্ জানিয়া পরম শান্তি লাভ করেন ॥৪০॥ আত্মা দ্বারাই আত্মাকে বিষয়কূপ হইতে উদ্ধার করিবে। আত্মাকে অবসন্ন হইতে দিবে না। কেন না, আত্মাই আত্মার বন্ধু ও আত্মাই আত্মার শত্রু ॥৪১॥ যে আত্মা আত্মাকে জয় করিয়াছেন, সেই আত্মাই আত্মার বন্ধু ও যে আত্মা, আত্মাকে জয় করিতে অসমর্থ, সেই আত্মাই বাহ্য শত্রুর ন্যায় আত্মার পরম শত্রু ॥৪২॥ শীত উষ্ণ সুখ দুঃখ সহিষ্ণু হইয়া, মান ও অপমানকে সমান জ্ঞান করিয়া, যে আত্মা জিতাত্মা ও প্রশান্ত হইয়াছেন, সেই আত্মাতেই পরমাত্মা-সমাহিত, অর্থাৎ নিশ্চলভাবে বিরাজিত থাকেন ॥৪৩॥ যাঁহার চিত্ত জ্ঞান ও বিজ্ঞানে পরিতৃপ্ত, যিনি বিকার-শূন্য জিতেন্দ্রিয়, মাটী পাথর ও সোণাতে যাঁহার সমজ্ঞান এই রূপ পুরুষকে যোগসিদ্ধ বলে ॥৪৪॥ চিত্ত সংযত হইয়া যখন আত্মাতে স্থিতি লাভ করিতে থাকে কোনও বিষয়ে যখন স্পৃহা থাকে না, সেই পুরুষ যোগসিদ্ধ বলিয়া কথিত হন ॥৪৫॥ যেখানে বায়ু বহিতেছে না (নির্বাত), সেই রূপ স্থানে স্থিত, দীপশিখা যেমন চঞ্চল হয় না, সংযত চিত্ত যোগীর অচঞ্চল চিত্তের উহাই প্রকৃষ্ট উদাহরণ ॥৪৬॥ যিনি আমাকে সর্ব্বভূতে অবস্থিত দেখেন, ও আমাতে সর্ব্বভূতকে অবস্থিত হইতে দেখেন, আমি তাঁহার অদৃশ্য হই না, তিনিও আমার অদৃশ্য হন না। ॥৪৭॥ যে যোগীপুরুষ সর্ব্বভূতে স্থিত আমাকে, ভজনা করেন তিনি যে অব-

বর্ত্তমানোঽপি স যোগী ময়ি বর্ত্ততে ॥৪৮॥ আত্মৌপম্যেন সর্ব্বত্র সমং পশ্যতি যোঽর্জুন। সুখং বা যদি বা দুঃখং স যোগী পরমো মতঃ ॥৪৯॥ প্রযত্নাদ্ যতমানস্তু যোগী সংশুদ্ধ কিল্বিষঃ। অনেক-জন্ম-সংসিদ্ধ-স্ততো যাতি পরাং গতিম্ ॥৫০॥ তপস্বিভ্যোঽধিকো যোগী জ্ঞানিভ্যোঽপি মতোঽধিকঃ। কর্ম্মিভ্যশ্চাধিকো যোগী তস্মাদ্ যোগী ভবার্জ্জুন ॥৫১॥ যোগিনামপি সর্ব্বেষাং মদ্গতেনা-ন্তরাত্মনা। শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ ॥৫২॥ মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিদ্ যততি সিদ্ধয়ে। যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্ মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ ৫৩॥ ত্রিভি-র্গুণময়ৈ-র্ভাবৈ-র্বেত্তি সর্ব্বমিদং জগৎ। মোহিতং নাভিজানাতি মামেভ্যঃ পরমব্যয়ম্ ॥৫৪॥ দৈবী হ্যেষ গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া। মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥৫৫॥ ন মাং দুষ্কৃতিনো মূঢ়াঃ প্রপদ্যন্তে নরাধমাঃ। মায়য়াপহৃত-জ্ঞানা আসুরং ভাবমাশ্রিতাঃ ॥৫৬॥ চতুর্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জ্জুন। আর্ত্তো জিজ্ঞাসু-রর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ ॥৫৭॥ তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তি-র্বিশিষ্যতে। প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোঽত্যর্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ ॥৫৮॥ উদারাঃ সর্ব্ব এবৈতে জ্ঞানী ত্বাত্মৈব মে মতম্। আস্থিতঃ স হি যুক্তাত্মা মামেবানুত্তমাং গতিম্ ॥৫৯॥ বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে। বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ ॥৬০॥ যেষাং ত্বন্তগতং পাপং জনানাং পুণ্যকর্ম্মণাম্। তে দ্বন্দ্বমোহনির্মুক্তা ভজন্তে মাং দৃঢ়ব্রতাঃ ॥৬১॥ জরামরণমোক্ষায় মামাশ্রিত্য যতন্তি যে। তে ব্রহ্ম তদ্বিদুঃ কৃৎস্ন-মধ্যাত্মং কর্ম্ম চাখিলম্ ॥৬২॥ অন্তকালে চ মামেব

অবস্থাতেই থাকুন না কেন, আমাতেই অবস্থান করেন ॥৪৮॥ হে অর্জ্জুন, যিনি অন্যের সুখ দুঃখকে নিজের মত মনে করেন, সেই যোগী সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ॥৪৯॥ যে যোগীপুরুষ পূর্ব্ব চেষ্টা হইতেও অধিক চেষ্টা করেন, ক্রমে যোগাভ্যাস দ্বারা নিষ্পাপ হইয়া বহু জন্মের চেষ্টায় সিদ্ধিলাভ করিয়া পরম গতি লাভ করেন ॥৫০॥ উচ্চ তত্ত্বজ্ঞানী যোগী, তপস্বিগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, জ্ঞানিগণ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ, কর্ম্মিগণ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ, ইহাই আমার মত। অতএব হে অর্জ্জুন, তুমি যোগী হও ॥৫১॥ যোগিগণের মধ্যে যিনি মদ্গত চিত্ত হইয়া কেবল মাত্র আমাকেই আরাধনা করেন, তিনি সর্ব্বাপেক্ষা পরম শ্রেষ্ঠ ॥৫২॥ সহস্র সহস্র মনুষ্যের মধ্যে হয়ত একজন আত্মজ্ঞান লাভের জন্য যত্ন করে। তাদৃশ সহস্র প্রযত্নকারীর মধ্যে কেহ হয়ত আমার (পরমেশ্বরের) স্বরূপতত্ত্ব জানিতে পারে ॥৫৩॥ পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধ গুণময় ভাবই জগৎকে মোহিত করিয়া রাখিয়াছে। মায়ামুগ্ধ জীব আমাকে এতাবতের অতীত ও অব্যয় বলিয়া জানিতে পারে না ॥৫৪॥ আমার সত্ত্বাদি ত্রিগুণময়ী মায়া অত্যন্ত দুরতিক্রম্য। যাহারা কেবল আমারই শরণাগত হইয়া ভজন করে, তাহারাই কেবল আমার এই সুদুস্তর মায়া উত্তীর্ণ হইতে পারে ॥৫৫॥ যাহারা পাপকর্ম্মে রত, মূঢ় নরাধম, মায়াতে যাহাদের জ্ঞান অপহৃত হইয়াছে তাহারা অসুরভাব প্রাপ্ত হওয়ায় আমাকে ভজনা করে না ॥৫৬॥ হে ভরতর্ষভ অর্জ্জুন! আর্ত্ত জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী ও জ্ঞানী, এই চতুর্ব্বিধ ব্যক্তিই আমার ভজনা করে ॥৫৭॥ এই চতুর্ব্বিধ ভক্তে মধ্যে নিত্যযুক্ত জ্ঞানীই পরম উৎকৃষ্ট। কেননা, আমি জ্ঞানীর অতিশয় প্রিয়, ও জ্ঞানীও আমার অত্যন্ত প্রিয় ॥৫৮॥ উক্ত চারি প্রকার ভক্তই শ্রেষ্ঠ। কিন্তু জ্ঞানী ভক্ত আমার আত্মার স্বরূপ। জ্ঞানী সদাই আমাতে সমাহিত থাকেন ও আমা ভিন্ন উৎকৃষ্ট ফল-কামনা তাঁহার নাই ॥৫৯॥ জ্ঞানবান্ ব্যক্তি বহু জন্ম অতিক্রম পূর্ব্বক সমস্ত জগৎ বাসুদেবরূপ, এই প্রকার বিচারে অভেদ দর্শন করেন। তাদৃশ মহাত্মা বড় দুর্লভ ॥৬০॥ পুণ্য কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা যাঁহাদের পাপরাশি বিনষ্ট হইয়াছে, সেই দ্বন্দ্ব ও মোহ হইতে নির্মুক্ত ব্যক্তিগণই আমাকে ভক্তি করিয়া থাকেন ॥৬১॥ যে সকল ব্যক্তি জরামরণাদি নিবারণার্থ আমাকে (স্বরূপ ব্রহ্মকে) অবলম্বন পূর্ব্বক সাধনা করিতে থাকেন তাঁহারা 'তৎ'' পদের লক্ষ্যার্থরূপ নির্গুণ

স্মরন্ মুক্ত্বা কলেবরম্। যঃ প্রযাতি স মদ্ভাবং যাতি নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ ॥৬৩॥ যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্। তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাব-ভাবিতঃ ॥৬৪॥ তস্মাৎ সর্ব্বেষু কালেষু মামনুস্মর যুধ্য চ। ময্যর্পিতমনো-বুদ্ধির্মামেবৈষ্যস্য-সংশয়ম্ ॥৬৫॥ অনন্যচেতাঃ সততং যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ। তস্যাহং সুলভঃ পার্থ নিত্যযুক্তস্য যোগিনঃ ॥৬৬॥ পুরুষঃ স পরঃ পার্থ ভক্ত্যা লভ্য-স্ত্বনন্যয়া। যস্যান্তঃস্থানি ভূতানি যেন সর্ব্বমিদং ততম্ ॥৬৭॥ অশ্রদ্দধানাঃ পুরুষা ধর্ম্মস্যাস্য পরন্তপ। অপ্রাপ্য মাং নিবর্ত্তন্তে মৃত্যু-সংসার-বর্ত্মনি ॥৬৮॥ মহাত্মানস্তু মাং পার্থ দৈবীং প্রকৃতি-মাশ্রিতাঃ। ভজন্ত্যনন্য-মনসো জ্ঞাত্বা ভূতাদি-মব্যয়ম্ ॥৬৯॥ সততং কীর্ত্তয়ন্তো মাং যতন্তশ্চ দৃঢ়ব্রতাঃ। নমস্যন্তশ্চ মাং ভক্ত্যা নিত্যযুক্তা উপাসতে ॥৭০॥ পিতাহমস্য জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ। বেদ্যং পবিত্র-মোঙ্কারং ঋক্ সাম যজুরেব চ ॥৭১॥ গতি-র্ভর্ত্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ। প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ম্ ॥৭২॥ অনন্যা-শ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে। তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্ ॥৭৩ পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি। তদহং ভক্ত্যুপহৃত-মশ্নামি প্রযতাত্মনঃ ॥৭৪॥ যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ। যৎ তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ মদর্পণম্ ॥৭৫॥ শুভাশুভ-ফলৈরেবং মোক্ষ্যসে কর্ম্মবন্ধনৈঃ। সন্ন্যাস-যোগ-যুক্তাত্মা বিমুক্তো মামুপৈষ্যসি ॥৭৬॥ সমোহহং সর্ব্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ।

ব্রহ্মকে ও অপরিচ্ছিন্ন "ত্বং" পদের লক্ষ্যার্থ আত্মাকে ও শ্রবণ মননাদি সাধন রাশি অবগত হয়েন ॥৬২॥ যিনি অন্তকালেও আমাকেই স্মরণ করিতে করিতে দেহ ত্যাগ করিয়া প্রস্থান করেন তিনি আমারই ভাব প্রাপ্ত হন, ইহাতে সংশয় নাই ॥৬৩॥ যিনি যে ভাব স্মরণ করিতে করিতে অন্তকালে দেহত্যাগ করেন, হে কৌন্তেয়, তিনি সর্ব্বদা সেই ভাবে তন্ময়চিত্ত থাকায় সেই ভাবই প্রাপ্ত হন ॥৬৪॥ অতএব সর্ব্বদা আমাকে স্মরণ কর ও যুদ্ধ কর (স্বধর্ম্ম পালন কর) আমাতে মন ও বুদ্ধি অর্পণ করিলে তুমি নিশ্চিত আমাকে প্রাপ্ত হইবে ॥৬৫॥ যে ব্যক্তি অনন্যচিত্ত হইয়া চিরদিন আমাকে চিন্তা করে, সেই সমাহিত-চিত্ত যোগীর পক্ষে আমি সুলভ ॥৬৬॥ হে পার্থ! সেই পরম পুরুষকে অনন্য ভক্তি দ্বারা লাভ করা যায়। সমস্ত ভূতই তাঁহার অভ্যন্তরে স্থিতি করিতেছে, আবার তিনিও সমস্ত জগতে ব্যাপ্ত হইয়া আছেন ॥৬৭॥ হে পরন্তপ, এই আত্মজ্ঞানরূপে ধর্ম্মে যাহাদের শ্রদ্ধা নাই, তাহারা আমাকে প্রাপ্ত না হইয়া মৃত্যু-সমাকীর্ণ সংসার পথে নিরন্তর ভ্রমণ করিয়া থাকে ॥৬৮॥ হে পার্থ! যাঁহারা দৈব প্রকৃতিকে আশ্রয় করিয়া আমাতে অনন্যচিত্ত হয়েন, সেই মহাত্মা পুরুষগণ আমাকে সর্ব্বভূতের কারণ ও অবিনাশী জানিয়া ভজনা করেন ॥৬৯॥ তাঁহারা সর্ব্বদা আমার নাম কীর্ত্তন করতঃ প্রযত্নপূর্ব্বক দৃঢ়ব্রত হইয়া আমাকে নমস্কার ও ভক্তিপূর্ব্বক নিষ্ঠাযুক্ত চিত্তে আমার উপাসনা করিয়া থাকেন ॥৭০॥ আমিই এই জগতের পিতা ও মাতা, বিধাতা ও পিতামহ, আমিই বেদ ও পবিত্র বস্তু। আমিই প্রণব ও ঋক্ সাম যজুর্ব্বেদ স্বরূপ ॥৭১॥ আমিই গতি আমিই ভর্ত্তা, আমিই প্রভু আমিই সাক্ষী, আমিই রক্ষক, আমিই সুহৃদ, আমিই প্রভব, আমিই প্রলয়, আমিই স্থান, নিধান ও অবিনাশী বীজ স্বরূপ ॥৭২॥ যাঁহারা অনন্য চিত্তে চিন্তা করিয়া সাক্ষাৎকার লাভ করেন, সেই নিত্যযুক্ত পুরুষদিগকে আমি যোগ ও ক্ষেম বহন করিয়া থাকি ॥৭৩॥ পত্র পুষ্প ফল বা জল, যিনি যাহা ভক্তি করিয়া আমাকে নিবেদন করেন, সেই শুদ্ধচিত্ত ব্যক্তির শ্রদ্ধার নিবেদিত পদার্থ আমি প্রীতিপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া থাকি। ॥৭৪॥ হে কুন্তীপুত্র! তুমি যাহা কিছু কর, ভোজন কর বা হোম কর, দান কর বা তপস্যা কর, সমস্তই আমাকে অর্পণ করিবে ॥৭৫॥ এই রূপে সাধনা করিলে জীব শুভাশুভ কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্ত হয়। তুমি এইরূপ সন্ন্যাস-যোগ-যুক্তাত্মা হইয়া কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করতঃ আমাকে প্রাপ্ত হইবে ॥৭৬॥ আমি সর্ব্ব জীবে পক্ষে একই রূপ। আমার কেহ প্রিয় বা অপ্রিয় নাই। যাঁহারা

যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্ ॥৭৭॥ অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্। সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ ব্যবসিতো হি সঃ ॥৭৮॥ ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি। কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি ॥৭৯॥ মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেঽপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ। স্ত্রিয়ো বৈশ্যা-স্তথা শূদ্রা-স্তেঽপি যান্তি পরাং গতিম্ ॥৮০॥ কিং পুন-র্ব্রাহ্মণাঃ পুণ্যা ভক্তা রাজর্ষয়স্তথা। অনিত্য-মসুখং লোক-মিমং প্রাপ্য ভজস্ব মাম্ ॥৮১॥ মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু। মামেবৈষ্যসি যুক্ত্বৈবমাত্মানং মৎ-পরায়ণঃ ॥৮২॥ মচ্চিত্তা মদ্‌গতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্। কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ ॥৮৩॥ তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্। দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে ॥৮৪॥ নাহং বেদৈর্ন তপসা ন দানেন ন চেজ্যয়া। শক্যঃ এবং-বিধো দ্রষ্টুং দৃষ্টবানসি মাং যথা ॥৮৫॥ ভক্ত্যা-ত্বনন্যয়া শক্য অহমেবংবিধোঽর্জুন। জ্ঞাতুং দ্রষ্টুং চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুং চ পরন্তপ ॥৮৬॥ মৎকর্ম্মকৃন্ মৎপরমো মদ্ভক্তঃ সঙ্গবর্জ্জিতঃ। নির্বৈরঃ সর্ব্বভূতেষু যঃ স মামেতি পাণ্ডব ॥৮৭॥ ময্যাবেশ্য মনো যে মাং নিত্যযুক্তা উপাসতে। শ্রদ্ধয়া পরয়োপেতাস্তে মে যুক্ততমা মতাঃ ॥৮৮॥ যে ত্বক্ষর-মনির্দ্দেশ্য-মব্যক্তং পর্য্যুপাসতে। তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ ॥৮৯॥ ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তা সক্ত-চেতসাম্।

আমাকে ভক্তিতে ভজনা করে তাহারা আমাতেই অবস্থিতি করে ও আমি তাহাদিগকে অনুগ্রহ করিয়া থাকি। ॥৭৭॥ অতি দুরাচার ব্যক্তিও যদি অনন্য মনে আমার ভজনা করে, তাহাকে সাধু বলিয়া মনে করিবে। কেননা, তাহার যত্ন চেষ্টা অতি সাধু ॥৭৮॥ সে শীঘ্রই ধর্ম্মাত্মা হয় ও নিত্য শান্তিলাভ করে। হে কুন্তীপুত্র, আমার ভক্ত কখনও নাশ প্রাপ্ত হয় না। তুমি ইহা নিশ্চয় জানিও ॥৭৯॥ হে পার্থ! আমার আশ্রয় গ্রহণ করিলে স্ত্রীলোক বৈশ্য ও শূদ্র, অথবা যাহারা পাপ যোনি হইতে জন্ম পাইয়াছে, অন্ত্যজ জাতি, তাহারাও নিশ্চয়ই পরম গতি প্রাপ্ত হয় ॥৮০॥ বর্ণোত্তম ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় আমার ভক্তির প্রভাবে পরমগতি লাভ করিবেই করিবে, তাহা বলাই বাহুল্য। অতএব তুমি এই অনিত্য ও দুঃখায়তন নরদেহ পাইয়া আমারই আরাধনা কর ॥৮১॥ তুমি মচ্চিত্ত মদ্ভক্ত হইয়া আমার পূজা-পরায়ণ হও ও আমাকে নমস্কার কর। এই রূপে আমার শরণাগত হইয়া তোমার নিজ অন্তঃকরণ আমাকে সমর্পণ পূর্ব্বক আমাকে প্রাপ্ত হও ॥৮২॥ যাঁহারা মন প্রাণ আমাতে সমর্পণ করিয়া আমাকে বিদিত হয়েন, তাঁহারা পরস্পর আমারই কথা কীর্ত্তন করিয়া পরম সন্তোষ ও সুখ লাভ করিয়া থাকেন ॥৮৩॥ যাঁহারা এইরূপ একাগ্র চিত্তে প্রীতি পূর্ব্বক আমার ভজনা করিয়া থাকেন, আমি তাঁহাদিগকে বুদ্ধিযোগ প্রদান করি, যাহার দ্বারা তাঁহারা অনায়াসে আমাকে লাভ করিয়া থাকেন ॥৮৪॥ যাঁহারা এইরূপ একাগ্রচিত্তে প্রীতি পূর্ব্বক আমার ভজনা করিয়া থাকেন, আমি তাঁহাদিগকে বুদ্ধিযোগ প্রদান করি, যাহার দ্বারা তাঁহারা অনায়াসে আমাকে লাভ করিয়া থাকেন ॥৮৫॥ হে পরন্তপ অর্জ্জুন! জীব কেবল অনন্য ভক্তিদ্বারাই আমার এইরূপ তত্ত্ব জানিতে, আবার স্বরূপ দর্শন করিতে ও আমাতে প্রবিষ্ট হইতে সমর্থ হয় ॥৮৬॥ হে পাণ্ডব! যে ব্যক্তি আমারই কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, মৎপরায়ণ ও মদ্ভক্ত, সর্ব্বসঙ্গ-বর্জ্জিত ও সর্ব্বভূতের অবিরোধী হয়, সেই ব্যক্তিই আমাকে অভেদরূপে প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ॥ শ্রীভগবান্ কহিলেন—হে অর্জ্জুন! যে ব্যক্তি একাগ্রচিত্ত ও সাত্ত্বিক শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া আমার স্বগুণ স্বরূপের আরাধনা করেন, আমার মতে তিনিই যোগবিদ্ শ্রেষ্ঠ ॥৮৮॥ যাঁহারা সর্ব্বপ্রাণীর হিতপরায়ণ হইয়া ইন্দ্রিয়ের অগোচর অনির্ব্বচনীয় নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মকে উপাসনা করেন, তাঁহারা আমাকেই প্রাপ্ত হন ॥৮৯॥

অব্যক্তা হি গতি-র্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে ॥৯০॥ ময্যেব মন আধৎস্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়। নিবসিষ্যসি ময্যেব অত ঊর্দ্ধং ন সংশয়ঃ ॥৯১॥ মাং চ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে। স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥৯২॥ ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ। ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্ ॥৯৩॥ সর্ব্বকর্ম্মাণ্যপি সদা কুর্ব্বাণো মদ্ব্যপাশ্রয়ঃ। মৎপ্রসাদা-দবাপ্নোতি শাশ্বতং পদমব্যয়ম্ ॥৯৪॥ চেতসা সর্ব্বকর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরঃ। বুদ্ধিযোগ-মুপাশ্রিত্য মচ্চিত্তঃ সততং ভব ॥৯৫॥ মচ্চিত্তঃ সর্ব্বদুর্গাণি মৎপ্রসাদাৎ তরিষ্যসি। অথ চেৎ ত্বমহঙ্কারান্ ন শ্রোষ্যসি বিনংক্ষ্যসি ॥৯৬॥ ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি। ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়াণি মায়য়া ॥৯৭॥ তমেব শরণং গচ্ছ সর্ব্বভাবেন ভারত। তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্ ৯৮॥ ইতি তে জ্ঞান-মাখ্যাতং গুহ্যাৎ গুহ্যতরং ময়া। বিমৃশ্যৈতদশেষেণ যথেচ্ছসি তথা কুরু ॥৯৯॥ সর্ব্বগুহ্যতমং ভূয়ঃ শৃণু মে পরমং বচঃ। ইষ্টোঽসি মে দৃঢ়মিতি ততো বক্ষ্যামি তে হিতম্ ॥১০০॥ মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু। মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে ॥১০১॥ সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। অহং ত্বা সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥১০২॥ ইদং তে নাতপস্কায় নাভক্তায় কদাচন। ন চাশুশ্রূষবে বাচ্যং ন চ মাং যোঽভ্যসূয়তি ॥১০৩॥ য ইদং পরমং গুহ্যং মদ্ভক্তেষ্বভিধাস্যতি। ভক্তিং ময়ি পরাং কৃত্বা

নির্গুণ ব্রহ্মে আসক্তচিত্ত ব্যক্তিগণের অধিক ক্লেশ হইয়া থাকে। কেন না, নির্গুণ ব্রহ্মলাভ করা দেহাভিমানীর পক্ষে ক্লেশসাধ্য ॥৯০॥ হে অর্জ্জুন! তুমি মন ও বুদ্ধি আমাতে স্থির কর। তাহা হইলে দেহান্তে আমাকে পাইবে সংশয় নাই ॥৯১॥ যিনি আমাকে অনন্য ভক্তিতে সেবা করেন তিনি পূর্ব্বকথিত ত্রিগুণ অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মস্বরূপ্য লাভে সমর্থ হয়েন ॥৯২॥ তৎপরে সাধক এই ভক্তি প্রভাবেই প্রকৃত প্রস্তাবে আমার সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ বিদিত হইয়া পরিণামে আমাতেই প্রবেশ করেন ॥৯৩॥ সমস্ত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াও যিনি আমার শরণাগত হয়েন, তিনি আমার প্রসাদে শাশ্বত অব্যয় পদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ৯৪॥ হে অর্জ্জুন! তুমি বুদ্ধি দ্বারা সমস্ত কর্ম্ম আমাতে সমর্পণ পূর্ব্বক মৎপরায়ণ হও, ও বুদ্ধিযোগ আশ্রয় করিয়া আমাতেই চিত্ত সমর্পণ কর ॥৯৫॥ হে অর্জ্জুন! মদ্গত চিত্ত হইলে, আমার অনুগ্রহে দুস্তর সংসারে দুঃখাদি হইতে উত্তীর্ণ হইবে। আর যদি অহংকার পূর্ব্বক আমার বাক্য শ্রবণ না কর তাহা হইলে তুমি বিনষ্ট হইবে ॥৯৬॥ ভগবান্ প্রাণিসমূহের হৃদয়ে বাস করিয়া যন্ত্রারূঢ় কাষ্ঠপুত্তলিকার ন্যায় তাহাদিগকে ভ্রমণ করাইতেছেন ॥৯৭॥ হে ভারত! তুমি সর্ব্বতোভাবে সেই ভগবানের শরণাগত হও। তাঁহার অনুগ্রহে তুমি পূর্ণ শান্তি ও শাশ্বত ধাম প্রাপ্ত হইবে ॥৯৮॥ হে অর্জ্জুন! আমি তোমার নিকট অতি গোপনীয় আত্মজ্ঞান ব্যাখ্যা করিলাম। আমার কথিত এই গীতার আদি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত বিচার করিয়া তোমার যাহা ইচ্ছা তাহাই কর ॥৯৯॥ হে অর্জ্জুন! তুমি আমার অতিশয় প্রিয়। এই জন্য তোমার হিতার্থে আমি পুনরায় সর্ব্বাপেক্ষা গুহ্যতম কথা তোমাকে বলিতেছি ॥১০০॥ হে অর্জ্জুন! তুমি মদ্গতচিত্ত ও মদ্ভক্ত হও। আমার জন্য যজ্ঞানুষ্ঠান কর ও আমাকে নমস্কার কর। তাহা হইলে তুমি আমাকে প্রাপ্ত হইবে। ইহা আমি তোমার নিকট প্রতিজ্ঞা করিতেছি, কেননা তুমি আমার অত্যন্ত প্রিয় ॥১০॥ তুমি সমুদয় ধর্ম্মের অনুষ্ঠান পরিত্যাগ পূর্ব্বক কেবল আমারই শরণাগত হও। আমি তোমাকে সর্ব্বপাপ হইতে বিমুক্ত করিব, তুমি শোক করিও না ॥১০২॥ হে অর্জ্জুন! তোমার হিতার্থে যে গীতা শাস্ত্র ব্যাখ্যা করিলাম, ইহা তপস্যাবিহীন, ভক্তিবর্জ্জিত, শুশ্রূষা রহিত ও আমার প্রতি অসূয়াকারী ব্যক্তিকে কদাচ উপদেশ করিতে নাই ॥১০৩॥ যে ব্যক্তি আমাতে পরম ভক্তিযুক্ত হইয়া আমার ভক্তগণের নিকট এই পরম গুহ্য শাস্ত্র ব্যাখ্যান করিবেন, তিনি আমাকে অবশ্যই প্রাপ্ত হইবেন।

মামেবৈষ্যত্যসংশয়ম্ ১০৪।। ন চ তস্মান্ মনুষ্যেষু কশ্চিন্ মে প্রিয়কৃৎতমঃ। ভবিতা ন চ মে তস্মাদন্যঃ প্রিয়তমো ভুবি ॥১০৫॥ কচ্চিদেতচ্ছ্রুতং পার্থ ত্বয়ৈকাগ্রেণ চেতসা। কচ্চিদজ্ঞান-সংমোহঃ প্রণষ্টস্তে ধনঞ্জয় ।।১০৬।। অর্জুন উবাচ। নষ্টো মোহঃ স্মৃতি-র্লব্ধা ত্বৎপ্রসাদান্ ময়াচ্যুত। স্থিতোঽস্মি গতসন্দেহঃ করিষ্যে বচনং তব ।।১০৭।। যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণো যত্র পার্থো ধনুর্ধরঃ। তত্র শ্রীর্বিজয়ো ভূতি-র্ধ্রুবা নীতি-র্মতি-র্মম ।।১০৮।।

ইতি শ্রীভক্তি কৌস্তুভে বাসুদেব গীতা নাম ষষ্ঠ আহ্নিকঃ।

সন্দেহ নাই ॥১০৪॥ মনুষ্যলোকমধ্যে যে গীতাশাস্ত্র ব্যাখ্যা করে তাহার ন্যায় আমার প্রিয়কারী আর কেহই নাই ও আমার সে ব্যতীত পৃথিবীতে আর কেহ প্রিয়তর হইবে না ॥১০৫॥ হে পার্থ, গীতা শাস্ত্র তুমি একাগ্রচিত্তে শুনিলে কি? হে ধনঞ্জয়, তোমার অজ্ঞানকৃত মোহজাল কি বিনষ্ট হইল? ॥১০৬॥ অর্জ্জুন কহিলেন হে অচ্যুত! তোমার কৃপায় আমার সমস্ত মোহ বিনষ্ট হইয়াছে। আমি আত্মজ্ঞান-রূপ স্মৃতি লাভ করিলাম। আমি তোমার উপদেশে স্থিরচিত্ত হইয়াছি ও আমার সকল সংশয় দূর হইয়াছে। এখন তোমার উপদেশানুরূপ করিব ॥১০৭॥ সঞ্জয় কহিলেন —হে মহারাজ, যে পক্ষে স্বয়ং গোপেশ্বর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, ও যে পক্ষে গাণ্ডীবধনুর্দ্ধারী অর্জ্জুন রহিয়াছেন, রাজ্যশ্রী বিজয় ভূতি ও নীতি সেই পক্ষই আশ্রয় করিবে ইহা নিশ্চয়ই জানিবে ॥১০৮॥

ইতি শ্রীভক্তিকৌস্তুভে বাসুদেবগীতা নামক ষষ্ঠ অধ্যায়।

সপ্তমঃ আহ্নিকঃ।

প্রথমঃ পরিচ্ছেদঃ—মোক্ষসাধনম্

[আকরঃ—অধ্যাত্মরামায়ণম্]

শ্রীরাম উবাচ। শৃণু বক্ষ্যামি তে বৎস গুহ্যাৎ গুহ্যতরং পরম্। যদ্বিজ্ঞায় নরো জহ্যাৎ সদ্যো বৈকল্পিকং ভ্রমম্ ॥১॥ আদৌ মায়া-স্বরূপং তে বক্ষ্যামি তদনন্তরম্। জ্ঞানস্য সাধনং পশ্চাৎ জ্ঞানং বিজ্ঞানসংযুতম্। জ্ঞেয়ং চ পরমাত্মানং যজ্জ্ঞাত্বা মুচ্যতে ভয়াৎ ॥২॥ অনাত্মনি শরীরাদৌ আত্মবুদ্ধিস্তু যা ভবেৎ। সৈব মায়া তয়ৈবাসৌ সংসারঃ পরিকল্প্যতে ॥৩॥ রূপে দ্বে নিশ্চিতং পূর্ব্বং মায়ায়া কুলনন্দন। বিক্ষেপাবরণে তত্র প্রথমং কল্পয়েজ্জগৎ ॥৪॥ লিঙ্গাদ্যা-ব্রহ্মপর্য্যন্তং স্থূল-সূক্ষ্ম-বিভেদতঃ। অপরং ত্বখিলং জ্ঞানরূপ-মাবৃত্য তিষ্ঠতি ॥৫॥ মায়য়া কল্পিতং বিশ্বং পরমাত্মনি কেবলে। রজ্জৌ ভুজঙ্গবদ্ ভ্রান্ত্যা বিচারে নাস্তি কিঞ্চন ॥৬॥ শ্রূয়তে দৃশ্যতে যদ্ যদ্ স্মর্য্যতে বা নরৈঃ সদা। অসদেব হি তৎসর্ব্বং যথা স্বপ্নমনোরথৌ ॥৭॥ দেহ এব হি সংসার-বৃক্ষ-মূলং দৃঢ়ং স্মৃতম্। তন্মূলঃ পুত্রদারাদি বন্ধঃ কিং তেঽন্যথাত্মনঃ ॥৮॥ দেহস্তু স্থূল-ভূতানাং পঞ্চ তন্মাত্র-পঞ্চকম্। অহংকারশ্চ বুদ্ধিশ্চ ইন্দ্রিয়াণি তথা দশ ॥৯॥ চিদাভাসো মনশ্চৈব মূল-প্রকৃতিরেব চ। এতৎ ক্ষেত্রমিতি জ্ঞেয়ং দেহ ইত্যভিধীয়তে ॥১০॥

[পরিচয়—পঞ্চবটীবনে শ্রীলক্ষ্মণ শ্রীরামচন্দ্রকে জীবের মোক্ষলাভের একান্ত কারণ কি জিজ্ঞাসা করেন। তাহার উত্তরে শ্রীরামচন্দ্র বলিতেছেন।]

শ্রীরামচন্দ্র কহিলেন—হে বৎস। যাহা অবগত হইলে লোক মাত্রই অলীক জগতের সত্য স্বরূপে প্রতীতি হইয়া সদ্যঃ মুক্তিলাভ করে, তাহার নিগূঢ় বিষয় বর্ণন করিব শুন ॥১॥ অগ্রে মায়ার স্বরূপ কহিব, তাহার পর জ্ঞানের সাধন বলিব, পরে বিজ্ঞান-সংযুক্ত জ্ঞানের বিষয় বর্ণনা করিব, পরিশেষে জ্ঞাতব্য পরমাত্মার কথা বলিব। এই সব অবগত হইলে সংসারে ভয়ের লেশ-মাত্র থাকে না ॥২॥ শরীর প্রভৃতি সমস্ত পদার্থই অনাত্মা। এই সকল বস্তুতে আত্মবুদ্ধির নাম মায়া, ও উহার দ্বারাই সংসার পরিকল্পিত হইয়া থাকে ॥৩॥ হে কুল-নন্দন! এই মায়ার দুইটী রূপ, বিক্ষেপ শক্তি ও আবরণ শক্তি। ইহার মধ্যে প্রথমটী মহৎ তত্ত্বাদি ব্রহ্ম পর্য্যন্ত স্থূল ও সূক্ষ্মভেদে প্রকাশ। অপরটী সকল জ্ঞান আবরণ করিয়া অবস্থিত করে ॥৪-৫॥ যতক্ষণ চেতনাময় তত্ত্বজ্ঞান না হয়, ততক্ষণ লোকের মনে বিক্ষেপ শক্তিতে, কল্পিত জগৎকে সত্য বলিয়া বোধ হয়—এক খণ্ড দড়িকে যেমন সাপ বলিয়া ভ্রম হয়॥ কিন্তু প্রকৃত বিচার করিলে কিছুই থাকে না ॥৬॥ মনুষ্য যাহা কিছু শুনে, দেখে অথবা স্মরণ করে, সে সকলই স্বপ্নে দেখা বস্তুর মত মিথ্যা ॥৭॥ এই দেহ, সংসার বৃক্ষের দৃঢ় মূল স্বরূপ ও তাহাই দারা পুত্রাদির উৎপত্তির মূল—অতএব দেহ না থাকিলে, আত্মার কিছুই থাকে না, পুত্রাদিও থাকে না ॥৮॥ পঞ্চতন্মাত্র দেহ পঞ্চস্থূলভূত-তন্মাত্র অহঙ্কার বুদ্ধি দশ ইন্দ্রিয় মন ও মূল প্রকৃতি ঘটিত। ইহাই ক্ষেত্র বলিয়া জানিবে ও ইহা দেহ নামে কথিত ॥৯-১০॥ মুমুক্ষু জীব, দেহ হইতে বিভিন্ন। জীবই নিরাময়

এতৈ র্বিলক্ষণো জীবঃ পরমাত্মা নিরাময়ঃ। তস্য জীবস্য বিজ্ঞানে সাধনান্যপি মে শৃণু। জীবশ্চ পরমাত্মা চ পর্য্যায়নয়ো নাত্র ভেদধীঃ ॥১১॥ মানাভাব-স্তথা দম্ভ-হিংসাদি-পরিবর্জ্জনম্। পরাক্ষেপাদি-সহনং সর্ব্বত্রাবক্রতা তথা ॥১২॥ মনো - বাক্ - কায় সদ্ভক্ত্যা সদ্গুরোঃ পরিসেবনম্। বাহ্যাভ্যন্তর-সংশুদ্ধিঃ স্থিরতা সৎক্রিয়াদিষু ॥১৩॥ মনোবাক্ কায়দণ্ডশ্চ বিষয়েষু নিরীহতা। নিরহংকারতা জন্ম-জরাদ্যা-লোচনং তথা ॥১৪॥ আসক্তিঃ স্নেহশূন্যত্বং পুত্রদার-ধনাদিষু। ইষ্টানিষ্টাগমে নিত্যং চিত্তস্য সমতা তথা ॥১৫॥ ময়ি সর্ব্বাত্মকে রামে হ্যনন্য-বিষয়া মতিঃ। জনসংবাধ-রহিত-শুদ্ধদেশ-নিষেবণম্ ॥১৬॥ প্রাকৃতৈ-র্জনসংঘৈশ্চ হ্যরতিঃ সর্ব্বদা ভবেৎ। আত্মজ্ঞানে সদোদ্যোগো বেদান্তা-র্থাবলোকনম্। উক্তৈ-রেতৈ-র্ভবেজ্‌জ্ঞানং বিপরীতৈ-র্বিপর্য্যয়ঃ ॥১৭॥ বুদ্ধি-প্রাণ-মনোদেহাহংকৃতিভ্যো বিচক্ষণঃ। চিদাত্মাহং নিত্যশুদ্ধো বুদ্ধ এবেতি নিশ্চয়ম্ ॥১৮॥ যেন জ্ঞানেন সংবিত্তে তজ্‌জ্ঞানং নিশ্চিতং চ মে। বিজ্ঞানং চ তদৈবৈতৎসাক্ষাদনুভবেদ্ যদা ॥১৯॥ আত্মা সর্ব্বতঃ পূর্ণঃ স্যাৎ চিদানন্দাত্মকোঽব্যয়ঃ। বুদ্ধ্যাদ্যুপাধি রহিতঃ পরিণামাদি-বর্জ্জিতঃ ॥২০॥ স্বপ্রকাশেন দেহাদীন্ ভাসয়ন্ননপাবৃতঃ। এক এবাদ্বিতীয়শ্চ সত্য-জ্ঞানাদি-লক্ষণঃ। অসঙ্গঃ স্বপ্রভো দ্রষ্টা বিজ্ঞানে-নাবগম্যতে ॥২১॥ আচার্য্য-শাস্ত্রোপদেশাদৈক্য-জ্ঞানং যদা ভবেৎ। আত্মনো-র্জীবপরয়ো-র্মূলা বিদ্যা তদৈব হি ॥২২॥ লীয়তে কার্য্যকরণৈঃ সহৈব পরমাত্মনি। সাঽবস্থা মুক্তি-রিত্যুক্তা হ্যুপচারো ঽয়মাত্মনি ॥২৩॥ ইদং মোক্ষস্বরূপং তে কথিতং রঘুনন্দন। জ্ঞান-বিজ্ঞান-বৈরাগ্য-সহিতং মে পরাত্মনঃ ॥২৪॥

পরমাত্মা। সেই জীবের বিজ্ঞান সাধন কিছু বলিতেছি, শুন। মুমুক্ষুগণ জীব হইতে পরমাত্মাকে ভিন্ন জ্ঞান করেন না। ॥১১॥ অভিমান দম্ভ হিংসা প্রভৃতি মানসিক বৃত্তি পরিত্যাগ করিবে। পরের নিন্দা সহ্য করিবে, ও কায়মনোবাক্যে ভক্তিভাবে সদ্গুরুর সেবা করিবে। বাহ্য ও আন্তরিক ঐ দেহেতে মনুষ্য অহং বুদ্ধি অবলম্বন করিয়া থাকে। পরের অনিষ্ট চিন্তা, পরনিন্দা, পরকে হস্তাদির দ্বারা প্রহার করিবে না ও নিরহঙ্কার হইয়া দেহের জন্ম জরা মরণ আলোচনা করিবে ॥১২-১৪॥ স্নেহ শূন্য হইয়া, স্ত্রীপুত্রধনাদির আসক্তি পরিত্যাগ করিবে ও ইষ্ট হউক বা অনিষ্ট হউক চিত্তকে সমভাবে রাখিবে ও অনন্য হইয়া আমাতে চিত্ত অর্পণ করিবে ॥১৫॥ জন-কোলাহল রহিত বিশুদ্ধ স্থানে বাস করিয়া প্রাকৃত অর্থাৎ সাংসারিক জনসমূহের সহবাস পরিত্যাগ করিবে। আত্মতত্ত্বের জ্ঞান সর্ব্বদা করিবে ও সময়ে সময়ে বেদান্তের অর্থালোচনা করিবে। এই কথিত কার্য্যের দ্বারা জ্ঞানেচ্ছু ব্যক্তিদিগের জ্ঞানলাভ হয়, বিপরীত আচরণে বিপরীত ফল হয় ॥১৬-১৭॥ বুদ্ধি প্রাণ মন দেহ ও অহঙ্কার হইতে বুদ্ধি অতিরিক্ত চিদাত্মস্বরূপ নিত্য ও শুদ্ধ এই রূপ নিশ্চয় যে জ্ঞান হইতে উৎপন্ন হয়, সেই জ্ঞানের নাম জ্ঞান। পরমাত্মা সাক্ষাৎকারের নাম বিজ্ঞান ॥১৮-১৯॥ নিশ্চিত জ্ঞান বিজ্ঞান দ্বারা সর্ব্বব্যাপী সচ্চিদানন্দ স্বরূপ অব্যয় নিরুপাধি সর্ব্বদা সাম্যাবস্থাপন্ন স্বপ্রকাশ দ্বারা দেহাদি প্রকাশক, অতএব স্বয়ং প্রকাশ-বিশিষ্ট সঙ্গরহিত অদ্বিতীয় সত্য জ্ঞান-স্বরূপ ও স্বকীয় প্রভা দ্বারা সমস্ত জগতের দ্রষ্টা সেই পরমাত্মাকে জানিতে পারা যায় ॥২১-২১॥ গুরুর উপদেশ ও শাস্ত্রের উপদেশ অনুসারে যখন জীবাত্মা ও পরমাত্মা অভেদ এই জ্ঞান হয়, তখন তাহাদের মূল অবিদ্যা, স্থূল ও ইন্দ্রিয়াদিরূপ সূক্ষ্মপদার্থের সহিত পরমাত্মাতে লীন হয়। ঐ অবিদ্যালয়ের অবস্থাকে মোক্ষাবস্থা বলিয়া পণ্ডিতগণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন ॥২২-২৩॥ হে রঘুনন্দন, তোমাকে এইরূপ জ্ঞান বিজ্ঞান ও বৈরাগ্য-মিশ্রিত আমাতে মোক্ষের কথা বলিলাম ॥২৪॥

কিং ত্বেতদ্‌দুর্ল্লভ মন্যে মদ্‌ভক্তি-বিমুখাত্মনাম্। চক্ষুষ্মতামপি যথা রাত্রৌ সম্যঙ্ ন দৃশ্যতে ॥২৫॥ পদং দীপ-সমেতানাং দৃশ্যতে সম্যগেব হি। এবং মদ্‌ভক্তি-যুক্তানা-মাত্মা সম্যক্ প্রকাশতে ॥২৬॥ মদ্‌ভক্তেঃ কারণং কিঞ্চিদ্ বক্ষ্যামি শৃণু তত্ত্বতঃ ॥২৭॥ মদ্‌ভক্তসঙ্গো মৎসেবা মদ্‌ভক্তানাং নিরন্তরম্। একাদশ্যুপবাসাদি মম পর্ব্বানুমোদনম্ ॥২৮॥ মৎকথা শ্রবণে পাঠে ব্যাখ্যানে সর্ব্বদা রতিঃ। মৎপূজা পরিনিষ্ঠা চ মম নামানুকীর্ত্তনম্ ॥২৯॥ এবং সততযুক্তানাং ভক্তি-রব্যভিচারিণী। ময়ি সঞ্জায়তে নিত্যং ততঃ কিমবশিষ্যতে ॥৩০॥ অতো মদ্‌ভক্তিযুক্তস্য জ্ঞান-বিজ্ঞানমেব চ। বৈরাগ্যং চ ভবেচ্ছীঘ্রং ততো মুক্তি-মবাপ্নুয়াৎ ॥৩১॥ কথিতং সর্ব্বমেতৎ তে তব প্রশ্নানুসারতঃ। অস্মিন্ মনঃ সমাধায় যস্তিষ্ঠেৎ স তু মুক্তিভাক্ ॥৩২॥ ন বক্তব্যমিদং যত্নান্ মদ্‌ভক্তি-বিমুখায় হি। মদ্‌ভক্তায় প্রদাতব্য-মাহূয়াপি প্রযত্নতঃ ॥৩৩॥ য ইদং তু পঠেন্ নিত্যং শ্রদ্ধা-ভক্তি-সমন্বিতঃ। অজ্ঞান-পটল-ধ্বান্তং বিধূয় পরিমুচ্যতে ॥৩৪॥ ভক্তানাং মম যোগিনাং সুবিমল-স্বান্তা-তিশান্তাত্মনাম্। মৎসেবাভি-রতাত্মনাং চ বিমল-জ্ঞানাত্মনাং সর্ব্বদা। সঙ্গং যঃ কুরুতে সদোদ্যতমতিঃ সৎসেবনানন্যধী-র্মোক্ষস্তস্য করে স্থিতোঽহমনিশং দৃশ্যো ভবে নান্যথা ॥৩৫॥

শ্রীভক্তিকৌস্তুভে সপ্তমে আহ্নিকে মোক্ষসাধনং নাম প্রথমঃ পরিচ্ছেদঃ।

কিন্তু আমাতে ভক্তিহীন ব্যক্তির পক্ষে মোক্ষ অতি দুর্ল্লভ। যেমন লোকের চক্ষু থাকিতেও রাত্রিতে পথ দেখিতে পায় না, কিন্তু দীপ থাকিলে যেমন অনায়াসে দেখিতে পায়, সেইরূপ ভক্তির সহিত যুক্ত হইলে আত্মা জীবের নিকট প্রকাশিত হন ॥২৫-২৬॥ যে উপায়ে মনুষ্য আমাতে ভক্তিলাভ করিতে পারে, তাহার যথার্থ রূপ বলিতেছি শুন ॥২৭॥ নিরন্তর আমার ভক্তের সঙ্গ ও আমার ভক্তের সেবা, একাদশীতে উপবাস, আমার পর্ব্বদিনগুলি পালন, আমার কথা, (রামায়ণাদি) শ্রবণে পাঠে ব্যাখ্যা করিতে অনুরাগ, আমার পূজাদির অনুষ্ঠান ও ভক্তগণসহ মিলিয়া আমার নাম কীর্ত্তন, এইরূপে যাহারা আমাতে সতত যুক্ত থাকে, তাহাদের আমাতে অচলা ভক্তি হয়। তাহার পর আর কিছু অবশিষ্ট থাকে না ॥২৮-৩০॥ আমাতে ভক্তিমান্ পুরুষের জ্ঞান বিজ্ঞান ও বৈরাগ্য অতি সত্বর উৎপন্ন হইয়া থাকে ও তাহা হইতে মুক্তিলাভ হয় ॥৩১॥ তোমার প্রশ্ন মত সবই বলিলাম। এই উপদেশ অনুসারে যে মন দিয়া কাজ করিবে, সে মুক্তিলাভ করিবে ॥৩২॥ আমা প্রতি ভক্তি হইতে বিমুখ জনকে এই উপদেশ দিও না। কিন্তু আমাতে ভক্তিমান্ জনকে আহ্বান করিয়া যত্নের সহিত বলিবে ॥৩৩॥ যে জন এই উপদেশ শ্রদ্ধা ও ভক্তির সহিত নিত্য পাঠ করিবে, সে অজ্ঞানরূপ অন্ধকার হইতে মুক্ত হইবে ॥৩৪॥ যাহারা আমার সেবায় অনন্যমতি হইয়া আমার ভক্তের, ও নির্ম্মল অন্তঃকরণ শান্ত প্রকৃতি ও আমার সেবাপরায়ণ পরম জ্ঞানী ও যোগীদিগের সঙ্গ সদা উদ্যত হইয়া করে, তাহাদিগের নিকট মোক্ষ হস্তগত হইয়া পড়ে, ইহাতে অন্যথা হয় না ॥৩৫॥

সপ্তম আহ্নিকে মোক্ষসাধননামা প্রথম পরিচ্ছেদ।

সপ্তমঃ আহ্নিকঃ।

দ্বিতীয়ঃ পরিচ্ছেদঃ—ভক্তিসাধনম্।

[আকরঃ—অধ্যাত্মরামায়ণম্]

সকৃদেব প্রপন্নায় তবাস্মীতি চ যাচতে। অভয়ং সর্ব্বভূতেভ্যো দদাম্যেতদ্ ব্রতং মম ॥১॥ অহং সর্ব্বত্র সমদৃক্ দ্বেষ্যো বা প্রিয় এব বা। নাস্তি মে কল্পকস্যেব ভজতোঽনুভজাম্যহম্ ॥২॥ মদ্‌ভক্তিবিমুখানাং হি শাস্ত্রগর্ত্তেষু মুহ্যতাম্। ন জ্ঞানং ন চ মোক্ষঃ স্যাৎ তেষাং জন্মশতৈরপি ॥৩॥ যদা পুণ্যবিশেষেণ লভতে সঙ্গতিঃ সতাম্। মদ্‌ভক্তানাং সুশান্তানাং তদা মদ্‌বিষয়া মতিঃ ॥৪॥ মৎকথা-শ্রবণে শ্রদ্ধা দুর্লভা জায়তে ততঃ। ততঃ স্বরূপ-বিজ্ঞান-মনায়াসেন জায়তে ॥৫॥ এবং ময়োদিতং সম্যগা-লোচয়তি যোঽনিশম্। তস্য সংসার-দুঃখানি ন স্পৃশন্তি কদাচন ॥৬॥ পুংস্ত্বে স্ত্রীত্বে বিশেষো বা জাতিনা-মাশ্রমাদয়ঃ। ন কারণং মদ্‌ভজনে ভক্তিরেব হি কারণম্ ॥৭॥ যজ্ঞ-দান-তপোভি-র্বা বেদাধ্যয়ন-কর্ম্মভিঃ। নৈব দ্রষ্টুমহং শক্যো মদ্‌ভক্তি-বিমুখৈঃ সদা।

[পরিচয়—বিভীষণ রাবণ কর্ত্তৃক বিতাড়িত হইয়া শ্রীরামচন্দ্রের শ্রীচরণকমলে শরণ লইতে আসেন।]

(শ্রীরামচন্দ্র কহিলেন)—কেহ যদি একটী বারও আমার শরণ লইয়া "প্রভু, আমি তোমার" বলিয়া আমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করে, আমি তাহাকে অভয় দান করি—এই আমার ব্রত ॥১॥

[ভরতের সহিত বহু অযোধ্যাবাসী চিত্রকুটে শ্রীরামকে ফিরাইয়া আনিতে যান। তাহার মধ্যে কৈকেয়ীও ছিলেন। তিনি অনুতপ্ত দেখিয়া শ্রীরামচন্দ্র তাঁহাকে বলিলেন।]

শ্রীরামচন্দ্র বলিলেন—আমি সর্ব্বত্র সমদর্শী। আমি কাহাকেও দ্বেষ করি না। আমার প্রিয়ও কেহ নাই। যেমন কল্পতরুর কাছে যে যাহা প্রার্থনা করে সে তাহা পায়। সেইরূপ যে আমাকে ভজনা করে, আমি তাহাকেই ভজনা করি ॥২॥

[শ্রীরামচন্দ্র পরমভক্ত শ্রীহনুমান্‌কে বলিতেছেন। রামহৃদয় স্তবে]

যাহারা আমাতে ভক্তিহীন, যাহারা শাস্ত্রোক্ত নানা ক্রিয়া কর্ম্মরূপ গর্ত্তসমূহে পতিত, তাহাদের শত জন্মেও তত্ত্ব জ্ঞান লাভ বা মোক্ষলাভ হয় না ॥৩॥

[বালীবধের পর বালীর পত্নী তারাকে উপদেশ প্রসঙ্গে শ্রীরামচন্দ্র বলিতেছেন।]

যখন জীব পূর্ব্বকৃত পুণ্যের বলে শান্ত প্রকৃতি ভক্ত ও সাধুজনের সঙ্গলাভ করে, তখন তাহার আমাতে মতি জন্মে ॥৪॥ তখন আমার লীলাকথা শ্রবণে অতিশয় শ্রদ্ধা হয় ॥৫॥ যাহারা আমার বাক্য (শাস্ত্র) মনে মনে অবিরত আলোচনা করে, সংসারের দুঃখ কষ্ট তাহাদিগকে কদাচ স্পর্শ করিতে পারে না ॥৬॥

[ভক্তিমতী শবরীর প্রার্থনায় শ্রীরামচন্দ্র তাঁহাকে ভক্তির নববিধ উপায় বলিতেছেন।]

স্ত্রী বা পুরুষ যে জাতিই বা যে আশ্রমবাসীই হউক, উত্তম বা অধম আশ্রম অবলম্বী যাহাই হউক, ভক্তি থাকিলেই সে আমার ভজনের অধিকারী হইতে পারে ॥৭॥ আমাতে ভক্তি-বিমুখ জনগণ, যজ্ঞ দান ও তপস্যা, ও বেদবিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলেও আমার দর্শন পাইতে পারে না। সেই জন্য হে ভামিনি, আমাতে ভক্তিলাভ করিবার উপায় আমি তোমাকে সংক্ষেপে

তস্মাদ্‌ভামিনি সংক্ষেপাদ্ বক্ষ্যেঽহং ভক্তিসাধনম্ ॥৮॥ সতাং সঙ্গতি-রেবাত্র সাধনং প্রথমং স্মৃতম্। দ্বিতীয়ং মৎকথালাপ-স্তৃতীয়ং মদ্‌গুণেরণম্। ব্যাখ্যাতৃত্বং মদ্‌বচসাং চতুর্থং সাধনং ভবেৎ ॥৯॥ আচার্য্যোপাসনং ভদ্রে মদ্‌বুদ্ধ্যাঽমায়য়া সদা। পঞ্চমং পুণ্যশীলত্বং যমাদি নিয়মাদি চ ॥১০॥ নিষ্ঠা মৎপূজনে নিত্যং ষষ্ঠং সাধনমীরিতম্। মম মন্ত্রোপাসকত্বং সাঙ্গং সপ্তমমুচ্যতে ॥১১॥ মদ্‌ভক্তেষ্বধিকা পূজা সর্ব্বভূতেষু মন্মতিঃ। বাহ্যার্থেষু বিরাগিত্বং শমাদি-সহিতং তথা ॥১২॥ অষ্টমং নবমং তত্ত্ব-বিচারো মম ভামিনি। এবং নববিধা ভক্তিঃ সাধনং যস্য কস্য বা ॥১৩॥ স্ত্রিয়ো বা পুরুষস্যাপি তির্য্যগ্‌যোনি-গতস্য বা। ভক্তিঃ সঞ্জায়তে প্রেম-লক্ষণা শুভলক্ষণে ॥১৪॥ ভক্তৌ সঞ্জাতমাত্রায়াং-মৎতত্ত্বানুভবস্তদা। মমানুভবসিদ্ধস্য মুক্তি-স্তত্রৈব জন্মনি। স্যাৎ তস্মাৎ কারণং ভক্তি-র্মোক্ষস্যেতি সুনিশ্চিতম্ ॥১৫॥ প্রথমং সাধনং যস্য ভবেৎ তস্য ক্রমেণ তু। ভবেৎ সর্ব্বং ততো ভক্তি-র্মুক্তিরেব সুনিশ্চিতম্ ॥১৬॥

ইতি শ্রীভক্তিকৌস্তুভে সপ্তমাহ্নিকে ভক্তিসাধনং নাম দ্বিতীয়ঃ পরিচ্ছেদঃ।

বলিতেছি ॥৮॥ সাধুদিগের সঙ্গই আমাতে ভক্তিলাভের প্রথম হেতু। দ্বিতীয়—আমার কথা (রামায়ণাদি) আলোচনা। তৃতীয়—আমার গুণ কীর্ত্তন। চতুর্থ আমার বাক্যের (শাস্ত্রের) ব্যাখ্যা কথন ও শ্রবণ। পঞ্চম—সদ্‌গুরুকেঈশ্বরবুদ্ধিতে অকপটে ভক্তি করা। ষষ্ঠ—সদাচার, যম নিয়মাদি পালন ও আমার পূজায় তৎপর হওয়া ও সপ্তম—আমার মন্ত্রের উপাসনা, মুক্তির প্রধান কারণ ॥৯-১১॥ অষ্টম উপায়—আমা অপেক্ষা আমার ভক্তকে অধিক পূজা। সর্ব্বভূতে ঈশ্বর বুদ্ধি, বাহ্য-বস্তুতে বৈরাগ্য ও ইন্দ্রিয়নিগ্রহ। নবম উপায়—তত্ত্ববিচার হে শুভলক্ষণে, স্ত্রী পুরুষ বা পশু, যে কোন প্রাণী, নববিধা ভক্তিতে সাধন সম্পন্ন হইলে, আমাতে তাহার প্রেম জন্মে। আমার প্রেমভক্তি হইলে ব্রহ্মতত্ত্বের অনুভব হয় ও তাহাদের সেই জন্মেই মুক্ত হয়। সেই হেতু ভক্তিই মুক্তির প্রধান কারণ, ইহা নিশ্চয় জানিবে ॥১২-১৫॥ যাহাদের, প্রথম সাধন অর্থাৎ ভক্তি হয়, ক্রমে ক্রমে অবশিষ্ট অন্য উপায় গুলিও তাহাদের সুসম্পন্ন হইয়া যায়। তাহা হইতে ভক্তি ও তদনন্তর মুক্তিলাভ হইয়া থাকে ॥১৬॥

সপ্তম আহ্নিকে ভক্তিসাধন নাম দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ সমাপ্ত।

তৃতীয়ঃ পরিচ্ছেদঃ—সংসারস্যানিত্যতাকথনম্।

[আকরঃ—অধ্যাত্মরামায়ণম্]

ভোগা মেঘ-বিতানস্থ-বিদ্যুল্লেখেব চঞ্চলা। আয়ু-রপ্যগ্নিসন্তপ্ত-লোহস্থ-জলবিন্দুবৎ ॥১॥ যথা ব্যাল-গলস্থোঽপি ভেকো দংশানপেক্ষতে। তথা কালাহিনা গ্রস্তো লোকো ভোগা-নশাশ্বতান্ ॥২॥ করোতি দুঃখেন হি কর্ম্মতন্ত্রং শরীর-ভোগার্থ-মহর্নিশং নরঃ। দেহস্তু ভিন্নঃ পুরুষাৎ সমীক্ষ্যতে কো বাত্র ভোগঃ পুরুষেণ ভুজ্যতে ॥৩॥ পিতৃমাতৃ-সুতভ্রাতৃ-দারবন্ধাদি-সঙ্গমঃ ॥ প্রপায়ামিব জন্তূনাং নদ্যাং কাষ্ঠৌঘবচ্চলঃ ॥৪॥ ছায়েব লক্ষ্মী-শ্চপলা প্রতীতা তারুণ্য-মম্বূর্মিবদধ্রুবং চ। স্বপ্নোপমং স্ত্রীসুখ-মায়ুরল্পং তথাপি জন্তো-রভিমান এষঃ ॥৫॥ সংসৃতিঃ স্বপ্নসদৃশী সদা রোগাদি-সংকুলা। গন্ধর্ব্ব-নগর-প্রখ্যা মূঢ়-স্তামনুবর্ত্ততে ॥৬॥ আয়ুষ্যং ক্ষীয়তে যস্মা-দাদিত্যস্য গতাগতৌ। দৃষ্ট্বাঽন্যেষাং জরা-মৃত্যু কথঞ্চিন্নৈব বুধ্যতে ॥৭॥ স এব দিবসঃ সৈব রাত্রি-রিত্যেব মূঢ়ধীঃ। ভোগা-ননুপতত্যেব কালবেগং ন পশ্যতি ॥৮॥ প্রতিক্ষণং ক্ষরত্যেতদাযুরামঘটাম্বুবৎ। সপত্না ইব রোগৌঘাঃ শরীরং প্রহরন্ত্যহো ॥৯॥ জরা ব্যাঘ্রীব পুরত-স্তর্জ্জয়ন্ত্যবতিষ্ঠতে। মৃত্যুঃ

[শ্রীরামচন্দ্রের বনগমন সংবাদে ক্রুদ্ধ ও দুঃখিত শ্রীলক্ষ্মণকে শ্রীরামচন্দ্র উপদেশ দিতেছেন।]

মেঘের মধ্যে বিদ্যুৎ যেমন চঞ্চল, ভোগবাসনা সেইরূপ চঞ্চল। উত্তপ্ত লৌহে পতিত জলবিন্দুবৎ মানুষের আয়ুও অতীব অল্পক্ষণ স্থায়ী ॥১॥ ভেক সাপের মুখে যাইবার সময়ও ডাঁশকে (তাহার খাদ্য) খাইতে ব্যস্ত হয়, সেইরূপ কালরূপ মহাসর্পের কবলে পড়িয়াও অস্থায়ী ভোগের জন্য জীব লালায়িত হয় ॥২॥ সুখ ভোগের জন্য লোকে দিবারাত্র কষ্ট করিয়াও কর্ম্ম করে। দেহ কিন্তু পুরুষ হইতে (আত্মা হইতে) ভিন্ন, ইহা নিশ্চিত। দেহ জড় বলিয়া ভোগে অসমর্থ। পুরুষও (আত্মাও) কোন ভোগ্য বস্তু ভোগ্য করে না ॥৩॥ পিতা মাতা পুত্র ভ্রাতা পত্নী বন্ধু প্রভৃতির সহিত সম্বন্ধ, পান্থশালায় পান্থসমাগমের ন্যায়। নদীর মধ্যে স্রোতে কতকগুলি কাঠ ভাসিয়া আসিয়া একত্র হওয়ার মত তাহাদের সহিত সম্বন্ধ ক্ষণস্থায়ী ॥৪॥ সম্পত্তি ছায়ার ন্যায় চঞ্চল যৌবন জলের তরঙ্গের ন্যায় অস্থির; স্ত্রীসহবাস সুখ, স্বপ্নবৎ, পরমায়ুও অল্প, তথাপি জীবের এত অভিমান ॥৫॥ সকল রোগাদি দুঃখময় সংসার স্বপ্নবৎ ও আকাশকুসুমবৎ মিথ্যা। তবুও মূঢ়গণ তাহাতে অনুরক্ত হয় ॥৬॥ সূর্য্যের উদয়ে ও অস্তগমনে একটী একটী করিয়া দিন যাইতেছে। সঙ্গে সঙ্গে আয়ুও নিত্য ক্ষয় হইতেছে অপরের জরা ও মৃত্যু দেখিয়া, জরা ও মৃত্যু যে অবশ্যম্ভাবী লোকে তাহা বুঝিতে চাহে না ॥৭॥ দিনের পর রাত্রি, আবার দিন, একে একে যাইতেছে দেখিয়াও জীব মোহবশতঃ ভোগে আসক্ত হয়। কালের গতি যে অপ্রতিহত তাহা সে দেখে না ॥৮॥ কাঁচা মাটীর ঘটে জল রাখিলে তাহা যেমন সমস্তক্ষণই চুঁয়াইয়া পড়িতে থাকে, সেইরূপ জীবের আয়ুও প্রতিক্ষণ ক্ষয় হইতেছে। শত্রুদিগের ন্যায় রোগ সমূহ শরীরকে প্রহার করিতেছে। জরা ব্যাঘ্রীর ন্যায় সম্মুখে থাকিয়া ভয় দেখাইতেছে, মৃত্যু সঙ্গে চলিয়া কাল প্রতীক্ষা করিতেছে

সহৈব যাত্যেব সময়ং সম্প্রতীক্ষ্যতে ॥১০॥ দেহেহহং ভাবমাপন্নো রাজাহহং লোক-বিশ্রুতঃ। ইত্যস্মিন্ মনুতে জন্তুঃ কৃমি-বিড্-ভস্ম-সজ্ঞিতে ॥১১॥ দেহোঽহমিতি যা বুদ্ধি-রবিদ্যা সা প্রকীর্ত্তিতা। নাহং দেহশ্চিদাত্মেতি বুদ্ধি-বদ্যেতি ভণ্যতে ॥১২॥ অবিদ্যা সংসৃতে-র্হেতু-র্বিদ্যা তস্যা নিবর্ত্তিকা। তস্মাদ্ যত্নঃ সদা কার্য্যো বিদ্যাভ্যাসে মুমুক্ষুভিঃ ॥১৩॥ ক্রোধ এষ মহান্ শত্রু-স্তৃষ্ণা বৈতরণী নদী। সন্তোষো নন্দনবনং শান্তিরেব হি কামধুক্ ॥১৪॥ তস্মাৎ ত্বং সর্ব্বদা ভিন্ন-মাত্মানং হৃদি ভাবয়। ভুঞ্জন্ প্রারব্ধমখিলং সুখং বা দুঃখমেব বা। প্রবাহ-পতিতঃ কার্য্যং কুর্ব্বন্নপি ন লিপ্যসে ॥১৫॥

শ্রীভক্তিকৌস্তুভে সপ্তমে আহ্নিকে সংসারস্যানিত্যতাকথনম্ নাম তৃতীয়ঃ পরিচ্ছেদঃ।

॥৯-১০॥ যে দেহ শেষে কৃমি বিষ্ঠা ও ভস্মে পরিণত হইবে, এ হেন ছার দেহে 'অহং' জ্ঞান করিয়া "আমি একজন বিখ্যাত রাজা" বলিয়া নিজেকে মনে করে ॥১১॥ 'দেহ আমি' এই বুদ্ধিকে অবিদ্যা বলে। 'দেহ আমি নহে'। চৈতন্য স্বরূপ আত্মাই আমি, এই বুদ্ধিকেই বিদ্যা বলে ॥১২॥ অবিদ্যা, জীবকে সংসারে আনিয়া তাহাতে প্রবৃত্তি দেয়, ও বিদ্যা এই সংসার-বুদ্ধির যাহাতে নিবৃত্তি হয়, তাহা করে। অতএব যাঁহারা মুক্তি লাভ করিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের যত্নের সহিত এই বিদ্যার অভ্যাস করা উচিত ॥১৩॥ ক্রোধ মহাশত্রু, তৃষ্ণা সংসার সীমান্তের বৈতরণী নদীর ন্যায় দুস্তর, সন্তোষ নন্দন কাননের ন্যায় আনন্দ দায়ক ও শান্তি সকল অভিলাষ পূর্ণ করে, অতএব তুমি সর্ব্বদা আত্মাকে, সর্ব্বদা বুদ্ধি প্রভৃতি হইতে ভিন্ন বলিয়া ভাবনা কর। সংসার প্রবাহে পতিত হইয়া কর্ম্ম করিতে থাকিলেও কর্ম্মফলে লিপ্ত হইবে না ॥১৪-১৫॥

ইতি শ্রীভক্তিকৌস্তুভে সপ্তম আহ্নিকে সংসারের অনিত্যতা নামক তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

অষ্টমঃ আহ্নিকঃ।

ভক্ত-মাহাত্ম্যম্।

[আকরঃ—ব্রহ্ম বৈবর্ত্তপুরাণম্। পদ্ম পুরাণম্। ভাগবতমাহাত্ম্যম্।

কৃষি স্তদ্ভক্তিবচনো নশ্চ তদ্দাস্যকারকঃ। ভক্তি-দাস্য-প্রদাতা যঃ স কৃষ্ণঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ॥১॥ কৃষিশ্চ পরমানন্দে নশ্চ তদ্দাস্যকর্ম্মণি। তয়োর্দাতা চ যো দেব-স্তেন কৃষ্ণঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥২॥ কৃষ্ণেতি মঙ্গলং নাম যস্য বাচি প্রবর্ত্ততে। ভস্মীভবতি তস্যাশু মহা-পাতককোটয়ঃ ॥৩॥ পরিণামাশুভং কর্ম্ম ভ্রান্তানাং মধুরান্ মধু। করোতি সূদনং যো হি স এব মধুসূদনঃ ॥৪॥ মুক্তিশ্চ দ্বিবিধা সাধ্বি শ্রুত্যুক্তা সর্ব্বসম্মতা। নির্ব্বাণ-পদদাত্রী চ হরি-ভক্তিপ্রদা নৃণাম্ ॥৫॥ মুক্তিঃ সেবারহিতা ভক্তিঃ সেবা-বিবর্দ্ধিনী। হরিভক্তি-স্বরূপাং চ মুক্তিং বাঞ্ছন্তি বৈষ্ণবাঃ ॥৬॥ বৈষ্ণবা-শ্চরণাম্ভোজে পরমানন্দ-সংযুতাঃ। সারাৎসারতরা ভক্তিরস-পীযূষ-পায়িনঃ ॥৭॥ পুরাণেষু চ বেদেষু চেতিহাসেষু সর্ব্বতঃ। নিরূপিতং সারভূতং কৃষ্ণপাদাম্বুজা-র্চ্চনম্ ॥৮॥ দানানাং চ ব্রতানাং চ সিদ্ধীনাং তপসাং পরম। যোগানাং চৈব বেদানাং কীর্ত্তনং সেবনং হরেঃ ॥৯॥ মুক্তত্ব-মমরত্বং বা সর্ব্বসিদ্ধিত্বমেব বা। শ্রীকৃষ্ণসেবনস্যৈব কলাং নার্হন্তি ষোড়শীম্ ॥১০॥ ব্রাহ্মণাদ্ বৈষ্ণবাদন্যে সকামাঃ সর্ব্বজন্মসু। ন তেষাং নির্ম্মলা বুদ্ধি-র্বিষ্ণুভক্তি-বিবর্জিতা ॥১১॥ অবৈষ্ণবাদ্ দ্বিজাদ্ বিপ্র চণ্ডালো বৈষ্ণবো বরঃ। সগণঃ শ্বপচো মুক্তো ব্রাহ্মণো

কৃষি শব্দে তাঁহাতে (শ্রীকৃষ্ণে) ভক্তি বুঝায় ও 'ন' শব্দ তাঁহার দাস্যকারক। যিনি ভক্তি ও দাস্য প্রদান করেন, তিনিই কৃষ্ণ বলিয়া পরিকীর্ত্তিত ॥১॥ (অপর স্থানে আছে) 'কৃষ্' বলিতে পরমানন্দ বুঝায়, 'ন' কারে তাঁহার দাস্য কর্ম্ম বুঝায়। আনন্দ ও দাস্য কর্ম্ম বা সেবা—এই দুইটাই যিনি দান করেন তিনিই শ্রীকৃষ্ণ ॥২॥ 'কৃষ্ণ' এই মঙ্গলময় নাম যাঁহার বদনে থাকে, তাঁহার কোটি কোটি মহাপাতক ভস্ম হইয়া যায় ॥৩॥ যে কর্ম্ম পরিণামে অশুভ, সংসারী ভ্রান্ত জীবগণের তাহা মধুর হইতে মধুর বোধ হয়। (এই অশুভ কর্ম্ম) যিনি নাশ করেন তিনি মধুসূদন ॥৪॥ (শ্রীপার্ব্বতীকে শ্রীমহাদেব বলিতেছেন) হে সাধ্বি! সর্ব্বমতে দুই প্রকার মুক্তি আছে। একটি মোক্ষদান করে, অপরটীতে হরিভক্তি দান করে, এই কথা শ্রুতিতেও কথিত আছে ॥৫॥ মুক্তিতে সেবা নাই। ভক্তিতে সেবা ক্রমশঃ বাড়িতে থাকে। হরি-ভক্তিস্বরূপা মুক্তিই বৈষ্ণবগণ বাঞ্ছা করেন ॥৬॥ বৈষ্ণবগণ (শ্রীহরির) শ্রীচরণকমলে পরমানন্দে যুক্ত থাকেন। তাঁহারা সার হইতে সার ভক্তির রসামৃত পান করেন ॥৭॥ বেদে পুরাণে রামায়ণে ও মহাভারতে, সকল শাস্ত্রেই শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচরণকমল অর্চ্চনাই (সাধনের) সার বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন ॥৮॥ দান ব্রত অষ্টসিদ্ধি কঠোর তপস্যা, প্রাণায়ামাদি যোগ, বেদ পাঠ, (এই সকল) অপেক্ষা হরিকীর্ত্তন শ্রেষ্ঠ ॥৯॥ মুক্তিলাভ, অমরত্ব লাভ, সর্ব্বসিদ্ধি লাভ প্রভৃতি, শ্রীকৃষ্ণ সেবার ষোল ভাগের এক ভাগের তুল্যও নহে ॥১০॥ ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ভিন্ন সকলে জন্মে জন্মে কামনা বাসনার বশ। তাহারা বিষ্ণুভক্তি-বিবর্জ্জিত বলিয়া তাহাদের বুদ্ধি নির্ম্মল হয় না ॥১১॥

নরকং ব্রজেৎ ॥১২॥ হরিভক্তি-বিহীনাশ্চ মহাহঙ্কার-সংযুতা। স্বপ্রশংসা-রতা ধূর্ত্তাঃ শঠা বৈ সাধুনিন্দকাঃ ॥১৩॥ বরং হুতবহ-জ্বালং ভক্তো বাঞ্ছতি পিঞ্জরম্। বরং চ কণ্টকে বাসঃ বরং চ বিষভক্ষণম্ ॥১৪॥ হরিভক্তি-বিহীনানাং ন সঙ্গং নাশকারণম্। স্বয়ং নষ্টো ভক্তিহীনো বুদ্ধিভেদং করোতি চ ॥১৫॥ শ্বপাকমিব নেক্ষেত লোকে বিপ্র-মবৈষ্ণবম্ বৈষ্ণবো বর্ণবাহ্যোঽপি পুনাতি ভুবনত্রয়ম্ ॥১৬॥ স কথং ব্রাহ্মণো যস্তু হরিভক্তি-বিবর্জ্জিতঃ। স কথং শ্বপচো যস্তু ভগবদ্-ভক্তিমানসঃ ॥১৭॥ স্মৃতঃ সম্ভাষিতো বাপি পূজিতো বা দ্বিজোত্তম। পুনাতি ভগবদ্ভক্ত-শ্চাণ্ডালোঽপি যদৃচ্ছয়া ॥১৮॥ যেষাং চিত্তে বসেদ্ ভক্তিঃ সর্ব্বদা প্রেমরূপিণী। ন তে পশ্যন্তি কীনাশং স্বপ্নেঽপ্যমলমূর্ত্তয়ঃ ॥১৯॥ ন প্রেতো ন পিশাচো বা রাক্ষসো বাসুরোঽপি বা। ভক্তিযুক্তমনস্কানাং স্পর্শনে ন প্রভু-র্ভবেৎ ॥২০॥ ন তপোভি-র্ন বেদৈশ্চ ন জ্ঞানেনাপি কর্ম্মণা। হরির্হি সাধ্যতে ভক্ত্যা প্রমাণং তত্র গোপিকাঃ ॥২১॥ নৃণাং জন্ম-সহস্রেণ ভক্তৌ প্রীতির্হি জায়তে। কলৌ ভক্তিঃ কলৌ ভক্তি-র্ভক্ত্যা কৃষ্ণঃ পুরঃস্থিতঃ ২২॥ ভক্তিদ্রোহকরা যে চ তে সীদন্তি জগত্রয়ে। দুর্ব্বাসা দুঃখমাপন্নঃ পুরা ভক্তিবিনিন্দকঃ ॥২৩॥ অলং ব্রতৈরলং তীর্থৈ-রলং যোগৈ-রলং মখৈঃ। অলং জ্ঞানকথালাপৈ-র্ভক্তিরেব হি মুক্তিদা ॥২৪॥ যৎ ফলং নাস্তি তপসা ন যোগেন সমাধিনা। তৎ ফলং লভতে সম্যক্ কলৌ কেশবকীর্ত্তনাৎ ॥২৫॥ সত্যাদি ত্রিযুগে বোধবৈরাগ্যৌ মুক্তিসাধকৌ। কলৌ তু কেবলং ভক্তি-র্ব্রহ্মসাযুজ্যকারিণী ॥২৬॥

হে বিপ্র অবৈষ্ণব দ্বিজ হইতে চণ্ডাল বৈষ্ণব শ্রেষ্ঠ কারণ, সেই চণ্ডাল (বৈষ্ণব) সপরিবারে মুক্ত হন। কিন্তু সেই (অবৈষ্ণব) ব্রাহ্মণ নরকেই গমন করে ॥১২॥ হরিভক্তিবিহীন জনগণ অত্যন্ত অহঙ্কারী, নিজ প্রশংসায় রত, ধূর্ত্ত, শঠ ও সাধুনিন্দাকারী ॥১৩॥ অগ্নিতাপে উত্তপ্ত পিঞ্জরে বাস, বা কণ্টক-মধ্যে বাস, এমন কি বিষভক্ষণও ভক্তগণ বাঞ্ছা করেন, কিন্তু তথাপি হরিভক্তি-বিহীন জনগণের সঙ্গ তাঁহারা চাহেন না। যেহেতু উহাই বিনাশের (নরকগমনের) একমাত্র কারণ। কেন না, ভক্তিহীন জন স্বয়ং নষ্ট বলিয়া অপরকে বিপরীত বুদ্ধি দেয় ॥১৪-১৫॥ ব্রাহ্মণ যদি বিষ্ণুভক্তিহীন হয়, চণ্ডালের মত তাহার দিকে তাকাইতেও নাই। চতুর্ব্বর্ণের বাহিরে নীচ অন্ত্যজ জাতীয় বৈষ্ণবও ত্রিভুবনকে পবিত্র করেন ॥১৬॥ যে হরিভক্তি-বর্জ্জিত সে কেমন ব্রাহ্মণ? যাঁর মন ভগবদ্ভক্তিযুক্ত তিনি কিসে চণ্ডাল? ॥১৭॥ স্মরণ করিলে, সম্ভাষণ করিলে কিংবা পূজা করিলে, হে দ্বিজোত্তম, ভগবদ্ ভক্তচণ্ডালগণও সংসারী জীবকে অনায়াসে পবিত্র করেন ॥১৮॥ যাঁহাদের চিত্তে সর্ব্বদা প্রেমরূপিণী ভক্তি বাস করেন, সেই নির্ম্মল-মূর্ত্তিগণকে স্বপ্নেও যমকে (বা যমলোক) দর্শন করিতে হয় না ॥১৯॥ কি প্রেত কি পিশাচ রাক্ষস, বা অসুর ইহাদের কাহারও ভক্তিমান্ পুরুষকে স্পর্শ করিবারও শক্তি হয় না ॥২০॥ শ্রীভগবান্‌কে তপস্যায় পাওয়া যায় না। বেদপাঠে বা জ্ঞানের দ্বারা, বা শুভ কার্য্যের দ্বারাও পাওয়া যায় না। ভক্তি করিলেই তাঁহার শ্রীচরণলাভ হয়। (ব্রজের) গোপিকাগণ ইহাই প্রমাণ দিয়াছেন ॥২১॥ সহস্র জন্মের পর (মানবের) শ্রীভগবানের শ্রীচরণ কমলে ভক্তি হয়। কলিযুগে ভক্তিই সর্ব্বপ্রধান। ভক্তিতে শ্রীকৃষ্ণের দর্শন মিলে ॥২২॥ যাহারা ভক্তির সহিত শত্রুতা করে এই ত্রিভুবনে তাহারা কষ্ট পায়। দুর্ব্বাসা মুনি ভক্তিকে নিন্দা করিয়া দুঃখ পাইয়াছিলেন ॥২৩॥ ব্রতপালন, তীর্থবাস, যোগাভ্যাস, যজ্ঞাদি কর্ম্ম, জ্ঞানকথা আলাপ,—এই সকলের কোন প্রয়োজন নাই। একমাত্র ভক্তিতেই মুক্তিলাভ হইয়া থাকে ॥২৪॥ কলিকালে শ্রীহরির কীর্ত্তনে যে ফল হয়, সে ফল তপস্যা, যোগ ও সমাধিতেও মিলে না ॥২৫॥ সত্য ত্রেতা ও দ্বাপর, এই তিন যুগে জ্ঞান ও বৈরাগ্যেতে মুক্তিলাভ হইত। কলিকালে মাত্র ভক্তিতেই পরমব্রহ্মের সাযুজ্য লাভ হয় ॥২৬॥

ঋষিভি-র্বহবো লোকে পন্থানঃ প্রকটীকৃতাঃ। শ্রমসাধ্যাশ্চ তে সর্বে প্রায়ঃ স্বর্গ-ফলপ্রদাঃ ॥২৭॥ বৈকুণ্ঠসাধকঃ পন্থাঃ স তু গোপ্যো হি বর্ত্ততে। তস্যোপদেষ্টা পুরুষঃ প্রায়ো ভাগ্যেন লভ্যতে ॥২৮ দ্রব্যযজ্ঞা-স্তপোযজ্ঞা-যোগযজ্ঞা-স্তথা-পরে। স্বাধ্যায়-জ্ঞান-যজ্ঞাশ্চ তে তু কর্ম্ম-বিসূচিকাঃ। সৎকর্ম্মসূচকো নূনং জ্ঞান-যজ্ঞঃ স্মৃতো বুধৈঃ ॥২৯॥ ভাগ্যোদয়েন বহুজন্ম-সমার্জ্জিতেন সৎসঙ্গমং চ লভতে পুরুষো যদা বৈ। অজ্ঞান-হেতুকৃত-মোহ-মদান্ধকার-নাশং বিধায় তদোদয়তে বিবেকঃ ॥৩০॥ ভক্তেষু গোবিন্দ-স্বরূপধর্ত্রী প্রেমৈককর্ত্রী ভবরোগ-হন্ত্রী। সা ত্বঞ্চ তিষ্ঠস্ব সুধৈর্য্যসংশ্রয়া নিরন্তরং বৈষ্ণব-মানসানি ॥৩১॥ সকল-ভুবনমধ্যে নির্ধনাস্তেঽপি ধন্যাঃ নিবসতি হৃদি যেষাং শ্রীহরেভক্তিরেকা। হরিরপি নিজলোকং সর্ব্বথাতো বিহায় প্রবিশতি হৃদি তেষাং ভক্তিসূত্রোপনদ্ধঃ ॥৩২॥ ইদং তত্ত্বমিদং তত্ত্বং মোহিতেনৈব মায়য়া। ভক্তিতত্ত্বং যদা প্রাপ্তং তদা বিষ্ণুময়ং জগৎ ॥৩৩॥ বারি ত্যক্ত্বা যথা হংসঃ পয়ঃ পিবতি নিত্যশঃ। এবং ধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য বিষ্ণুভক্তিং সমাশ্রয়েৎ ॥৩৪॥ তোয়ং বদ্ধ্বা তু বস্ত্রেণ কৃতং কার্য্যং কথং ভবেৎ। প্রাপ্য দেহং বিনা ভক্তিং ক্রিয়তে স বৃথা শ্রমঃ ॥৩৫॥ বাহুভ্যাং সাগরং তর্ত্তুং যথা মূঢ়োঽভিবাঞ্ছতি সংসার-সাগরং তদ্বৎ বিষ্ণুভক্তিং বিনা নরঃ ॥৩৬॥ যোগৈ রষ্টবিধৈ-র্বিষ্ণুর্ন প্রাপ্যশ্চেহজন্মনি। ভক্ত্যা বৈ প্রাপ্যতে বিষ্ণুঃ সর্ব্বথা সুলভ

ঋষিগণ সদ্গতিলাভের অনেক পথ দেখাইয়াছেন। সেইগুলি সবই বিশেষ পরিশ্রম-সাধ্য ও তাহাতে স্বর্গলাভ হয় (মুক্তিলাভ হয় না)।২৭॥ যে পথে বৈকুণ্ঠলাভ হয়, সে পথ অতি গোপনীয়। সে পথে কিরূপে যাওয়া যায়, তাহার উপদেশ যিনি দিতে পারেন, এমন পুরুষ বহু ভাগ্যে মিলে ॥২৮॥ দ্রব্য-যজ্ঞ, তপো-যজ্ঞ, বেদাধ্যয়ন জ্ঞান যজ্ঞ—এই সকল কর্ম্মের ফলে স্বর্গলাভ হয়। কিন্তু পণ্ডিতগণ জ্ঞানযজ্ঞকেই সৎকর্ম্মসূচক বলিয়া থাকেন ॥২৯॥ বহু জন্মের অর্জ্জিত ভাগ্যের উদয় হইলে সাধুসঙ্গ লাভ হয়। সাধুসঙ্গ লাভ হইলে অজ্ঞান হইতে উৎপন্ন মোহ (বিপরীত বুদ্ধি) মদ (গর্ব্ব) ও অন্ধকার (অজ্ঞানের অন্ধকার) নষ্ট হইয়া বিবেক বুদ্ধির উদয় হয় ॥৩০॥ (হে ভক্তি) তুমি ভক্তের হৃদয়ে শ্রীগোবিন্দের মধুর রূপ স্থাপন কর, শ্রীগোবিন্দে প্রেমদান করিতে তুমিই শ্রেষ্ঠা ও তুমি ভবরোগ নাশ করিয়া থাক। তুমি বৈষ্ণবগণের মনে নিরন্তর ধৈর্য্য সহ বাস কর ॥৩১॥ সকল ভুবন মধ্যে যাঁহারা ধনহীন, তাঁহারা ধন্য, যদি তাঁহাদের হৃদয়ে ভক্তিদেবী বাস করেন। শ্রীহরিও গোলোক বৈকুণ্ঠপুরী হইতে আসিয়া ভক্তিরূপ সূত্রকে অবলম্বন করিয়া তাঁহাদের হৃদয়ে প্রবেশ করেন ॥৩২॥ মায়ায় মুগ্ধ জীব যখন ভক্তিতত্ত্ব লাভ করে, তখনই জগৎ বিষ্ণুময় বোধ হয়। ইহাই যথার্থ তত্ত্ব, ইহাই যথার্থ কথা ॥৩৩॥ জলমিশ্রিত দুগ্ধ হইতে হংস যেমন জল ফেলিয়া দুধটুকু পৃথক করিয়া লইয়া পান করে, সেইরূপ সকল ধর্ম্ম হইতে সফল বস্তু বিষ্ণু ভক্তি লইয়া তাহা আশ্রয় করিতে হয় ॥৩৪॥ বস্ত্র দিয়া কি জল বাঁধা যায়? সেইরূপ ভক্তি বিনা কেবল দেহ দিয়া (মোক্ষলাভের চেষ্টা) বৃথা শ্রম মাত্র ॥৩৫॥ বাহু দিয়া (সাঁতার কাটিয়া) সাগর পার হইতে মূঢ় জনই চাহে। সেইরূপ বিষ্ণুভক্তি আশ্রয় না করিয়া অন্য চেষ্টায় ভব-সমুদ্র পার হইবার চেষ্টা অতিশয় মূঢ়ের কার্য্য ॥৩৬॥ ইহ জন্মে অষ্ট প্রকার যোগাভ্যাস দ্বারা ভগবান্

ভবেৎ ॥৩৭॥ সন্তপ্তানাং মুনিশ্রেষ্ঠ বিষ্ণুভক্তি-সুধার্ণবম্। বিনা-ন্যচ্ছরণং কিংবা ভবারণ্যে ভয়ানকে ॥৩৮॥ সৎকথা-শ্রবণে বুদ্ধি-র্যস্য যস্য প্রবর্ত্ততে। স স এব স্বয়ং বিষ্ণু-স্তস্মৈ তস্মৈ নমো নমঃ ॥৩৯॥ সর্ব্বধর্ম্মোজ্ঝিতা বিষ্ণো-র্নামমাত্রৈক-জল্পিনঃ। সুখেন যাং গতিং যান্তি ন তাং সর্ব্বেঽপি ধার্ম্মিকাঃ ॥৪০॥ কুরুক্ষেত্রং তথা কাশী গয়া বৈ দ্বারকা তথা। সর্ব্বং তীর্থং কৃতং তেন নামোচ্চারণ-মাত্রতঃ ॥৪১॥ গঙ্গা-গয়া-নৈমিষ-পুষ্করাণি। প্রয়াগ-কাশী-কুরুজাঙ্গলাণি তিষ্ঠন্তি দেহে কৃতভক্তিপূর্ব্বং গোবিন্দভক্তিং বহতাং নরাণাম্ ॥৪২॥ শুভগ্রহা ভূতপিশাচকাশ্চ ব্রহ্মাদয়ো দেবগণাঃ প্রসন্নাঃ। লক্ষ্মীঃস্থিরঃ তিষ্ঠতি মন্দিরে গোবিন্দ ভক্তিং বহতাং নরাণাম্ ॥৪৩ ন বাসুদেব ভক্তানাং অশুভং বিদ্যতে ক্বচিৎ। হরেঃ সুদর্শন-শ্চক্রং শশ্বদ্ রক্ষতি বৈষ্ণবান্ ॥৪৪॥ ধন্যাস্তে বৈষ্ণবাঃ শশ্বদ্ গোবিন্দপদপঙ্কজম্। ধ্যায়তে তাংশ্চ গোবিন্দঃ শশ্বৎ তেষাং চ সন্নিধৌ ॥৪৫॥ শশ্বদ্ যে নাম গায়ন্তি গুণং মন্ত্রং জপন্তি চ। কুর্ব্বন্তি শ্রবণং গাথা বদন্তি তেঽতি-বৈষ্ণবাঃ ॥৪৬॥ মদ্গুণ-শ্রবণাদ যে চ পুলকাঙ্কিত-বিগ্রহাঃ। গদ্গদাঃ সাশ্রু-নেত্রাশ্চ নরাস্তে বৈষ্ণবোত্তমাঃ ॥৪৭॥ পুত্রাদপি পরঃ স্নেহো ময়ি যেষাং নিরন্তরম্। গৃহাশ্রমাশ্চ ময়ি ন্যস্তা-স্তে-নরা বৈষ্ণবোত্তমাঃ ॥৪৮॥ অন্নং বিষ্ঠা জলং মূত্রং যদবিষ্ণো-রনিবেদিতম্। বৈষ্ণবাশ্চ ন খাদন্তি নৈবেদ্য-ভোজিনঃ সদা ॥৪৯॥ বিষ্ণোঃ পাদোদকং পুণ্যং নিত্যং যে ভুঞ্জতে নরাঃ। তৎপাপানি পলায়ন্তে বৈনতেয়াদি-বোরগাঃ ॥৫০॥

বিষ্ণুর শ্রীচরণকমল লাভ হয় না কি ভক্তিতে ভগবান্ বিষ্ণুর কৃপালাভ সুলভ হইয়া থাকে ॥৩৭॥ হে মুনিশ্রেষ্ঠ ভয়ানক সংসার অরণ্যে যাহারা বিবিধ তাপে তপ্ত, তাহাদের বিষ্ণুভক্তি রূপ সুধাসাগর ভিন্ন আর কি শরণ আছে? ॥৩৮॥ যাঁহাদের সৎকথা শ্রবণে মতি হয়, তাঁহারা বিষ্ণুতুল্য তাঁহাদের প্রণাম করি ॥৩৯॥ সর্ব্বপ্রকার লৌকিক ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া যাঁহারা বিষ্ণুনাম উচ্চারণ করেন, তাঁহারা সুখে যে গতি প্রাপ্ত হন, সকল ধার্ম্মিকগণ তাহা পান না ॥৪০॥ শ্রীভগবানের নাম উচ্চারণ মাত্র কুরুক্ষেত্র কাশী, গয়া দ্বারকা আদি সকল তীর্থ-গমনের ফললাভ হয় ॥৪১॥ শ্রীগোবিন্দের শ্রীচরণকমলে যাঁহাদের ভক্তি থাকে, তাঁহাদের দেহে গঙ্গা গয় নৈমিষারণ্য পুষ্কর ক্ষেত্র, প্রয়াগ কাশী কুরুজাঙ্গল প্রভৃতি তীর্থ সকল বাস করেন ॥৪২॥ শ্রীগোবিন্দের শ্রীচরণকমলে যাঁহাদের ভক্তি থাকে, মা লক্ষ্মী তাঁহাদের দেহে বাস করেন। গ্রহ ভূত পিশাচ আদি, দেবগণ, সিদ্ধগণ সকলেই তাঁহাদের মঙ্গলকারী হন ॥৪৩॥ শ্রীবাসুদেবের ভক্তদিগের কোনও প্রকারে অশুভ হয় না। শ্রীহরির সুদর্শন চক্র বৈষ্ণবদিগকে সর্ব্বদা রক্ষা করিয়া থাকেন ॥৪৫॥ যাঁহারা সর্ব্বদা হরিনাম গান করেন, নাম জপ করেন, হরি গুণকীর্ত্তন করেন ও শ্রীহরির লীলা শ্রবণ করেন তাঁহারা অতিবৈষ্ণব ॥৪৬॥ আমার গুণ শ্রবণ করিয়া যাঁহাদের দেহে রোমাঞ্চ হয় নেত্রে অশ্রু বহে কণ্ঠ গদগদ হয়, তাঁহারা বৈষ্ণবোত্তম ॥৪৭॥ পুত্র অপেক্ষা যাঁহাদের অধিক স্নেহ আমার প্রতি, যাঁহাদের কণ্ঠ নিরন্তর থাকে, তাঁহারা সংসারে বাস করিলেও বৈষ্ণবোত্তম ॥৪৮॥ শ্রীভগবান্‌কে যে অন্ন নিবেদন করা হইল না তাহা বিষ্ঠাতুল্য। যে জল শ্রীভগবান্‌কে নিবেদন হইল না তাহা মূত্রবৎ। বৈষ্ণবগণ নৈবেদ্যের প্রসাদ পান অর্থাৎ শ্রীভগবানে অনিবেদিত খাদ্য ভোজন করেন না ॥৪৯॥ শ্রীবিষ্ণুপদের শ্রীচরণামৃত যিনি নিত্য পান করেন তাঁহার দেহ হইতে পাপ সকল পলায়ন করে, (কিরূপ?) গরুড়কে দেখিয়া সাপ যেমন পলাইয়া যায় সেইরূপ ॥৫০॥

রতিঃ কৃষ্ণকথায়াং চ যস্যাশ্রু-পুলকোদ্‌গমঃ। মনো নিমগ্নং তত্রৈব স ভক্তঃ কথিতো বুধৈঃ ॥৫১॥ ন চ বিঘ্নো ভবেৎ তস্য পরমায়ুর্ন নশ্যতি। ন যাতি তৎপুরং কালো বৈনতেয়মিবোরগঃ ॥৫২॥ ন জহাতি সমীপং চ ক্ষণং তস্য হরিঃ স্বয়ম্। উপতিষ্ঠন্তি তূর্ণং তমণিমাদিক-সিদ্ধয়ঃ ॥৫৩॥ সুদর্শনং ভ্রমত্যেব তস্য পার্শ্বে দিবানিশম। কৃষ্ণাজ্ঞয়া চ রক্ষার্থং কো বা কিং কর্ত্তুমীশ্বরঃ ॥৫৪॥ ব্যাধয়ো বিপদঃ শোকা বিঘ্নাশ্চ ন প্রয়ান্তি তম্। ন যাতি তৎসমীপং চ মৃত্যু-র্মৃত্যুভয়ান্ মুনে। স চ সর্ব্বত্র নিঃশঙ্কঃ সুখী কৃষ্ণপ্রসাদতঃ ॥৫৫॥ জীবন্মুক্তশ্চ মদ্‌ভক্তো জন্ম-মৃত্যু-জরা-হরঃ। সর্ব্বসিদ্ধেশ্বরঃ শ্রীমান্ কীর্ত্তিমান্ পণ্ডিতঃ কবিঃ ॥৫৬॥ ভবেদ্ যস্য সুকৃতিনঃ পুত্রঃ পরম-বৈষ্ণবঃ। কুলকোটিং চ তস্যৈব উদ্ধর-ত্যবলীলয়া ॥৫৭॥ দাসং দাসীং প্রসূং ভার্য্যাং পুত্রাদপি পরং শতম্। উদ্ধরেৎ কৃষ্ণভক্তশ্চ গোলোকং যাতি নিশ্চিতম্ ॥৫৯॥ তাবদ্ গর্ভে বসেৎ কামী তাবতী যমযাতনা। তাবদ্ গৃহী চ ভোগার্থী যাবৎ কৃষ্ণং ন সেবতে ॥৬০॥ পুরুষাণাং শতং পূর্ব্বং পূতং তজ্জন্ম-মাত্রতঃ। স্বর্গস্থং নরকস্থং বা মুক্তিং প্রাপ্নোতি তৎক্ষণাৎ ॥৬১॥ অঙ্কুরো ভক্তিবৃক্ষস্য ভক্তসঙ্গেন বর্দ্ধতে। পরং হরিকথালাপ-পীযূষাসেচনেন চ ॥৬২॥ মদ্‌ভক্ত-বান্ধবা যে যে তে তে পুণ্যধিয়ঃ শুভে। তে যান্তি রত্নযানেন গোলোকঞ্চ সুদুর্লভম্ ॥৬৩॥ যত্র তত্র মৃতা যে চ জ্ঞানা-জ্ঞানেন বা সতি। জীবন্মুক্তাশ্চ তে পূতা ভক্ত-সন্নিধি-মাত্রতঃ ॥৬৪॥ বিশ্বাসঘাতী মিত্রঘ্নো মিথ্যা-সাক্ষ্য-প্রদায়কঃ। ন্যাসহারী ভবেৎ পূতো মদ্‌ভক্ত-স্পর্শ-দর্শনাৎ ॥৬৫॥ রামেতি নাম

কৃষ্ণ কথায় যাঁহার রতি, অশ্রুপাত ও দেহে রোমাঞ্চ হয় ও শ্রীকৃষ্ণে যাঁহার মন একেবারে নিমগ্ন, জ্ঞানিগণ তাঁহাকে ভক্ত বলেন ॥৫১॥ তাঁহার (ভক্তের) কোন বিঘ্ন হয় না ও তাঁহার আয়ু নাশ হয় না। সর্প যেমন গরুড়কে দেখিলে পলায়, সেইরূপ কাল (যম) তাঁহার নিকট যাইতে পারেন না ॥৫২॥ শ্রীহরি তাঁহার নিকট হইতে চলিয়া যান না। অণিমাদি সিদ্ধিগণ শীঘ্রই তাঁহার পূজা করে ৫৩॥ শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞায় সুদর্শন চক্র তাঁহাকে রক্ষা করিবার জন্য তাঁহার কাছে দিবারাত্র থাকেন। তাঁহার অনিষ্ট করিতে কাহারও শক্তি হয় না ॥৫৪॥ ব্যাধি বিপদ শোক ও বিঘ্ন তাঁহার কাছে আসিতে পারে না। জীব যেমন মৃত্যু ভয়ে পলায়, মৃত্যুও (যম) তাঁহার ভয়ে তেমনি পলান॥ শ্রীকৃষ্ণের প্রসাদে তিনি সর্ব্বদা শঙ্কাহীন ও সুখী ॥৫৫॥ (শ্রীভগবান্ বলিতেছেন) আমার ভক্ত জীবন্মুক্ত, জন্ম মৃত্যু জরা বিজয়ী, সকল সিদ্ধ পুরুষগণের শ্রেষ্ঠ, শ্রীমান্ কীর্ত্তিমান্, পণ্ডিত ও কবি ॥৫৬॥ যে সকল পুণ্যাত্মা নরগণের পুত্র বৈষ্ণব হন, তাঁহাদের কোটি-পুরুষকে, সেই বৈষ্ণব পুত্র অবলীলাক্রমে উদ্ধার করিয়া, দাস দাসী মাতা, পত্নী পুত্র ও পুত্র হইতে পরবর্ত্তী শত পুরুষকে কৃষ্ণভক্ত উদ্ধার করিয়া নিশ্চিত গোলোকে গমন করেন ॥৫৭-৫৯॥ কামী-জন যত কালে না কৃষ্ণসেবা করে, ততকাল জন্মিতে ও মরিতে থাকে, যমযাতনা পাইতে থাকে ও গৃহী (সংসারী) হইয়া ভোগে আসক্ত হয় ॥৬০॥ (শ্রীহরির) ভক্তের পূর্ব্বতন শতপুরুষ তাঁহার জন্ম মাত্রেই পবিত্র হন। তাঁহারা স্বর্গেই থাকুন বা নরকেই থাকুন, তৎক্ষণাৎ মুক্তিলাভ করেন ॥৬১॥ ভক্তি বৃক্ষের অঙ্কুর ভক্তের সঙ্গ-ভাবে বর্দ্ধিত হয়। যেহেতু হরিকথা আলাপ রূপ অমৃত সম্যক্ ও বিশেষ রূপে সেচন হইয়া থাকে।৬২॥ যাঁহারা যাঁহারা আমার ভক্তের বন্ধু, হে কল্যাণি, তাঁহারা তাঁহারাই পুণ্যাত্মা। তাঁহারা রত্ননির্ম্মিত যানে আরোহণ করিয়া সুদুর্লভ বৈকুণ্ঠে গমনকরেন ॥৬৩॥ যেথা সেথা (অর্থাৎ স্থানে অস্থানে) যাঁহারা মারা গিয়াছেন সজ্ঞানে বা অজ্ঞানে হউক, হে সতি, তাঁহারা ভক্তসন্নিধি মাত্রেই পবিত্র ও জীবন্মুক্ত হয়েন ॥৬৪॥ বিশ্বাসঘাতক মিত্রহত্যাকারী, মিথ্যাসাক্ষ্য-প্রদাতা, গচ্ছিত বস্তু অপহারকও আমার ভক্তকে দর্শন বা স্পর্শ করিবামাত্র পবিত্র হয় ॥৬৫॥ যে মনীষিগণ, যাত্রাকালে রামনাম স্মরণ করেন, তাঁহাদের সর্ব্ব-

যাত্রায়াং যে স্মরন্তি মনীষিণঃ। সর্ব্বসিদ্ধি-র্ভবেৎ তেষাং যাত্রায়াং নাত্র সংশয়ঃ ॥৬৬॥ রাম নাম দ্বিজশ্রেষ্ঠ সর্ব্বাশুভ নিবারণম্। কামদং মোক্ষদং চৈব স্মর্ত্তব্যং সততং বুধৈঃ ॥৬৭॥ রামনামেতি বিপ্রর্ষে যস্মিন্ ন স্মর্য্যতে ক্ষণে। ক্ষণঃ স এব ব্যর্থঃ স্যাৎ সত্যমেবং ময়োচ্যতে ॥৬৮॥ শ্রীকৃষ্ণঃ সেবিতো যেন কিং তস্য তপসাং ফলৈঃ। প্রাপ্তঃ কল্পতরু-র্যেন কিং তস্যা-ন্যেন শাখিনা ॥৬৯॥ ধর্ম্মং ভজস্ব সততং ত্যজ লোক-ধর্ম্মান্। সেবস্ব সাধুপুরুষান্ জহি কামতৃষ্ণাম্। অন্যস্য দোষ-চিন্তন-মাশু ত্যক্ত্বা সেবা-কথা-রস-মহো নিতরাং পিব ত্বম্ ॥৭০॥ অদৃঢ়ং চ হতং জ্ঞানং প্রমাদেন হতং শ্রুতম্। সন্দিগ্ধো হি হতো মন্ত্রো ব্যগ্রচিত্তো হতো জপঃ ॥৭১॥ অবৈষ্ণবো হতো দেশো হতং শ্রাদ্ধ-মপাত্রকম্। হতমশ্রোত্রিয়ে দান-মনাচারহতং কুলম্ ॥৭২॥ বিশ্বাসো গুরুবাক্যেষু স্বস্মিন্ দীনত্ব-ভাবনা। মনো-দোষ-জয়শ্চৈব কথায়াং নিশ্চলা মতিঃ ॥৭৩॥ এব-মাদি কৃতং চেৎ স্যাৎ তদা বৈ শ্রবণে ফলম্। পুনঃ শ্রবান্তে সর্ব্বেষাং বৈকুণ্ঠে বসতি-র্ধ্রুবম্ ॥৭৪॥ নারায়ণো নাম নরো নরাণাং প্রসিদ্ধ-চৌরঃ কথিতঃ পৃথিব্যাম্। অনেক-জন্মার্জ্জিত-পাপ-সঞ্চয়ং হরত্যশেষং স্মরতাং সদৈব ॥৭৫॥ ব্রহ্মেশ-শেষাদি-সুরৈ-রগম্যং ধ্যানৈ-র্ন কিঞ্চিৎ সনকাদিভিশ্চ। বেদৈঃ পুরাণৈশ্চ নিরূপিতং ন ভজস্ব ভক্ত্যা নবনীত-চৌরম্ ॥৭৬॥

ইতি শ্রীভক্তিকৌস্তুভে ভক্তমাহাত্ম্যং নাম অষ্টমঃ আহ্নিকঃ।

সিদ্ধি লাভ হয়, ইহাতে সংশয় নাই ॥৬৬॥ হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ, রামনাম সকল অশুভ নিবারণ করে। ইহা (রামনাম) অভীষ্ট দান করে। পণ্ডিতগণ সতত রাম নাম করেন ॥৬৭॥ হে ব্রহ্মর্ষি, যে সময় রামনাম স্মরণ করা না হয়, সে সময়টা ব্যর্থ হয়, ইহা আমি সত্য বলিতেছি ॥৬৮ যিনি শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিয়াছেন, তাঁহার তপস্যার কি প্রয়োজন? যিনি কল্পতরু পাইয়াছেন তাঁহার অন্য বৃক্ষের কি প্রয়োজন? ॥৬৯॥ ভাগবতধর্ম্ম সতত ভজনা কর, লৌকিক ধর্ম্ম সকল ত্যাগ কর, সাধুপুরুষগণের সেবা কর, কামতৃষ্ণা অর্থাৎ বিষয় বাসনা ত্যাগ কর, অপরের দোষগুণ চিন্তা ত্যাগ করিয়া, সেবা রস ও কথারস প্রাণ ভরিয়া পান কর (অর্থাৎ সেবায় ও লীলাকথা আস্বাদনে মাতিয়া যাও) ॥৭০॥ জ্ঞান দৃঢ় না হইলে নষ্ট হয়। ভুল করিলে বিদ্যা নষ্ট হয়। মন্ত্রে সন্দেহ থাকিলে সে মন্ত্র নিষ্ফল॥ ব্যগ্রমনে জপ করিলে সে জপ ব্যর্থ হয় ॥৭১॥ যে দেশে বৈষ্ণব জন নাই, সেই দেশ নষ্ট। শ্রাদ্ধকালে অপাত্রে দান করিলে সে শ্রাদ্ধ নষ্ট হইয়া যায় ও অনাচারে কুল নষ্ট হয় ॥৭২॥ গুরুবাক্যে বিশ্বাস রাখ, নিজেকে দীনহীন জ্ঞান কর, মনের দোষগুলিকে জয় করিতে ও কথায় দৃঢ় মতি রাখিতে চেষ্টা কর॥ এরূ অভ্যাস করিতে থাকলে সংকথা শ্রবণে প্রকৃত ফল হয়। একমনে সংকথা শ্রবণে বৈকুণ্ঠ লাভ হয় ॥৭৪॥ নারায়ণ নামে এক নর আছেন। তিনি পৃথিবীতে জনসমাজে প্রসিদ্ধ চোর বলিয়া খ্যাত। কেননা তাঁহাকে যিনি সর্ব্বদা স্মরণ করেন, তিনি তাঁহার বহু জন্মের অর্জ্জিত পাপরাশি নিঃশেষে হরণ করেন ॥৭৫॥ ব্রহ্মা শিব অনন্তাদি দেবগণ যাঁহাকে জানিতে পারেন নাই, বেদ ও পুরাণ যাঁহাকে নিরূপণ করিতে পারেন নাই, সেই নবনীত-চোরকে ভক্তিভাবে ভজনা কর ॥৭৬॥

ইতি শ্রীভক্তিকৌস্তুভে ভক্তমাহাত্ম্য নামে অষ্টম আহ্নিক।

নবমঃ আহ্নিকঃ—ভক্তিমাহাত্ম্যম্।

[আকরঃ—শ্রীমদ্ভাগবতম্। পুরাণানি।]

কর্ম্মণা জায়তে জন্তুঃ কর্ম্মণৈব বিলীয়তে। সুখং দুঃখং ভয়ং ক্ষেমং কর্ম্মণৈবাভিপদ্যতে ॥১॥ অস্তি চেদীশ্বরঃ কশ্চিৎ ফলরূপ্যণ্য-কর্ম্মণাম্। কর্ত্তারং ভজতে সোঽপি ন হ্যকর্ত্তুঃ প্রভুর্হি সঃ ॥২॥ কিমিন্দ্রেণেহ ভূতানাং স্বঃ স্বঃ কর্ম্মানুবর্ত্তিনাম্। অনীশে-নান্যথা কর্ত্তুং ন স্বভাব-বিহিতং নৃণাম্ ॥৩॥ স্বভাব-তন্ত্রো হি জনঃ স্বভাব-মনুবর্ত্ততে। স্বভাবস্থ-মিদং সর্ব্বং স দেব সুর মানুষম্ ॥৪॥ দেহানুচ্চাবচান্ জন্তুঃ প্রাপ্যোৎসৃজতি কর্ম্মণা। শত্রু-র্মিত্রঃ মুদাসীনঃ কর্ম্মৈব গুরুরীশ্বরঃ। তস্মাৎ সংপূজয়েৎ কর্ম্ম স্বভাবস্থঃ স্বকর্ম্মকৃৎ ॥৫॥ হৃদিস্থোঽপ্যতি-দূরস্থঃ কর্ম্ম-বিক্ষিপ্ত-চেতসাম্। আত্মশক্তিভি-রগ্রাহ্যো-ঽপ্যন্ত্যুপেত-গুণাত্মনাম্ ॥৬॥ ন কর্ম্মণা ন তপসা ন জপৈ-র্নাসনাদিভিঃ। ন জ্ঞানেন ন চান্যেন বশ্যোঽহং শ্রদ্ধয়া বিনা ॥৭॥ শ্রদ্ধা ময্যস্তি চেৎ পুংসাং যেন কেনাপি হেতুনা। বশ্যঃ স্পৃশ্যশ্চ দৃশ্যশ্চ পূজ্যঃ সংভাব্য এব চ। সাধ্যা তস্মান্ ময়ি শ্রদ্ধা মাং বশীকর্ত্তুমিচ্ছতা। শ্রদ্ধাহেতুঃ স্বধর্ম্মস্য রক্ষণং বর্ণিনামিহ ॥৯॥ প্রসাদাদ্ দেবতাভক্তিঃ প্রসাদো ভক্তিসম্ভবঃ। যথেহাঙ্কুরতো বীজং বীজতো বা যথাঙ্কুরঃ ॥১০॥ সংক্ষিপ্য তত্র বঃ সারং সাধনং প্রব্রবীম্যহম্। শ্রোত্রেণ শ্রবণং তস্য বচসা কীর্ত্তনং তথা।

[পরিচয়—ব্রজে-ইন্দ্রযজ্ঞের জন্য আয়োজন দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরাম শ্রীনন্দমহারাজকে জিজ্ঞাসা করেন—পিতঃ, এই যজ্ঞ কিসের জন্য? শ্রীনন্দমহারাজ বলিলেন—মেঘবাহন ইন্দ্র জল না দিলে আমরা বাঁচিতে পারি না তাই ইন্দ্রযজ্ঞ হইতেছে। ইহার উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন।]—সকল জীব নিজ নিজ কর্ম্মফলে দেহধারণ ও দেহত্যাগ করে ও সকলেই নিজ নিজ কর্ম্মফলে সুখ দুঃখ ভয় ও মঙ্গলাদি লাভ করে ॥১॥ জীবের কর্ম্মের যদি কেহ ফলদাতা ও নিয়ন্তা থাকেন তিনি, যে জীব যে কর্ম্ম করে তাহাকে সেই ফল দিয়া থাকেন। কর্ম্ম না করিলে তিনি ফল দিতে পারেন না ॥২॥ কাহারও পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্মফলের অন্যথা করিতে পারেন না। সকলে নিজ নিজ কর্ম্ম-অনুসারে সুখ ও দুঃখ ভোগ করে অতএব ইন্দ্র কাহার কি করিতে পারেন? ॥৩॥ সকল জীবই পূর্ব্বজন্মের সংস্কারের অধীন ও তদনুসারে সাত্ত্বিক রাজসিকাদি প্রকৃতি হইয়া থাকে। দেব অসুর মনুষ্য প্রভৃতি সর্ব্বজীব ও সর্ব্বজগৎ নিজ নিজ স্বভাব অনুসারেই কার্য্য করিয়া থাকে ॥৪॥ পূর্ব্বজন্মের কর্ম্ম অনুসারে সকল জীবই দেবদেহ নরদেহ পশুদেহ বা অন্যদেহ ধারণ করিয়া থাকে। কর্ম্মই সকলের শত্রু, মধ্যস্থ, গুরু ও নিয়ন্তা। অতএব কর্ম্মই সকলের মূল ও পূর্ব্ব জন্মের সংস্কার অনুসারে সকল কর্ম্ম নিষ্পন্ন হইয়া থাকে ॥৫॥ (হে ভগবন্) যে সকল ব্যক্তির চিত্ত কর্ম্ম দ্বারা বিক্ষিপ্ত, আপনি হৃদিস্থিত হইয়াও তাহাদের পক্ষে দূর স্থিত। আর যে-সকল নিরহঙ্কার ব্যক্তির অন্তঃকরণ শ্রবণ কীর্ত্তনাদি দ্বারা পবিত্র হইয়াছে, আপনি তাঁহাদের নিকটে আছেন। আপনাকে নমস্কার ॥৬॥ (শ্রীভগবান্ বলিতেছেন) আমি শ্রদ্ধা বিনা অন্য কোনও উপায়ে বশ হই না। কর্ম্মে নহে, তপস্যায় নহে, জপ যোগ আসনাদি, এমন কি জ্ঞানেও নহে ॥৭॥ কোনও পুরুষের যে কোন কারণেই হউক আমা প্রতি শ্রদ্ধা হইলে আমি তাঁহার বশীভূত হই। এই পুরুষের চরণধূলি লইতে হয়; তাঁহাকে দর্শন করিতে হয়। তাঁহাকে পূজা করিতে হয় ও তাঁহার সহিত আলাপ করিতে হয় ॥৮॥ আমাকে বশ করিতে ইচ্ছা করিলে, আমাকে শ্রদ্ধা করিতে সাধন করিবে। স্বধর্ম্মপালনেই সেই শ্রদ্ধা আসে ॥৯॥ ভগবানের সন্তোষেই ভগবানে ভক্তি জন্মে ও ভক্তি হইতেই ভগবৎসন্তোষ হইয়া থাকে। যেমন এই সংসারে অঙ্কুর হইতে বীজ জন্মে ও বীজ হইতে অঙ্কুর জন্মে ॥১০॥ সংক্ষেপে ভগবৎসন্তোষের সাধন বলিতেছি—ভগবানের নাম ও কথা, কর্ণে শ্রবণ বাক্যে কীর্ত্তন

মনসা মননং তস্য মহাসাধন-মুচ্যতে ॥১১॥ মন্নাম-নিরতা বাণী বাঙ্‌মতা খলু নেতরা। মমোপচার-নিরতঃ কায়ঃ কায়ো ন চেতরঃ ॥১২॥ ফলানপেক্ষয়া যেষাং মনো মৎপ্রেরণং ভবেৎ। প্রার্থয়েয়ুঃ ফলং পশ্চাৎ ভক্তাস্তেঽপি মম প্রিয়াঃ ॥১৩॥ অনুকূলস্য সংকল্পঃ প্রতিকূলস্য বর্জ্জনম্। রক্ষিষ্যতীতি বিশ্বাসো গোপ্তৃত্বে বরণং তথা। আত্ম-নিক্ষেপ-কার্পণ্যে ষড়্‌বিধা শরণাগতিঃ ॥১৫ অঙ্গীকৃত্যাত্ম-নিক্ষেপং পঞ্চাঙ্গানি সমর্পয়েৎ। ন হ্যস্য সদৃশং কিঞ্চিৎ ভুক্তি-মুক্ত্যোস্তু সাধনম্ ॥১৫॥ মহাত্মনা-মনন্যানাং ময়ি সংন্যস্ত-চেতসাম্। অষ্টধা লক্ষণং প্রাহু-র্মম ধর্ম্মাধিকারিণাম্। মদ্‌ভক্তজন-বাৎসল্যং পূজায়াং চানুমোদনম্ ॥১৬॥ স্বয়-মভ্যর্চ্চনং চৈব মদর্থে চাঙ্গচেষ্টিতম্ ।১৭॥ মৎকথা শ্রবণে ভক্তিঃ স্বর-নেত্রাঙ্গ-বিক্রিয়াঃ। মমানুস্মরণং নিত্যং যশ্চ মামুপজীবতি ॥১৮॥ এব-মষ্টবিধং চিহ্নং যস্মিন্ ম্লেচ্ছেঽপি-বর্ত্ততে। স বিপ্রেন্দ্রো মুনিঃ শ্রীমান্ স যতিঃ স চ পণ্ডিতঃ ॥১৯॥ ন মে প্রিয়শ্চতুর্ব্বেদী মদ্‌ভক্তঃ শ্বপচোঽপি যঃ। তস্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহ্যং স চ পূজ্যো যথা হ্যহম্ ॥২০॥ তুলয়াম লবেনাপি ন স্বর্গং ন পুনর্ভবম্। ভগবৎ-সঙ্গি-সঙ্গস্য মর্ত্ত্যানাং কিমুতাশিষঃ ॥২১॥ অথ যে মানবা লোকে স্বেচ্ছয়া ধৃতবিগ্রহাঃ। ভাবাতিশয়-সম্পন্নাঃ-পূর্ব্ব-সংস্কার-সংযুতাঃ। বিরক্তা বানুরক্তা বা স্ত্র্যাদীনাং বিষয়েষ্বপি। পাপৈ-র্ন তে বিলিপ্যন্তে পদ্মপত্র-মিবাম্ভসা ॥২২-২৩॥ ন ময্যাবেশিত-ধিয়াং কামঃ কামায় কল্পতে। ভর্জ্জিতাঃ কথিতা ধানাঃ প্রায়ো বীজায় নেষ্যতে ॥২৪॥ নাস্তি কৃত্য-মকৃত্যং চ সমাধি-র্বা পরায়ণম্। ন বিধি-র্ন নিষেধশ্চ তেষাং

ও মনন ॥১১॥ যে বাক্য আমার নামে নিরত তাহাই বাক্য বলিয়া গণ্য, অন্য বাক্য বাক নহে। আমার সেবায় নিরত দেহই দেহ, অন্য দেহ প্রকৃত দেহপদবাচ্য নহে ॥১২॥ (বিষয়ের) ফলের অপেক্ষা না করিয়া যাহাদের মন আমার প্রতি আকৃষ্ট হয় ও পরে ফল প্রার্থনা করে. সেই সকল ভক্তগণ আমার প্রিয় ॥১৩॥ ভগবানের অনুকূল বিষয়ে সঙ্কল্প, প্রতিকূল বিষয় ত্যাগ ভগবান্ রক্ষা করিবেন এই বিশ্বাস, ও তিনিই রক্ষাকর্ত্তা বলিয়া ভগবান্‌কে বরণ করা, তাঁহার শ্রীচরণে আত্মসমর্পণ তথা দীনতা—এই ছয় প্রকার শরণাগতি হয় ॥১৪॥ অঙ্গীকার করিয়া পঞ্চ অঙ্গ সমর্পণ করিবে। ইহার তুল্য ভোগ ও মুক্তির সাধন কিছুই নাই। ১৫॥ ধর্ম্মাধিকারী অনন্য মহাত্মা, যাঁহাদের চিত্ত আমাতে দৃঢ়ভাবে স্থির, তাঁহাদের আট প্রকার লক্ষণ হয়, জ্ঞানিগণ বলেন ॥১৬॥ আমার ভক্তের প্রতি বাৎসল্য ভাব, (অর্থাৎ দোষে গুণ দেখা। আমার পূজার অনুমোদন, নিজে পূজা করা, আমার জন্য অঙ্গ চেষ্টা, আমার কথা শ্রবণে ভক্তি. স্বরে নেত্রে ও অঙ্গে বিকার (অর্থাৎ গদগদ কণ্ঠ, অশ্রুপাত ও দেহে রোমাঞ্চ). আমাকে অনুক্ষণ স্মরণ ও নিত্য আমাকে আশ্রয় করিয়া জীবন-ধারণ—এই আট প্রকার চিহ্ন যদি কোন ম্লেচ্ছেও হয় সেই ম্লেচ্ছ ব্রাহ্মণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। তিনি মুনি ও শ্রীমান্। তিনি যতি, তিনিই পণ্ডিত ॥১৭-১৯॥ বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ আমার প্রিয় নহে। হরিভক্ত, জাতিতে চণ্ডাল হইলেও তিনি দানের উপযুক্ত পাত্র। তাঁহার নিকট হইতে দান গ্রহণ করা উচিত। তিনি আমার ন্যায় পূজ্য ॥২০॥ (ঋষিগণ কহিলেন) শ্রীভগবানের ভক্তের ক্ষণমাত্র সঙ্গের সহিত স্বর্গ ও মোক্ষাদির তুলনা হয় না॥ তুচ্ছ জাগতিক বিষয়ের ত কথাই নাই ॥২১॥ এই জগতে যাঁহারা শ্রীভগবানে প্রগাঢ় ভাবযুক্ত হইয়া আপন ইচ্ছায় পূর্ব্বসংস্কার বশে (প্রারব্ধবশে নহে) নরদেহ ধারণ করিয়া (জগতে) আসিয়াছেন, তাঁহারা বিষয়ে বা নারীতে অনুরক্তই হউন বা বিরক্ত হউন, পদ্মপত্রের জলের মত তাঁহারা পাপে লিপ্ত হন না ॥২২-২৩॥ (শ্রীভগবান্ বলিতেছেন) আমাতে যাঁহাদের বুদ্ধি নিবিষ্ট থাকে, কাম তাঁহাদিগকে কিছুই করিতে পারে না। (উদাহরণ দিয়া) ধানকে যেমন ভাজিয়া ফেলিলে ও ক্বাথ বাহির করিয়া ফেলিলে, তাহা হইতে আর বীজ হয় না, সেইরূপ ॥২৪॥

মম যথা তথা ॥২৫॥ যথেহ পরিপূর্ণস্য সাধ্যং মম ন বিদ্যতে। তথৈব কৃতকৃত্যানাং তেষাংমপিন সংশয়ঃ ॥২৬॥ যৎকিঞ্চিৎ কুরুতে কর্ম্ম পুরুষঃ সাধ্বসাধু বা। সর্ব্বং নারায়ণে ন্যস্য কুর্ব্বন্নপি ন লিপ্যতে ॥২৭॥ ন যত্র বৈকুণ্ঠ কথা-সুধাপ্যা ন সধবো ভাগবতা-স্তদাশ্রয়াঃ। ন যত্র যজ্ঞেশমখা মহোৎসবাঃ সুরেশ-লোকোঽপি ন বৈ স সেব্যতাম্ ॥২৮॥ প্রাপ্তা নৃজাতিং ত্বিহ যে চ জন্তবো জ্ঞান ক্রিয়া-দ্রব্য কলাপ-সংভৃতাম্। ন বৈ যতেরন্ অপুনর্ভবায় তে ভূয়ো বনৌকা ইব যান্তি বন্ধনম্ ॥২৯॥ লব্ধা সুদুর্লভ-মিদং বহুসম্ভবান্তে মানুষ্য-মর্থদমনিত্যমপীহ ধীরঃ। তূর্ণং যতেত ন পতেদনুমৃত্যু যাবন্ নিঃশ্রেয়সায় বিষয়ঃ খলু সর্ব্বতঃ স্যাৎ ॥৩০॥ ত্রিবর্গং নাতিকৃচ্ছ্রেণ ভজেত গৃহমেধ্যপি। যথাদেশং যথাকালং যাবদ্ দৈবোপপাদিতম্ ॥৩১॥ আহুঃ শরীরং রথ-মিন্দ্রিয়াণি হয়ানভীষূন্ মন ইন্দ্রিয়েশম্। বর্ত্মানি মাত্রা ধিষণাং চ সূতং সত্ত্বং বৃহদ্বন্ধু-রমীশসৃষ্টম্ ॥৩২॥ অক্ষং দশপ্রাণ-মধর্ম্মধর্ম্মৌ চক্রেঽভিমানং রথিনং চ জীবম্। ধনুর্হি তস্য প্রণবং পঠন্তি শরং তু জীবম্ পরমেব লক্ষ্যম্ ॥৩৩॥ জনস্য কৃষ্ণাদ্ বিমুখস্য দৈবাদধর্ম্মশীলস্য সুদুঃখিতস্য অনুগ্রহায়েহ চরন্তি নূনং ভূতানি ভব্যানি জনার্দ্দনস্য ॥৩৪॥ লব্ধেহ মানুষীং যোনিং জ্ঞান-বিজ্ঞান-সম্ভবাম্। আত্মানং যো ন বুধ্যেত ন কচিচ্ছমমাপ্নুয়াৎ ॥৩৫॥ অকামঃ সর্ব্বকামো বা মোক্ষকাম উদারধীঃ। তীব্রেণ ভক্তিযোগেন যজেত পুরুষং পরম্ ॥৩৬॥ ন চাস্য কশ্চিন্ নিপুণেন ধাতু-রবৈতি জন্তুঃ কুমনীষ উতীঃ। নামানি

তাঁহাদের কর্ত্তব্য অকর্ত্তব্য নাই সমাধির (প্রয়োজন) নাই, ব্রত পারায়ণাদিও নাই। আমার মত তাঁহাদের বিধি বা নিষেধ নাই ॥২৫॥ আমি যেমন (আত্মারাম) পূর্ণকাম, আমার সাধন কিছু নাই, সেইরূপ তাঁহারাও কৃতকৃত্য, তাঁহাদের করণীয় কিছুই নাই ॥২৬॥ পুরুষ সৎকর্ম্ম বা অসৎকর্ম্ম যাহাই করুন না কেন, সমস্তই (সকল কর্ম্ম মনপ্রাণ) শ্রীনারায়ণে সমর্পণ করিলে কোন কর্ম্মে লিপ্ত হন না ॥২৭॥ যেখানে বৈকুণ্ঠনাথের গুণগান রূপ অমৃত নদী সকল প্রবাহিত হয় না, যেখানে তাঁহার আশ্রিত ভাগবত সাধুগণ নাই, যেখানে যজ্ঞেশ্বর শ্রীবিষ্ণুর যজ্ঞ ও মহোৎসব হয় না, সে স্থান ইন্দ্রলোকতুল্য হইলেও তথায় বাস করা উচিত নহে ॥২৮॥ এই ভারতভূমিতে জ্ঞান ক্রিয়া দ্রব্য প্রভৃতি নানা উপকরণে পরিপূর্ণ নরজন্ম লাভ করিয়া, যে সকল নরনারী মুক্তির জন্য বিশেষ যত্ন না করে, তাহারা বনস্পতি বৃক্ষের ন্যায় পুনরায় বন্ধনে পড়ে। ॥২৯॥ এই সংসার অনিত্য হইলেও ধীর ব্যক্তি বহু জন্মের অন্তে পুরুষার্থ-সাধন মনুষ্য জন্ম লাভ করিয়া সেই ক্ষণভঙ্গুর দেহের যে পর্য্যন্ত পতন না হয় তাবৎ মুক্তির জন্য বিশেষ যত্ন করিতে হয়। কেন না, পশু প্রভৃতি জন্মে পতিত হইলেও বিষয় ভোগ অবশ্যই করিতে হয় ॥৩০॥ গৃহস্থ ব্যক্তি ধর্ম্ম অর্থ ও কামের জন্য অতিরিক্ত চেষ্টা ও পরিশ্রম করিবে না। পরন্তু দেশের অনুরূপ কালের অনুরূপ ও প্রারব্ধ কর্ম্মদ্বারা যাহা সম্পন্ন হইবে তাহাই চেষ্টা করিবে। যাহা দেশে যথাকালে লভ্য তাহাই সেবা করিবে ॥৩১॥ পণ্ডিতগণ বলেন—নরদেহটী রথস্বরূপ, ইন্দ্রিয়গণ রথের অশ্ব, ইন্দ্রিয়দিগের অধিপতি মন, লাগাম। গন্তব্যপথ—শব্দ স্পর্শ রূপ রস ও গন্ধ। বুদ্ধিই সারথি ও চিত্তই সমস্ত দেহব্যাপী ইন্ধন। এইরূপ ভগবানেরসৃষ্টি। এই দেহ রথের চাকার পাখি,—দশটী প্রাণ। অধর্ম্ম ও ধর্ম্ম দুইটী চাকা। অভিমানযুক্ত জীব রথের অধিষ্ঠাতা পুরুষ। প্রণব তাঁহার ধনু, জীব তাঁহার বাণ, ও পরমাত্মাই লক্ষ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করেন ॥৩২-৩৩॥ পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মদোষে যাহারা শ্রীভগবানের প্রতি বিমুখ হইয়া পাপাচরণবশতঃ নিতান্ত দুঃখ পাইতে থাকে, সেই পাপিদিগের অনুগ্রহ করিবার জন্যই ভগবানের প্রিয়ভক্তগণ সংসারে আসেন ও বিচরণ করেন ॥৩৪॥ মনুষ্যজন্মে শাস্ত্রজনিত জ্ঞান বিজ্ঞান উভয়ই হইতে পারে। সংসারে সেই মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়াও যে ব্যক্তি আত্মতত্ত্ব বুঝিতে পারে না সে কখনও মঙ্গল লাভ করিতে পারে না ॥৩৫॥ কামনা-বিহীনই হউক বা সর্ব্বকামনা-যুক্তই হউক বা মোক্ষকামীই হউক, সুবুদ্ধি ব্যক্তি তীব্র ভক্তিযোগ দ্বারা পরমপুরুষকে ভজনা করিবে ॥৩৬॥ নটের অভিনয় দেখিয়া যেমন অজ্ঞ

রূপাণি মনো-বচোভিঃ সংতন্বতো নটচর্য্যা-মিবাঽজ্ঞঃ ॥৩৭॥ স বেদ ধাতুঃ পদবীং পরস্য দুরন্তবীর্য্যস্য রথাঙ্গ-পাণেঃ। যোঽমায়য়া সন্ততয়াঽনুবৃত্ত্যা ভজেত তৎপাদ-সরোজগন্ধম্ ॥৩৮॥ যেষাং স এব ভগবান্ দয়য়েদনন্তঃ সর্ব্বাত্মনা-শ্রিতপদো যদি নির্ব্যলীকম্। তে দুস্তরা-মতিতরন্ত্যথ দেবমায়াং নৈষাং মমাহমিতিধীঃ-শ্ব-শৃগাল ভক্ষ্যে ॥৩৯॥ অবিস্মিতং তং পরিপূর্ণকামং স্বেনৈব লাভেন সমং প্রশান্তম্। বিনোপসর্পত্যপরং হি বালিশাঃ শ্ব-লাঙ্গুলেনাতিতির্ত্তি সিন্ধুম্ ৪০॥ জলং তদুদ্ভবৈশ্ছন্নং হিত্বাঽজ্ঞো জলকাম্যয়া মৃগতৃষ্ণা-মুপাধাবেদ্‌যথাঽন্যত্রার্থদৃক্ স্বতঃ ॥৪১॥ তং সুখারাধ্য-মৃজুভি-রনন্যশরণৈ-র্নৃভিঃ। কৃতজ্ঞঃ কো ন সেবেত দুরারাধ্য-মসা-ধুভিঃ ॥৪২॥ নিবৃত্ততর্ষৈ-রুপগীয়মানাদ্ ভবৌষধা-চ্ছ্রোত্র-মনোঽভিরামাৎ। ক উত্তমশ্লোক-গুণানুবাদাৎ পুমান্ বিরজ্যেত বিনা পশুঘ্নাৎ ॥৪৩॥ যস্তূত্তমশ্লোক-গুণানুবাদঃ সঙ্গীয়তেঽ-ভীক্ষ্ণ-মমঙ্গলঘ্নঃ। তমেব নিত্যং শৃণুয়া-দভীক্ষ্ণং কৃষ্ণেঽমলাং ভক্তি-রভীপ্সমানঃ ॥৪৪॥ সংসার-সিন্ধু-মতি-দুস্তর-মুত্তিতীর্ষো-র্নাঽন্যঃ প্লবো ভগবতঃ পুরুষোত্তমস্য। লীলাকথারস-নিষেবণ-মন্তরেণ পুংসো ভবেদ্ বিবিধ-দুঃখ দবার্দ্দিতস্য ॥৪৫॥ অযোগ্যানাঞ্চ কারুণ্যাদ্ ভক্তানাং পরমেশ্বরঃ। প্রসীদতি ন সন্দেহো বিগৃহ্য বিবিধান্ মলান্ ॥৪৬॥ প্রসাদাদেব সা ভক্তিঃ

ব্যক্তি কিছুই বুঝিতে পারে না, সেইরূপ কুবুদ্ধি ব্যক্তি নানা তর্কের দ্বারা বিশ্ববিধাতা শ্রীভগবানের লীলা নাম রূপ কিছুই বুঝিতে পারে না ॥৩৭॥ অকপট ভাবে অবিচ্ছিন্নভাবে অনুকূল আচরণের দ্বারা যিনি শ্রীভগবানের শ্রীচরণ কমলের ভজনা করেন (শ্রীপাদপদ্মের সৌরভ পাইয়া কৃতার্থ হন), তিনিই শ্রীভগবানের লীলা জানিতে ও বুঝিতে পারেন, কেননা শ্রীহরি তাঁহার ভজনে তাঁহার ভক্তকে কৃপা করিতে ব্যস্ত। তিনি সুদর্শন রূপে জ্ঞান চক্রের দ্বারা ভক্তের মোহ কাটাইয়া জ্ঞান দান করেন ॥৩৮॥ অনন্ত গুণের আধার করুণাসাগর শ্রীভগবানের শ্রীচরণ কমলে যাঁহারা শরণ লয়েন, তাঁহারাই দুস্তর দেবমায়া হইতে উত্তীর্ণ হন। 'আমি' ও 'আমার' —এই বুদ্ধি যাহাদের, তাহাদের দেহ অন্তিমে কুকুর ও শৃগালের ভক্ষ্য হয় মাত্র, আর কিছু হয় না। সেই বেদবিদ্য শ্রীগোবিন্দ যদি কাহারও প্রতি কৃপাদৃষ্টি করেন, ও যদি তিনি অকপটে কায়মনোবাক্যে সেই শ্রীচরণকমল আশ্রয় করেন, তিনিই দুস্তর মায়া তরিয়া যান ॥৩৯॥ যিনি অসীম, যিনি আত্মস্বরূপেই পরম পরিতৃপ্ত, যিনি রাগ দ্বেষাদি শূন্য, যিনি কৌতূহলের অতীত, সেই শ্রীভগবান্ ভিন্ন অন্য কাহারও নিকট যে মূর্খ শরণাগত হয়, তাহার পক্ষে কুকুরের লেজ ধরিয়া দুরন্ত সমুদ্র পার হওয়ার মত নিজ বিপদ্ হইতে পরিত্রাণ হওয়া অসম্ভব ॥৪০॥ যেমন অজ্ঞ ব্যক্তি শেওলা প্রভৃতি দ্বারা আচ্ছন্ন জলকে (অজ্ঞতা বশতঃ) জমি ভাবিয়া পরিত্যাগ করিয়া মরীচিকার পশ্চাতে ছুটে, সেইরূপ সুখকে অনুধ্যানকারী জন আত্মজ্ঞান সুখকে পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র ছুটিয়া বেড়ায় ॥৪১॥ সেই ভক্তবৎসল শ্রীভগবান্ অনন্যাশ্রয় ও সরল-মনা মনুষ্য-মাত্রেরই অতিশয় সুখারাধ্য। কেবল অসাধু লোকেই তাঁহাকে দুরারাধ্য ভাবে। শরণাগতের প্রতিপালক বলিয়া কৃতজ্ঞ হইয়া কে না তাঁহার সেবা করিবে? ॥৪২॥ মুক্ত ব্যক্তিগণ সেই উত্তম-শ্লোক শ্রীভগবানের গুণ সদা কীর্ত্তন করেন। ইহা মুমুক্ষুগণের একমাত্র উপায় স্বরূপ। ইহা ভবব্যাধির একমাত্র ঔষধ। ইহা শ্রবণে মনে আনন্দ দান করে পশুঘাতী ব্যতীত অন্য কোনও ব্যক্তি ইহা হইতে বিরত হইতে পারে না ॥৪৩॥ নিঃশেষে পাপ হরণকারী শ্রীভগবানের গুণানুবাদ শ্রীকৃষ্ণের ভক্তিলাভেচ্ছুগণের সেই লীলাকথা পরম আদরে শ্রবণ করা উচিত ॥৪৪॥ অতি দুস্তর সংসার সাগরের পারে গমনেচ্ছু নানা দুঃখে পীড়িত মানবদিগের পক্ষে পুরুষোত্তম শ্রীভগবানের লীলাকথা শ্রবণ কথন ব্যতীত অন্য আশ্রয় নাই ॥৪৫॥ করুণানিধি পরমেশ্বর, অযোগ্য ভক্তদিগের বিবিধ দোষগুলিকেই ছুতা রূপে ধরিয়া প্রসন্ন হন, ইহা নিঃসন্দেহ ॥৪৬॥ শ্রীভগবানের

প্রসাদো ভক্তিসম্ভবঃ। অবস্থা-ভেদ-মুৎপ্রেক্ষ্য বিদ্বাংস্তত্র ন মুহ্যতি ।৪৭॥ প্রসাদ-পূর্ব্বিকা যেয়ং ভুক্তিমুক্তি-বিধায়িনী। নৈব সা শক্যতে প্রাপ্তুং নরৈ-রেকেণ জন্মনা ॥৪৮॥ অনেক-জন্ম-সিদ্ধানাং শ্রৌত-স্মার্ত্তানুবর্ত্তিনাম্। বিরক্তানাং প্রবুদ্ধানাং প্রসীদতিমহেশ্বরঃ ॥৪৯॥ পরয়া চ তয়া ভক্ত্যা প্রসাদো লভ্যতে পরঃ। প্রসাদাৎ সর্ব্বপাশেভ্যো মুক্তি-মুর্ক্তস্য নির্বৃতিঃ ॥৫০॥

ত্রৈলোক্যে ভক্তিসদৃশঃ পন্থা নাস্তি সুখাবহঃ। চতুর্যুগেষু দেবেশি কলৌ তু সুবিশেষতঃ ॥৫১॥ কলৌ তু জ্ঞান-বৈরাগ্যৌ বৃদ্ধরূপৌ নিরুৎসবৌ। গ্রাহকাভাবতো দেবি জাতৌ জর্জ্জরতামিতি ৫২॥ কলৌ প্রত্যক্ষ-ফলদা ভক্তিঃ সর্ব্বযুগেষ্বপি। তৎ-প্রভাবাদহং নিত্যং তদ্বশো নাত্র সংশয়ঃ ॥৫৩॥ যো ভক্তিমান্ পুমান্ লোকে সদাহং তৎসহায়কৃৎ। বিঘ্নহর্ত্তা রিপুস্তস্য দণ্ড্যো নাত্র চ সংশয়ঃ ॥৫৪॥ ভক্তাধীনোঽহমেবাস্মি তদ্বশাৎ সর্ব্বকার্য্যকৃৎ। অযথোচিত-কর্ত্তা হি প্রসিদ্ধো ভুবন-ত্রয়ে ।৫৫॥ যদা যদা বিপত্তির্হি ভক্তানাং ভবতি ক্বচিৎ। তদা তদা হরাম্যাশু তৎক্ষণাৎ সর্ব্বশঃ সদা ।৫৬॥ কিং বহূক্তেন দেবেশি ভক্তাধীনঃ সদা হ্যহম্। তৎ কর্ত্তঃ পুরুষস্যাতিবশগো নাত্র সংশয়ঃ ॥৫৭॥ ত্রৈলোক্যে যানি পুণ্যানি ধর্ম্মকর্ম্ম-ফলানি চ। তুল্যতাং তানি নো যান্তি হরিনামানুকীর্ত্তনৈঃ ॥৫৮॥ যো ভাব-গদগদো ভূত্বা রোদিত্যচ্যুত-সন্নিধৌ। তস্য কৃষ্ণঃ পরিক্রীত-স্তস্মাদ্ বিভ্যতি দেবতাঃ ৫৯। দানং ব্রতং তপো যজ্ঞঃ শ্রাদ্ধ ব পিতৃতর্পনম্। সকলং নিষ্ফলং লোকে হরিসংকীর্ত্তনং বিনা ॥৬০॥ যথাঽয়োঽগ্নি-সমাবেশান্ নায়ো ভবতি কেবলম্। তথৈব মম সান্নিধ্যান্ ন তে

প্রসন্নতা হইতেই ভক্তি হয়। আবার ভক্তি হইতেই শ্রীভগবানের প্রসন্নতা লাভ হয়। এই অবস্থার ভেদ দর্শন করিয়া জ্ঞানী মোহপ্রাপ্ত হয়েন না ॥৪৭॥ শ্রীভগবান্ প্রসন্ন হইলেই মুক্তি দেন। মনুষ্য ইহা এক জন্মে লাভ করিতে পারে না ॥৪৮॥ শ্রুতি স্মৃতির বিধি অনুবর্ত্তন বহু জন্ম ধরিয়া করিতে থাকিলে জ্ঞানবান ও বৈরাগ্যবান্ ব্যক্তির প্রতি ভগবান্ মহেশ্বর প্রসন্ন হ'ন ॥৪৯॥ পরম ভক্তিলাভ হইলে ভগবৎ প্রসাদ লাভ হয়। ভগবৎপ্রসাদ হইলে জীব সকল প্রকার বন্ধন হইতে মুক্ত হয় ও পরমানন্দ লাভ করে ॥৫০॥

ত্রিভুবনে সুখ দিতে ভক্তির তুল্য আর কিছু নাই। ইহা সত্য ত্রেতা দ্বাপর ও কলি চারি যুগেই সত্য, বিশেষতঃ কলিকালে ॥৫১॥ (ভগবান্ শ্রীশঙ্কর মা দুর্গাকে বলিতেছেন) কলিকাল জ্ঞান ও বৈরাগ্য বৃদ্ধবৎ অকর্ম্মণ্য ও নিরুৎসাহ। হে দেবি ইহা গ্রহণ করিবার লোকের অভাবেই তাঁহারা (জ্ঞান ও বৈরাগ্য) জরাজীর্ণ হইয়া গিয়াছেন ॥৫২॥ সর্ব্বযুগ অপেক্ষা কলি-যুগে ভক্তি প্রত্যক্ষফলদা। ভক্তির প্রভাবেই আমি ভক্তির ও ভক্তজনের বশ হই ॥৫৩॥ এ জগতে যিনি (আমাতে) ভক্তিমান্ আমি তাঁহার সাহার্য্য করিয়া থাকি। যাহারা ভক্তের বিঘ্ন উৎপাদন করে সেই রিপুগণ, আমার নিকট দণ্ডনীয়, ইহাতে সংশয় নাই ॥৫৪॥ আমি ভক্তের অধীন। আমি তাঁহার বশে, ও তাঁহার সাহায্য করি। আমি অযথোচিত কর্ত্তা বলিয়া জগতে প্রসিদ্ধ। (অর্থাৎ জীবের যে ফল পাইবার কথা নহে আমি সেই ফল দিয়া থাকি ॥৫৫॥ যদি ভক্তের কোনও বিপদ্ ঘটে আমি তখনই সর্ব্বপ্রকারে সেই বিপদ্ দূর করি ॥৫৬॥ (শ্রীমহা-দেব বলিতেছেন) হে দেবেশি (দুর্গা) আমি বেশী বলিতেছি না, আমি সর্ব্বদাই ভক্তের অধীন। যিনি ভক্তিসাধনা করেন, আমি তাঁহার একেবারেই বশ হই। ইহাতে সংশয় নাই ॥৫৭॥ ত্রিভুবনে ধর্ম্মকর্ম্মের যে সকল পুণ্য কথিত আছে, তাহা ভক্তমুখে হরিলীলা শ্রবণ ও কীর্ত্তনের সহিত তুলনা হয় না ॥৫৮॥ যিনি ভাবে গদগদ হইয়া শ্রীভগবানের নিকট রোদন করেন, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার নিকট ক্রীত হন। তাঁহাকে দেবগণও ভয় করেন ॥৫৯॥ দান ব্রত তপঃ শ্রাদ্ধ বা পিতৃ-পুরুষের তর্পণ, হরিগুণ কীর্ত্তন বিনা নিস্ফল ॥৬০॥ অগ্নির সংস্পর্শে লৌহখণ্ড যেমন তেমনই

কেবল-মানুষাঃ ॥৬১॥ অবজ্ঞানং কৃতং তেষু নরৈ-র্ব্যামূঢ়-চেতনৈঃ। আয়ুঃ শ্রিয়ং কুলং শীল হিত্বা নিরয়-মাবহেৎ ॥৬২॥ অথ কিং বহুনোক্তেন শ্রেয়ঃ প্রাপ্ত্যেক-সাধনম্। ময়ি চিত্ত-সমাসঙ্গো যেন কেনাপি হেতুনা ॥৬৩। পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি। তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি ॥৬৪॥ প্রযুক্তঃ সর্ব্বদেবানাং যো মামেব প্রপুজয়েৎ। তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি ॥৬৫॥ শৃণু তত্ত্বেন মে দেবি মম ধর্ম্মং সনাতনম্। দেবা এতন্ ন জানন্তি যে চ যোগব্রতে স্থিতাঃ ।৬৬॥ ব্রতং ধর্ম্মং বরারোহে মাঙ্গল্যং মুখনিঃসৃতম্। অহমেকো বিজানামি মদ্‌ভক্তা যে জনা ভুবি ॥৬৭॥ কেচিৎ সংসারিণং প্রাহুস্তম-সংসারিণং পরে। স্বতন্ত্র-মপরে প্রাহু-রস্বতন্ত্রং পরে বিদুঃ ॥৬৮॥ ঘোর-মিত্যপরে প্রাহুঃ সৌম্য-মেব পরে বিদুঃ। রাগবন্তং পরে প্রাহু-র্বীতরাগং তথা পরে ॥৬৯॥ নিষ্ক্রিয়ং চ পরে প্রাহুঃ সক্রিয়ং চেতরে জনাঃ। অরূপং কেচিদাহুর্বৈ রূপবন্তং পরে বিদুঃ ॥৭০॥ এবং বিকল্প্য-মানন্ত যাথাত্ম্যং পরমেষ্ঠিণঃ। নাধ্যবস্যন্তি মুনয়ো নানা প্রত্যয়-কারণাৎ ।৭১॥ যৈঃ পুনঃ সর্ব্বভাবেন প্রপন্নাঃ পরমেশ্বরম্। তে হি জানন্ত্যযত্নেন শিবং পরমকারণম্ ।৭২॥ ঘনো যদাহর্কপ্রভবো বিদীর্য্যতে। চক্ষুঃস্বরূপং রবি-মীক্ষতে তদা। যদা হ্যহঙ্কার উপাধিরাত্মনো জিজ্ঞাসয়া নশ্যতি তর্হ্যনুস্মরেৎ ॥৭৩॥ দেহাভিমানে গলিতে বিজ্ঞাতে পরমাত্মনি। যত্র যত্র মনো যাতি তত্র তত্র সমাধয়ঃ ॥৭৪॥ বিদিতে তু পরে তত্ত্বে বর্ণাতীতে হ্যবিক্রিয়ে। কিস্করত্বঞ্চ গচ্ছন্তি মন্ত্রা মন্ত্রাধিপৈঃ সহ ॥৭৫॥ কর্ম্মপাশ-নিবদ্ধানাং, নরাণাং দুঃখভাগিনাম্। নান্যোপায়ং প্রপশ্যামি বাসুদেবাৎ পরং দ্বিজাঃ ।৭৬॥ যে পূজয়ন্তি তং দেবং শঙ্খ-চক্র-গদাধরম্। বাঙ্মনঃ কর্ম্মভিঃ

থাকে না, নূতন গুণ লাভ করে। সেইরূপ আমার সান্নিধ্যে যাঁহারা থাকেন তাঁহারা সাধারণ মানুষের মত নহেন ॥৬১॥ বিমূঢ় নরগণ মহৎকে অবজ্ঞা করিয়া আয়ুঃ লক্ষ্মী কুল, শীল সমস্ত নষ্ট করিয়া নরকে গমন করে ॥৬২॥ অতএব বেশী বলার প্রয়োজন নাই। শ্রেয়ঃ প্রাপ্তিতে একমাত্র সাধন—যে কোনও হেতুতে আমাতে চিত্ত স্থাপন করা ॥৬৩। আমাকে ভক্তির সহিত পত্র পুষ্প ফল জল যে নিবেদন করেন, তাহার কখনও নাশ হয় না ও আমা প্রতি তাহার ভক্তি কখনও নষ্ট হয় না ।৬৪॥ সকল দেবতাকে প্রণাম করিয়া যে আমাকে প্রণাম করে, তাহার কখনও নাশ হয় না, ও আমা প্রতি তাহার ভক্তি কখনও নষ্ট হয় না ॥৬৫॥ হে দেবি! আমার সনাতন ধর্ম্মের তত্ত্ব শ্রবণ কর। দেবগণ ইহা জানেন না। যাঁহারা যোগাদিতে রত, তাঁহারাও জানেন না ॥৬৬॥ (ভগবান্ শ্রীমহাদেব বলিতেছেন) হে সুন্দরি, মঙ্গলদায়ক ধর্ম্ম ও ব্রত কি, তাহা একমাত্র আমি জানি ও আমার ভক্তগণ জানেন ॥৬৭॥ (শ্রীভগবানকে) কেহ সংসারী বলে, আবার কেহ অ-সংসারী বলে। কেহ স্বতন্ত্র বলে, কেহ বলে তিনি স্বতন্ত্র নহেন। কেহ দেহধারী ও সৌম্য বলে। কেহ তাঁহাকে আসক্ত বলে কেহ অনাসক্ত বলে। কেহ নিষ্ক্রিয় বলে, কেহ ক্রিয়াবান্ বলে। কেহ বলে তিনি রূপবান কেন বলে তাঁহার রূপ নাই। এইরূপ বিপরীত জ্ঞান থাকা জন্য পরমেষ্ঠি পুরুষ সম্বন্ধে জ্ঞান হইতে পারে না ॥৬৮-৭২॥ মেঘ সূর্য্য হইতে উৎপন্ন হয়, সেই মেঘই নিজ জন্মদাতা সূর্য্যকে একেবারে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। আবার বায়ু দ্বারা সেই মেঘ যখন বিদীর্ণ হয়, তখনই তমঃ এর আঁধার নরচক্ষু সূর্য্যকে স্বরূপে দেখিতে পায়। সেইরূপ আত্মার উপাধি অহঙ্কার আত্মাকেই আচ্ছন্ন করিয়া রাখে। প্রকৃত জ্ঞানলাভের ইচ্ছারূপ বায়ুর দ্বারা, যখন সেই মেঘরূপী অহঙ্কার দূরীভূত হয়, তখনই জীবাত্মা পরমাত্মার সর্ব্বক্ষণ স্মরণ করিতে থাকে ॥৭৩॥ দেহাভিমান চলিয়া গিয়া পরমাত্মা সম্বন্ধে পূর্ণ জ্ঞান হইলে সকল অবস্থাতেই মনু সমাধি প্রাপ্ত হয় ॥৭৪॥ বর্ণনার অতীত, বিকার রহিত তত্ত্বজ্ঞান হইলে মন্ত্র ও মন্ত্রাধিপতিগণ সহ তাঁহারা শ্রীভগবানের কিঙ্কর হন ॥৭৫॥ যাহারা পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মের বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া দুঃখ কষ্ট পাইতেছে, হে দ্বিজগণ, শ্রীবাসুদেব ব্যতীত তাহাদের রক্ষায় আর উপায় দেখি না ॥৭৬॥ যাঁহারা শঙ্খচক্রগদাধারী দেবকে কায়মনোবাক্যে সম্যক্‌পূজা করেন, তাঁহারা পরমপদ প্রাপ্ত হন

সম্যক্ তে যান্তি পরমং পদম্ ॥৭৭॥ কিং তেষাং জীবিতেনেহ-পশুবচ্চেষ্টিতেন চ। যেষাং ন প্রবণং চিত্তং বাসুদেবে জগন্ময়ে ॥৭৮॥ কিং বিদ্যয়া কিং স্বগুণৈশ্চ তেষাং যজ্ঞৈশ্চ দানৈশ্চ তপোভি-রুগ্রৈঃ। যেষাং ন ভক্তি-র্ভবতীহ কৃষ্ণে জগদ্‌গুরৌ মোক্ষসুখপ্রদে চ ॥৭৯॥ লোকে স ধন্যঃ স শুচিঃ স বিদ্বান্ মখৈ-স্তপোভিঃ স গুণৈ-র্বরিষ্ঠঃ ॥ জ্ঞাতা স দাতা স তু সত্যবক্তা যস্যাস্তি ভক্তিঃ পুরুষোত্তমাখ্যে ॥৮০॥

ইতি শ্রীভক্তিকৌস্তুভে ভক্তমাহাত্ম্যং নাম নবমঃ আহ্নিকঃ।

॥৭৭॥ যাহাদের চিত্ত জগন্ময় শ্রীবাসুদেব প্রাপ্ত লাগিতে চায় না, তাহাদের আর প্রাণ ধারণ করা কেন? পশুবৎ আহার বিহারের চেষ্টায় কি প্রয়োজন? মোক্ষ ও সর্ব্বসুখ যিনি দান করেন সেই, শ্রীকৃষ্ণ চরণে যাহাদের ভক্তি হয় না, তাহাদের বিদ্যা ও নানা গুণ লইয়াই বা কি হইবে? আর যজ্ঞ ও উগ্র তপস্যা করিয়াই বা কি ফল? ॥৭৮-৭৯॥ এই জগতে যাঁহার পুরুষোত্তম শ্রীভগবানে ভক্তি আছে, তিনি ধন্য তিনি পবিত্র, তিনি বিদ্বান্ শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী, প্রকৃত তপস্বী যজ্ঞকুশল দাতা ও সত্যবাদী ॥৮০॥

ইতি শ্রীভক্তিকৌস্তুভে ভক্তিমাহাত্ম্য নাম নবম আহ্নিক সমাপ্ত।

দশমঃ আহ্নিকঃ—কপিল-দেবহূতি সংবাদঃ।

[আকর:—শ্রীমদ্‌ভাগবতম্]

দেবহূতি-রুবাচ। নির্ব্বিণ্ণা নিতরাং ভূমন্ অসদিন্দ্রিয়-তর্ষণাৎ। যেন সম্ভাব্যমানেন প্রপন্নাহন্ধংতমঃ প্রভো ॥১॥ তস্য ত্বং তমসোহন্ধস্য দুষ্পারস্যাদ্য পারগম্। সচ্চক্ষু-র্জন্মনামন্তে লব্ধং মে ত্বদনুগ্রহাৎ ॥২॥ য আদ্যো ভগবান্ পুংসা-মীশ্বরো বৈ ভবান্ কিল। লোকস্য তমসাহন্ধস্য চক্ষুঃ সূর্য্য ইবোদিতঃ ॥৩॥ অথ মে দেব সংমোহ-মপাক্রষ্টুং ত্বমর্হসি। যোহবগ্রহোহহং মমেতীত্যেতস্মিন্ যোজিত-স্ত্বয়া ॥৪॥ তং ত্বাগতাহহং শরণং শরণ্যং স্বভৃত্য-সংসার-

---

[পরিচয়—কর্দ্দমমুনি পত্নী দেবহূতিকে বলেন—শ্রীভগবান্ সাংখ্যযোগ পৃথিবীতে প্রচার করিতে ঐরূপ কৃপা করিয়া তোমার গর্ভে জন্মিয়াছেন। ইঁহার নাম কপিল। মাতা দেবহূতি পুত্রকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন।]

শ্রী দেবহূতি কহিলেন—হে প্রভো বিরাটপুরুষ (ভূমন্) দুষ্ট ইন্দ্রিয়দিগের বিষয় ভোগের প্রতি অতিশয় লালসা বশতঃ আমি অত্যন্ত (নিতরাং) গ্লানি অনুভব করিতেছি (নির্বিণ্ণাঃ)। ইন্দ্রিয়-দিগের অত্যধিক লালসা পূরণ করিতে গিয়া আমি মোহ অন্ধকারময় সংসারে যাতনায় ভুগিতেছি ॥১॥ এখন তোমারই অনুগ্রহে আমার জন্মধারা শেষ হইয়া আসিতেছে বলিয়া বোধ হইতেছে। তাই, আজ অপার সংসারের অন্ধকার হইতে পারকর্ত্তা শ্রেষ্ঠতম চক্ষুঃস্বরূপ (সচ্চক্ষুঃ) তোমাকে পাইয়াছি ॥২॥ সর্ব্বলোক-নিয়ন্তা আদিপুরুষ ভগবান্ তুমিই, তমোগুণে আচ্ছন্ন অন্ধদিগের নিকট উদ্দীপ্ত সূর্য্যরূপে প্রকাশিত হইয়াছ ॥৩॥ হে দেব, এই নশ্বর দেহাদি পদার্থ 'আমি' 'আমার' ইত্যাদি রূপে যে অদৃষ্ট আগ্রহ (অবগ্রহঃ) হইয়া থাকে তাহা তোমার যোজনাতেই হইয়াছে। অতএব তুমিই কৃপা করিয়া এই দুষ্ট আগ্রহজনক মোহ দূর করিয়া দাও ॥৪॥ তুমি শরণাগত

তরোঃ কুঠারম্। জিজ্ঞাসয়াঽহং প্রকৃতেঃ পরস্য নমামি সদ্ধর্মবিদাং বরিষ্ঠম্ ॥৫॥ মৈত্রেয় উবাচ। ইতি স্বমাতু-র্নিরবদ্য-মীপ্সিতং নিশম্য পুংসা-মপবর্গবর্দ্ধনম্। ধিয়াঽভিনন্দ্যাত্মবতাং সতাং গতি-র্বভাষ ঈষৎ স্মিতশোভিতাননঃ ॥৬॥ শ্রীভগবানুবাচ। যোগ আধ্যাত্মিকঃ পুংসাং মতো নিঃশ্রেয়সায় মে। অত্যন্তোপরতির্যত্র দুঃখস্য চ সুখস্য চ ॥৭॥ তমিমং তে প্রবক্ষ্যামি যমবোচং পুরাঽনঘে। ঋষীণাং শ্রোতুকামানাং যোগং সর্ব্বাঙ্গ-নৈপুণম্ ॥৮॥ চেতঃ খল্বস্য বন্ধায় মুক্তয়ে আত্মনোমতম্ গুণেষু সক্তং বন্ধায় রতং বা পুংসি মুক্তয়ে ॥৯॥ অহং মমাভিমানোত্থৈঃ কামলোভাদিভি-র্মলৈঃ। বীতং যদা মনঃ শুদ্ধ-মদুঃখ মসুখং সমম্ ॥১০॥ তদা পুরুষমাত্মানং কেবলং প্রকৃতেঃ পরম্। নিরন্তরং স্বয়ং জ্যোতি-রণিমান-মখণ্ডিতম্ ॥১১॥ জ্ঞান-বৈরাগ্য-যুক্তেন ভক্তিযুক্তেন চাত্মনা। পরিপশ্য-ত্যুদাসীনং প্রকৃতিং চ হতৌজসম্ ॥১২॥ ন যুজ্যমানয়া ভক্ত্যা ভগবত্য-খিলাত্মনি। সদৃশোঽস্তি শিবঃ পন্থা যোগিনাং ব্রহ্মসিদ্ধয়ে ॥১৩॥ প্রসঙ্গ-মজরং পাশ-মাত্মনঃ কবয়ো বিদুঃ। স এব সাধুষু কৃতো মোক্ষদ্বার-মপাবৃতম্ ॥১৪॥ তিতিক্ষবঃ কারুণিকাঃ সুহৃদঃ সর্ব্বদেহিনাম্। অজাতশত্রবঃ শান্তাঃ সাধবঃ সাধুভূষণাঃ ॥১৫ ময্যনন্যেন ভাবেন ভক্তিং কুর্ব্বন্তি যে দৃঢ়াম্। মৎকৃতে ত্যক্তকর্ম্মাণ-স্ত্যক্ত-স্বজন-বান্ধবাঃ ॥১৬॥ মদাশ্রয়া কথা মৃষ্টাঃ শৃণ্বন্তি কথয়ন্তি চ। তপন্তি বিবিধা-স্তাপা নৈতান্ মদ্‌গতচেতসঃ ॥১৭॥ ত এতে সাধবঃ সাধ্বি সর্ব্বসঙ্গ-বিবর্জ্জিতাঃ। সঙ্গস্তেষ্বথ তে প্রার্থ্যঃ সঙ্গদোষহরা

বৎসল, ও ভক্তজনের সংসাররূপ বৃক্ষচ্ছেদনে কুঠারস্বরূপ। অতএব ভক্তিপথে অভিজ্ঞ সাধকদিগের তুমি পরম প্রার্থনীয়। প্রকৃতি ও পুরুষের তত্ত্ব জানিবার জন্য আমি তোমার শরণ লইয়া তোমাকে প্রণাম করিতেছি ॥৫॥ শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন—মাতা দেবহূতির মোক্ষ-পথে প্রবৃত্ত উত্তম মনোভাব দেখিয়া শ্রীভগবান্ কপিলদেব মৃদু হাস্য করিয়া আনন্দে কহিলেন ॥৬॥ আমার মতে আত্মনিষ্ঠ যোগই মুক্তির কারণ। এইরূপ যোগ সাধিত হইলে দুঃখ ও সুখ উভয়ের একান্ত নিবৃত্তি ঘটে ॥৭॥ হে নিষ্পাপ, নারদাদি মুনিগণ মোক্ষের উপায় শুনিতে চাহিলে তাঁহাদের নিকট সর্ব্বাঙ্গ চাতুর্য্য পূর্ণ যোগের কথা যাহা বলিয়াছিলাম, তাহাই তোমাকে এখন বলিব ॥৮॥ চিত্তই জীবের বন্ধন ও মুক্তির কারণ। চিত্ত যখন বিষয়ে আসক্ত থাকে তখন বন্ধন করায়। আবার সেই চিত্ত পরমেশ্বরে অর্পিত হইলে মুক্তির কারণ হয় ॥৯॥ 'আমি' 'আমার' ইত্যাদি অভিমানের জনক, কাম, ক্রোধ প্রভৃতি রিপু। মন যখন সকল রিপুশূন্য হইয়া সুখ দুঃখের পারে গিয়া সর্ব্বত্র সমভাবাপন্ন হয় তখন জীব ভক্তিদ্বারা শুদ্ধ মনে ও বৈরাগ্যযুক্ত চিত্তে প্রকৃতির সম্পর্কশূন্য ভেদরহিত, স্বপ্রকাশ, সূক্ষ্ম অখণ্ড, নির্লিপ্ত আত্মাকে অনুভব করিতে পারে ও জীব তখনই বুঝিতে পারে যে প্রকৃতি অতি দুর্ব্বলা, কোনও কার্য্যসাধনে সমর্থ নহে ॥১০ ১২॥ যোগিদিগের যোগসিদ্ধি বিষয়ে সর্ব্বাত্মক শ্রীভগবানের প্রতি সমুচিত ভক্তিই শ্রেষ্ঠ পথ। ইহার তুল্য কল্যাণের পথ আর নাই ।১৩॥ আসক্তি (সঙ্গ) সঙ্গই জীবের সুদৃঢ় বন্ধন, পণ্ডিতগণ বলেন। আবার এই সঙ্গ যদি সাধুদিগের প্রতি হয়, তাহা হইলে মুক্তির দ্বার অবারিত হয় ॥১৪॥ যাঁহারা ক্ষমাশীল, দয়ালু, সর্ব্বজীবের হিতৈষী, কাহারও সহিত শত্রুতা করেন না, শান্ত ও সরল স্বভাব সম্পন্ন ও সজ্জনের প্রতি সম্মানপরায়ণ তাঁহারা সাধু ॥১৫॥ যাঁহারা আমার প্রতি অচলা ভক্তিপরায়ণ, ও আমারই জন্য সর্ব্বকর্ম্ম সকল স্বজন ত্যাগ করিয়াছেন (তাঁহারাই সাধু)॥১৬॥ যাঁহারা আমার সম্বন্ধে পবিত্রকথা সর্ব্বদা শ্রবণ বা কীর্ত্তন করেন ও যাঁহাদের চিত্ত আমা প্রতি একাগ্রতাময়, সেই সকল ব্যক্তিদিগকে বিবিধ তাপরাশি সন্তপ্ত করিতে পারে না ॥১৭॥ হে সাধ্বি। যাঁহারা ভগবান্ ভিন্ন অন্য বিষয়ে আসক্ত নহেন, তাঁহারাই সাধু। অতঃপর সেই সকল সাধুগণের

তি তে ॥১৮॥ সতাং প্রসঙ্গান্ মম বীর্য্য-সংবিদো ভবন্তি হৃৎকর্ণ-রসায়নাঃ কথাঃ। তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গ-বর্ত্মনি শ্রদ্ধা-রতি-র্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি ॥১৯॥ ভক্ত্যা পুমান্ জাত-বিরাগ ঐন্দ্রিয়াদ্ দৃষ্টাশ্রুতান্ মদ্রচনাহনুচিন্তয়া। চিত্তস্য যত্তো গ্রহণে যোগযুক্তো যতিষ্যতে ঋজুভি-র্যোগমার্গৈঃ ॥২০॥ অসেবয়াহয়ং প্রকৃতে-র্গুণানাং জ্ঞানেন বৈরাগ্য-বিজৃম্ভিতেন। যোগেন ময্যর্পিতয়া চ ভক্ত্যা মাং প্রত্যগাত্মান-মিহাবরুন্ধে ॥২১॥ দেব-হূতিরুবাচ। কাচিৎ ত্বয্যচ্যুতা ভক্তিঃ কীদৃশী মম গোচরা। যয়া পদং তে নির্ব্বাণ-মঞ্জসাহন্বা-শ্রবা অহম্ ॥২২॥ যো যোগো ভগবদ্বাণো নির্ব্বাণাত্মংস্ত্বয়োদিতঃ। কীদৃশঃ কতি চাঙ্গানি যত-স্তত্ত্বাববোধনম্ ॥২৩॥ তদেতন্মে বিজানীহি যথাহহং মন্দধী-র্হরে। সুখং বুধ্যেয় দুর্বোধং যোষা ভবদনুগ্রহাৎ ॥২৪॥ মৈত্রেয় উবাচ। বিদিত্বার্থং কপিলো মাতুরিত্থং জাতস্নেহো যত্র তন্বাহভিজাতঃ। তত্ত্বাম্নায়ং যৎপ্রবদন্তি সাংখ্যং প্রোবাচ বৈ ভক্তি-বিতানযোগম্ ২৫॥ শ্রীভগবানুবাচ। দেবানাং গুণলিঙ্গানামানুশ্রাবিক-কর্ম্মণাম্। সত্ত্ব এবৈকমনসো বৃত্তিঃস্বাভাবিকী তু যা ॥২৬॥ অনিমিত্তা ভগবতী ভক্তিঃ সিদ্ধে-র্গরীয়সী। জরয়ত্যাশু যা কোশং নিগীর্ণ-মনলো যথা ॥২৭॥ নৈকাত্মতাং মে স্পৃহয়ন্তি কেচিন্ মৎপাদ সেবাহভিরতা মদীহাঃ যেহন্যো-ন্যতো ভাগবতাঃ প্রসজ্য সভাজয়ন্তে মম পৌরুষাণি ॥২৮॥ পশ্যন্তি তে মে রুচিরাণ্যম্ব

সঙ্গ তোমার একান্ত বাঞ্ছনীয়। কেন না সাধুসঙ্গে সকল দোষ দূরীভূত হয় ॥১৮॥ প্রকৃষ্টরূপে সাধুজনের সঙ্গ করিলে হৃদয়ের ও কর্ণের সুখপ্রদ আমার লীলা-সম্বলিত মধুর কথা আলোচিত হয়। ঐ সকল কথার অনুশীলনে শীঘ্রই মুক্তিপথে, শ্রদ্ধা রতি (অনুরাগ) ও ভক্তি ক্রমশঃ উৎপন্ন হইয়া থাকে ॥১৯॥ লোকে আমার নানাবিধ লীলার কথা আলোচনা করিয়া যে ভক্তিলাভ হয়, তাহাতে ইহকালে ও পরকালে সকল প্রকার সুখে বৈরাগ্য আসে। পরে বিশেষ উদ্যমের সহিত ধ্যান ধারণাদির দ্বারা সমাধির পথে অগ্রসর হইয়া চিত্তকে বশ করিতে যত্ন করেন ॥২০॥ বিষয়সুখ ভোগ না করা, বৈরাগ্য দ্বারা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত জ্ঞানযোগ ও আমা প্রতি ভক্তি—এই সকল উপায়ে জীব এই শরীরেই সর্ব্বান্তর্য্যামী আমাকে পাইয়া থাকেন ॥২১॥ শ্রীদেবহূতি বলিলেন—তোমার প্রতি সমুচিত ভক্তির স্বরূপ কি, আমি অবলা, আমার পক্ষেই বা কিরূপ ভক্তি উপযুক্ত, যাহা দ্বারা আমি অনায়াসে তোমার মোক্ষময় শ্রীচরণে আশ্রয় লাভ করিতে পারিব ॥২২॥ ভগবানের উদ্দেশ্যে যে কর্ত্তব্য, যাহা হইতে তত্ত্বজ্ঞান জন্মে ও মোক্ষের কারণ বলিয়া তুমি যাহা উল্লেখ করিয়াছ, সেই যোগেরই বা লক্ষণ কি ও তাহার অঙ্গও বা কতগুলি? ॥২৩॥ হে হরে! যাহাতে স্বল্প-বুদ্ধি আমিও তোমার অনুগ্রহে সেই সকল দুর্ব্বোধ্য বিষয়গুলি অনায়াসে বুঝিতে পারি, এমন করিয়া বল ॥২৪॥ শ্রীমৈত্রেয় বলিলেন—ভগবান্ কপিল দেহধারণ পূর্ব্বক মাতার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার ঐ সকল জ্ঞাতব্য বিষয় শুনিয়া অতিশয় স্নেহাকৃষ্ট হইলেন। অতএব, যে তত্ত্বোপদেশক শাস্ত্র, সাংখ্য বলিয়া কথিত, তাহা ও ভক্তিলাভের উপায় তাঁহার জননীকে বলিতে লাগিলেন ॥২৫॥ ভগবান্ কপিল কহিলেন - ভগবানের প্রতি একাগ্রচিত্ত পুরুষের রূপরসাদি বিষয় গ্রাহী ইন্দ্রিয়গণ, বেদানুযায়ী কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলে, একমাত্র শুদ্ধসত্ত্বময় ভগবানের প্রতি তাহাদের যে নিষ্কাম স্বাভাবিক বৃত্তি, তাহাকেই ভাগবতী ভক্তি বলে। ইহা মুক্তি অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। জঠরের অগ্নি যেমন ভুক্ত বস্তুকে জীর্ণ করে, সেইরূপ এই ভক্তিও অবিলম্বে লোকের লিঙ্গ শরীরকে জীর্ণ, অর্থাৎ লয় করিয়া ফেলে ॥২৬-২৭॥ যাঁহারা ভগবানের প্রকৃত ভক্ত, তাঁহারা আমার চরণ সেবাতেই অনুরক্ত। তাঁহারা আমার উদ্দেশ্যে সকল কর্ম্ম করেন ও পরস্পর মিলিত হইয়া আমারই প্রভাবের প্রশংসা করিতে থাকেন। কিন্তু তাঁহারা কেহই আমার সাযুজ্য মুক্তি চাহেন না ॥২৮॥ মাতঃ সেই সকল ভক্তগণ আমার প্রসন্ন মুখমণ্ডলে পদ্মপলাশ নেত্র সম্পন্ন বরপ্রদ নানা মনোরম দিব্যরূপ

সন্তঃ প্রসন্ন-বক্ত্রারুণ লোচনানি॥ রূপাণি দিব্যানি বর-প্রদানে সাকং বাচং স্পৃহনীয়াং বদন্তি ॥২৯॥ তৈ-র্দর্শনীয়া-বয়বৈ-রুদার-বিলাস-হাসেক্ষিত-বামসূক্তৈঃ হৃতাত্মনো হৃতপ্রাণাংশ্চ ভক্তি-রনিচ্ছতো মে গতি-মণ্বীং প্রযুংক্তে ॥৩০॥ অথো বিভূতিং মম মায়া-বিনস্তা-মৈশ্বর্য্য-মষ্টাঙ্গ-মনুপ্রবৃত্তম্। শ্রিয়ং ভাগবতীং বা স্পৃহয়ন্তি ভদ্রাং পরস্য মে তেঽশ্নুবতে তু লোকে ॥৩১॥ ন কর্হিচিন্ মৎপরাঃ শান্তরূপে নংক্ষ্যন্তি নো মেঽনিমিষো লেঢ়ি হেতিঃ। যেষামহং প্রিয় আত্মা সুতশ্চ-সখা গুরুঃ সুহৃদো দৈবমিষ্টম্ ॥৩২॥ ইমং লোকং তথৈবামু-মাত্মান-মুভযায়িনম্। আত্মান-মনু যে চেহ যে রায়ঃ পশবো গৃহাঃ ॥৩৩॥ বিসৃজ্য সর্ব্বানন্যাংশ্চ মামেবং বিশ্বতোমুখম্। ভজন্ত্য-নন্যয়া ভক্ত্যা তান্মৃত্যো-রতিপারয়ে ॥৩৪॥ নান্যত্র মদ্ভগবতঃ প্রধান-পুরুষেশ্বরাৎ। আত্মনঃ সর্ব্বভূতানাং ভয়ং তীব্রং নিবর্ত্ততে ॥৩৫॥ মদ্ভয়াদ্ বাতি বাতোঽয়ং সূর্য্য-স্তপতি মদভয়াৎ। বর্ষতীন্দ্রো দহত্যগ্নি-র্মৃত্যু-শ্চরতি মদ্ভয়াৎ ॥৩৬॥ জ্ঞান-বৈরাগ্য-যুক্তেন ভক্তিযোগেন যোগিনঃ। ক্ষেমায় পাদমূলং মে প্রবিশন্ত্য-কুতোভয়ম্ ॥৩৭॥ এতাবানেব লোকেঽস্মিন্ পুংসাং নিঃশ্রেয়সোদয়ঃ। তীব্রেণ ভক্তি-যোগেন মনো ময্যর্পিতং স্থিরম্ ॥৩৮॥ অর্থে হ্যবিদ্যমানেঽপি সংসৃতি র্ন-নিবর্ত্ততে। ধ্যায়তো বিষয়ানস্য স্বপ্নেঽনর্থাগমো যথা ॥৩৯॥ অতএব শনৈশ্চিত্তং প্রসক্ত-মসতাং পথি। ভক্তিযোগেন তীব্রেণ বিরক্ত্যা চ নয়েদ্ বশম্ ॥৪০॥

দর্শন করিয়া থাকেন ও আমার সহিত নানাপ্রকার স্পৃহনীয় বাক্যালাপ ক'রতে সমর্থ হন ॥২৯॥ উদার, বিলাস, হাস্য, দৃষ্টিপাত ও মনোজ্ঞ-বাক্য সম্পন্ন সুদৃশ্য অবয়বশালী সেই সকল মূর্ত্তি দ্বারা ভক্তগণের ইন্দ্রিয় ও মন একান্ত আকৃষ্ট হয়। তখন তাঁহারা মুক্তি না চাহিলেও ভক্তিই তাঁহাদিগকে ব্রহ্মানন্দ লাভ করাইয়া থাকে ॥৩০॥ ভক্তগণের অবিদ্যা নিবৃত্তির পর, ভক্তগণ যদিও আমার কৃপা হইতে 'প্রাপ্ত ভোগ বা ভক্তির ফলে অণিমাদি সিদ্ধি ও বৈকুণ্ঠস্থিত সার্ষ্টি নামক মুক্তি-বিশেষ, ইহার কিছুই কামনা করেন না, তথাপি আমার বৈকুণ্ঠধামে গমন করিয়া সে সবই পাইয়া থাকেন ॥৩১॥ শুদ্ধসত্ত্বময় বৈকুণ্ঠধামে আমার ভক্তগণ কখনই তাহা হইতে বিচ্যুত বা বিনষ্ট হ'ন না। আমি যাঁহাদের পুত্রের ন্যায় প্রিয়, সখার ন্যায় সমপ্রাণ, গুরুর ন্যায় উপদেষ্টা, সুহৃদের ন্যায় হিতকারী, বাঞ্ছিত সৌভাগ্য ন্যায় আদরণীয়, আমার কালচক্র তাঁহাদের গ্রাস করিতে পারে না ॥৩২॥ ইহকাল, পরকাল, উভয় কালানুবর্ত্তী অহংভাব, পুত্র কলত্র, ধন, পশু গৃহ ও অন্যান্য যাহা কিছু 'আমার' বলে, সেই সমুদয় ত্যাগ করিয়া একনিষ্ঠ ভক্তিতে যাঁহারা আমার ভজনা করেন আমি সেই সকল ভক্তদিগকেই সংসার হইতে চিরকালের জন্য উদ্ধার করি ॥৩৩-৩৪॥ আমিই সমস্ত প্রধান পুরুষগণের নিয়ন্তা ও আমিই ভগবান্। আমা ভিন্ন অন্য কোন উপায়ে প্রাণীদিগের মন হইতে জন্মমরণাদির তীব্র ভয় কিছুতেই ঘুচে না ॥৩৫॥ আমারই শাসনে বায়ু বহে, সূর্য্য তাপ দেয় ইন্দ্র বৃষ্টি দেয়, অগ্নি দাহ করে। যমও আমার শাসনে নিজ কর্ত্তব্য করে ॥৩৬॥ যোগিগণ অত্যন্ত মঙ্গল লাভের জন্য জ্ঞান ও বৈরাগ্য যুক্ত ভক্তির দ্বারা আমারই সর্ব্বভয়হারী পাদমূলে আশ্রয় লাভ করে ॥৩৭॥ সুদৃঢ় ভক্তির সহিত আমাতে অর্পিত মন যদি স্থির ক'রয়া রাখা যায় তবে ইহ সংসারে তাহাই লোকের পরম পুরুষার্থ ॥৩৮॥ সংসার বন্ধনের হেতুভূত কর্ম্মাদি, যদিও প্রকৃতপক্ষে পুরুষে অবস্থিত নহে তথাপি স্বপ্নে ব্যাঘ্রাদি দর্শনে ভয় প্রাপ্তির ন্যায় "কেবল বিষয় ভোগ করিতেছি" – এইরূপ চিন্তাবশতঃই সংসার বন্ধন ভোগ হইতে থাকে ॥৩৯॥ যেহেতু বিষয় চিন্তাই অনর্থের হেতু, অতএব দুষ্ট ইন্দ্রিয়বর্গের বিষয় পথে অনুরক্ত চিত্তকে প্রবল ভক্তি ও বৈরাগ্য দ্বারা ধীরে ধীরে সংযত করিতে হইবে ॥৪০॥

ভক্তিযোগো বহুবিধো মার্গৈ-র্ভামিনি ভাব্যতে। স্বভাবগুণ-মার্গেণ পুংসাং ভাবো বিভিদ্যতে ।৪১॥ অভিসন্ধায় যদ্ধিংসাং দম্ভং মাৎসর্য্যমেব বা। সংরম্ভী ভিন্নদৃগ্‌ভাবং ময়ি কুর্য্যাৎ স তামসঃ ॥৪২॥ বিষয়ানভিসন্ধায় যশ ঐশ্বর্য্যমেব বা। অর্চ্চাদা-বর্চ্চয়েদ্ যো মাং পৃথগ্‌ভাবঃ স রাজসঃ ॥৪৩॥ কর্ম্মনির্হারি-মুদ্দিশ্য পরস্মিন্ বা তদর্পণম্। যজেদ্‌যষ্টব্য-মিতি বা পৃথগ্‌ভাবঃ স সাত্ত্বিকঃ ॥৪৪॥ মদ্‌গুণশ্রুতিমাত্রেণ ময়ি সর্ব্বগুহাশয়ে। মনো গতি-রবিচ্ছিন্না যথা গঙ্গাম্ভসোঽম্বুধৌ ॥৪৫॥ লক্ষণং ভক্তিযোগস্য নির্গুণস্য হ্যুদাহৃতম্। অহৈতক্য-ব্যবহিতা যা ভক্তিঃ পুরুষোত্তমে ।৪৬॥ সালোক্য-সার্ষ্টি-সামীপ্য-সারূপ্যৈকত্ব-মপ্যুত। দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ ॥৪৭॥ স এব ভক্তিযোগাখ্য আত্যন্তিক উদাহৃতঃ। যেনাতিব্রজ্য ত্রিগুণং মদ্‌ভাবায়োপ-পদ্যতে ॥৪৮॥ অহং সর্ব্বেষু ভূতেষু ভূতাত্মা-বস্থিতঃ সদা। তমবজ্ঞায় মাং মর্ত্ত্যঃ কুরুতেঽর্চ্চা বিড়ম্বনম্ ॥৪৯॥ যো মাং সর্ব্বেষু ভূতেষু সন্ত-মাত্মান-মীশ্বরম্। হিত্বাঽর্চ্চাং ভজতে মৌঢ্যাদ্‌ ভস্মন্যেব জুহোতি সঃ ।৫০॥ দ্বিষতঃ পরকায়ে মাং মানিনো ভিন্নদর্শিনঃ। ভূতেষু বদ্ধবৈরেষু ন মনঃ শান্তিমৃচ্ছতি ।৫১॥ অর্চ্চাদা-বর্চ্চয়েৎ তাবদীশ্বরং মাং স্বধর্ম্মকৃৎ। যাবন্ ন বেদ স্বহৃদি সর্ব্বভূতেষ্ববস্থিতম্ ॥৫২॥ আত্মনশ্চ পরস্যাপি যঃ করোত্যন্তরোদরম্। তস্য ভিন্নদৃশো মৃত্যু-র্বিদধে ভয়মুল্বণম্ ।৫৩

ভগবান্ শ্রীকপিলদেব কহিলেন—বিচিত্র ভাবসম্পন্ন সাধকবর্গের প্রকারভেদে ভক্তিযোগ নানাভাবে প্রকাশ পাইয়া থাকে। যেহেতু (তমঃ প্রভৃতি) স্বভাবসিদ্ধ গুণের অবস্থা ভেদে লোকের অভিপ্রায় ভিন্ন ভিন্ন হইয়া থাকে ।৪১। ক্রোধী ও ভেদবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি, হিংসা দম্ভ অথবা বৈরিভাব উদ্দেশ্য করিয়া আমাতে যে ভক্তিমান্ হয়, সে তামসিক ভক্তিসম্পন্ন ॥৪২॥ ভেদবুদ্ধি-সম্পন্ন যে জন রূপাদি বিষয় কিম্বা যশ বা ঐশ্বর্য্য কামনা করিয়া, প্রতিমাদিতে আমার অর্চ্চনা করে, সেই ব্যক্তি রাজসিক ভক্তি সম্পন্ন ॥৪৩॥ ভেদবুদ্ধিযুক্ত যে ব্যক্তি পাপক্ষয় কিম্বা পরমেশ্বরে কর্ম্মফল সমর্পণ অর্থাৎ ভগবৎ প্রীতি উদ্দেশ্য করিয়া অথবা শাস্ত্রীয় বিধান অনুসারে এই যাগ যজ্ঞাদি আমার অবশ্য কর্ত্তব্য এইরূপ ধারণায় যে যজ্ঞাদি অনুষ্ঠান করে, সেই ব্যক্তি সাত্ত্বিকভক্তি সম্পন্ন ॥৪৪॥ গঙ্গাজল যেমন অবিরত সমুদ্রের দিকে ধাবমান, সেই-রূপ আমার এই গুণ শ্রবণ মাত্রে সকলের অন্তর্য্যামী ও পুরুষোত্তম আমার প্রতি নিষ্পাপভাবে ভেদবুদ্ধিশূন্য অবস্থায় মনের যে অবিরাম গতি তাহাই ভক্তি। নির্গুণ ভক্তি পাইবার লক্ষণ কথিত হইল।৪৫-৪৬॥ আমার সহিত সমান লোকে বাস (সালোক্য) তুল্য ঐশ্বর্য্য ভোগ, আমার নিকট অবস্থান আমার ন্যায় রূপ, (সারূপ্য) কিম্বা সাজুয্য এই সকল মুক্তি দিতে চাহিলেও ভক্তগণ আমার সেবা ভিন্ন কিছুই গ্রহণ করেন না। ॥৪৭॥ যে ভক্তিযোগের ফলে ত্রিগুণ-জনিত সংসার বন্ধন অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহাই উত্তম ভক্তি বলিয়া প্রসিদ্ধ ॥৪৮॥ আমি অন্তর্য্যামিরূপে সর্ব্বদা সকল প্রাণীতে অবস্থান করি। মানুষ সেই সর্ব্বভূতে স্থিত আমাকে অবজ্ঞা করিয়া প্রতিমাদিতে যে পূজা করে তাহা বিড়ম্বনা মাত্র ॥৪৯॥ আমি ঈশ্বর, অন্তর্য্যামি-রূপে সমস্ত পদার্থে বিদ্যমান। যে ব্যক্তি মোহবশতঃ আমাকে উপেক্ষা করিয়া প্রতিমাকে লৌকিক উপকরণে পূজা করে মাত্র, সে ভস্মে ঘৃতাহুতি প্রদান করে ॥৫০॥ যে ভেদবুদ্ধিযুক্ত হইয়া অভিমানভরে অন্যের প্রতি শত্রুতা করে, সে ঐ জীবদেহে আমাকেই বিদ্বেষ করে সে, জন্মে কখনও শান্তি পায় না ॥৫১॥ বর্ণাশ্রমানুযায়ী নিজকর্ম্ম করিতে করিতে প্রতিমাদিতে ও সর্ব্বভূতের ঈশ্বর আমাকে পূজা তত দিন করিবে যতদিন না, নিজ হৃদয়ে ও সর্ব্বজীবহৃদয়ে আমি অন্তর্য্যামি-রূপে অবস্থিত এই ধারণা হয় ॥৫২॥ যে নিজের ও অপরের মধ্যে অল্পমাত্রও ভেদজ্ঞান করে, সেই ভেদজ্ঞানযুক্ত ব্যক্তির পক্ষে (আমি) মৃত্যুস্বরূপ হইয়া তাহার তীব্র ভয় উৎপাদন করিয়া থাকি ॥৫৩॥

অথ মাং সর্ব্বভূতেষু ভূতাত্মানং কৃতালয়ম্। অর্হয়েদ্ দানমানাভ্যাং মৈত্র্যা-ঽভিন্নেন চক্ষুষা ॥৫৪॥ ততো বর্ণাশ্চ চত্বারস্তেষাং ব্রাহ্মণ উত্তমঃ। ব্রাহ্মণেষ্বপি বেদজ্ঞো হ্যর্থজ্ঞোঽভ্যধিকস্ততঃ ॥৫৫॥ অর্থজ্ঞাৎ সংশয়চ্ছেত্তা ততঃ শ্রেয়ান্ স্বকর্ম্মকৃৎ। মুক্তসঙ্গস্ততো ভূয়ানদোগ্ধা ধর্ম্মমাত্মনঃ ৫৬॥ তস্মান্ময্যর্পিতাশেষ-ক্রিয়ার্থাত্মা নিরন্তরঃ। ময্যর্পিতাত্মনঃ পুংসো ময়ি সংন্যস্তকর্ম্মণঃ ৫৭॥ ন পশ্যামি পরং পুংসো ভূত-মকর্ত্তুঃ সমদর্শনাৎ। সমদর্শি-নরাঃ নিত্যং বৈকুণ্ঠং তং ব্রজন্তি তে ॥৫৮॥ মনসৈতানি ভূতানি প্রণমেদ্ বহুমানয়ন্। ঈশ্বরো জীবকলয়া প্রবিষ্টো ভগবানিতি ৫৯

ইতি শ্রীভক্তিকৌস্তুভে কপিল-দেবহূতি-সংবাদো নাম দশমঃ আহ্নিকঃ ॥

অতএব আমি সর্ব্বময় ও সর্ব্বভূতে বিরাজিত, ইহা বুঝিয়া সমদর্শিতা, সুহৃদভাব, দান ও সম্মান প্রদর্শন ইত্যাদি দ্বারা আমাকে অর্চ্চনা করিবে ॥৫৪॥ মনুষ্যের মধ্যে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র, এই চারিবর্ণ। এর মধ্যে ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ। ব্রাহ্মণের মধ্যে বেদজ্ঞ, আবার সেই বেদজ্ঞদিগের মধ্যে যাঁহারা বেদার্থজ্ঞানসম্পন্ন, তাঁহারাই উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠ ॥৫৫॥ সাধারণ অর্থ জ্ঞানী অপেক্ষা মীমাংসাদ্বারা সংশয় নিবারণকারী শ্রেষ্ঠ। তদপেক্ষা স্বধর্ম্মপালক শ্রেষ্ঠ। আবার তাঁহাদের মধ্যে বিষয়াসক্তিহীন অর্থাৎ নিজ ধর্ম্মকর্ম্মে ফলাকাঙ্ক্ষাশূন্য ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ ॥৫৬॥ সাধারণ নিষ্কাম ব্যক্তিগণ অপেক্ষা যিনি সকল কর্ম্মের ফল আমাকে সমর্পণ করিয়া কর্ত্তৃত্বাভিমান ত্যাগ করেন ও সর্ব্বভূতে সমদর্শী হন, তাঁহা অপেক্ষা আর কোন জীবই আমার দৃষ্টিতে শ্রেষ্ঠ বলিয়া বোধ হয় না ॥৫৭-৫৮॥ সর্ব্বৈশ্বর্য্যময় সর্ব্বজীবে অন্তর্য্যামিরূপে অধিষ্ঠিত, ইহা বুঝিয়া সমস্তপ্রাণিবর্গকে বিশেষ সম্মান সহকারে মনে মনে প্রণাম করিবে। ॥৫৯॥

দশম আহ্নিক সমাপ্ত।

একাদশ আহ্নিকঃ

প্রথমঃ পরিচ্ছেদঃ—সতীদেহ ত্যাগঃ।

[আকরঃ—শ্রীমদ্ভাগবতম্।]

মৈত্রেয় উবাচ। পুরা বিশ্বসৃজাং সত্রে সমেতাঃ পরমর্ষয়ঃ। তথামরগণাঃ সর্ব্বে সানুগা মুনয়োঽগ্নয়ঃ॥১॥ তত্র প্রবিষ্ট-মৃষয়ো দৃষ্টার্কমিব রোচিষা। ভ্রাজমানং বি-তিমিরং কুর্ব্বন্তং তন্মহৎসদঃ॥২॥ উদতিষ্ঠন্ সদস্যাস্তে স্বধিষ্ণেভ্যঃ সহাগ্নয়ঃ। ঋতে বিরিঞ্চং শর্ব্বং চ তদ্ ভাসাক্ষিপ্ত-চেতসঃ॥৩॥ প্রাঙ্‌নিষণ্ণং মৃড়ং দৃষ্ট্বা নামৃষ্যৎ তদনাদৃতঃ। উবাচ বামং চক্ষুর্ভ্যা-মভিবীক্ষ্য দহন্নিব॥৪॥ শ্রূয়তাং ব্রহ্মর্ষয়ো মে সহদেবাঃ সহাগ্নয়ঃ। সাধূনাং ব্রুবতো বৃত্তং নাজ্ঞানান্ ন চ মৎসরাৎ॥৫॥ অয়ং তু লোকপালানাং যশোঘ্নো নিরপত্রপঃ। সদ্ভি-রাচরিতঃ পন্থা যেন স্তব্ধেন দূষিতঃ॥৬ এষ মে শিষ্যতাং প্রাপ্তো যন্ মে দুহিতুরগ্রহীৎ। পাণিং বিপ্রাগ্নি-মুখতঃ সাবিত্র্যা ইব সাধুবৎ॥৭॥ গৃহীত্বা মৃগশাবাক্ষ্যাঃ পাণিং মর্কট-লোচনঃ।

শ্রীমৈত্রেয় বলিলেন। পুরাকালে একদা বিশ্বসৃষ্টিকারী প্রজাপতিদিগের যজ্ঞে মহর্ষিগণ দেবগণ মুনিগণ সকলে স্ব স্ব অনুচরবর্গসহ সমাগত হন॥১॥ দক্ষ প্রজাপতি সূর্য্যের ন্যায় তেজঃপুঞ্জে দীপ্যমান হইয়া সেই বিপুল যজ্ঞ সভায় প্রবেশ করিলে, সমস্ত সভাটী আলোকিত হইয়া উঠিল। তাঁহাকে দেখিয়া সভাতে যে সদস্যগণ উপস্থিত ছিলেন সকলেই, এমন কি অগ্নিগণও নিজ নিজ আসন ত্যাগকরিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। দক্ষের তেজে সকলের তেজ অভিভূত হইল। কেবল ব্রহ্মা ও মহাদেব উঠিলেন না, বসিয়া রহিলেন॥২-৩॥ মহাদেব পূর্ব্ব হইতেই বসিয়া ছিলেন। তিনি প্রত্যুত্থানাদি দ্বারা (দক্ষকে) অভিবাদন করিলেন না। ইহা দেখিয়া দক্ষ এই অনাদর সহ্য করিলেন না। বক্রদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া এমন কটুবাক্য প্রয়োগ করিলেন যে, মহাদেব যেন তাহাতে দগ্ধ হইতে লাগিলেন॥৪॥ অগ্নি ও দেবগণ সহিত ব্রহ্মর্ষিগণ! আপনারা অতি সজ্জন। আপনাদিগের নিকট আমি যথার্থ ঘটনা বলিতেছি, শ্রবণ করুন। আমি অজ্ঞান বশতঃ বা বিদ্বেষবশতঃ কিছু বলিতেছি না॥৫॥ এই শঙ্কর, কর্ত্তব্য পালনে পরাঙ্‌মুখ হইয়া সাধুজনের আচরিত পথ কলুষিত করিল। অতএব এই নির্লজ্জ হইতে লোকপালদিগের যশ বিনষ্ট হইল।৬॥ ইহাকে দেখিয়া সাধু বলিয়া মনে হয়। এই (দুষ্ট) শঙ্কর ব্রাহ্মণ ও অগ্নির সাক্ষাতে আমার সাবিত্রীতুল্যা কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়া আমার শিষ্যত্বপ্রাপ্ত হইয়াছে॥৭॥ মর্কটের ন্যায় লোচন এই ব্যক্তি বাল-হরিণীর ন্যায় সুন্দর-নয়নযুক্তা আমার কন্যাকে বিবাহ করিয়াছে। অতএব আমি আসিলে দাঁড়াইয়া উঠিতে হয়। অথচ বাক্য-দ্বারাও আমার উচিত

প্রত্যুত্থানাভিবাদার্হে বাচাঽপ্যকৃত নোচিতম্ ॥৮। লুপ্তক্রিয়ায়া-শুচয়ে মানিনে ভিন্ন-সেতবে। অনিচ্ছন্-নপ্যদাং বালাং শূদ্রায়া-বোশতীং গিরম্ ॥৯॥ প্রেতাবাসেষু ঘোরেষু প্রেতৈ-র্ভূতগণৈ-র্বৃতঃ। অটত্যুন্মত্তবন্ নগ্নো ব্যুপ্তকেশো হসন্ রুদন্ ॥১০॥ চিতাভস্ম-কৃতস্নানঃ প্রেত-স্রঙ্ন্রস্থি-ভূষণঃ। শিবাপদেশো হ্যশিবো মত্তো মত্তজনপ্রিয়ঃ ॥১১॥ ত্রিপুণ্ড্রধৃক্ ত্রিশূলী চ ত্রিনেত্রং সর্পভূষণঃ। পতিঃ প্রমথ-ভূতানাং তমোমাত্রাত্মকাত্মনাম্ ॥১২॥ তস্মা উন্মাদনাথায় নষ্ট-শৌচায় দুর্হৃদে। দত্তা বত ময়া সাধ্বী চোদিতে পরমেষ্ঠিনা ॥১৩॥ মৈত্রেয় উবাচ। বিনিন্দ্যৈবং স গিরিশমপ্রতীপ-মবস্থিতম্। দক্ষোঽথাপ উপস্পৃশ্য ক্রুদ্ধঃ শপ্তুং প্রচক্রমে ॥১৪॥ অয়ং তু দেব-যজন ইন্দ্রোপেন্দ্রাদিভি-র্ভবঃ। সহ ভাগং ন লভতাং দেবৈ-র্দেবগণাঽধমঃ ॥১৫। সদা বিদ্বিষতোরেবং কালো বৈ ধ্রিয়মানয়োঃ। জামাতুঃ শ্বশুরস্যাপি সুমহা-নতিচক্রমে ॥১৬॥ যদাভিষিক্তো দক্ষস্তু ব্রহ্মণা পরমেষ্ঠিনা। প্রজাপতীনাং সর্ব্বেষা-মাধিপত্যে স্ময়োঽভবৎ ॥১৭॥ দৃষ্ট্বা স বাজপেয়েন ব্রহ্মিষ্ঠা-নভিভূয় চ। বৃহস্পতি-সবং নাম সমারেভে ক্রতূত্তমম্ ॥১৮॥ সত্যুবাচ। প্রজাপতে-স্তে শ্বশুরস্য সাম্প্রতং নির্য্যাপিতো যজ্ঞ-মহোৎসবঃ কিল। বয়ং চ তত্রা-ভিসরাম বাম তে যদ্যর্থিতাঽমী বিবুধা ব্রজন্তি হি ॥১৯॥ কথং সুতায়াঃ পিতৃগেহ-কৌতুকং নিশম্য দেহং সুরবর্য্য নেঙ্গতে। অনাহুতা অপ্যভিযন্তি সৌহৃদং ভর্ত্তু-র্গুরো-র্দেহ-কৃতশ্চ কেতনম্ ॥২০॥

সম্মান করিল না ॥৮॥ এই ব্যক্তি কর্ত্তব্যকর্ম্মে পরাঙ্মুখ, অপবিত্র অভিমানী ও গুরুজনের মর্য্যাদ-লঙ্ঘনকারী। শূদ্রকে যেমন বেদ শিক্ষা দেওয়া অন্যায় কর্ম্ম, আমার ঘোর অনিচ্ছা সত্ত্বেও (পিতা) ব্রহ্মার আদেশে ইহাকে কন্যা দান করিয়াছি ॥৯॥ এই ব্যক্তি ভয়ঙ্কর ভূত প্রেত লইয়া উন্মত্ত ও উলঙ্গ হইয়া আলুলায়িত কেশে কখনও হাসিতে হাসিতে, কখনও কাঁদিতে কাঁদিতে শ্মশানে বেড়ায় ॥১০॥ চিতাভস্মে ইহার স্নান, প্রেতগণের মাল্য ইহার কণ্ঠাভরণ ও মৃতদেহের অস্থি ইহার অঙ্গের ভূষণ। এ নামেই শিব, কিন্তু নিতান্ত অশিব অর্থাৎ অমঙ্গল-পরায়ণ মাদকদ্রব্য সেবনে রত ও মত্তগণ ইহার প্রিয় ॥১১॥ ত্রিপুণ্ড্রধারী, তিনটী চক্ষু, ত্রিশূলধারী, অঙ্গে সর্প জড়ান ও তমোগুণময় প্রমথগণের নেতা ॥১২॥ উন্মাদ নামক ভূত সম্প্রদায়ের দলপতি, শুচিহীন, এই দুষ্টচিত্ত ব্যক্তিকে আমার সাধ্বী কন্যা দান করিয়াছি। ইহা কেবল ব্রহ্মার আদেশে ঘটিয়াছে ॥১৩॥ দক্ষ এইরূপ শিবের নিন্দা করিলেন। তথাপি শিব কোনরূপ প্রতিকূল আচরণ করিলেন না, স্থির ভাবেই বসিয়া রহিলেন। (ইহাতে) দক্ষের ক্রোধ নিবৃত্ত হইল না। ইহার পরেও তিনি আবার জলস্পর্শ পূর্ব্বক শিবকে অভিশাপ দিতে লাগিলেন ॥১৪॥ লোকে যখন দেবগণের উদ্দেশ্যে যজ্ঞ করিবে, তখন দেবাধম শিব, শ্রীহরি ইন্দ্রাদি দেবগণের সহিত যজ্ঞভাগ পাইবে না ॥১৫॥ জামাতা মহাদেব ও শ্বশুর দক্ষ উভয়ের মধ্যে এই বিদ্বেষভাব দীর্ঘকাল রহিল ॥১৬॥ পরমেষ্টি ব্রহ্মা দক্ষকে প্রজাপতিগণের অধিপতি পদে অভিষিক্ত করিলে দক্ষের অতিশয় গর্ব্ব হইল ॥১৭॥ দক্ষ (গর্ব্ববশতঃ) ব্রহ্মপরায়ণ ব্যক্তিগণকে অগ্রাহ্য করিয়া বাজপেয় যজ্ঞানুষ্ঠান পূর্ব্বক বৃহস্পতি যজ্ঞ নামক উৎকৃষ্ট যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন। ॥১৮॥ সতীদেবী মহাদেবকে কহিলেন—হে নাথ আপনার শ্বশুরের যজ্ঞ মহোৎসব আরম্ভ হইয়াছে। এখনও শেষ হয় নাই। দেবগণ যাইতেছেন। আপনার যদি অভি-প্রায় হয় তবে আমরাও যজ্ঞে যাইতে পারি ॥১৯॥ হে সুরশ্রেষ্ঠ! পিতৃগৃহে উৎসবের সংবাদ শুনিলে তাহা দেখিবার জন্য কন্যার মন কি চঞ্চল হয় না? বন্ধু পতি শ্বশুরাদি গুরুজন ও জন্মদাতা পিতার গৃহে, বিনা আহ্বানেও যাওয়া যায় ॥২০॥

শ্রীভগবানুবাচ। ত্বয়োদিতং শোভনমেব শোভনে অনাহুতা অপ্যভিযন্তি বন্ধুষু। তে যদ্যনুৎপাদিত-দোষদৃষ্টয়োঃ বলীয়সা-ঽনাত্ম্যমদেন মন্যুনা ॥২১॥ বিদ্যা-তপো-বিত্ত-বপুর্ব্বয়ঃকুলৈঃ সতাং গুণৈঃ ষড়্ভি-রসত্তমেতেরৈঃ। স্মৃতৌ হতায়াং ভৃশমান-দুর্দৃশঃ স্তব্ধা ন পশ্যন্তি হি ধাম ভূয়সাম্ ॥২২॥ নৈতাদৃশানাং স্বজন-ব্যপেক্ষয়া গৃহান্ প্রতীয়া-দনবস্থিতাত্মনাম্। যেঽভ্যাগতান্ বক্রধিয়াঽভিচক্ষতে আরোপিত-ভ্রূভি-রমর্ষণাক্ষিভিঃ ॥২৩॥ তথাঽরিভি-র্ন ব্যথতে শিলীমুখৈঃ শেতেঽর্দ্দিতাঙ্গো হৃদয়েন দূয়তা। স্বানাং যথা বক্রধিয়াং দুরুক্তিভি-র্দিবানিশং তপতি মর্ম্মতাড়িতঃ ॥২৪॥ ব্যক্তং ত্বমুৎকৃষ্টগতেঃ প্রজাপতেঃ প্রিয়াত্মজানামসি সুভ্রু সম্মতা। অথাপি মানং ন পিতুঃ প্রপৎস্যসে মদাশ্রয়াৎ কঃ পরিতপ্যতে যতঃ ॥২৫॥ পাপচ্যমানেন হৃদাতুরেন্দ্রিয়ঃ সমৃদ্ধিভিঃ পূরুষবুদ্ধিসাক্ষিণম্। অকল্প এষা-মধিরোঢু-মঞ্জসা পদং পরং দ্বেষ্টি যথাঽসুরা হরিম্ ॥২৬॥ প্রত্যুদ্গম-প্রশ্রয়ণাভিবাদনং বিধীয়তে সাধু মিথঃ সুমধ্যমে। প্রাজ্ঞৈঃ পরস্মৈ পুরুষায় চেতসা গুহাশয়ায়ৈব ন দেহ-মানিনে ॥২৭॥ সত্ত্বং বিশুদ্ধং বসুদেব-শব্দিতং যদীয়তে তত্র পুমানপাবৃতঃ। সত্ত্বে চ তস্মিন্ ভগবান্ বাসুদেবো হ্যধোঽক্ষজো মে মনসা বিধীয়তে ॥২৮॥ তৎ তে নিরীক্ষ্যো ন পিতাঽপি দেহকৃদ্ দক্ষো মম দ্বিট্ তদনুব্রতাশ্চ যে।

ভগবান্ শ্রীমহাদেব কহিতে লাগিলেন—হে সুন্দরি! বন্ধুজন যদি দেহাদি প্রবল অভিমান ও ক্রোধবশতঃ বৃথা দোষদৃষ্টি-সম্পন্ন না হয়, তবে তুমি যাহা বলিলে, অর্থাৎ বিনা আহ্বানে যাওয়া যায় বটে ॥২১॥ বিদ্যা তপস্যা ধন দেহ বয়স ও বংশ—এই ছয়টী সাধুজনের পক্ষে গুণ বটে। কিন্তু অসাধু জনে এই গুলিই দোষরূপে পরিণত হইয়া তাহাদের বিবেক নষ্ট করে। তাহার ফলে অসাধুগণ নিতান্ত উদ্ধত হইয়া অভিমানী হইয়া উঠে। সেজন্য তাহারা সাধুজনের তেজ কিছুই দেখিতে পায় না ॥২২॥ যে সকল ব্যক্তি কুটিল বুদ্ধির বশে ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া অভ্যাগতদিগের প্রতি ক্রোধে নয়নে বক্রদৃষ্টি নিক্ষেপ করে। এইরূপ অব্যবস্থিত অসজ্জনের গৃহে আত্মীয়বুদ্ধিতে কখনও যাইতে নাই ॥২২॥ কুটিল-প্রকৃতি আত্মীয়জনের দুর্ব্বাক্যে মর্ম্মস্থানে আঘাত পাইলে লোকে যেরূপ দুঃখ ভোগ করে, শত্রুর তীক্ষ্ণ বাণে দেহ বিদ্ধ হইলেও সেরূপ বেদনা অনুভূত হয় না। শত্রুর বাণের আঘাত ব্যথার ক্রমে কিছুর উপশম হয়, কিন্তু দুর্জ্জনের বাক্যবাণ দিবানিশি দুঃখ দেয় ॥২৪॥ হে সুভ্রু। দক্ষের মর্য্যাদা অতি উৎকৃষ্ট। তুমি যে তাহার সকল কন্যা অপেক্ষা অধিক স্নেহের পাত্রী, ইহা সুনিশ্চিত, আমিও স্বীকার করি। তথাপি আমার সম্পর্কবশতঃ তুমি পিতার নিকট সমাদর পাইবে না, কেন না দক্ষ আমা প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে ॥২৫॥ নিরহঙ্কার ব্যক্তিদিগের যশঃ প্রতিষ্ঠাদিতে যাহার অন্তঃকরণ নিতান্ত দগ্ধ ও ইন্দ্রিয়বর্গ ব্যথিত হয়, সে ঐ সকল লোকের ন্যায় প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে না পারিয়া তাঁহাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করিয়া থাকে। অসুরগণ যেমন ভগবান্ শ্রীহরি প্রতি বিদ্বেষ করে ॥২৬॥ লোক সমাজে প্রত্যুদ্গমন ও পরস্পর বিনয় পূর্ব্বক অভিবাদন প্রভৃতি যাহা অনুষ্ঠিত হয় তাহা উত্তম। কিন্তু জ্ঞাতিগণ দেহাভিমানী ব্যক্তির উদ্দেশ্যে তাহা করেন না তাঁহারা শ্রীভগবানের উদ্দেশ্যেই সেই ভাব মনে সম্পাদন করেন ॥২৭॥ হে সুন্দরি! আমি কেবল অভ্যাগত ব্যক্তিকে বাসুদেব-বোধে প্রণাম করি, এমন নহে—নিত্যই শ্রীবাসুদেবকে মনে মনে চিন্তা করি। বিশুদ্ধ যে সত্ত্বগুণ তাহাই বাসুদেব শব্দে উক্ত। কারণ নির্ম্মল সত্ত্বগুণে পরমপুরুষ বাসুদেবই প্রকট হয়েন। এই জন্য আমি ভগবান্ শ্রীবাসুদেবকে মনে মনে পূজা করি ॥২৮॥ হে সুন্দরি! দক্ষ আমার প্রতি বিদ্বেষী। যদিও সে তোমার জন্মদাতা পিতা, তথাপি তাহাতে ও তাহার

যো বিশ্বসৃগ্-যজ্ঞগতং বরোরু মামনাগসং দুর্ব্বচসাংকরোৎ তিরঃ ॥২৯॥ যদি ব্রজিষ্যস্যতিহায় মদ্‌বচো ভদ্রং ভবত্যা ন ততো ভবিষ্যতি। সম্ভাবিতস্য স্বজনাৎ পরাভবো যদা স সদ্যো মরণায় কল্পতে ॥৩০॥ ততো বিনিঃশ্বস্য সতী বিহায় তং শোকেন রোষেণ চ দূয়তা হৃদা। পিত্রোরগাৎস্ত্রৈণ-বিমূঢ়ধী-র্গৃহান্ প্রেম্নাত্মনো যোঽর্দ্ধমদাৎ সতাং প্রিয়ঃ ॥৩১॥ তামাগতাং তত্র ন কশ্চনাদ্রিয়দ্ বিমানিতাং যজ্ঞকৃতো ভয়াজ্জনঃ। ঋতে স্বসৄর্বৈ জননীং চ সাদরাঃ প্রেমাশ্রু কণ্ঠ্যঃ পরিষস্বজুর্মুদা ॥৩২॥ অরুদ্রভাগং তমবেক্ষ্য চাধ্বরং পিত্রা চ দেবে কৃতহেলনং বিভৌ অনাদৃতা যজ্ঞসদস্যধীশ্বরী চুকোপ লোকানিব ধক্ষ্যতি রুষা ॥৩৩॥ শ্রীদেব্যুবাচ। ন যস্য লোকেঽস্ত্যতি-শায়নঃ প্রিয়-স্তথাপ্রিয়ো দেহভৃতাং প্রিয়াত্মনঃ। তস্মিন্ সমস্তা-ত্মনি মুক্তবৈরকে ঋতে ভবন্তং কতমঃ প্রতীপয়েৎ ॥৩৪॥ দোষান্ পরেষাং হি গুণেষ্বসাধবো গৃহ্ণন্তি কেচিন্ ন ভবাদৃশা দ্বিজ। গুণাংশ্চ ফল্গূন্ বহুলী-করিষ্ণবো মহত্তমাস্তেষ্ববিদদ্ ভবানঘম্ ॥৩৫॥ নাশ্চর্য্যমেতদ্ যদসৎসু সর্ব্বদা মহদ্‌বিনিন্দা কুণপাত্মবাদিষু। সের্ষ্যং মহাপূরুষ-পাদপাংসুভি-নিরস্ত-তেজঃসু তদেব শোভনম্ ॥৩৬॥ যদ্ দ্ব্যক্ষরং নাম গিরেরিতং নৃণাং সকৃৎ প্রসঙ্গা-দঘ-মাশু হন্তি

পক্ষপাতী ব্যক্তিদিগের মুখদর্শন করাও তোমার উচিত নহে। প্রজাপতিগণের রাজসভায় তিনি বিনা অপরাধে অশ্রাব্য ভাষায় আমাকে তিরস্কার করেন ॥২৯॥ যদি তুমি আমার কথা না শুনিয়া যাও, তাহা হইলে তোমার মঙ্গল হইবে না। সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যক্তির কখনও স্বজন হইতে অপমান ঘটিলে তাহা মৃত্যুবৎ যাতনাদায়ক হইয়া থাকে ॥৩০॥ নারীসুলভ স্বভাববশে সতীদেবীর চিত্ত নিতান্ত মোহাচ্ছন্ন হইল। শোকে ও ক্রোধে তাঁহার অন্তর অত্যন্ত দুঃখিত হইল। তিনি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া, যিনি প্রেমে নিজ অর্দ্ধাঙ্গ দান করিয়াছেন, সেই সজ্জনপ্রিয় শ্রীমহাদেবকে পরিত্যাগ করিয়া সতীদেবী পিতৃগৃহে গমন করিলেন ॥৩১॥ সতীদেবী পিতৃগৃহে উপস্থিত হইলে তাঁহার জননী ও ভগিনীগণ ব্যতীত, কেহই দক্ষের ভয়ে তাঁহাকে কিছুমাত্র আদর করিলেন না। কিন্তু মাতা ও ভগিনীগণ প্রেমাশ্রু পরিব্যাপ্তকণ্ঠে তাঁহাকে আদর করিয়া সানন্দে আলিঙ্গন করিলেন ॥৩২॥ মহাদেবী সতী দেখিলেন যে, যজ্ঞে ভগবান্ রুদ্রের (মহাদেবের) কোন ভাগ নাই ও তাঁহার পিতা যজ্ঞে মহাদেবকে আহ্বান না করিয়া যথেষ্ট অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়াছেন। যজ্ঞ সভাতে তাঁহার পিতা তাঁহাকে কিছুমাত্র সমাদর করিলেন না দেখিয়া, তিনি এমন ক্রোধ প্রকাশ করিলেন যে, তাহাতে মনে হয় যেন সমস্ত বিশ্ব বুঝি দগ্ধ করিয়া ফেলিলেন ॥৩৩॥ সতীদেবী কহিলেন—যিনি সকলের প্রিয় আত্মস্বরূপ, এ জগতে যাঁহার উৎকর্ষ সাধন করিতে কেহ পারে না ও যাঁহার প্রিয় বা অপ্রিয় কেহ নাই, অতএব কাহারও সহিত যাঁহার বিরোধ নাই, সেই সর্ব্বাত্মক মহাদেবের প্রতি আপনি ছাড়া আর কে প্রতিকূলতা করিতে পারে ? ॥৩৪॥ হে দ্বিজ, (দক্ষ) আপনার ন্যায় কোন কোন অসাধু ব্যক্তিগণই পরের গুণের মধ্যে দোষ গ্রহণ করিয়া থাকে। কিন্তু সাধুগণ তাহা করেন না। যাঁহারা মহত্তম অর্থাৎ অতি সজ্জন, তাঁহারা অন্যের সামান্য গুণকেও বিস্তারিত করিতে ইচ্ছা করেন। আপনি সেই সকল সজ্জনগণের প্রতি অন্যায় কল্পনা করিয়াছেন ॥৩৫॥ যাহারা এই পাপ জড়দেহকে আত্মা বলিয়া মনে করে এইরূপ অসাধুদিগের পক্ষে সর্ব্বদা মহতের নিন্দা করা আশ্চর্য্য নহে। (মহাপুরুষগণ সে নিন্দা উপেক্ষা করিলেও) মহাপুরুষগণের শ্রীচরণ ধূলি তাহা সহ্য না করিয়া সেই অসাধুদিগের তেজ বিনষ্ট করিয়া দেয়। এজন্য তাহারা নিন্দাই করিয়া থাকে ॥৩৬॥ 'শিব' এই দুইটী অক্ষরযুক্ত যাঁহার নাম, প্রসঙ্গক্রমে তাহা কেবল বাক্যদ্বারা একবার মাত্র উচ্চারণ করিলেই লোকের পাপ বিনষ্ট হয়, ও যাঁহার শাসন কাহারও লঙ্ঘনীয় নহে, সেই পুণ্যকীর্ত্তি মহাদেবের প্রতি আপনি

তৎ ; পবিত্র-কীর্ত্তিং তমলংঘ্যশাসনং ভবানহো দ্বেষ্টি শিবং শিবেতরঃ ॥৩৭॥ যৎপাদপদ্মং মহতাং মনোঽলিভির্নিষেবিতং ব্রহ্মরসাসবার্থিভিঃ। লোকস্য যদ্বর্ষতি চাশিষোঽর্থিন-স্তস্মৈ ভবান্ দ্রুহ্যতি বিশ্ববন্ধবে ॥৩৮॥ কিংবা শিবাখ্য-মশিবং ন বিদু-স্তদন্যে ব্রহ্মাদয়-স্তমবকীর্য্য জটাঃ শ্মশানে। তন্মাল্য-ভস্ম-নৃ-কপাল্য-ঽবসৎপিশাচৈর্যে মূর্দ্ধভি-র্দধতি তচ্চরণাব-সৃষ্টম্ ॥৩৯॥ কর্ণৌ পিধায় নিরিয়াদ্-যদকল্প ঈশে ধর্ম্মাবিতর্য্য-সৃণিভি-র্নৃভি-রস্যমানে। ছিন্দ্যাৎ প্রসহ্য রুশতী-মসতীং প্রভুশ্চেজ্ জিহ্বা-মসূনপি ততো বিসৃজেৎ স ধর্ম্মঃ ॥৪০॥ অত-স্তবোৎপন্নমিদং কলেবরং ন ধারয়িষ্যে শিতিকণ্ঠগর্হিণঃ। জগ্ধস্য মোহাদ্ধি বিশুদ্ধি-মন্ধসো জুগুপ্সিতস্যোদ্ধরণং প্রচক্ষতে ॥৪১॥ ন বেদবাদা-ননুবর্ত্ততে মতিঃ স্ব এব লোকে রমতো মহামুনেঃ। যথা গতি-র্দেব-মনুষ্যয়োঃ পৃথক্ স্ব এব ধর্ম্মে ন পরং ক্ষিপেৎস্থিতঃ ॥৪২॥ কর্ম্ম প্রবৃত্তং চ নিবৃত্ত-মপ্যৃতং বেদে বিবিচ্যো-ভয়-লিঙ্গমাশ্রিতম্। বিরোধি তদ্ যৌগপদৈক-কর্ত্তরি দ্বয়ং তথা ব্রহ্মণি কর্ম্ম নর্চ্ছতি ॥৪৩॥ মা বঃ পদব্যঃ পিতর-স্মদাস্থিতা যা যজ্ঞশালাসু ন ধূমবর্ত্মভিঃ। তদন্নতৃপ্তৈ-রসুভৃদ্ভি-রীড়িতা অব্যক্ত-লিঙ্গা অবধূত-সেবিতাঃ ৪৪॥ নৈতেন দেহেন হরে কৃতাগসো দেহোদ্ভবেনাল-মলং কুজন্মনা।

বিদ্বেষাচরণ করিতেছেন। হায়, আপনি নিতান্ত অমঙ্গলময় ॥৩৭॥ সাধুপুরুষদিগের মনোরূপ ভ্রমর ব্রহ্মানন্দরূপ মধু পানে অভিলাষী হইয়া, যাঁহার পাদপদ্ম সেবা করিয়া থাকেন, যিনি সকাম পুরুষদিগকে অভীষ্ট ফল দান করেন, আপনি সেই শিবের প্রতি বিদ্রোহ আচরণ করিতেছেন! ॥৩৮। যিনি শ্মশানের মাল্য ভস্ম ও মড়ার মাথার খুলি হাতে লইয়া জটা বিকীর্ণ করিয়া পিশাচগণের সঙ্গে শ্মশানে বাস করেন বলিয়া আপনি ভগবান্ শঙ্করের নিন্দা করিয়াছেন, ব্রহ্মা প্রভৃতি অন্য কোন দেবগণ বুঝি কিছুই অবগত নহেন? তাঁহারা শিবের শ্রীচরণ-বিগলিত নির্ম্মাল্যস্বরূপ ভস্মাদি নিজ নিজ মস্তকে ধারণ করিয়া থাকেন ॥৩৯॥ উচ্ছৃঙ্খল লোক যদি কোথায়ও ধর্ম্মরক্ষক স্বামীর নিন্দাবাদ কীর্ত্তন করে, আর তাহা শুনিয়া যদি তাহাকে মারিতে ও স্বয়ং মরিতে শক্তি না হয়, তবে দুটী কাণে হাত দিয়া ঢাকিয়া তথা হইতে চলিয়া যাইতে হয়। সমর্থ হইলে নিন্দাকারীর সেই কুবাক্য-বাদিনী জিহ্বাকে বলপূর্ব্বক ছেদন করিবে ও পরে নিজে প্রাণত্যাগ করিবে—ইহাই ধর্ম্ম ॥৪০॥ তুমি শিবনিন্দাকারী। অতএব তোমা হইতে উৎপন্ন এই দেহ ধারণ করিব না।—যেমন না বুঝিয়া যদি কখনও গর্হিত অন্ন ভোজন করা হয়, তবে তাহা বমি করিয়া ফেলিলেই শুদ্ধি লাভ হয়, ইহাই প্রবীণ ব্যক্তিগণ বলিয়া থাকেন ॥৪১॥ পরম যোগী শঙ্কর সর্ব্বদা আত্মতত্ত্বের অনুশীলনেই একান্ত তন্ময় থাকেন। অতএব তাঁহার বুদ্ধি বিধি-নিষেধ-স্বরূপ বেদবাক্যের প্রতি ধাবিত হয় না। দেবতার ও মনুষ্যের যেমন গতি বিভিন্ন প্রকার, সেইরূপ প্রবৃত্তি মার্গ বা নিবৃত্তি-মার্গ যে দিকেই হউক বিভিন্ন প্রকার ধর্ম্মে অবস্থিত থাকিয়া অন্যপথাবলম্বীকে কখনও নিন্দা করা উচিত নহে ॥৪২॥ প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি, এই দুই প্রকার কর্ম্মই সত্য। বেদে এই উভয় কর্ম্মেরই বিধান আছে। আসক্তি ও বৈরাগ্যরূপ অবস্থা ভেদে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে বেদে বিহিত হইয়াছে। অতএব একই কর্ত্তাতে যুগপৎ এই দ্বিবিধ কর্ম্ম অবস্থান করিতে পারে না। সেই সাক্ষাৎ ব্রহ্ম, ভগবান্ শঙ্করের কোন প্রকার কর্ম্মই উপস্থিত হয় না ॥৪৩॥ পিতঃ আমরা যে সকল অণিমাদি ঐশ্বর্য্য পাইয়াছি, তাহা যজ্ঞালয়ে যজ্ঞান্নপুষ্ট কর্ম্মকাণ্ড-পরায়ণ ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক প্রশংসিত নহে। কর্ম্মিগণ যাহার কারণ পর্য্যন্ত উপলব্ধি করিতে পারে না, কেবল ব্রহ্মজ্ঞই তাহা লাভ করিতে সমর্থ। সেই ঐশ্বর্য্যের লেশমাত্র আপনাদের নাই ॥৪৪॥ আপনি ভগবান্ শঙ্করের

ব্রীড়া মমাভূৎ কুজন-প্রসঙ্গত-স্তজ্জন্মধিগ্‌ যো মহতা-মবদ্যকৃৎ ॥৪৫॥ গোত্রং ত্বদীয়ং ভগবান্ বৃষধ্বজো দাক্ষায়ণীত্যাহ যদা সুদুর্মনাঃ। ব্যপেত-নর্ম-স্মিতমাশু তদ্ধ্যহং ব্যুৎস্রক্ষ্য এতৎ কুণপং ত্বদঙ্গজম্ ॥৪৬॥ ততঃ স্বভর্ত্তু-শ্চরণাম্বুজাসবং জগদগুরো-শ্চিন্তয়তী ন চাপরম্॥ দদর্শ দেহো হত-কল্মষঃ সতী সদ্যঃ প্রজজ্বাল সমাধিজাগ্নিনা ॥৪৭

ইতি শ্রীভক্তিকৌস্তুভে একাদশাহ্নিকে সতীদেহত্যাগো নাম প্রথমঃ পরিচ্ছেদঃ।

প্রতি বিদ্বেষ-পরায়ণ। আপনার দেহ হইতে আমার এই দেহ হইয়াছে, বলিয়া ইহার জন্ম অতি কুৎসিত মনে করি। অতএব এ দেহ রাখা উচিত নহে। আপনার মত দুর্জ্জনের সহিত সম্পর্ক আছে বলিয়া আমার বড় লজ্জা বোধ হইতেছে। যে ব্যক্তি মহতের অপ্রিয়কারী, তাহা হইতে জন্ম গ্রহণকে আমি ধিক্কার প্রদান করি ॥৪৫॥ ভগবান্ শঙ্কর, পরিহাসচ্ছলে কখনও আমাকে 'দাক্ষায়ণি' বলিয়া সম্বোধন করেন। তখন আমার হাস্য চলিয়া যায় ও অত্যন্তই দুঃখ বোধ হয়। তোমা হইতে উৎপন্ন এই শবতুল্য দেহ আমি শীঘ্রই পরিত্যাগ করিব ॥৪৬॥ অনন্তর ত্রিলোকপূজ্য নিজপতি শ্রীশঙ্করের শ্রীপাদপদ্মের মকরন্দ চিন্তা করিতে করিতে, সতী দেবী নিজ পতিদেবের শ্রীপাদপদ্ম ব্যতীত আর কিছুই দেখিতে পাইলেন না। এইরূপে তাঁহার পাপ (অর্থাৎ দক্ষ প্রজাপতির কন্যা বলিয়া যে অভিমান ছিল তাহা) দূর হইল ও তৎক্ষণাৎ সমাধি-জাত অগ্নিতে তাঁহার দেহ জ্বলিয়া উঠিল ॥৪৭॥

ইতি একাদশাহ্নিকে সতীদেহত্যাগ নামক প্রথম পরিচ্ছেদ।

দ্বিতীয়ঃ পরিচ্ছেদঃ—নারদকূটম্।

[আকরঃ—শ্রীমদ্ভাগবতম্।]

অপৃথগ্ধর্ম্মশীলাস্তে সর্ব্বে দাক্ষায়ণা নৃপ। পিত্রা প্রোক্তাঃ প্রজাসর্গে প্রতীচীং প্রযযু-র্দিশাম্ ॥১॥ তেপিরে তপ এবোগ্রং পিত্রাদেশেন যন্ত্রিতাঃ। প্রজা-বিবৃদ্ধয়ে যৎ তান্ দেবর্ষি-স্তান্ দদর্শ হ ॥২॥ উবাচ চাথ হর্য্যশ্বাঃ কথং স্রক্ষ্যথ বৈ প্রজাঃ। অদৃষ্টান্তং ভুবো যূয়ং বালিশা বত পালকাঃ ॥৩॥ তথৈক-পুরুষং রাষ্ট্রং বিলং চাদৃষ্ট-নির্গমম্। বহুরূপাং স্ত্রিয়ঞ্চাপি পুমাংসং পুংশ্চলী-পতিম্ ॥৪॥ নদী-মুভয়তোবাহাম্ পঞ্চ পঞ্চাদ্ভূতং গৃহম্। ক্বচিদ্ধংসং চিত্রকথং ক্ষৌরপব্যং স্বয়ংভ্রমিম্ ॥৫॥ কথং স্বপিতু-রাদেশ-মবিদ্বাংসো বিপশ্চিতঃ। অনুরূপ-মবিজ্ঞায় অহো সর্গং করিষ্যথ ॥৬॥ শ্রীশুক উবাচ। তন্ নিশম্যাথ হর্য্যশ্বা ঔৎপত্তিক-মনীষয়া। বাচঃকূটং তু দেবর্ষেঃ স্বয়ং বিমমৃশু-র্ধিয়া ॥৭॥ ভূঃ ক্ষেত্রং জীবসংজ্ঞং যদনাদি নিজবন্ধনম্। অদৃষ্ট্বা তস্য নির্ব্বাণং কিমসৎকর্ম্মভি-র্ভবেৎ ॥৮॥ এক

[পরিচয়—দক্ষপ্রজাপতির কঠোর তপস্যায় শ্রীভগবান্ সন্তুষ্ট হইয়া পঞ্চজন নামক প্রজাপতির কন্যা পঞ্চজনীকে বিবাহ করিয়া সৃষ্টি বিস্তারের আজ্ঞা দেন। পঞ্চজনীর গর্ভে দক্ষের দশ হাজার পুত্র জন্মে। তাঁহারা হর্য্যশ্বা নামে অভিহিত। দক্ষ ইঁহাদিগকে সৃষ্টি বিস্তারের জন্য আদেশ দেন। সে আদেশ পালন করিতে দৈববল সংগ্রহের জন্য সকলে পশ্চিম দিকে যাত্রা করেন। সিন্ধুনদের সাগর সঙ্গমে নারায়ণ সরোবর নামক পবিত্র তীর্থবারি স্পর্শ করা মাত্র তাঁহাদের বিষয় বাসনাদি মলিন মনোবৃত্তি সকল একেবারে চলিয়া গিয়া মন পবিত্র পারমার্থিক ধর্ম্মে আকৃষ্ট হইল। বংশবৃদ্ধি কামনা একেবারে ছিল না। কেবল পিতৃ আজ্ঞায় এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার জন্য কঠোর তপস্যাদি করিতে লাগিলেন। এই সময় দেবর্ষি নারদ তথায় উপস্থিত হন হর্য্যশ্বগণ এত উন্নত অবস্থা হইতে আবার অধঃপতিত হইবেন ইহাতে তাঁহার দুঃখ হওয়ায় তিনি কৌশলে দশটী কূট প্রশ্ন দ্বারা তাঁহাদের মন প্রবৃত্তিস্পর্শ হইতে ফিরাইতে চেষ্টা করিলেন। এই দশটী প্রশ্ন **নারদকূট** নামে খ্যাত]

(হে মহারাজ পরীক্ষিৎ।) দক্ষপুত্রগণ সকলেই একই রূপ আচার ও স্বভাব সম্পন্ন ছিলেন। দক্ষ তাঁহাদিগকে সন্তান সৃষ্টির আদেশ করিলে তাঁহারা সকলে পশ্চিম দিকে গেলেন ॥১॥ পিতার আদেশে বাধ্য হইয়া কঠোর তপঃ করিতে লাগিলেন। দেবর্ষি তাঁহাদিগকে কহিলেন—হে হর্য্যশ্বগণ তোমরা বিশ্বের পালক হইয়াও নিতান্ত অজ্ঞ। পৃথিবীর অন্ত না জানিয়া কিরূপে সৃষ্টি করিবে? ॥৩॥ আরও বক্তব্য এই যে, একটী মাত্র পুরুষ-যুক্ত রাজ্য ও যথা হইতে কেহ কখনও ফিরিয়া আসে না এইরূপ বিল, বহুরূপী স্ত্রী ও বহু পুরুষগামিনী রমণীর সংসর্গকারী পুরুষ—এ সকল না জানিয়া কিরূপে সৃষ্টি করিবে? ॥৪॥ উভয় দিকে প্রবাহযুক্ত নদী, পঞ্চবিংশতি পদার্থের আশ্রয় অদ্ভুত গৃহ, কদাচিৎ বিচিত্র-পক্ষ-যুক্ত এক হংস, স্বাধীনভাবে ভ্রমণশীল ও ক্ষুরের ন্যায় সুতীক্ষ্ণ ও সুদৃঢ় বস্তু—এ সব না জানিয়া কিরূপে সৃষ্টি করিবে? ॥৫॥ তোমাদের পিতা সর্ব্বজ্ঞ। তাঁহার আদেশ ও অভিপ্রায় না জানিয়া কিরূপে সৃষ্টি করিবে? ॥৬॥ শ্রীশুক বলিলেন—হর্য্যশ্বগণ নারদের সেই সকল বাক্য শুনিয়া নিজেদের স্বাভাবিক প্রতিভা-বলেই কথাগুলির কূট অর্থ বুঝিতে পারিলেন ॥৭॥ 'ভূ' শব্দের অর্থ ক্ষেত্র, অর্থাৎ জীব নামক লিঙ্গ শরীর। অনাদি বন্ধনের কারণ, তাহার অন্ত অর্থাৎ নাশ চিন্তা না করিয়া বৃথা অসৎ কর্ম্মাদি দ্বারা কি হইবে? ৮॥ সর্ব্বপ্রধান

এবেশ্বের-স্তূর্য্যো ভগবান্ স্বাশ্রয়ঃ পরঃ। তমদৃষ্ট্বাঽভবং পুংসঃ কিমসৎকর্ম্মভি-র্ভবেৎ ॥৯॥ পুমান্ নৈবৈতি যদ্গত্বা বিল-স্বর্গং গতো যথা। প্রত্যগ্ধামাঽবিদ ইহ কিমসৎকর্ম্মভি-র্ভবেৎ ॥১০॥ নানারূপাত্মনো বুদ্ধিঃ স্বৈরিণীব গুণান্বিতা। তন্ নিষ্ঠামগতস্যেহঃ কিমসৎকর্ম্মভি-র্ভবেৎ ॥১১॥ তৎসঙ্গ-ভ্রংশিতৈশ্বর্য্যং সংসরন্তং কুভার্য্যবৎ। তদ্গতী-রবুধস্যেহ কিমসৎ কর্ম্মভি-র্ভবেৎ ॥১২॥ সৃষ্ট্যাপ্যয়করীং মায়াং বেলাকূলান্ত-বেগিতাম্। মত্তস্য তামবিজ্ঞায় কিমসৎকর্ম্মভি-র্ভবেৎ ॥১৩॥ পঞ্চবিংশতি-তত্ত্বানাং পুরুষোঽদ্ভূতদর্পণম্। অধ্যাত্ম-মবুধস্যেহ কিমসৎকর্ম্মভি-র্ভবেৎ ॥১৪॥ ঐশ্বরং শাস্ত্রমুৎসৃজ্য বন্ধমোক্ষানুদর্শনম্ বিবিক্ত-পদ-মজ্ঞায় কিমসৎকর্ম্মভি-র্ভবেৎ ॥১৫॥ কালচক্রং ভ্রমি স্তীক্ষ্ণং সর্ব্বং নিষ্কর্ষয়-জ্জগৎ। স্বতন্ত্র-মবুধস্যেহ কিমসৎকর্ম্মভি র্ভবেৎ ॥১৬॥ শাস্ত্রস্য পিতুরাদেশং যো ন বেদ নিবর্ত্তকম্। কথং তদনুরূপায় গুণ-বিশ্রম্ভ্যুপক্রমেৎ ॥১৭॥ ইতি ব্যবসিতা রাজন্ হর্য্যশ্বা একচেতসঃ। প্রযযু-স্তং পরিক্রম্য পন্থান-মনিবর্ত্তনম্ ॥ ১৮ ॥ চুক্রোধ নারদায়াসৌ পুত্রশোক-বিমূর্চ্ছিতঃ। দেবর্ষি-মুপলভ্যাঽহ রোষাদ্ বিস্ফুরিতাধরঃ ॥ ১৯ ॥ দক্ষ উবাচ। অহো অসাধো সাধূনাং সাধুলিঙ্গেন ন-স্ত্বয়া। অসাধ্ব-কার্য্যর্ভকাণাং ভিক্ষো-মার্গঃ প্রদর্শিতঃ

সর্ব্বশক্তিমান্ সকলের সাক্ষী সেই এক ভগবান্ই বিশ্বের একমাত্র অবলম্বন। সংসার শাসনকারী সেই ভগবান্কে না জানিয়া এই অসৎকর্ম্ম পথে থাকিলে কি হইবে? ॥৯॥ যাঁহার পরম ধাম প্রাপ্ত হইলে লোকে আর ফিরিয়া আসে না, সেই জ্যোতিঃস্বরূপ ব্রহ্মকে না জানিয়া শুধু অসৎকর্ম্মে কি ফল হইবে? ॥১০॥ সংসারী জীবের বুদ্ধি দুষ্টা রমণীর ন্যায়, নানাবিধ স্বরূপ প্রদর্শন-পূর্ব্বক পুরুষের মোহজনিকা সেই বুদ্ধির অবসান অর্থাৎ বিবেক-প্রাপ্ত না হইলে কি হইবে? ॥১১॥ দুষ্টা স্ত্রী সংসর্গে পুরুষের স্বাধীনতা দূর হয় ও ঐ পুরুষ, রমণীর সুখে সুখী ও দুঃখে দুঃখী হয়। সেই রূপ মায়াসঙ্গবশতঃ যাঁহার ঐশ্বর্য্য ভ্রষ্ট হইয়াছে ও যে মায়ার সুখদুঃখ রূপ পতির অনুগমন করিয়া থাকে, সেই জীবকে না জানিলে, অবিবেক-কৃত কর্ম্ম সকল দ্বারা কি ফল হইবে? ॥১২॥ উৎপত্তি ও ধ্বংস-কারিণী মায়াই নদী। উহাতে পতিত ব্যক্তি যে স্থান দিয়া উঠিবে তথায় বেগ অধিক। মায়ামুগ্ধ মনুষ্য সেই নদীতে মগ্ন। অতএব বিবশ হইয়া যাহা করে, সেই মায়াময় কর্ম্মের ফল কি? ॥১৩ পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের আশ্রয় অন্তর্য্যামী পুরুষই কার্য্য কারণের অধিষ্ঠাতা। তাঁহাকে না জানিয়া বৃথা স্বাতন্ত্র্য অভিমান-কৃত কর্ম্মে কি ফল হইবে? ॥১৪॥ ঈশ্বর-প্রতিপাদক ভক্তিশাস্ত্রে বিচার করা হইয়াছে যে, জড় ও চেতন পদার্থ পৃথক্। নানারূপ কথা দ্বারা বন্ধন মোক্ষের স্বরূপ নিরূপিত হইয়াছে। অভ্যাসের অভাবে সেই শাস্ত্রের তাৎপর্য্য না বুঝিয়া কেবল অসৎকর্ম্ম পথ অবলম্বনে কি ফল হইবে? ॥১৫॥ এই সংসারে অতি তীব্র কালচক্র সর্ব্বদা স্বাধীনভাবে ভ্রমণ করিতেছে ও সমস্ত জগৎকে বিনাশের দিকে লইয়া যাইতেছে। তাহার তত্ত্ব না বুঝিয়া অসৎকর্ম্ম পথ অবলম্বনে কি ফল হইবে? ॥১৬॥ শাস্ত্ররূপ পিতার, নিবৃত্তি-ধর্ম্ম-প্রযোজক অনুশাসন বাক্যরূপ আদেশ না জানিয়া যে ব্যক্তি, গুণময় প্রবৃত্তিমার্গে নির্ভরশীল, সে ব্যক্তি নিবৃত্তিমার্গের অনুরূপ আচরণের জন্য সৃষ্টিকার্য্যে কেন প্রবৃত্ত হয়? ॥১৭॥ হে রাজন্ পরীক্ষিৎ, হর্য্যশ্বগণ এই সিদ্ধান্ত স্থির করিয়া এক মত হইয়া নারদকে প্রদক্ষিণ করিয়া এমন পথ ধরিয়া প্রস্থান করিলেন, যাহা হইতে আর ফিরিতে না হয় ॥ ১৮ ॥ পুত্রশোকে অধীর হইয়া দক্ষ, নারদের প্রতি অত্যন্ত কুপিত হইলেন। সম্মুখে নারদকে দেখিতে পাইয়া ক্রোধে তাঁহার অধর কম্পিত হইতে লাগিল। তিনি কহিতে লাগিলেন—হে দুষ্ট নারদ! তুমি সাধুপুরুষের ন্যায় বেশ ধারণ করিয়াছ বটে। আমি কখনও তোমার কোনও অহিত করি নাই, তথাপি তুমি আমার অপরিণত-বয়স্ক পুত্রগণের প্রতি নিতান্ত অহিত আচরণ করিয়াছ; তাহাদিগকে সন্ন্যাসি-জনোচিত পথ দেখাইয়া দিয়াছ ॥ ১৯-২০ ॥

॥ ২০ ॥ ঋণৈ-স্ত্রিভি-রমুক্তানা-মমীমাংসিত কর্ম্মণাম্। বিঘাতঃ শ্রেয়সঃ পাপ লোকয়ো-রুভয়োঃ কৃতঃ ॥ ২১ ॥ এবং ত্বং নিরনুক্রোশো বালানাং মতিভিদ্ হরেঃ। পার্ষদ-মধ্যে চরসি যশোহা নিরপত্রপঃ ॥ ২২ ॥ ননু ভাগবতা নিত্যং ভূতানুগ্রহকাতরাঃ। ঋতে ত্বাং সৌহৃদঘ্নং বৈ বৈরং করম বৈরিণাম্ ॥ ২৩ ॥ নেত্থং পুংসাং বিরাগঃ স্যাৎ ত্বয়া কেবলিনা মৃষা। মন্যসে যদ্যুপশমং স্নেহপাশ-নিকৃন্তনম্ ॥ ২৪ ॥ নানুভূয় ন জানাতি পুমান্ বিষয়-তীক্ষ্ণতাম্। নির্বিদ্যেত স্বয়ং তস্মান্ ন তথা ভিন্নধীঃ পরৈঃ ॥ ২৫ ॥ যন্-নস্ত্বং কর্ম্মসন্ধানাং সাধূনাং গৃহমেধিনাম্। কৃতবানসি দুর্ম্মর্ষং বিপ্রিয়ং তব মর্ষিতম্ ॥ ২৬ ॥ তন্তু-কৃন্তন যন্নস্ত্ব-মভদ্রম-চরঃ পুনঃ। তস্মান্ লোকেষু তে মূঢ় ন ভবেদ্ ভ্রমতঃ পদম ॥ ২৭ ॥

ইতি একাদশাহ্নিকে নারদং প্রতি দক্ষশাপো নাম দ্বিতীয়ঃ পরিচ্ছেদঃ।

আমার পুত্রগণ কর্ম্মপথ বিচার করিয়া লইতে পারে নাই। তাহারা আর্ষ দৈব ও পৈত্র, এই ত্রিবিধ ঋণ হইতে মুক্ত হয় নাই। এই অবস্থায় তাহাদের সংসার-ত্যাগী করায় তাহাদের ইহকাল ও পরকাল, দুই কালেই মঙ্গলের ব্যাঘাত করা হইয়াছে ॥ ২১ ॥ এইরূপ তুমি অপরিণত-বুদ্ধি বালকদিগের বুদ্ধি বিপর্য্যয় করিয়াছ। তুমি অতি নির্দ্দয় ও নির্লজ্জ। তুমি যে ভগবানের পার্ষদ মধ্যে বিচরণ কর, ইহাতে তাঁহার যশঃ নষ্ট করা হইয়াছে ॥ ২২ ॥ হে নারদ! যাহারা তোমার প্রতি কখনও শত্রুতা করে না, তুমি তাহাদের প্রতিও শত্রুতা কর ও ভালবাসা নষ্ট কর। তুমি ভিন্ন ভগবদ্ ভক্ত সকলেই সর্ব্বদা জীবের প্রতি অনুগ্রহ-পরায়ণ হইয়া থাকেন ॥২৩॥ তুমি হয়ত মনে করিতে পার যে, নিবৃত্তিমার্গ আসক্তির বন্ধনকে দমন করে। কিন্তু বৃথা ভক্তের ন্যায় ভক্তবেশ ধারণ করিয়া তুমি এইরূপ বুদ্ধি বিপর্য্যয় ঘটাইলেও, ইহাতে ইহলোকের বৈরাগ্য কিছুতেই হইতে পারে না ॥২৪॥ না ভুগিয়া বিষয়ের তীক্ষ্ণতা (দুঃখ-জনকতা) বুঝিতে পারে না। উপভোগ দ্বারা তীক্ষ্ণতার যে জ্ঞান জন্মে, আপনা হইতে লোকে যেরূপ নির্ব্বেদ প্রাপ্ত হয়, অন্যের উপদেশে বুদ্ধি বিচলিত হইলেও সেরূপ নির্ব্বেদ ঘটে না ॥ ২৫ ॥ আমরা সদাচার-পরায়ণ গৃহস্থ। কর্ম্মপথেই আমাদের মর্য্যাদা। তুমি যে আমাদের প্রতি অসহ্য অপ্রিয় আচরণ করিয়াছ, তাহা ক্ষমা করিলাম ॥ ২৬ ॥ হে সন্তান-হারক মূর্খ! তুমি ত্রিভুবনে যেখানেই বিচরণ করিবে, কোথায়ও তোমার স্থিতি হইবে না ॥ ২৭ ॥

একাদশাহ্নিকে নারদ দক্ষশাপ-নামক দ্বিতীয়ঃ পরিচ্ছেদঃ সমাপ্তঃ।

দ্বাদশ আহ্নিকঃ

প্রথমঃ পরিচ্ছেদঃ—বৃত্রাসুর-বৃত্তান্তঃ।

[আকরঃ। শ্রীমদ্‌ভাগবতম্]

হতপুত্র-স্তত-স্ত্বষ্টা জুহাবেন্দ্রায় শত্রবে। ইন্দ্র-শত্রো বিবর্দ্ধস্ব মা চিরং জহি বিদ্বিষম্ ॥ ১ ॥ অথান্বাহার্য্যপচনা-দুত্থিতো ঘোরদর্শনঃ। কৃতান্ত ইব লোকানাং যুগান্ত-সময়ে যথা ॥ ২ ॥ যেনাবৃতা ইমে লোকা-স্তমসা-স্ত্বাষ্ট্রমূর্ত্তিনা। স বৈ বৃত্র ইতি প্রোক্তঃ পাপঃ পরম-দারুণঃ ॥৩॥ তং নিজঘ্নু-রভিদ্রুত্য সগণা বিবুধর্ষভাঃ। স্বৈঃ স্বৈ-র্দিব্যাস্ত্র-শস্ত্রৌঘৈঃ সোঽগ্রসৎ তানি কৃৎস্নশঃ ॥ ৪ ॥ ততস্তে বিস্মিতাঃ সর্ব্বে বিষণ্ণাঃ গ্রস্ত-তেজ-সঃ। প্রত্যঞ্চ মাদিপুরুষ-মুপতস্থুঃ সমাহিতাঃ ॥ ৫ ॥ শ্রীভগবানুবাচ। প্রীতোঽহং বঃ সুরশ্রেষ্ঠা মদুপস্থানবিদ্যয়া। আত্মৈশ্বর্য্য-স্মৃতিঃ পুংসাং ভক্তিশ্চৈব যয়া ময়ি ॥ ৬ ॥ কিং দুরাপং ময়ি প্রীতে তথাঽপি বিবুধর্ষভাঃ। ময্যেকান্তমতি-র্নান্যন্ মত্তো বাঞ্ছতি তত্ত্ববিৎ ॥ ৭ ॥ ন বেদ কৃপণঃ শ্রেয়

[পরিচয়—একদা ইন্দ্র স্বর্গে রাজসভায় বসিয়া আছেন। এমন সময় তাঁহার গুরু বৃহস্পতি তথায় আসিলেন। গুরুদেব আসিয়াছেন দেখিয়াও ইন্দ্র প্রণামও করিলেন না, কথাও কহিলেন না। এইজন্য বৃহস্পতি ইন্দ্রকে ত্যাগ করিলেন। গুরুবলই শ্রেষ্ঠ বল। দেবগণ তাহা হারাইলেন। এই সুযোগে অসুরগণ দেবগণকে আক্রমণ করিয়া উৎপীড়িত করিল। দেবগণ ব্রহ্মার শরণাপন্ন হইলে তিনি বলিলেন— ত্বষ্টা ঋষির তপঃপ্রভাবসম্পন্ন পুত্র বিশ্বরূপের শরণ লও, রক্ষা পাইবে। ইন্দ্রের প্রার্থনায় বিশ্বরূপ সম্মত হইয়া যজ্ঞ করিলেন। বিশ্বরূপ দেববংশোদ্ভব কিন্তু তাঁহার মাতামহ অসুর। এইজন্য যজ্ঞভাগ কিছু কিছু গোপনে অসুরকূলকে দেন। ইন্দ্র তাহা জানিতে পারিয়া বিশ্বরূপকে বধ করেন।]

অনন্তর ত্বষ্টা পুত্রহীন হইয়া ইন্দ্রকে বধ করিবার উদ্দেশে এক শত্রু সৃষ্টি করিবার জন্য যজ্ঞ করিয়া "হে ইন্দ্রশত্রু তুমি বর্দ্ধিত হইয়া ইন্দ্রকে শীঘ্র বিনাশ কর" এইরূপ প্রার্থনা করিয়া যজ্ঞের অগ্নিতে আহুতি দিলেন ॥ ১ ॥ তখন প্রলয়কালীন কৃতান্তের ন্যায় লোকের ভীতিজনক এক মূর্ত্তি অগ্নি হইতে আবির্ভূত হইল ॥ ২ ॥ এই অসুর ত্বষ্টার স্বভাব অনুসারে তপোবল প্রাপ্ত হইয়া ত্রিলোক আবৃত করিয়া ফেলিল। এই জন্য সেই অতি দারুণ মূর্ত্তি বৃত্র* নামে খ্যাত হইল ॥ ৩ ॥ দেবগণ সদলবলে তাহাকে অস্ত্র মারিলে সে, সকল অস্ত্র শস্ত্র গ্রাস করিতে লাগিল ॥ ৪ ॥ অতঃপর দেবগণ ক্রমশঃই নিতান্ত বিপন্ন হইলেন। তাঁহাদের প্রভাব লোপ পাইল। তখন তাঁহারা একাগ্রচিত্তে সর্ব্বান্তর্য্যামী শ্রীভগবানের স্তব করিতে লাগিলেন ॥ ৫ ॥ শ্রীভগবান্ কহিলেন, হে দেবগণ! আমাকে স্তুতিদ্বারা তোমাদের যে জ্ঞানের পরিচয় পাইলাম, তাহাতে আমি বিশেষ প্রীত হইলাম। এইরূপ জ্ঞান বলেই আমার প্রতি ভক্তিমান্ হইতে হয় ॥ ৬ ॥ হে দেবগণ! আমি প্রীত হইলে লোকের কোন বস্তু দুর্ল্লভ থাকিতে পারে কি? তথাপি যাহারা একাগ্রচিত্ত হইয়া তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়াছে, তাহারা আমার নিকট ভক্তিভিন্ন আর কিছুই কামনা করে না ॥ ৭ ॥ বিষয়ভোগকেই যাহারা পরমার্থ জ্ঞান করে, সেই অজ্ঞ ব্যক্তিগণ নিজের মঙ্গল

---

* তপস্যা প্রভাবে ত্রিভুবনকে আবৃত অর্থাৎ অভিভূত করিয়াছেন বলিয়া 'বৃত্' ধাতু হইতে নাম বৃত্র হইল।

আত্মনো-গুণবস্তুদৃক্। তস্য তানিচ্ছতো যচ্ছেদ্ যদি সোঽপি তথাবিধঃ ॥ ৮ ॥ স্বয়ং নিঃশ্রেয়সং বিদ্বান্ ন বক্ত্যজ্ঞায় কর্ম্ম হি। ন রাতি রোগিণোঽপথ্যং বাঞ্ছতোঽপি ভিষক্তমঃ ॥ ৯ ॥ মঘবন্ যাত ভদ্রং বো দধ্যঞ্চ-মৃষিসত্তমম্। বিদ্যা-ব্রত-তপঃসারং গাত্রং যাচত মা চিরম্ ॥১০॥ ততস্তৈরায়ুধশ্রেষ্ঠো বিশ্বকর্ম্ম-বিনির্ম্মিতঃ। যেন বৃত্রশিরো হর্ত্তা মত্তেজ-উপবৃংহিতঃ ॥১১। ততঃ সুরাণা-মসুরৈঃ রণঃ পরম দারুণঃ। ত্রেতামুখে নর্ম্মদায়া-মভবৎ প্রথমে যুগে ॥১২ বৃত্র উবাচ। দিষ্ট্যা ভবান্ মে সমবস্থিতো রিপু-র্যো ব্রহ্মহা গুরুহা ভ্রাতৃহা চ। দিষ্ট্যাঽনৃণোঽদ্যাহ-মসত্তম ত্বয়া মচ্ছূল-নির্ভিন্ন-দৃষদ্ধৃদাঽচিরাৎ ॥১৩॥ যো নোঽগ্রজস্যাত্ম-বিদো দ্বিজাতে-র্গুরো রপাপস্য চ দীক্ষিতস্য। বিশ্রভ্য খড়্গেন শিরাংস্যবৃশ্চৎ পশোরিবা-ঽকরুণঃ স্বর্গকামঃ ॥১৪॥ হ্রী-শ্রী-দয়া-কীর্ত্তিভি-রুজ্ঝিতং ত্বাং স্বকর্ম্মণা পুরুষাদৈশ্চ গর্হ্যম্। কৃচ্ছ্রেণমচ্ছূল-বিভিন্ন-দেহ-মস্পৃষ্ট-বহ্নিং সমদন্তি গৃধ্রাঃ ॥১৫॥ অন্যেঽনু যে ত্বেহ নৃশংস-মজ্ঞা যে-হ্যুদতাস্ত্রাঃ প্রহরন্তি মহ্যম্। তৈ-র্ভূতনাথান্ সগণান্ নিশাত-ত্রিশূল-নির্ভিন্নগলৈ-র্যজামি

বুঝিতে পারে না, এই জন্য বিষয় সকলেই আকাঙ্ক্ষা করে। কিন্তু দাতাও যদি সেইরূপ অজ্ঞ হয়, তবেই তাহাকে বিষয় প্রদান করে ॥ ৮ ॥ যিনি পরম পুরুষার্থ অবগত আছেন, তিনি অনভিজ্ঞ প্রার্থীকে কখনও প্রবৃত্তি মার্গে উপদেশ করেন না। রোগী চাহিলেও উত্তম চিকিৎসক তাহাকে কুপথ্য দেন না ॥ ৯ ॥ হে ইন্দ্র তোমরা শীঘ্র মুনিবর দধীচির নিকট গিয়া তাঁহার দেহ প্রার্থনা কর। তাঁহার জ্ঞান ব্রত ও তপস্যার প্রভাবে তাঁহার জ্ঞান অতিশয় দৃঢ় হইয়াছে! ইহাতে তোমাদের মঙ্গল হইবে ॥ ১০ ॥ তিনি তোমাদিগকে তাহার দেহ (অস্থি) দান করিবেন। তাহা দ্বারা বিশ্বকর্ম্মা বজ্র প্রস্তুত করিয়া দিবেন। তুমি আমার তেজে প্রভাবান্বিত হইয়া, সেই বজ্র দ্বারা বৃত্রাসুরের মস্তক ছেদন করিবে ॥ ১১ ॥ সত্যযুগের শেষ ভাগে, ত্রেতাযুগের প্রারম্ভে নর্ম্মদাতীরে বৃত্রাদি অসুরগণের সহিত ইন্দ্রাদি দেবগণের ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হইয়াছিল ॥ বৃত্র কহিলেন—যে ব্যক্তি ব্রহ্মহত্যাকারী, গুরুহত্যাকারী ও বিশেষতঃ আমার ভ্রাতৃহত্যাকারী, সেই রিপু যে আমার সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছে, ইহা বড়ই আনন্দের বিষয়। হে অসৎদিগের অধম। আমি আজ আমার শূল দ্বারা তোমার পাষাণবৎ হৃদয় বিদীর্ণ করিয়া অবিলম্বে ভ্রাতৃঋণ পরিশোধ করিতে পারিব, ইহা অতি সৌভাগ্যের বিষয় ॥১৩॥ আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বিশ্বরূপ, আত্মজ্ঞান-সম্পন্ন সদ্ব্রাহ্মণ ছিলেন। তোমরা তাঁহাকে গুরু বলিয়া বরণ করিয়াছিলে। তোমাদের যজ্ঞকর্ম্মে ব্রতী ছিলেন। তাঁহার কোনও অপরাধ ছিল না। স্বর্গভোগের সুবিধার জন্য, পূর্ব্বে তাঁহার উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়া পরে নিতান্ত নির্দ্দয় ভাবে তাঁহার শিরশ্ছেদন করিয়াছ ॥১৪॥ লজ্জা সম্পদ্ দয়া কীর্ত্তি সকলই তোমাকে ত্যাগ করিয়াছে ॥ আত্মকৃত কর্ম্মদোষে তুমি রাক্ষসের নিকটও নিন্দনীয় হইয়াছ। আমি অচিরে শূল দ্বারা তোমার হৃদয় বিদীর্ণ করিব। অগ্নি তোমার দেহ স্পর্শ করিবে না, গৃধ্রগণও অতিকষ্টে তোমাকে ভক্ষণ করিবে ॥১৫॥ আর এখানে এমন যদি কেহ থাকে যে, তোমার ন্যায় নৃশংস ব্যক্তির অনুবর্ত্তন করিয়া অস্ত্রদ্বারা আমাকে আঘাত করিতে আসে, আমি সুতীক্ষ্ণ ত্রিশূল দ্বারা সেরূপ ব্যক্তির গলদেশ বিদীর্ণ করিয়া তদ্দ্বারা ভৈরবাদি

॥১৬॥ অথো হরে মে কুলিশেন বীর হর্ত্তা প্রমথ্যৈব শিরো যদীহ। তত্রানৃণো ভূতবলিং বিধায় মনস্বিনাং পাদরজঃ প্রপৎস্যে ॥১৭॥ সুরেশ কস্মান্ন হিনোষি বজ্রং পুরঃ স্থিতে বৈরিণি ময্যমোঘম্। মা সংশয়িষ্ঠা ন গদেব বজ্রং স্যান্নিষ্ফলং কৃপণার্থেব যাচ্ঞা ॥১৮॥ নন্বেষ বজ্রস্তব শক্র তেজসা হরের্দধীচে-স্তপসা স তেজিতঃ। তেনৈব শত্রুং জহি বিষ্ণু-যন্ত্রিতো যতো হরি-র্বিজয়ঃ শ্রী-র্গুণা-স্ততঃ ॥১৯॥ অহং সমাধায় মনো যথাহ সঙ্কর্ষণ-স্তচ্চরণারবিন্দে। ত্বদ্বজ্ররংহো-লুলিত-গ্রাম্যপাশো গতিং মুনে-র্যাম্যপবিদ্ধলোকঃ ॥২০॥ পুংসাং কিলৈকান্ত-ধিয়াং স্বকানাং যা সম্পদো দিবি ভূমৌ রসায়াম্। ন রাতি যদ্দ্বেষ-উদ্বেগ আধি-র্মদঃ কলি-র্ব্যসনং সংপ্রয়াসঃ ॥২২॥ ত্রৈবর্গিকায়াস-বিঘাত-মস্মৎপতি-র্বিধত্তে পুরুষস্য শক্র। ততোঽনুমেয়ো ভগবৎপ্রসাদো যো দুর্লভোঽকিঞ্চনগোচরোঽন্যৈঃ ॥২২॥ অহং হরে তব পাদৈকমূল-দাসানুদাসো ভবিতাস্মি ভূয়ঃ। মনঃ স্মরেতাসুপতে-র্গুণাংস্তে গৃণীত বাক্ কর্ম্ম করোতু কায়ঃ ॥২৩॥ ন নাকপৃষ্ঠং ন চ পারমেষ্ঠ্যং ন সার্ব্বভৌমং ন রসাধিপত্যম্। ন যোগ-

---

ভূতনাথ ও তাঁহাদের অনুচরগণকে পরিতুষ্ট করিব ॥১৬॥ অথবা হে ইন্দ্র! তুমি যদি বজ্রের দ্বারা আঘাত করিয়া আমার শিরশ্ছেদন কর, তবে আমি আমার দেহ, শৃগাল কুক্কুরাদিকে বলিস্বরূপ দিয়া ভক্তগণের পদধূলি লাভ করিতে পারিব ॥১৭॥ হে দেবরাজ, আমি তোমার শত্রু, সম্মুখে উপস্থিত আমার প্রতি বজ্র নিক্ষেপ করিতেছ না কেন? তুমি সংশয় করিও না। কৃপণের নিকট অর্থ যাচ্ঞা যেমন নিষ্ফল হয়, তোমার গদা সেইরূপ বিফল হইলেও, বজ্র সেরূপ বিফল হইবে না ॥১৮॥ হে ইন্দ্র! তোমার বজ্র, ভগবান্ শ্রীহরির তেজে ও দধীচি মুনির তপোবলে অত্যন্ত তীক্ষ্ণ হইয়াছে। আর ভগবান্ তোমাকে নিযুক্ত করিয়াছেন। অতএব তুমি এই বজ্রের দ্বারা আমাকে বধ কর। যে পক্ষে ভগবান্ থাকেন, সে পক্ষে জয় সম্পদ্, শৌর্য্যাদি গুণ সকলই থাকে ॥১৯॥ আমাদের প্রভু সঙ্কর্ষণ দেব যেরূপ উপদেশ করিয়াছেন, তদনুসারে আমি তাঁহারই শ্রীপাদপদ্ম মনে রাখিয়া তোমার বজ্রের প্রহারে বিষয় বাসনা বন্ধন ছেদন পূর্ব্বক দেহত্যাগ করিয়া অচিরেই যোগিজনোচিত স্থান প্রাপ্ত হইব।২০॥ স্বর্গে মর্ত্ত্যে কিম্বা রসাতলে যে সকল সম্পদ্ আছে, শ্রীভগবান্ তাঁহাতে একান্তমতি ভক্তগণকে কখনও সে সকল সম্পদ্ দান করেন না। কারণ, ঐ সকল সম্পদ্ হইতে দ্বেষ উদ্বেগ, মনঃপীড়া মত্ততা কলহ বিবাদ ও নানাবিধ ক্লেশ উৎপন্ন হইয়া থাকে ॥২১॥ আমাদের প্রভু (সঙ্কর্ষণ দেব) ভক্তগণের ধর্ম্ম অর্থ কাম সম্বন্ধীয় সকল চেষ্টার উপশম বিধান করিয়া থাকেন। এইরূপ উপশম দ্বারাই শ্রীভগবানের প্রসন্নতা অনুমান করা যাইতে পারে। অকিঞ্চন দীনহীন ব্যক্তিগণই এইরূপ ভগবৎ প্রসাদ অনায়াসে লাভ করিতে পারেন। কিন্তু অন্যের পক্ষে অতি দুর্লভ ॥২২॥ [বৃত্র এখন শ্রীভগবান্‌কে বলিতেছেন] হে তগবন্ আমি যেন জন্মে জন্মে আপনার শ্রীচরণাশ্রিত ভক্তগণের দাস হইতে পারি। আপনি আমার প্রাণপতি, আমার মন যেন আপনার গুণরাজি স্মরণ করে। আমার বদন যেন আপনার গুণ কীর্ত্তন করে, দেহ যেন আপনার সেবায় নিযুক্ত থাকে ॥২৩॥ হে সর্ব্বসৌভাগ্যের মূলাধার! আপনাকে ছাড়িয়া স্বর্গ, ব্রহ্মপদ, সর্ব্বভূমির আধিপত্য, পাতাল লোকের প্রভুত্ব, অণিমাদি অষ্টসিদ্ধি, কিম্বা মোক্ষ

সিদ্ধী-রপুনর্ভবং বা সমঞ্জস ত্বা বিরহয্য কাঙ্ক্ষে ॥২৪॥ অজাতপক্ষা ইব মাতরং খগাঃ স্তন্যং যথা বৎসতরাঃ ক্ষুধার্ত্তাঃ। প্রিয়ং প্রিয়েব ব্যুষিতং বিষণ্ণা মনোঽরবিন্দাক্ষ দিদৃক্ষতে ত্বাম্ ॥২৫॥ মমোত্তমশ্লোক-জনেষু সখ্যং সংসারচক্রে ভ্রমতঃ স্বকর্ম্মভিঃ। ত্বন্মায়য়া-আত্মজদার-গেহে-ষ্বাসক্তচিত্তস্য ন নাথ ভূয়াৎ ॥ ২৬ ॥ ঋষিরুবাচ। এবং জিহাসু-র্নৃপদেহ-মাজৌ মৃত্যুং বরং বিজয়ান্ মন্যমানঃ। শূলং প্রগৃহ্যা-ভ্যপতৎ সুরেন্দ্রং যথা মহাপুরুষং কৈটভোঽপ্সু ॥ ২৭ ॥ ততো যুগান্তাগ্নি-কঠোর-জিহ্ব-মাবিধ্য শূলং তরসাঽসুরেন্দ্রঃ। ক্ষিপ্ত্বা মহেন্দ্রায় বিনদ্য বীরো হতোঽসি পাপেতি রুষা জগাদ ॥২৮॥ খ আপতৎ তদ্বিচলদ্ গ্রহোল্কবন্ নিরীক্ষ্য দুষ্প্রেক্ষ্যমজাত-বিক্লবঃ। বজ্রেণ বজ্রী শতপর্ব্বণাঽচ্ছিনদ্ ভুজং চ তস্যোরগরাজ-ভোগম্ ॥২৯॥ ছিন্নৈক-বাহুঃ পরিঘেণ বৃত্রঃ সংরব্ধ আসাদ্য গৃহীতবজ্রম্। হনৌ ততাড়েন্দ্র-মথামারেভং বজ্রং চ হস্তান্যপতন্ মঘোনঃ ॥৩০॥ বৃত্রস্য কর্ম্মাতি-মহাদ্ভুতং তৎ সুরাসুরা-শ্চারণ-সিদ্ধসঙ্ঘাঃ। অপূজয়ংস্তৎপুরু-হূত-সঙ্কটং নিরীক্ষ্য হা হেতি বিচক্রুশু-র্ভৃশম্ ॥৩১॥ ইন্দ্রো ন বজ্রং জগৃহে বিলজ্জিত-শ্চ্যুতং

এ সকল কিছুই চাই না ২৪॥ হে পদ্মপলাশলোচন শ্রীহরি, পাখীর ছানা, যাহাদের ডানা গজায় নাই, ক্ষুধার্ত্ত হইয়া যেমন মাতার প্রতীক্ষায় থাকে, গোবৎসগণ ক্ষুধায় কাতর হইয়া যেমন মাতার স্তনদুগ্ধের জন্য ব্যাকুল হয়, প্রবাসস্থিত পতির জন্য বিরহকাতর পত্নী যেমন ব্যগ্র হন, আমার মনও সেইরূপ তোমাকে দর্শন করিতে ব্যাকুল হয় ॥২৫ হে প্রভো পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মানুসারে আমি আপনার মায়াবশে দেহ, স্ত্রী পুত্রাদিতে আসক্ত হইয়া সংসার চক্রে ভ্রমণ করিতেছি। এই প্রার্থনা, যে পুণ্য-কীর্ত্তি আপনার ভক্তগণের প্রতি আমার অনুরাগ হয়, দেহাদিতে আসক্ত জনের সঙ্গ যেন না হয় ॥২৬॥ শ্রীশুকদেব কহিলেন—হে রাজন্! বৃত্রাসুর এই প্রকার বিজয় লাভ করা অপেক্ষা মৃত্যুকেই শ্রেয়স্কর মনে করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে দেহত্যাগ করিবার ইচ্ছায়, প্রলয়কালীন জল রাশির মধ্যে কৈটভ অসুর যেমন নারায়ণকে আক্রমণ করিতে ছুটিয়াছিল, বৃত্রও সেইরূপ শূল লইয়া ইন্দ্রের প্রতি ছুটিলেন ॥২৭॥ তাহার পর বীর বৃত্র প্রলয় অগ্নির ন্যায় ভীষণ শিখাযুক্ত শূল বেগে ঘুরাইয়া ইন্দ্রের প্রতি নিক্ষেপ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে গর্জ্জন করিয়া ক্রোধে বলিলেন—'রে পাপিষ্ঠ! তুই মরিলি' ॥২৭॥ বজ্রধারী ইন্দ্র, বিচরণশীল গ্রহ ও উল্কার ন্যায় আকাশ পথে আগমনকারী দুর্দ্দর্শনীয় তেজঃসম্পন্ন শূলকে দেখিয়া কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না। তিনি শতপর্ব্বযুক্ত বজ্র দ্বারা সেই শূল ও সর্পরাজ বাসুকির ন্যায় বৃত্রের সুবিশাল বাহু ছিন্ন করিলেন ॥২৯॥ একটি বাহু ছিন্ন হওয়াতে বৃত্র অত্যন্ত কুপিত হইয়া বজ্রধারী ইন্দ্রের নিকট গিয়া তাঁহার ও তাঁহার ঐরাবতের হনুদেশে (গণ্ডস্থলের পার্শ্বে) পরিঘ অস্ত্রদ্বারা আঘাত করিলেন। তাহাতে ইন্দ্রের হাত হইতে বজ্রটি পড়িয়া গেল ॥৩০॥ দেবতা, অসুর, চারণ, সিদ্ধ প্রভৃতি দর্শকগণ বৃত্রের সেই অতি আশ্চর্য্য কর্ম্মের প্রশংসা করিলেন। কিন্তু ইন্দ্রের সঙ্কট দেখিয়া দেবগণ হাহাকার করিতে লাগিলেন ॥৩১॥ বৃত্রের সম্মুখে ইন্দ্রের হস্ত হইতে বজ্র পড়িয়া যাওয়ায়, ইন্দ্র লজ্জিত হইয়া তাহা ভূমি হইতে গ্রহণ করিলেন না। তখন বৃত্র বলিলেন, হে ইন্দ্র! বজ্র লইয়া তোমার শত্রুকে (আমাকে) বধ কর। এখন বিষাদের সময়

স্বহস্তা-দরিসন্নিধৌ পুনঃ। তমাহ বৃত্রো হর আত্তবজ্রো জহি স্বশত্রুং ন বিষাদকালঃ ॥৩২॥ যুযুৎসতাং কুত্রচিদা ততায়িনাং জয়ঃ সদৈকত্র ন বৈ পরাত্মনাম্। বিনৈক-মুৎপত্তি-লয়স্থিতীশ্বরং সর্ব্বজ্ঞ-মাদ্যং পুরুষং সনাতনম্ ॥৩৩॥ লোকাঃ সপালা যস্যেমে শ্বসন্তি বিবশা বশে। দ্বিজা ইব শিচাবদ্ধাঃ স কাল ইহ কারণম্ ॥৩৪॥ ওজঃ সহো বলং প্রাণমমৃতং মৃত্যুমেব চ। তমজ্ঞায় জয়ো হেতু-মাত্মানং মন্যতে জড়ম্ ॥৩৫॥ যথা দারুময়ী নারী যথা যন্ত্রময়ো মৃগঃ। এবং ভূতানি মঘবন্নীশতন্ত্রাণি বিদ্ধি ভোঃ ॥৩৬॥ পুরুষঃ প্রকৃতি-র্ব্যক্ত-মাত্মা ভূতেন্দ্রিয়াশয়াঃ। শক্নুবন্ত্যস্য সর্গাদৌ ন বিনা যদনুগ্রহাৎ ॥৩৭॥ অবিদ্বানেব-মাত্মানং মন্যতেঽনীশ-মীশ্বরম্। ভূতৈঃ সৃজতি ভূতানি গ্রসতে তানি তৈঃ স্বয়ম্ ॥৩৮ আয়ুঃ শ্রীঃ কীর্ত্তিরৈশ্বর্য্য-মাশিষঃ পুরুষস্য যাঃ। ভবন্ত্যেব হি তৎকালে যথানিচ্ছো-র্বিপর্য্যয়াঃ ॥৩৯॥ তস্মা-দকীর্ত্তি-যশসো-র্জয়াপ জয়য়োরপি। সমঃ স্যাৎ সুখদুঃখাভ্যাং মৃত্যু-জীবিতয়ো-স্তথা ॥৪০॥ সত্ত্বং রজস্তম ইতি প্রকৃতে-র্নাত্মনো গুণাঃ। তত্র সাক্ষিণ-মাত্মানং যো বেদ ন স বধ্যতে ॥৪১॥ পশ্য মাং নির্জ্জিতং শত্রু বৃক্ণাযুধ-ভুজং মৃধে। ঘটমানং যথাশক্তি তব প্রাণজিহীর্ষয়া ॥৪২॥ প্রাণগ্লহোঽয়ং সমর ইষ্বক্ষো বাহনাসনঃ। অত্র-ন জ্ঞায়তেঽমুষ্য জয়োঽমুষ্য পরাজয়ঃ ॥৪৩॥

নহে ॥৩২॥ পরাধীন যুদ্ধাভিলাষী অস্ত্রধারীদিগের মধ্যে কাহারও সর্ব্বদা জয় হইতে পারে না। একমাত্র সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের কর্ত্তা সর্ব্বজ্ঞ সেই নিত্য পুরুষ পরমেশ্বর ভিন্ন কাহারও সর্ব্বথা জয় হইতে পারে না। সময় বিশেষে জয় হইয়া থাকে ॥৩৩॥ লোকপালবর্গ সহিত এই সমস্ত লোক তাঁহার অধীনতাবশতঃ জালবদ্ধ পক্ষিগণের ন্যায় সম্পূর্ণ পরাধীন হইয়া জীবন যাপন করে। সেইরূপ কালরূপী ভগবান্ই জয় পরাজয় প্রভৃতির কারণ ॥৩৪॥ তেজঃ মান বল প্রাণ অমরত্ব ও মৃত্যু এই সমুদয়ই যাঁহার স্বরূপ, সেই কালরূপী ভগবান্কে কারণ বলিয়া না বুঝিয়া লোকে জড় জগৎকেই কারণ বলিয়া মনে করে ॥৩৫॥ হে ইন্দ্র! যেমন কাঠের নির্ম্মিত নারীমূর্ত্তি ও যন্ত্রনির্ম্মিত মৃগমূর্ত্তি প্রভৃতির কোন স্বাধীনতা নাই, সেইরূপ প্রাণিগণও স্বাধীন নহে। সকলেই শ্রীভগবানের অধীন জানিও ॥৩৬॥ পুরুষ প্রকৃতি, মহৎতত্ত্ব, অহঙ্কার পঞ্চভূত ইন্দ্রিয়বর্গ ও মন, ইহারা শ্রীভগবানের অনুগ্রহ বিনা জগতে কোনও বস্তুর সৃষ্টি প্রভৃতি বিষয়ে সমর্থ হয় না ॥৩৭॥ যাহারা সৃষ্টিতত্ত্ব জানে না, তাহারা ঈশ্বরকে ছাড়িয়া কেবল জীবকে স্বাধীন কর্ত্তা বলিয়া মনে করে। প্রকৃত পক্ষে স্বয়ং শ্রীভগবান্ই প্রাণীর দ্বারা প্রাণী সৃষ্টি করেন ও প্রাণীর দ্বারাই তাহাদিগকে বিনষ্ট করেন ॥৩৮॥ ইচ্ছা না করিলেও যেমন কালক্রমে লোকের নিন্দা আদি আসে, সেইরূপ পুরুষের আয়ু শোভা কীর্ত্তি ঐশ্বর্য্য, ভাগ্যবশতঃ কালক্রমেই হইয়া থাকে। যখন সকলই ঈশ্বরের অধীন তখন কীর্ত্তি অকীর্ত্তি, জয় পরাজয়, সুখ দুঃখ জীবন মরণ হর্ষবিষাদ শূন্য হওয়া উচিত ॥৩৯-৪০॥ সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ, এই তিনটি গুণ প্রকৃতির স্বরূপ, আত্মার নহে। যে ব্যক্তি আত্মাকে এই ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতির সাক্ষী বলিয়া জানেন, তিনি হর্ষ শোক প্রভৃতি সাংসারিক বন্ধনে বদ্ধ থাকেন না ॥৪১॥ হে ইন্দ্র! যুদ্ধে আমার বাহু ও অস্ত্র ছিন্ন হইয়াছে। আমি পরাজিত হইয়াছি। অথচ তোমার প্রাণ বধের জন্য যথাশক্তি চেষ্টা করিতেছি, দেখ ॥৪২॥ এই যুদ্ধ ব্যাপারটি একরূপ দ্যূতক্রীড়া বিশেষ। ইহাতে প্রাণই পরস্পরের পণ। বাণগুলি সোপান আর হস্তী অশ্ব প্রভৃতি বাহন-সমূহ পাশার ঘুঁটি। এই যুদ্ধরূপ দ্যূতক্রীড়াতে কাহার জয় হইবে ও কাহার পরাজয় হইবে, এরূপ কিছুই বুঝা যাইতেছে না ॥৪৩॥

শ্রীশুক উবাচ। ইন্দ্রো বৃত্রবচঃ শ্রুত্বা গতালীক-মপূজয়ৎ। গৃহীত-বজ্রঃ প্রহসং-স্তমাহ গত-বিস্ময়ঃ॥ ৪৪॥ ইন্দ্র উবাচ। অহো দানব সিদ্ধোঽসি যস্য তে মতিরীদৃশী। ভক্তঃ সর্ব্বাত্ম-নাত্মানং সুহৃদং জগদীশ্বরম্॥ ৪৫॥ ভবানতার্ষীন্ মায়াং বৈ বৈষ্ণবীং জনমোহিনীম্। যদ্ বিহায়াসুরং ভাবং মহাপুরুষতাং গতঃ॥ ৪৬॥ খল্বিদং মহদাশ্চর্য্যং যদ্রজঃ প্রকৃতে-স্তব। বাসুদেবে ভগবতি সত্ত্বাত্মনি দৃঢ়া মতিঃ॥ ৪৭॥ যস্য ভক্তি-র্ভগবতি হরৌ নিঃশ্রেয়সেশ্বরে। বিক্রীড়িতোঽমৃতাম্ভোধৌ কিং ক্ষুদ্রৈঃ খাতকোদকৈঃ॥ ৪৮॥ বজ্রস্তু তৎকন্ধর-মাশুবেগঃ কৃন্তন্ সমন্তাৎ পরিবর্ত্তমানঃ। ন্যপাতয়ৎ তাবদহর্গণেন যো জ্যোতিষাময়নে বার্ত্রহত্যে॥ ৪৯॥ পরীক্ষিদুবাচ। রজস্তমঃস্বভাবস্য ব্রহ্মন্ বৃত্রস্য পাপ্মনঃ। নারায়ণে ভগবতি কথ-মাসীদ্দৃঢ়া মতিঃ॥ ৫০॥ দেবানাং শুদ্ধ-সত্ত্বানা-মৃষীণাং চামলাত্মনাম্। ভক্তি-র্মুকুন্দচরণে ন প্রায়েণোপজায়তে॥ ৫১॥ রজোভিঃ সম-সংখ্যাতাঃ পার্থিবৈ-রিহ জন্তবঃ। তেষাং যে কেচনেহন্তে শ্রেয়ো বৈ মনুজাদয়ঃ॥ ৫২॥ প্রায়ো মুমুক্ষব-স্তেষাং কেচনৈব দ্বিজোত্তম। মুমুক্ষূণাং সহস্রেষু কশ্চিন্ মুচ্যেত সিধ্যতি ৫৩॥ ভক্তানামপি সিদ্ধানাং নারায়ণ-পরায়ণঃ। সুদুর্লভঃ প্রশান্তাত্মা কোটিষ্বপি মহামুনে॥ ৫৪॥ শ্রীশুক উবাচ। আসীদ্রাজা সার্ব্বভৌমঃ শূরসেনেষু বৈ নৃপ। চিত্রকেতু-

শ্রীশুকদেব কহিলেন—বৃত্রাসুরের অকপট বাক্য শুনিয়া ইন্দ্র বিস্মিত হইয়া তাঁহাকে প্রশংসা করিলেন ও হাস্য পূর্ব্বক পুনরায় বজ্র গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন॥ ৪৪॥ হে দানব তোমার যখন এমন উত্তম বুদ্ধি, তখন তুমি নিশ্চয়ই সিদ্ধিলাভ করিয়াছ। তুমি সকলের সুহৃৎ ও অন্তর্য্যামী জগদীশ্বরকে সর্ব্বান্তঃকরণে সেবা করিয়াছ॥ ৪৫॥ লোকে মোহ উৎপাদনকারিণী যে বৈষ্ণবী মায়া, তুমি নিশ্চয়ই সে মায়াপাশ হইতে মুক্ত হইয়াছ। যেহেতু তুমি আসুরিক ভাব ত্যাগ করিয়া মহাপুরুষের ভাব প্রাপ্ত হইয়াছ॥ ৪৬॥ ইহা বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় যে, তুমি রাজসিক-ভাব-সম্পন্ন অসুর হইলেও নির্ম্মল সত্ত্বরূপ ভগবান্ শ্রীহরির প্রতি তোমার অচলা মতি হইয়াছে॥ ৪৭॥ যিনি পরম মঙ্গলের অধিপতি, সেই ভগবান্ শ্রীহরিতে যাঁহার ভক্তি আছে, তিনি অমৃতসাগরে বিহার করেন। তাঁহার পক্ষে তুচ্ছ গর্ত্তের জল-সদৃশ স্বর্গাদির কি প্রয়োজন॥ ৪৮॥ ইন্দ্রের বজ্র অতিশয় বেগবান্ হইলেও বৃত্রের হত্যার জন্য চারিদিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া তাহার গলদেশ ছেদন পূর্ব্বক সূর্য্যের উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ন রূপ কালব্যাপী পূর্ণ সংবৎসর কালে (বৃত্রের মস্তক) কাটিয়া মাটিতে ফেলিল॥ ৪৯॥ পরীক্ষিৎ কহিলেন—হে মুনিবর! রজঃ তমঃ স্বভাব-সম্পন্ন বৃত্রাসুরের শ্রীভগবান্ নারায়ণে (এমন) প্রগাঢ় ভক্তি কিরূপে হইল॥ ৫০॥ শুদ্ধসত্ত্বগুণ-সম্পন্ন দেবতাদিগের ও নির্ম্মলচিত্ত ঋষিদিগেরও প্রায়ই শ্রীভগবানের শ্রীচরণে ভক্তি জন্মে না॥ ৫১॥ এই সংসারে ধূলিকণার ন্যায় অসংখ্য জীব আছে। তন্মধ্যে মনুষ্য প্রভৃতি কয়েকটী মাত্র জীব ধর্ম্ম আকাঙ্ক্ষা করে॥ ৫২॥ হে মুনিবর! সেই ধর্ম্মপ্রাণ মনুষ্যগণের মধ্যেও অল্পসংখ্যক লোকই মুক্তি চাহেন। আবার মুক্তিপ্রার্থীদিগের মধ্যেও সহস্র সহস্রের মধ্যে দুই একজনই তত্ত্বজ্ঞানী হইয়া সিদ্ধি লাভ করেন বা বিষয়াসক্তি হইতে মুক্ত হন॥ ৫৩॥ হে মহামুনে! কোটী কোটী মুক্ত ও সিদ্ধপুরুষের মধ্যে প্রশান্ত আত্মা নারায়ণ-পরায়ণ পুরুষ অতি দুর্লভ॥ ৫৪॥ হে রাজন শূরসেন দেশে চিত্রকেতু নামে

রিতি খ্যাতো যস্যাসীৎ কামধুঙ্ মহী ॥ ৫৫ ॥ অথ কাল উপাবৃত্তে কুমারঃ সমজায়ত। জনয়ন্‌ঞ্ছূরসেনানাং শৃণ্বতাং পরমং মুদম্ ॥ ৫৬ ॥ বিদ্বেষ-নষ্টমতয়ঃ স্ত্রিয়ো দারুণ-চেতসঃ। গরং দত্তুঃ কুমারায় দুর্মর্ষা নৃপতিং প্রতি ॥ ৫৭ ॥ এবং কশ্মল-মাপন্নং নষ্ট-সংজ্ঞ-মনায়কম্। জ্ঞাত্বাঙ্গিরা নাম মুনি-রাজগাম স-নারদঃ ॥ ৫৮ ॥ ইত্থং ত্বাং পুত্রশোকেন মগ্নং তমসি দুস্তরে। অতদর্হ মনুস্মৃত্য মহাপুরুষ-গোচরম্ ॥ ৫৯ ॥ অনুগ্রহায় ভবতঃ প্রাপ্তা-বাবা-মিহ প্রভো ॥ ব্রহ্মণ্যো ভগবদ্‌ভক্তো নাবসীদিতু-মর্হতি ॥ ৬০ ॥ নারদ উবাচ। এতাং মন্ত্রোপনিষদং প্রতীচ্ছ প্রযতো মম। যাং ধারয়ন্ সপ্তরাত্রাদ্ দ্রষ্টা সংকর্ষণং প্রভুম্। ততশ্চ সপ্তরাত্রান্তে বিদ্যয়া ধার্য্যমাণয়া। বিদ্যাধরা-ধিপত্যং স লেভেঽপ্রতিহতং নৃপ ॥৬২॥

একদা স বিমানেন বিষ্ণুদত্তেন ভাস্বতা। গিরিশং দদৃশে গচ্ছন্ পরীতং সিদ্ধচারণৈঃ ॥৬৩॥ আলিঙ্গ্যাকীকৃতাং দেবীং বা না মুনি-সংসদি। উবাচ দেব্যাঃ শৃণ্বন্ত্যা জহাসোচ্চৈ-স্তদন্তিকে। ॥৬৪॥ চিত্রকেতু-রুবাচ। এষ লোকগুরুঃ সাক্ষ্যদ্ ধর্ম্মং বক্তা শরীরিণাম্। আস্তে মুখ্যঃ সভায়াং বৈ মিথুনীভূয় ভার্য্যয়া ॥৬৫॥ জটাধর-স্তীব্রতপা ব্রহ্মবাদী সভাপতিঃ। অঙ্কীকৃত্য স্ত্রিয়ং চাস্তে গতহ্রীঃ প্রাকৃতো যথা ॥৬৬॥ ভগবানপি তচ্ছ্রুত্বা প্রহস্যা-গাধধী-র্নৃপ। তুষ্ণী-

---

বিখ্যাত এক সার্ব্বভৌম রাজা ছিলেন। পৃথিবী তাঁহার অভিলষিত ফল প্রদান করিতেন ॥ ৫৫ ॥ অনন্তর উপযুক্ত সময়ে (রাণী কৃতদ্যুতির গর্ভ হইতে) একটী পুত্র জন্মগ্রহণ করিল। শূরসেন-বাসিগণ এই সংবাদ শুনিয়া অতিশয় আনন্দিত হইলেন ॥ ৫৬ ॥ প্রবল বিদ্বেষ বশতঃ অপর রাণীগণের বুদ্ধি অতিশয় কলুষিত হইল ও অতি নির্দ্দয় হইল। স্বামীর পুত্র-সৌভাগ্য সহ্য করিতে না পারিয়া সপত্নীর সেই শিশু পুত্রকে বিষ প্রদান করিল ॥ ৫৭ ॥ রাজা শোকে অভিভূত হইয়া প্রায় অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন। তাঁহাকে সান্ত্বনা দেয় এমন কেহ নাই। অঙ্গিরা ঋষি নারদকে সঙ্গে লইয়া তথায় গমন করিয় বলিলেন—রাজন্ আপনি পুত্রশোকে এইরূপ অপার শোকসাগরে মগ্ন হইয়াছেন। আপনি ব্রাহ্মণ-সেবী, ভগবানের ভক্ত। আপনার পক্ষে এইরূপ শোকাচ্ছন্ন হওয়া উচিত নহে। এই সকল চিন্তা করিয়াই আমরা দুইজনে আসিয়াছি ॥ ৫৮-৬০ ॥ নারদ কহিলেন "আপনি সংযতচিত্তে আমার নিকট হইতে এই মন্ত্র বিদ্যা গ্রহণ করুন। ইহা ধারণ করিলে সপ্তাহকাল মধ্যে ভগবান্ সঙ্কর্ষণ দেবকে সাক্ষাৎ পাইতে পারিবেন" ॥৬১॥ হে মহারাজ অতঃপর সপ্তাহ অতীত হইলে চিত্রকেতু সেই নারদোপদিষ্ট বিদ্যা ধারণ প্রভাবে অপ্রতিহত ভাবে বিদ্যাধরগণের প্রভুত্বলাভ করিয়াছিলেন ॥৬২ একদা চিত্রকেতু ভগবদ্দত্ত সমুজ্জল রথে চড়িয়া যাইতে যাইতে দেখেন যে, মুনিগণের সভা মধ্যে ভগবান্ মহাদেব, ভগবতীকে ক্রোড়ে লইয়া বাহুদ্বারা আলিঙ্গন করিয়া বসিয়া রহিয়াছেন। সিদ্ধ ও চারণগণ তাঁহার চারিদিকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছেন। চিত্রকেতু তথায় আসিয়া, ইহা দেখিয়া, দেবী পার্ব্বতী যাহাতে শুনিতে পান এমন ভাবে উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিয়া বলিলেন ॥৬৩-৬৪ ইনি সর্ব্বজন-পূজ্য সাক্ষাৎ ধর্ম্মবক্তা ও সর্ব্বজীবের ও দেবগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। অথচ সভামধ্যে স্ত্রীর সহিত আলিঙ্গনে বদ্ধ হইয়া রহিয়াছেন ॥৬৫॥ ইনি জটাধারী কঠোর তপস্বী, বেদের উপদেষ্টা ও এই সভার নেতা, অথচ নীচ লোকের ন্যায় নির্লজ্জিত ভাবে স্ত্রীকে কোলে লইয়া রহিয়াছেন ॥৬৬॥

স্বভূর সদসি সভ্যাশ্চ তদনুব্রতাঃ ॥৬৭॥ পার্ব্বত্যুবাচ। অয়ং কিমধুনা লোকে শাস্তা দণ্ডধরঃ প্রভুঃ। অস্মদ্ বিধানাং দুষ্টানাং নিলর্জ্জানাং চ বিপ্রকৃৎ ॥৬৮॥ নায়-মর্হতি বৈকুণ্ঠ পাদমূলোপসর্পণম্। সম্ভাবিতমতিঃ স্তব্ধঃ সাধুভিঃ পর্য্যুপাসিতম্ ॥৬৯॥ অতঃ পাপীয়সীং যোনিমাসুরীং যাহি দুর্মতে। যথেহ ভূয়ো মহতাং ন কর্ত্তা পুত্র কিল্বিষম্ ।৭০॥ চিত্রকেতু-রুবাচ। প্রতিগৃহ্নামি তে শাপ-মাত্মনোঽঞ্জলিনাঽম্বিকে। দেবৈ-র্মর্ত্ত্যায় যৎপ্রোক্তং পূর্ব্বদিষ্টং হি তস্য তৎ ॥৭১ নৈবাত্মা ন পরশ্চাপি কর্ত্তা স্যাৎ সুখ-দুঃখয়োঃ। কর্ত্তারং মন্যতে প্রাজ্ঞ আত্মানং পরমেব চ ।৭২॥ গুণপ্রবাহ এতস্মিন্ কঃ শাপঃ কোঽন্বনুগ্রহঃ। কঃ স্বর্গো নরকঃ কো বা কিং সুখং দুঃখমেব বা ॥৭৩॥ একঃ সৃজতি ভূতানি ভগবানাত্মমায়য়া। এষাং বন্ধং চ মোক্ষং চ সুখং দুঃখং চ নিষ্কলঃ ॥৭৪॥ ন তস্য কশ্চিদ্ দয়িতঃ প্রতীপো ন জ্ঞাতিবন্ধু-র্ন পরো ন চ স্বঃ। সমস্য সর্ব্বত্র নিরঞ্জনস্য সুখেন রাগঃ কুত এব রোষঃ ॥৭৫॥ অথ প্রসাদয়ে ন ত্বাং শাপ-মোক্ষায় ভামিনি। যন্মন্যসে অসা ধুক্তং মম তৎ ক্ষম্যতাং সতি ॥৭৬॥ ততস্তু ভগবান্ রুদ্রো রুদ্রাণী-মিদমব্রবীৎ। দেবর্ষি-দৈত্যসিদ্ধানাং পার্ষদানাং চ শৃণ্বতাম্ ৭৭ দৃষ্টবত্যসি সুশ্রোণি হরে-রদ্ভুত কর্ম্মণঃ।

শুকদেব কহিলেন—হে রাজন্, অতি গম্ভীর-বুদ্ধি-সম্পন্ন ভগবান্ মহাদেব চিত্রকেতুর কথা শ্রবণ করিয়া হাসিয়া নীরব রহিলেন। সভামধ্যে সকল সভ্যই শ্রীমহাদেবের অনুবর্ত্তী হইয়া চুপ করিয়া রহিলেন ॥৬৭ শ্রীপার্ব্বতী কহিলেন—আমাদের ন্যায় দুষ্ট ও নির্লজ্জ ব্যক্তির ইনি অত্যন্ত বিরুদ্ধচারী। সম্প্রতি জগতে ইনিই কি শাসন কর্ত্তা ও দণ্ড বিধাতা প্রভু হইয়াছেন? ॥৬৮॥ এই ব্যক্তি "আমিই শ্রেষ্ঠ" এইরূপ অভিমানযুক্ত বুদ্ধিবশে অত্যন্ত গর্ব্বিত হইয়াছে! অতএব এই ব্যক্তি সাধুদিগের উপাসনা লভ্য শ্রীভগবচ্চরণ-সমীপে গমনের যোগ্য নহে ॥৬৯॥ দুর্ব্বুদ্ধি পুত্র! পূর্ব্বোক্ত কারণে তুমি অত্যন্ত পাপময় অসুর জন্ম প্রাপ্ত হও। ইহা দ্বারা তুমি আর এ সংসারে কখনও মহৎ ব্যক্তির প্রতি অপরাধ করিবে না।৭০॥ চিত্রকেতু কহিলেন—"মা, আপনার অভিশাপ আমি অঞ্জলি দ্বারা গ্রহণ করিতেছি। দেবগণ মানুষকে যাহা বলেন, তাহা সে মানুষের পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মানুসারে অর্জ্জিত ।৭১॥ সুখ ও দুঃখের সম্বন্ধে জীব নিজেও কর্ত্তা নহে। অজ্ঞতা-দোষে (কখনও) নিজকে ও (কখনও বা অপরকে) সেই বিষয়ে কর্ত্তা বলিয়া মনে করে ॥৭২॥ ত্রিগুণাত্মিকা মায়ার প্রবাহ-স্বরূপ এই সংসারে শাপই বা কি, আর অনুগ্রহই বা কি, স্বর্গই বা কি, আর নরকই বা কি, সুখই বা কি দুঃখই বা কি? ॥৭৩॥ বন্ধ মোক্ষাদির অতীত একমাত্র শ্রীভগবান্‌ই স্বীয় মায়া শক্তি দ্বারা প্রাণিসমূহকে, ও তাহাদের বন্ধন মোক্ষ সুখ দুঃখ প্রভৃতি সৃষ্টি করেন ॥৭৪ ভগবান্ সর্ব্বভূতে সমদর্শী। তাঁহার প্রিয় অপ্রিয়, জ্ঞাতি বন্ধু, আত্মীয় স্বজন, কিছুই নাই। তিনি আসক্তিশূন্য। তাঁহার সুখের কামনা নাই। অতএব (সুখের বিরোধী বস্তুতে) তাঁহার ক্রোধ হইবে কেন? ॥৭৫॥ হে কোপনে! পূর্ব্বোক্ত কারণ বশতঃ আমি আপনায় প্রসন্নতা প্রার্থনা করিতেছি। শাপ হইতে মুক্তি লাভের জন্য নহে॥ হে সতি! আমার যে কথা আপনি অন্যায় বলিয়া মনে করিতেছেন, তাহা ক্ষমা করুন" ।৭৬॥ অনন্তর ভগবান্ মহাদেব, দেবী পার্ব্বতীকে কহিতে লাগিলেন। তাঁহার কথা তথায় দেবগণ ঋষিগণ দৈত্য সিদ্ধ ও তাঁহার পার্ষদগণ সকলেই শুনিলেন ॥৭৭॥ শ্রীরুদ্রদেব কহিলেন—"হে সুন্দরি! যাঁহারা অদ্ভুতকর্ম্মা শ্রীহরির

মাহাত্ম্যং ভৃত্য-ভৃত্যানাং নিঃস্পৃহানাং মহাত্মনাম্ ॥৭৮॥ নারায়ণপরাঃ সর্ব্বে ন কুতশ্চন বিভ্যতি। স্বর্গাপবর্গ-নরকেষ্বপি তুল্যার্থ-দর্শিনঃ ॥৭৯॥

দেহিনাং দেহসংযোগাদ্ দ্বন্দ্বা-নীশ্বরলীলয়া। সুখং দুঃখং মৃতি-র্জন্ম শাপোঽনুগ্রহ এব চ ॥৮০॥ অবিবেক-কৃতঃ পুংসো হ্যর্থভেদ ইবাত্মনি। গুণদোষ-বিকল্পশ্চ ভিদেব স্রজিবৎকৃতঃ ॥৮১। বাসুদেবে ভগবতি ভক্তিমুদ্বহতাং নৃণাম্। জ্ঞান—বৈরাগ্য-বীর্য্যাণাং। নেহ কশ্চিদ্ ব্যপাশ্রয়ঃ ॥৮২॥ নাহং বিরিঞ্চো ন কুমার-নারদৌ ন ব্রহ্মপুত্রা মুনয়ঃ সুরেশাঃ। বিদাম যস্যেহিতমংশকাংশকা ন তৎস্বরূপং পৃথগীশ-মানিনঃ ।৮৩। ন হ্যস্যাস্তি প্রিয়ঃ কশ্চিন্ নাপ্রিয়ঃ স্বঃ পরোঽপি বা। আত্মত্বাৎ সর্ব্বভূতানাং সর্ব্বভূতপ্রিয়ো হরিঃ ॥৮৪। তস্য চায়ং মহাভাগ-শ্চিত্রকেতুঃ প্রিয়োঽনুগঃ। সর্ব্বত্র সমদৃগ্ শান্তো হ্যহং চৈবাচ্যুত প্রিয়ঃ ॥৮৫॥ তস্মান্ ন বিস্ময়ঃ কার্য্যঃ পুরুষেষু মহাত্মসু। মহাপুরুষভক্তেষু শান্তেষু সমদর্শিষু ॥৮৬॥ ইতি ভাগবতো দেব্যাঃ প্রতিশপ্তু মলংতমঃ। মূর্দ্ধ্না জগৃহে শাপ-মেতাবৎ সাধুলক্ষণম্ ॥৮৭॥ জজ্ঞে ত্বষ্টু র্দক্ষিণাগ্নৌ দানবীং যোনি-মাশ্রিতঃ। বৃত্র ইত্যভিবিখ্যাতো জ্ঞান-বিজ্ঞান-সমন্বিতঃ।৮৮॥ ইতিহাস-মিমং পুণ্যং চিত্রকেতো-র্মহাত্মনঃ। মাহাত্ম্যং বিষ্ণুভক্তানাং শ্রুত্বা বন্ধাদ্ বিমুচ্যতে ॥৮৯॥ য এতৎ প্রাতরুত্থায় শ্রদ্ধয়া বাগ্‌যতঃ পঠেৎ। ইতিহাসং হরিং স্মৃত্বা স যাতি পরমাং গতিম্।৯০॥

দাসানুদাস, তাঁহারা অতি মহাত্মা। তাঁহাদের কোনও কামনা থাকে না। তাঁহাদের কি প্রভাব দেখিলে ত? ।৭৮॥ যাঁহারা নারায়ণ-পরায়ণ, তাঁহারা স্বর্গ মুক্তি ও নরক, সবই তুল্য বলিয়া জ্ঞান করিয়া থাকেন। অতএব তাঁহারা কিছুতেই ভীত হন না॥৭৯॥

শ্রীভগবানের মায়াবশে জীবগণের দেহ ধারণ; ও তজ্জন্যই তাহাদের সুখ দুঃখ জন্ম মৃত্যু শাপ অনুগ্রহ প্রভৃতি দ্বন্দ্ব ভোগ করিতে হয়।৮০॥ লোকের (স্বপ্নাদি অবস্থায়) যেমন অবিবেক বশতঃ নিজের নানাপ্রকার অবস্থা অনুভূত হয়, ও মায়াতে কখনও সর্প কখনও রজ্জু বলিয়া ভ্রম হইয়া থাকে, সেইরূপ সুখ দুঃখাদির প্রাপ্তি, ইষ্ট বা অনিষ্টত্ব বুদ্ধি, জীবের অজ্ঞান বশতঃই হইয়া থাকে ॥৮১॥ ভগবান্ শ্রীহরির প্রতি যাঁহারা ভক্তি-সম্পন্ন, তাঁহারা আপনা হইতেই জ্ঞান ও বৈরাগ্য বল প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। সেই সকল ব্যক্তির পক্ষে উৎকৃষ্ট জ্ঞানে আশ্রয় করিবার যোগ্য অন্য কিছুই নাই।৮২॥ আমি ব্রহ্মা, সনৎকুমার, নারদ, ব্রহ্মার পুত্র মরীচি প্রভৃতি মহর্ষিগণ ও প্রধান প্রধান দেবগণ আমরা কেহ ভগবানের অংশ কেহবা অংশাংশ স্বরূপ, অথচ আমরাই তাঁহার অভিপ্রায় বুঝিতে পারি কি? ॥৮৩॥ শ্রীভগবানের প্রিয় বা অপ্রিয় আত্মীয় বা পর, কেহই নাই। তিনি সর্ব্বভূতের অন্তর্য্যামী বলিয়া সর্ব্বভূত তাঁহার প্রিয়॥৮৪॥ পরম সৌভাগ্যশালী এই চিত্রকেতু, ভগবান্ শ্রীহরির প্রিয় ভক্ত। কেন না, ইনি সর্ব্বজনে সমদর্শী ও শান্ত আমিও সেই ভগবানের প্রিয়পাত্র।৮৫॥ অতএব এইরূপ সাধু ভক্ত শান্ত সমদর্শী মহাত্মা জনের কার্য্যে কিছুতেই বিস্মিত হওয়া উচিত নহে ॥৮৬॥ ভগবদ্‌ভক্ত চিত্রকেতু, প্রতিশাপ দিতে সমর্থ হইয়াও সুখ দুঃখাদিতে তুল্য জ্ঞান করেন বলিয়াই অবনত মস্তকে শাপ গ্রহণ করিলেন। ইহাই তাঁহার সাধুতার পরিচায়ক॥৮৭॥ চিত্রকেতু দানব জন্ম পাইয়া ত্বষ্টা ঋষির যজ্ঞীয় দক্ষিণাগ্নি হইতে উৎপন্ন হয়েন, ও কালক্রমে জ্ঞান ও বিজ্ঞান সম্পন্ন হইয়া "বৃত্র" নামে বিখ্যাত হয়েন ॥৮৮॥ মহাত্মা চিত্রকেতুর এই পবিত্র ইতিহাস বিষ্ণু ভক্তের মাহাত্ম্য-প্রকাশক। ইহা শ্রবণ করিলে জীব সংসার-বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া থাকে।৮৯॥ যিনি প্রভাতে উঠিয়া শ্রীহরি স্মরণ করিয়া বাক্য-সংযত হইয়া শ্রদ্ধার সহিত এই ইতিহাস পাঠ করেন, তিনি পরম গতি লাভ করেন।৯০॥

ইতি দ্বাদশ আহ্নিকঃ বৃত্রাসুর-বৃত্তান্তঃ নামক প্রথম পরিচ্ছেদঃ।

ত্রয়োদশ আহ্নিকঃ—হিরণ্যকশিশো-রুপাখ্যানম্।

রাজোবাচ। সমঃ প্রিয়ঃ সুহৃদ্ ব্রহ্মন্ ভূতানাং ভগবান্ স্বয়ম্। ইন্দ্রস্যার্থে কথং দৈত্যা-নবধীদ্ বিষমো যথা ॥১॥ শ্রীশুক উবাচ। সাধু পৃষ্টং মহারাজ হরে-শ্চরিত-মদ্ভুতম্ যত্র ভাগবত-মাহাত্ম্যং ভগবদ্ভক্তিবর্দ্ধনম্ ॥২॥ জিহ্বাং লব্ধ্বাপি যো বিষ্ণুং কীর্ত্তনীয়ং ন কীর্ত্তয়েৎ। লব্ধ্বাপি মোক্ষ নিঃশ্রেণীং স নারোহতি দুর্মতিঃ ॥৩॥ তস্মাৎ গোবিন্দ-মাহাত্ম্য-মানন্দ-রস-সুন্দরম্। শৃণুয়াৎ কীর্ত্তয়েন্ নিত্যং স কৃতার্থো ন সংশয়ঃ ॥৪॥ নির্গুণোঽপি হ্যজোঽব্যক্তো ভগবান্ প্রকৃতেঃ পরঃ। স্ব-মায়াগুণ-মাবিশ্য বাধ্য-বাধকতাং গতঃ ॥৫॥ জয়-কালে তু সত্ত্বস্য-দেবর্ষীন্ রজসোঽসুরান্। তমসো যক্ষ-রক্ষাংসি তৎ-কালানুগুণোঽভজৎ ॥৬॥ অত্রৈবাদ-হৃতঃ পূর্ব্ব-মিতিহাসঃ সুরর্ষিণা। প্রীত্যা মহাক্রতৌ রাজন্ পৃচ্ছতেঽজাতশত্রবে ॥৭॥ নারদ উবাচ ॥ নিন্দন-স্তব সৎকার-ন্যকারার্থং কলেবরম্। প্রধান-পরয়ো রাজন্ন-বিবেকেন কল্পিতম্ ॥৮॥ হিংসা তদভিমানেন দণ্ডপারুষ্যয়োর্যথা। বৈষম্য-মিহ ভূতানাং মমাহমিতি পার্থিব ॥৯॥ তস্মাদ্ বৈরানুবন্ধেন নির্বৈরেণ ভয়েন চ।

রাজা পরীক্ষিৎ বলিলেন—হে ব্রহ্মন্! ভগবান্ স্বয়ং সকল প্রাণীর পক্ষেই তুল্য প্রিয় ও সুহৃৎ। তবে তিনি একজনের পক্ষে হইয়া অপরের বিপক্ষে বৈষম্যযুক্ত ব্যক্তির ন্যায় ইন্দ্রের ইষ্টসাধনের জন্য দিতির পুত্রগণকে বধ করিলেন কেন? ॥১॥ শ্রীশুকদেব কহিলেন—মহারাজ আপনি উত্তম প্রশ্ন করিয়াছেন। কেন না ভগবান্ বিষ্ণুর লীলা অতি অদ্ভুত। শ্রীভগবানের মহিমা ভগবদ্ ভক্তি বৃদ্ধি করে ও উহা অতি পবিত্র ॥২॥ জিহ্বা পাইয়া যে জন কীর্ত্তনীয় ভগবান্ বিষ্ণুর (নাম বা লীলা) কীর্ত্তন করে না সে ব্যক্তি দুর্মতি। সে মোক্ষে যাইবার সিঁড়ি পাইয়াও উঠিল না ॥৩॥ অতএব শ্রীভগবানের পরমানন্দ দায়ক মাহাত্ম্য নিত্য শ্রবণ ও কীর্ত্তন করিতে হয়। যিনি তাহা করেন, তিনি কৃতার্থ হন. এবিষয়ে সন্দেহ নাই ॥৪॥ হে মহারাজ, ভগবান্ বিষ্ণু ত্রিগুণাতীত অতএব তিনি অজ, অব্যক্ত (অর্থাৎ রাগ দ্বেষাদি. কারণীভূত দেহেন্দ্রিয় প্রভৃতি সম্বন্ধ শূন্য) ও নির্গুণ হইয়াও নিজ শক্তিরূপ মায়ার গুণে অধিষ্ঠান করিয়া বাধ্য-বাধকতা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। (অর্থাৎ গুণাতীত হইয়াও তিনি গুণের অধিষ্ঠাতা বলিয়াই গুণের কার্য্য তাঁহাতে আরোপিত হইয়া থাকে) ॥৫॥ সত্ত্বগুণ প্রবল হইলে ভগবান্ সত্ত্বগুণ-প্রধান দেবতা ও ঋষিদিগের দেহে অধিষ্ঠিত হইয়া উহাদিগকে বর্দ্ধিত করেন। রজোগুণ প্রবল হইল, রজোগুণ-প্রধান অসুর দেহে অধিষ্ঠিত হইয়া তাহাদিগকে বর্দ্ধিত করেন আবার যখন তমোগুণের প্রাবল্য হয়, তখন তমোগুণ প্রধান যক্ষ রাক্ষসাদির দেহে অধিষ্ঠিত হইয়া তাহাদিগকে বর্দ্ধিত করেন। যখন যে গুণের প্রভাব অধিক হয়, তখন সত্ত্বগুণ-প্রধান দেবাদিতে, অপর-গুণ-প্রধানদিগের বাধা উৎপাদন করেন। কাজেই এক সময়ে একজন বাধ্য অপরে বাধক হইয়া থাকে। উহা ভগবানের স্বেচ্ছাকৃত নহে ॥৬॥ হে রাজন্ পূর্ব্বে রাজসূয় মহাযজ্ঞে অজাতশত্রু যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করায় প্রীতিপূর্ব্বক দেবর্ষি নারদ এই বিষয়ে একটি ইতিহাস দৃষ্টান্ত রূপে বলিয়াছেন ॥৭॥ নারদ বলিলেন—হে রাজন্ নিন্দা স্তুতি সৎকার ও তিরস্কার অনুভব করিবার নিমিত্ত প্রকৃতির ও পুরুষের অবিবেক-বশতঃ শরীর কল্পিত হইয়াছে ॥৮॥ হে রাজন্ এ জগতে দেহে অভিমান থাকাতে প্রাণিদিগের "আমি" ও 'আমার' এই বৈষম্য সিদ্ধ হয় এই বৈষম্য হইতেই হিংসা ও পীড়া হইয়া থাকে ॥৯॥ ভগবানের দেহ না থাকায় অভিমান (আমি ও আমার বুদ্ধি) নাই। এই জন্য নিন্দাদি-জনিত কোনও রূপ বৈষম্য নাই। অতএব শত্রুতা বুদ্ধিতেই হউক, ভয়েই হউক. স্নেহেই হউক অথবা কামহেতুতেই হউক, যে কোন রূপে তাঁহাতে মনঃ সংযোগ করিতে হয়। তাহা হইলে কোনও রূপে তাঁহাতে বৈষম্যযুক্ত ভাব দেখিবে না (অর্থাৎ তাঁহার সাযুজ্য

স্নেহাৎ কামেন বা যুঞ্জ্যাৎ কথঞ্চিন্ নেক্ষতে পৃথক্ ॥১০॥ যথা বৈরানুবন্ধেন মর্ত্ত্যস্তন্ময়তামিয়াৎ। ন তথা ভক্তিযোগেন ইতি মে নিশ্চিতা মতিঃ ॥১১॥ কীটঃ পেশস্কৃতা রুদ্ধঃ কুড্যায়াং তমনুস্মরন্। সংরম্ভ-ভয়যোগেন বিন্দতে তৎসরূপতাম্ ॥ তস্মাৎ কেনাপ্যুপায়েন মনঃ কৃষ্ণে নিবেশয়েৎ ॥১২॥ নারদ উবাচ। ভ্রাতর্য্যেবং বিনিহতে হরিণা ক্রোড়মূর্ত্তিনা। হিরণ্যকপিপু রাজন্ পর্য্যতপন্ রুষা শুচা ৩॥ আহ চেদং রুষা ঘূর্ণঃ সন্দষ্টদশনচ্ছদঃ। কোপো-জ্বলদ্ভ্যাং চক্ষুর্ভ্যাং নিরীক্ষন্ ধূম্র-মম্বরম্ ॥১৪॥ সপত্নৈ-র্ঘাতিতঃ ক্ষুদ্রৈ-র্ভ্রাতা মে দয়িতঃ সুহৃৎ। পার্ষি-গ্রাহেণ হরিণা সমেনাপ্যুপধাবনৈঃ ।১৫॥ তস্য ত্যক্ত-স্বভাবস্য ঘৃণের্মায়া-বনৌকসঃ। ভজতাং ভজমানস্য বালস্যেবা-স্থিরাত্মনঃ ॥১৬॥ মচ্ছূল-ভিন্ন-গ্রীবস্য ভূরিণা রুধিরেণ বৈ। রুধিরপ্রিয়ং তর্পয়িষ্যে ভ্রাতরং মে গতব্যথঃ ॥১৭॥ তাবদ্ যাত ভুবং যূয়ম্ বিপ্রক্ষত্রস-সমেধিতাম্। সূদয়দ্ধং তপোযজ্ঞ-স্বাধ্যায় ব্রত-দানিনঃ ॥১৮॥

হিরণ্যকশিপু-র্ভ্রাতুঃ সংপরেতস্য দুঃখিতঃ। কৃত্বা কটোদকাদীনি ভ্রাতৃপুত্রানসান্ত্বয়ৎ ॥১৯॥ হিরণ্যকশিপু-রুবাচ। অম্বাম্ব হে বধূঃ পুত্রা বীরং মাহর্হথ শোচিতুম্। রিপোরভিমুখে শ্লাঘ্যঃ শূরাণাং বধ ঈপ্সিতঃ ॥২০॥ ভূতানামিহ সংবাসঃ প্রপায়ামিব সুব্রতে। দৈবেনৈকত্র নীতানা-মুন্নীতানাং স্বকর্ম্মভিঃ ॥২১॥ নিত্য আত্মাহব্যয়ঃ শুদ্ধঃ সর্ব্বগঃ সর্ব্ববিৎ

লাভ করিবে) ॥১০॥ মর্ত্ত্যজীব শত্রুতা আশ্রয় করিয়া শত্রুর প্রতি যেরূপ তন্ময় হয়, ভক্তিযোগে তাদৃশ তন্ময় হয় না, ইহাই আমার নিশ্চিত বুদ্ধি। অতএব ভক্তিযোগ অপেক্ষা বৈরভাবেই শীঘ্রই শ্রেয়োলাভ হয় ॥১১॥ ভিত্তি বিবরে তেলাপোকা, কাঁচপোকা কর্ত্তৃক অবরুদ্ধ হইয়া বিদ্বেষে ও ভয়ে অনুক্ষণ তাহারই চিন্তা করিতে করিতে তেলাপোকা কাঁচপোকার ন্যায় রূপ ধারণ করে ॥ ২॥ শ্রীনারদ বলিলেন—হে মহারাজ, নারায়ণ বরাহ মূর্ত্তিতে দেবগণের প্রতি পক্ষপাত করিয়া হিরণ্যকশিপুর ভ্রাতা হিরণ্যাক্ষকে বধ করিলে, হিরণ্যকশিপু ভ্রাতৃহন্ত নারায়ণের প্রতি ক্রোধ ও ভ্রাতৃবিয়োগ-জনিত শোকে অত্যন্ত সন্তপ্ত হইলেন ॥১৩ হিরণ্যকশিপু ক্রোধে পূর্ণ হইয়া নিজ অধর দংশন পূর্ব্বক অতিশয় উদ্দীপ্ত নেত্রযুগল দ্বারা ধূম্রবর্ণ আকাশের দিকে তাকাইয়া দানবগণকে এই কথা বলিতে লাগিলেন ॥১৪॥ নারায়ণ সর্ব্বদা তুল্যভাবাপন্ন হইলেও তাঁহাকে উপাসনা দ্বারা আপনাদের সহায়রূপে পরিণত করিয়া ক্ষুদ্রশক্তি দেবগণ, নারায়ণ দ্বারা আমার প্রিয়সুহৃৎ ভ্রাতা হিরণ্যাক্ষকে বধ করাইয়াছে ১৫॥ অতএব হরির এক্ষণে সে স্বভাব নাই। যদিও তিনি শুদ্ধ তেজোময় তথাপি মায়াতে বরাহরূপী হওয়াতে, এক্ষণে বালকের ন্যায় অব্যবস্থিত-চিত্ত হইয়াছেন। যে তাঁহাকে উপাসনা করে, তিনি তাঁহারই অনুগত হইয়া থাকেন। আমি আমার এই শূলদ্বারা তাঁহার গ্রীবা দুইখণ্ড করিয়া তাঁহার রুধিরে রুধির-প্রিয় ভ্রাতার তর্পণ করিয়া আমার মনের ব্যথা দূর করিব ॥১৬·১৭॥ (অনুচরগণকে বলিলেন) তোমরা প্রথমে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় পরিপূর্ণ পৃথিবীতে গমন কর ও তথায় যাইয়া, যাহারা তপস্যা করে, যজ্ঞ করে, বেদাদি পাঠ করে, ব্রত নিয়মাদির অনুষ্ঠান করে ও পবিত্র দানাদি কার্য্য দ্বারা কাল অতিবাহিত করিতেছে তাহাদিগকে বধ কর ॥১৮॥ ভ্রাতৃশোকগ্রস্ত হিরণ্যকশিপু মৃত ভ্রাতা হিরণ্যাক্ষের উদ্দেশে তর্পণ জলের অঞ্জলি দান করিয়া ভ্রাতুষ্পুত্রগণকে সান্ত্বনা দিলেন ॥১৯॥ হিরণ্যকশিপু বলিলেন—হে জননি হে মাতঃ হে ভ্রাতৃবধু হে ভ্রাতুষ্পুত্রগণ, বীর হিরণ্যাক্ষের জন্য তোমাদের শোক করা উচিত নহে। সম্মুখ রণে হত হইলে বীরগণের পক্ষে তাহা অত্যন্ত শ্লাঘ্য ও অতিশয় কাম্য ॥২০ হে সুব্রতে, পূর্ব্বকৃত দৈববশে জীব একস্থানে জন্মে, আবার পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্মবশে অন্যত্র নীত হয়। পথিকগণ চলিবার পথে পান্থশালায় ক্ষণকাল মাত্র বিশ্রাম করিয়া নিজ গন্তব্যস্থানে চলিয়া যায়। এই জীবও সেইরূপ অল্পকাল মাত্র নিজ কর্ম্মানুসারে এই জগতে দেহ অবলম্বন করিয়া, কিছুদিন পরে তাহা ত্যাগ করিয়া গিয়া থাকে। জগতের যখন এই রীতি, তখন আর শোক কর কেন? ॥২১॥ হে ভদ্রে,

পরঃ। ধত্তেহসাবাত্মনো লিঙ্গং মায়য়া বিসৃজন্ গুণান্ ॥২২॥ যথাম্ভসা প্রচলতা তরবোঽপি চলা ইব। চক্ষুষা ভ্রাম্যমাণেন দৃশ্যতে চলতীব ভূঃ ॥২৩॥ এবং গুণৈ-র্ভ্রাম্যমাণে মনস্য-বিকলঃ পুমান্। যাতি তৎসাম্যতাং ভদ্রে হ্যলিঙ্গে লিঙ্গবানিব ॥২৪॥ এষ আত্মবিপর্য্যাসো হ্যলিঙ্গে লিঙ্গভাবনা এষ প্রিয়াপ্রিয়ৈর্যোগো বিয়োগঃ কর্ম্মসংসৃতিঃ ॥২৫॥ সম্ভবশ্চ বিনাশশ্চ শোকশ্চ বিবিধঃ স্মৃতঃ। অবিবেকশ্চ চিন্তা চ বিবেকাস্মৃতিরেব চ ॥২৬॥ অত্রাপ্যুদাহরন্তীম-মিতিহাসং পুরাতনম্ যমস্য প্রেতবন্ধূনাং সংবাদং তং নিবোধত ॥২৭॥ উশীনরে-ষ্বভূদ্ রাজা সুযজ্ঞো ইতি বিশ্রুতঃ। সপত্নৈ-র্নিহতো যুদ্ধে জ্ঞাতয়-স্তমুপাসত ॥২৮॥ তত্র হ প্রেতবন্ধূনা-মাশ্রুত্য পরিদেবিতম্। আহ তান্ বালকো ভূত্বা যমঃ স্বয়-মুপাগতঃ ॥২৯॥ যম উবাচ। অহো অমীষাং বয়সাধিকানাং বিপশ্যতাং লোকবিধিং বিমোহঃ। যত্রাগত-স্তত্র গতং মনুষ্যং স্বয়ং সধর্ম্মা অপি শোচন্ত্যপার্থম্ ॥৩০॥ অহো বয়ং ধন্যতমা যদত্র ত্যক্তাঃ পিতৃভ্যাং ন বিচিন্তয়ামঃ। অভক্ষ্যমাণা অবলা বৃকাদিভিঃ স রক্ষিতা রক্ষতি যো হি গর্ভে ॥৩১॥ য ইচ্ছয়েশঃ সৃজতীদ-মব্যয়ো য এব রক্ষত্য-

---

আত্মা, উৎপত্তি ও বিনাশ-রহিত নির্ম্মল সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বসাক্ষী, ও দেহাদি-ব্যতিরিক্ত বস্তু বিশেষ। এই আত্মা অবিদ্যার বশে সুখ দুঃখাদি বা দেহাদিরূপ গুণগুলি বিশেষরূপে উৎপাদন পূর্ব্বক লিঙ্গদেহ আশ্রয় করিয়া সংসারীর ন্যায় প্রতীত হয়। (অতএব তাহার মরণ হইল মনে করিয়া শোক করা কোন মতেই উচিত নহে) ॥২২॥ হে ভদ্রে, নদী প্রভৃতির জল যখন প্রবাহ ক্রমে চলিতে থাকে, তখন জলে যেমন প্রতিবিম্বিত বৃক্ষগুলি স্থির থাকিয়াও চঞ্চল বলিয়া বোধ হয়, নেত্র-গোলকের ঘূর্ণনে পৃথিবী যেমন ঘুরিতেছে বলিয়া মনে হয়, সেইরূপ সত্ত্বাদি ত্রিগুণের বশে মন ভ্রাম্যমাণ হইতে থাকাতে বিকৃতি-শূন্য আত্মা, লিঙ্গদেহ-জন্য সুখদুঃখাদিশূন্য হইলেও লিঙ্গদেহ সুখদুঃখযুক্ত বলিয়া মনে হয়। (কিন্তু বাস্তবিক সুখদুঃখাদি বোধ মনেরই ধর্ম্ম) অতএব শোক করা উচিত নহে ॥২৩-২৪॥ এই দেহাদি ব্যতিরিক্ত আত্মাতে সংসারী জীবের যে অভিমান হইয়া থাকে, উহাই আত্মার বিপর্য্যয় ও বিকৃতি। কারণ, এই দেহাভিমান বশতঃই আত্মার সুখদুঃখের সহিত যোগ ও বিয়োগ, কর্ম্ম সংসার, উৎপত্তি, বিনাশ, বিবিধ প্রকার শোক, অবিবেক চিন্তা ও অবিবেকের অনুসন্ধানাদি এই সকল হইয়া থাকে বলিয়া পণ্ডিতগণ বলেন ॥২৫-২৬॥ এই বিষয়ে প্রাচীনগণ এই ইতিহাস বলিয়া থাকেন। —যম ও কোন মৃত ব্যক্তির বান্ধবগণের কথোপকথন, ইহা শুন ॥২৭॥ উশীনর দেশে সুযজ্ঞ নামে এক প্রসিদ্ধ রাজা ছিলেন। তিনি শত্রু কর্ত্তৃক নিহত হইলে, তাঁহার আত্মীয় বন্ধু বান্ধবগণ তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া বসিল ॥২৮॥ রাজার বন্ধুবান্ধবগণকে ক্রন্দন করিতে শুনিয়া যমরাজ বালকরূপে আসিয়া তাহাদিগকে বলিলেন ॥২৯ যমরাজ বলিলেন, – কি আশ্চর্য্যের বিষয়, লোকের জন্ম মরণাদি ব্যাপার অনবরত প্রত্যক্ষ করিতেছ ও আমা অপেক্ষা অধিক বয়স্ক হইয়াও কিরূপে অসাধারণ মোহগ্রস্ত হইয়াছ? কারণ, মনুষ্য যে অব্যক্ত প্রকৃতি হইতে আসিয়াছে, সেই প্রকৃতিতেই আবার লীন হইতেছে নিজেদেরও ঐরূপ জন্ম মরণাদি আছে তথাপি ব্যর্থ উহারা শোক করিতেছে ॥৩০॥ আহা, আমিই ধন্য, যেহেতু আমার পিতামাতা এই স্থানে আমাকে ত্যাগ করিয়াছেন, তথাপি আমি তাঁহাদের জন্য অণুমাত্র চিন্তা করি না। আমি বলহীন ও সহায়হীন হইলেও ব্যাঘ্রাদি হিংস্রজন্তু আমাকে ভক্ষণ করে নাই। কারণ, বালক যখন মাতৃগর্ভে থাকে, তখন সর্ব্বজীবের রক্ষাকর্ত্তাই তাহাকে রক্ষা করেন ॥৩১॥ হে অবলাগণ, পণ্ডিতগণ বলেন—যে অব্যয় আত্মা ভগবান্ স্বেচ্ছায় এই বিশ্বের সৃষ্টি রক্ষা ও সংহার করেন, তাঁহারই ক্রীড়ার উপকরণ মাত্র এই চরাচর বিশ্ব। অতএব তিনিই এই বিশ্বের

বলুম্পতে চ যঃ। তস্যাবলাঃ ক্রীড়ন-মাহু-রীশিতু-শ্চরাচরং নিগ্রহ-সংগ্রহে প্রভুঃ।৩২॥ পথি চ্যুতং তিষ্ঠতি দিষ্টরক্ষিতম্ গৃহে স্থিতং তদ্‌বিহতং বিনশ্যতি। জীবত্যনাথোঽপি তদীক্ষিতো বনে গৃহেঽপি গুপ্তোঽস্য হতো ন জীবতী॥৩৩॥ ভূতানি তৈ-স্তৈ-র্নিজযোনি-কর্ম্মভি-র্ভবন্তি কালে ন ভবন্তি সর্ব্বশঃ। ন তত্র হাত্মা প্রকৃতাবপি স্থিত-স্তস্যা গুণৈ-রন্যতমো নিবধ্যতে॥৩৪॥ ইদং শরীরং পুরুষস্য মোহজং যথা পৃথগ্ ভৌতিক-মীয়তে গৃহম্। যথোদকৈঃ পার্থিব-তৈজসৈ-র্জনঃ কালেন জাতো বিকৃতো বিনশ্যতি॥৩৫॥ যথাঽনলো দারুষু ভিন্ন ঈয়তে যথাঽনিলো দেহগতঃ পৃথক্‌স্থিতঃ। যথা নভঃ সর্ব্বগতং ন সজ্জতে তথা পুমান্ সর্ব্বগুণাশ্রয়ঃ পরঃ॥৩৬॥ সুযজ্ঞো নন্বয়ং শেতে মূঢ়া যমনুশোচথ। যঃ শ্রোতা যোঽনুবক্তেহ স ন দৃশ্যতে কর্হিচিৎ॥৩৭॥ ততঃ শোচত মা যূয়ং পরং চাত্মানমেব চ। ক আত্মা কঃ পরো বাঽত্র স্বীয়ঃ পারক্য এব বা॥৩৮॥ স্ব-পরাভি-নিবেশেন বিনা জ্ঞানেন দেহিনাম্। জ্ঞানে-নাত্মান-মীহন্তে জ্ঞানিন-স্তত্ত্ব-দর্শিনঃ॥৩৯।

পালনে ও সংহারে সমর্থ॥৩২॥ পথে কোন বস্তু পরিত্যক্ত হইলে, তাহাকে ঈশ্বর রক্ষা করিলে, তাহার নাশ হয় না। গৃহে সুরক্ষিত থাকিয়াও তাহা ঈশ্বর কর্তৃক উপেক্ষিত হইলে নষ্ট হয়। বনমধ্যে বিনা রক্ষকেও ঈশ্বরের কৃপাদৃষ্টি থাকিলে সে-ও বাঁচিয়া থাকে। আবার গৃহে নিজ পরিজনাদি অতি যত্নে রক্ষা করিলেও ঈশ্বরের কৃপাদৃষ্টি তাহাতে না থাকিলে সে-ও নষ্ট হইয়া যায়।৩৩॥ সকল প্রাণীই নিজকৃত কর্ম্মানুসারে কালে উৎপন্ন হয় ও বিনাশ প্রাপ্ত হয়। ঐ দেহের সহিত আত্মার বিশেষ সম্বন্ধ হইলেও, দেহ হইতে পৃথক্ বলিয়া দেহের জরামরণাদি ধর্ম্মে আত্মা কখনও বদ্ধ হন না।৩৪॥ মোহবশে ভৌতিক গৃহে নিজ দেহ মনে করে অথচ উহা নিজস্ব নহে। সেইরূপ আত্মসম্বন্ধে এই দেহ ভৌতিক ও পৃথক্ হইলেও, মোহবশে উহা আত্মরূপ ধারণ করে। জলীয় পরমাণু-জাত ঘটাদি, ও তৈজস-পরমাণুজাত বস্তু সাহায্যে উৎপন্ন এই দেহ, কালক্রমে বিকৃত হইয়া বিনাশ প্রাপ্ত হয়। কিন্তু নির্লিপ্ত ব লয়া অচিরে বিকৃতি বা বিনাশ প্র প্ত হয় না। (উহাদের অভেদ জ্ঞান অত্যন্ত ভ্রম)॥৩৫॥ যেমন অগ্নি কাষ্ঠের সহিত অপৃথক্ হইলেও উহার দাহকত্বাদিগুণে কাষ্ঠ হইতে উহা পৃথক্, সেইরূপ দেহস্থিত শ্বাস প্রশ্বাসাদি বায়ু দেহের সহিত অবিচ্ছিন্নভাবে থাকিয়া উহা দেহ হইতে পৃথক্। আকাশ, সকল মূর্ত্ত পদার্থ হইতে যেমন অগ্নি কাষ্ঠের সহিত অপৃথক হইলেও উহার দাহকত্বাদি গুণে কাষ্ঠ হইতে উহা পৃথক্। সেইরূপ দেহস্থিত শ্বাস প্রশ্বাসাদি বায়ু দেহের সহিত অবিচ্ছিন্ন ভাবে থাকিয়াও উহা দেহ হইতে পৃথক্। আকাশ, সকল মূর্ত্ত পদার্থ হইতে পৃথক্ ভাবে থাকিয়াও যেমন কোনও বস্তুর সহিত তাহার সম্বন্ধ থাকে না, সেইরূপ সকল দেহেন্দ্রিয়ের সহিত আত্মার সম্বন্ধ থাকিয়া অপৃথক্ ভাবে অবস্থিত হইলেও দেহাদি হইতে উহা পৃথক্॥৩৬॥ হে অবলাগণ তোমরা অত্যন্ত অজ্ঞান। যে সুযজ্ঞের জন্য তোমরা শোক করিতেছ, সে ত তোমাদের সম্মুখেই শুইয়া আছে। যে শ্রবণ করে ও কথার উত্তর দেয়, তাহাকে কেহই দেখিতে পায় না। তাহাকে পূর্ব্বেও দেখ নাই। তবে আর বিশেষ কি হইল? ৩৭॥ অতএব পরের উদ্দেশে বা নিজের উদ্দেশে তোমরা শোক করিও না। 'আমি' ও 'আমার' এইরূপ অজ্ঞান ভিন্ন এ জগতে আত্মাই বা কে? পরই বা কে? ৩৮-৩৯॥

নারদ উবাচ। হিরণ্যকশিপূ-রাজন্নজেয়-মজরামরম্। আত্মান-মপ্রতিদ্বন্দ্ব-মেকরাজং ব্যধিৎসত। ॥৪০ স তেপে মন্দর-দ্রোণ্যাং তপঃ পরম দারুণম্। ঊর্দ্ধবাহু-র্নভোদৃষ্টিঃ পাদাঙ্গুষ্ঠাশ্রিতাবনিঃ ॥৪১॥ তস্য মূর্দ্ধ্নঃ সমুদ্ভূতঃ সধূমোঽগ্নি-স্তপোময়ঃ। তির্য্যগূর্দ্ধ্ব-মধো লোকা-নতপদ্ বিষ্বগীরিতঃ ॥৪২॥ চুক্ষুভু র্নদ্যুদন্বন্তঃ সদ্বীপাদ্রি-শ্চচাল ভূঃ। নিপেতুঃ সগ্রহাস্তারা জজ্বলুশ্চ দিশো দশ ॥৪৩॥ তেন তপ্তা দিবং ত্যক্ত্বা ব্রহ্মলোকং যযুঃ সুরাঃ। ধাত্রে বিজ্ঞপয়ামাসু-র্দেবদেব জগৎপতে। দৈত্যেন্দ্র-তেজসা তপ্তা দিবি স্থাতুং ন শক্নুমঃ। ॥৪৪ তস্যায়ং কিল সংকল্প-শ্চরতো দুশ্চরং তপঃ। কালাত্মনোশ্চ নিত্যত্বাৎ সাধয়িষ্যে তথাত্মনঃ। অন্যথেদং বিধাস্যেঽহমযথাপূর্ব্ব-মোজসা ॥৪৫॥ কিমন্যৈঃ কাল-নির্দ্ধূতৈঃ কল্পান্তে বৈষ্ণবাদিভিঃ। ইতি বিজ্ঞাপিতো দেবৈ-র্ভগবা-নাত্মভূ-র্নৃপ। পরীতো ভৃগুদক্ষাদ্যৈ-র্যযৌ দৈত্যেশ্বরাশ্রমম্ ॥৪৬॥ ব্রহ্মোবাচ। উত্তিষ্ঠোত্তিষ্ঠ ভদ্রং তে তপঃ সিদ্ধোঽসি কাশ্যপ। বরদোঽহমনুপ্রাপ্তো ব্রিয়তা-মীপ্সিতো বরঃ ॥৪৭। হিরণ্যকশিপু-রুবাচ। যদি দাস্যস্যভিমতান্ বরান্ মে বরদোত্তম ॥ ভূতেভ্য-স্ত্বদ্‌বিসৃষ্টেভ্যোঃ মৃত্যু-র্মা ভূন্ মম প্রভো। ৪৮॥ নান্তর্বহি-র্দিবা নক্ত মন্যস্মাদপি চায়ুধৈঃ। ন ভূমৌ নাম্বরে মৃত্যু-র্ন নরৈঃ র্ন মৃগৈরপি ॥৪৯॥ ব্রহ্মোবাচ। তাতেমে দুর্লভাঃ পুংসাং যান্ বৃণীষে বরান্ মম। তথাপি বিতরাম্যঙ্গ বরান্ যদপি দুর্লভান্ ॥৫০॥ এবং লব্ধবরো দৈত্যো বিভ্রদ্ধেমময়ং বপুঃ। ভগবত্যকরোৎ দ্বেষং ভ্রাতুর্বধ-মনুস্মরন্ ॥৫১॥ স বিজিত্য দিশঃ সর্ব্বা লোকাংশ্চ ত্রীন্

নারদ বলিলেন—হে রাজন্ দৈত্যপতি হিরণ্যকশিপু নিজে অজেয়, অজর, অমর ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী একচ্ছত্রাধিপ রাজা হইতে ইচ্ছা করিল ॥৪০॥ সেই হিরণ্যকশিপু দুই বাহু উচু করিয়া আকাশে দৃষ্টি রাখিয়া কেবল মাত্র পায়ের অঙ্গুষ্ঠদ্বারা পৃথিবীকে আশ্রয় করিয়া মন্দর পর্ব্বতের গুহায় অতি উৎকট তপস্যা করিতে লাগিল ॥৪১॥ সেই হিরণ্যকশিপুর মস্তক হইতে সমুৎপন্ন ধূম্রযুক্ত তপোময় অগ্নি চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ায় ঊর্দ্ধদিকে, আলোকে, বক্রভাবে অসাধারণ তাপ উৎপাদন করিয়াছিল ॥৪২॥ নদীগণ ও সমুদ্রগণ ক্ষুভিত হইয়া উঠিল। দ্বীপ ও পর্ব্বত সহ পৃথিবী কাঁপিতে লাগিল। গ্রহ ও নক্ষত্রগণ স্থানভ্রষ্ট হইতে লাগিল। দশদিকে দাহ উপস্থিত হইল ॥৪৩॥ দেবগণ তাপে অতিশয় তপ্ত হইয়া স্বর্গপুরী ত্যাগ করিয়া ব্রহ্মলোকে গিয়া ব্রহ্মাকে বলিলেন—হে দেবদেব জগৎপতি! দৈতেন্দ্র হিরণ্যকশিপুর তপস্যার তেজে সন্তপ্ত হইয়া আর স্বর্গে থাকিতে পারিতেছি না ॥৪৪॥ সেই হিরণ্যকশিপু দুষ্কর তপস্যার অনুষ্ঠান করিতেছে। কাল আত্মা উভয়ই নিত্য, অতএব বৃদ্ধিপ্রাপ্ত তপঃ যোগ সমাধি দ্বারা নিজের (উৎকৃষ্ট) পদ উৎপাদন করিবে। যদি সত্যলোক লাভ না হয়, তবে নিজ শক্তিদ্বারা এই জগৎকে অন্য প্রকার করিয়া ফেলিবে ॥৪৫॥ ধ্রুবলোকে যে সকল বৈষ্ণব আছেন, কল্পান্তে কাল দ্বারা বিধ্বংসিত হইয়া থাকেন। কাজেই সেই সকল বিনশ্বর পদে আমাদের কি প্রয়োজন? ভগবান্ আত্মভূ ব্রহ্মাকে দেবগণ এই সকল কথা জানাইলে, তিনি ভৃগু ও দক্ষ প্রভৃতিকে লইয়া দৈত্যপতির নিকট গমন করিলেন। ॥৪৬॥ ব্রহ্মা বলিলেন—হে কশ্যপসুত হিরণ্যকশিপু উঠ, উঠ, তোমার মঙ্গল হউক। তুমি তপস্যায় সিদ্ধি লাভ করিয়াছ। আমি তোমাকে বর দিতে আসিয়াছি, বর লও ॥৪৭॥ দৈত্যপতি বলিলেন—হে বরদশ্রেষ্ঠ, হে প্রভো, যদি আমার অভিপ্রেত বর দান করেন, তবে আমাকে এই বর দিন যে, আপনার সৃষ্ট কোন প্রাণিগণের দ্বারা আমার বিনাশ হইবে না। কোনও অস্ত্রে আমার মৃত্যু হইবে না। নর বা পশু আমাকে বধ করিতে পারিবে না—এই বর দাও ॥৪৯॥ ব্রহ্মা বলিলেন—হে বৎস, তুমি যে বর চাহিলে তাহা অতি দুর্লভ। কিন্তু দুর্লভ হইলেও আমি তোমাকে এই সমস্ত বরই দিতেছি ॥৫০॥ এরূপ দুর্লভ বর পাইয়া হিরণ্যকশিপু সুবর্ণ দেহ ধারণ করিয়া ভ্রাতা হিরণ্যাক্ষের নিধন স্মরণ করিয়া ভগবান্ বিষ্ণুর প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করিতে লাগিল ॥৫১॥ সেই মহাসুর তিন লোক ও

মহাসুরঃ। ত্রৈলোক্য-লক্ষ্যায়তন-মধ্যুবাসা-খিলর্দ্ধিমৎ ॥৫২॥ তমঙ্গ মত্তং মধুনোরুগন্ধিনা বিবৃত্ত তাম্রাক্ষ-মশেষ-ধিষ্ণ্যপাঃ। উপাসতো-পায়ন-পাণিভি-বি'না ত্রিভি-স্তপো-যোগ-বলো-জসাং পদম্ ॥৫৩॥ জগু-র্মহেন্দ্রাসনমোজসা স্থিতং বিশ্বাবসু-স্তুম্বুরু-রস্মদাদয়ঃ। গন্ধর্ব্ব-সিদ্ধা ঋষয়োঽস্তুবন্ মুহু-র্বিদ্যাধরা অপ্সরশ্চ পাণ্ডব ॥৫৪॥ তস্যোগ্র-দণ্ড-সংবিগ্নাঃ সর্ব্বে লোকাঃ সপালকাঃ। অন্যত্রালব্ধ-শরণাঃ শরণং যযু-রচ্যুতম্ ॥৫৫॥ তেষা মাবিরভূদ্ বাণী অরূপা মেঘনিঃস্বনা। সন্নাদয়ন্তী ককুভঃ সাধূনা মভয়ঙ্করী ॥৫৬॥ মা ভৈষ্ঠ বিবুধশ্রেষ্ঠাঃ সর্ব্বেষাং ভদ্রমস্তু বঃ। মদ্দর্শনং হি ভূতানাং সর্ব্ব-শ্রেয়োপপত্তয়ে ॥৫৭॥ জ্ঞাত-মেতস্য দৌরাত্ম্যং দৈতেয়াপসদস্য যৎ। তস্য শান্তিং করিষ্যামি কালং তাবৎ প্রতীক্ষত ॥৫৮॥ যদা দেবেষু বেদেষু গোষু বিপ্রেষু সাধুষু। ধর্ম্মে ময়ি চ বিদ্বেষঃ স বা আশু বিনশ্যতি ॥৫৯॥ নির্বৈরায় প্রশান্তায় স্ব-সুতায় মহাত্মনে। প্রহ্লাদায় যদা-দ্রুহেদ্ধনিষ্যেঽপি বরোজ্জিতম্ ॥৬০॥

দশ দিক্ জয় করিয়া ত্রৈলোক্য-লক্ষ্মীর আশ্রয়ে সর্ব্বসমৃদ্ধি-সম্পন্ন ইন্দ্রের গৃহে সকলে বাস করিত ॥৫২॥ হে মহারাজ! ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব ব্যতীত অন্য লোকপালগণ সকলেই, মদ্যপানে বিঘূর্ণিত, তাম্রবর্ণ চক্ষু, তপোবলে ও যোগবলে দৃপ্ত সেই দৈত্যরাজকে নানা উপহার লইয়া আরাধনা করিতেন ॥৫৩॥ হে মহারাজ, দৈত্যপতি বল পূর্ব্বক ইন্দ্রের পদ অধিকার করিয়াছে। তাহাকে সঙ্গীতকুশল বিশ্বাবসু, তুম্বুরু, অন্য গন্ধর্ব্ব সিদ্ধপুরুষ, ঋষি বিদ্যাধর ও অপ্সরাগণ ও আমরা (নারদাদি) সকলে প্রশংসা সূচক সঙ্গীতাদি দ্বারা তাহার আরাধনায় নিযুক্ত থাকিতাম ॥৫৪॥ তাহার কঠোর শাসনে ভীত হইয়া লোকপালগণ কাহারও নিকট প্রতিকারের উপায় না পাইয়া ভগবান্ বিষ্ণুর শরণাপন্ন হইলেন ॥৫৫॥ দেবগণের কাতর ক্রন্দনে মেঘগম্ভীর আকাশবাণীতে সকল দিক্ নিনাদিত করিয়া সাধুগণকে আশ্বাস দিয়া শব্দ হইল। হে দেবগণ, তোমরা ভীত হইও না, তোমাদের মঙ্গল হউক। আমার দর্শন, প্রাণী মাত্রেরই মঙ্গলকর। হে দেবগণ, এই দৈত্য-কুলাধমের দৌরাত্ম্য আমি জ্ঞাত আছি। তাহার শাস্তি শীঘ্রই বিধান করিব। ক্ষণকাল প্রতীক্ষা কর। দেবতায় বেদে, বিপ্রে, সাধুদিগকে, ধর্ম্মে ও আমাতে যে বিদ্বেষ পোষণ করে, সে শীঘ্র বিনাশ প্রাপ্ত হয়। যখন নিজ পুত্র অজাতশত্রু প্রশান্ত মহাত্মা প্রহ্লাদকে দ্বেষ করিতে থাকিবে তখন বরদর্পিত দৈত্যবরকে আমি বধ করিব ॥৫৬-৬০॥

ইতি শ্রীভক্তিকৌস্তভে হিরণ্যকশিপো-রুপাখ্যানম্ নাম ত্রয়োদশ আহ্নিকঃ।

চতুর্দ্দশ আহ্নিকঃ—প্রহ্লাদ-স্যোপাখ্যানম্।

[আকরঃ—শ্রীমদ্ভাগবতম্]

নারদ উবাচ। তস্য দৈত্যপতেঃ পুত্রা-শ্চত্বারঃ পরমাদ্‌ভুতাঃ। প্রহ্লাদোঽভূন্-মহাংস্তেষাং গুণৈ-র্মহদুপাসকঃ।১॥ ব্রহ্মণ্যঃ শীল-সম্পন্নঃ সত্যসন্ধো জিতেন্দ্রিয়ঃ। আত্মবৎ সর্ব্বভূতানা-মেকঃ প্রিয়-সুহৃত্তমঃ।২। দাসবৎ সংনতার্য্যাঙ্ঘ্রিঃ পিতৃবৎ দীন-বৎসলঃ। ভ্রাতৃবৎ সদৃশে স্নিগ্ধো গুরুষ্বীশ্বরভাবনঃ। বিদ্যার্থ-রূপ-জন্মাঢ্যো মান-স্তম্ভ-বিবর্জ্জিতঃ।৩॥ নোদ্বিগ্ন-চিত্তো ব্যসনেষু নিস্পৃহঃ শ্রুতেষু দৃষ্টেষু গুণেষ্ব-বস্তুদৃক্। দান্তেন্দ্রিয়-প্রাণ-শরীরধীঃ সদা প্রশান্তকামো রহিতাসুরোঽসুরঃ ॥৪। ন্যস্ত-ক্রীড়নকো বালো জড়বৎতন্মনস্কয়া। কৃষ্ণ-গ্রহ-গৃহীতাত্মা ন বেদ জগদীদৃশম্ ॥৫। আসীনঃ পর্য্যটন্-নশ্নন্-শয়ানঃ প্রপিবন্ ব্রুবন্। নানুসংধত্ত এতানি গোবিন্দ-পরিরম্ভিতঃ॥৬॥ ক্বচিদ্‌রুদতি বৈকুণ্ঠ-চিন্তা-শবল-চেতনঃ। ক্বচিদ্ধসতি তচ্চিন্তা হ্লাদ উদ্‌গায়তি ক্বচিৎ।৭॥ নদতি ক্বচিদুৎকণ্ঠো বিলজ্জো নৃত্যতি ক্বচিৎ। ক্বচিৎ তদ্‌ভাবনাযুক্ত-স্তন্ময়োঽনুচকার হ ॥৮॥ ক্বচিদুৎ-পুলক-স্তূষ্ণী-মাস্তে সংস্পর্শ-নির্বৃতঃ। অস্পন্দ-প্রণয়ানন্দ-সলিলা মীলিতেক্ষণঃ।৯॥ স উত্তম-শ্লোক-পদারবিন্দয়ো-

---

নারদ কহিলেন—সেই দৈত্যপতির চারি পুত্র ছিল তাহাদের মধ্যে প্রহ্লাদ গুণে মহৎ ও মহতের উপাসক ছিলেন। তিনি ব্রাহ্মণোচিত চরিত্র-সম্পন্ন সত্যপ্রতিজ্ঞ, জিতেন্দ্রিয়, সকল প্রাণী প্রতি সমদৃষ্টিসম্পন্ন, সকলের প্রিয় সুহৃৎ, ভৃত্যের ন্যায় গুরুকুলে নত, পিতার ন্যায় বাৎসল্য গুণযুক্ত, সমবয়স্কে ভ্রাতৃভাবাপন্ন, গুরুজনে ঈশ্বরবুদ্ধি-সম্পন্ন, জ্ঞান ধনসম্পদ্ সৌন্দর্য্য ও আভি-জাত্যে সুসমৃদ্ধ হইয়াও দম্ভহীন, বিপদে নিরুদ্বেগ ঐহিক ও স্বর্গীয় সুখে স্পৃহাশূন্য, ইন্দ্রিয়প্রাণ ও শরীরে শান্তবুদ্ধি, বাসনাহীন ও অসুর হইয়াও মাৎসর্য্য-শূন্য ছিলেন॥১-৪॥ প্রহ্লাদ, বালক-সুলভ খেলায় কিছুমাত্র আসক্ত ছিলেন না। সাধারণ লোকে তাঁহাকে জড়পদার্থের ন্যায় দেখিত। তিনি বিষ্ণুপদে চিত্ত একেবারে সমর্পণ করিয়াছিলেন বলিয়া গ্রহ যেমন মনুষ্যকে ধরিলে সহসা ছাড়িতে চাহে না, সেইরূপ কৃষ্ণরূপ গ্রহ কর্ত্তৃক তাঁহার আত্মা গৃহীত হইয়াছিল বলিয়া তিনি এই জগৎকে একেবারেই বুঝিতেন না। জগৎকে কৃষ্ণময় দেখিতেন। ভগবান্ শ্রীগোবিন্দে তন্ময়-প্রাপ্ত প্রহ্লাদ উপবেশন, পর্য্যটন, পান ভোজনাদি, শয়ন ও বাক্যালাপ করার সময় ঐ সকল কর্ম্মে তাঁহার মন ছিল না। বৈকুণ্ঠপতি শ্রীভগবানের ও বৈকুণ্ঠের চিন্তায় চিত্ত ব্যাপৃত বলিয়া, তিনি কখনও রোদন করেন, কখনও বা নির্লজ্জ ভাবে নাচিতে থাকেন, আবার কখনও ভগবদ্‌ভাবে তন্ময় হইয়া হরি-লীলার অনুকরণ করিতেন। যেন বিষ্ণুর অঙ্গ তাঁহার অঙ্গকে স্পর্শ করিয়াছে বলিয়া অঙ্গ রোমাঞ্চিত হইত। তাহাতে তিনি পরিতৃপ্ত হইতেন। বিষ্ণুপ্রীতির আনন্দরূপ নির্ম্মল জয়ে তাঁহার দুইটী চক্ষু ঈষৎ নিমীলিত হইলে তিনি চুপ করিয়া থাকিতেন ॥৫-৯॥ সেই প্রহ্লাদ, অকিঞ্চন ভক্ত সাধুসঙ্গ দ্বারা পুণ্যশ্লোক শ্রীবিষ্ণুর শ্রীচরণকমল সেবা করিয়া মুহুর্মুহুঃ পরম আনন্দ এমনই বিস্তার করিতেন যে, অসৎ সংসর্গে দূষিত, অতএব দুঃখসাগরে নিমগ্ন অন্য ব্যক্তির চিত্ত শান্তিলাভ করিত॥১০॥ হে

নির্বৈরায়াঽকিঞ্চন-সঙ্গলব্ধয়া। তত্তনূপরাং নির্বৃতি-মাত্মনো মুহু-র্দুঃসঙ্গ-দীনান্যমনঃ শমং ব্যধাৎ ॥১০॥ তস্মিন্ মহাভাগবতে মহামান্যে মহাত্মনি। হিরণ্যকশিপু-রাজন্নকরোদঘমাত্মজে ॥১১॥

নারদ উবাচ। পৌরোহিত্যায় ভগবান্ বৃতঃ কাব্যঃ কিলাসুরৈঃ। ষণ্ডামর্কৌ সুতৌ তস্য দৈত্যরাজ-গৃহান্তিকে ॥১২॥ তৌ রাজ্ঞা প্রাপিতং বালং প্রহ্লাদং নয়কোবিদম্। পাঠয়ামাসতুঃ পাঠ্যা-নন্যাংশ্চা-সুরবালকান্ ॥১৩॥ একদাঽসুররাট্ পুত্র-মঙ্ক-মারোপ্য পাণ্ডব। পপ্রচ্ছ কথ্যতাং বৎস মন্যতে সাধু যদ্ ভবান্ ॥১৪॥ প্রহ্লাদ উবাচ। তৎ সাধুমন্যেঽসুরবর্য্য দেহিনাং সদা সমুদ্বিগ্নধিয়া-মসদ্গ্রহাৎ। হিত্বাত্মপাতং গৃহ-মন্ধকূপং বনং গতো যদ্ধরি-মাশ্রয়েত ॥১৫॥ গৃহমানীত-মাহূয় প্রহ্লাদং দৈত্যযাজকাঃ। প্রশস্য শ্লক্ষ্ণয়া বাচা সমপৃচ্ছন্ত সামভিঃ ॥১৬॥ বৎস প্রহ্লাদ ভদ্রং তে সত্যং কথয় মা মৃষা। বালানতি কুতস্তুভ্য-মেষ বুদ্ধি-বিপর্য্যয়ঃ ॥১৭॥ বুদ্ধিভেদঃ পরকৃত উতাহো তে স্বতোঽভবৎ। ভণ্যতাং শ্রোতুকামানাং গুরূণাং কুলনন্দন ॥১৮॥ প্রহ্লাদ উবাচ। স্বঃ পরশ্চেত্যসদ্গ্রাহঃ পুংসাং যন্মায়য়া কৃতঃ। বিমোহিত-ধিয়াং দৃষ্ট-স্তস্মৈ ভগবতে নমঃ ॥১৯॥ স যদানুব্রতঃ পুংসাং পশুবুদ্ধি-র্বিভিদ্যতে। অন্য এষ তথাঽন্যোঽহ-মিতি ভেদগতাঽসতী ॥২০॥ স এষ আত্মা স্বপরেত্য-বুদ্ধিভি-র্দুরত্যয়ানুক্রমণো নিরূপ্যতে। মুহ্যন্তি যদ্বর্ত্মনি বেদবাদিনো ব্রহ্মাদয়ো-

---

রাজন্, সেই মহাভাগবত পরম জ্ঞানবান্ মহাত্মা সেই পুত্রের প্রতিও হিরণ্যকশিপু দ্রোহাচরণ করিতে লাগিল ॥১১॥ নারদ কহিলেন—হে মহারাজ, শুক্রাচার্য্য অসুররাজ কর্ত্তৃক পুরোহিতরূপে বৃত হন। তাঁহার দুই পুত্র ষণ্ড ও অমর্ক দৈত্যরাজের গৃহসমীপে বাস করিতেন ॥১২॥ রাজা হিরণ্যকশিপু কর্ত্তৃক প্রেরিত নীতিজ্ঞ-শ্রেষ্ঠ প্রহ্লাদ ও অন্যান্য অসুর বালকগণকে ষণ্ড ও অমর্ক দণ্ডনীতি প্রভৃতি শিক্ষা দিতেন ॥১৩॥ একদিন নিজপুত্র প্রহ্লাদকে ক্রোড়ে লইয়া দৈত্যপতি জিজ্ঞাসা করিলেন—বৎস, তুমি যাহা উত্তম বলিয়া বুঝিয়াছ, এইরূপ দুই একটি বল ॥১৪ প্রহ্লাদ বলিলেন—হে অসুররাজ! 'আমি' "আমার" ইত্যাদি মিথ্যা অহঙ্কারে উন্মত্ত ও সদা উদ্বিগ্ন হওয়াই আত্মার অধঃপতনের কারণ। অন্ধকূপ সদৃশ গৃহ পরিত্যাগ করিয়া বনে গিয়া ভগবান্ শ্রীহরিকে আশ্রয় করাই, উত্তম বলিয়া মনে করি ॥১৫॥ দৈত্যপতি পুত্রকে গুরুগৃহে যাইতে বলায় অনুচরগণ প্রহ্লাদকে গুরুগৃহে আনিলে, গুরু প্রহ্লাদকে আহ্বান করিয়া প্রশংসা সূচক মধুর বাক্যে জিজ্ঞাসা করিলেন ॥১৬॥ গুরুগণ কহিলেন—হে বৎস প্রহ্লাদ! তোমার মঙ্গল হউক। আমরা যাহা জিজ্ঞাসা করি সত্য বলিও, মিথ্যা বলিও না। তোমার এই দুর্বুদ্ধি কেন হইল? অন্য কোন বালকের ত এই দুর্বুদ্ধি হয় নাই? তোমার এই বুদ্ধি আপনা হইতে হইল, অথবা অন্যের দ্বারা হইল? হে কুলের আনন্দবর্দ্ধন, আমরা তোমার গুরু, আমরা জানিতে চাই তুমি সত্য বল ॥১৭-১৮॥ প্রহ্লাদ কহিলেন—এই ব্যক্তি আমার পর, আর এই ব্যক্তি আপন —এই মিথ্যা অভিনিবেশ যে শ্রীভগবানের মায়ায় উৎপন্ন হয় ও আপনাদের মত মুগ্ধচিত্ত ব্যক্তিসকল তাহা জানে, সেই শ্রীহরির পাদপদ্মে প্রণাম। শ্রীহরি যখন মনুষ্যের প্রতি অনুকূল হন, তখন এই 'আপন' 'পর' ভাব, দেহাভিমানী পশুজনোচিত অসদ্বুদ্ধি নিবৃত্ত হয় ॥১৯-২০॥ বুদ্ধি বিপর্য্যয়ের কারণ

হেষ ভিনত্তি মে মতিম্ ॥২১॥ যথা ভ্রাম্যত্যয়ো ব্রহ্মন্ স্বয়-মাকর্ষ সন্নিধৌ। তথা মে ভিদ্যতে চেতশ্চক্রপাণে-র্যদৃচ্ছয়া ॥২২ নারদ উবাচ। এতাবদ্ ব্রাহ্মণায়োক্ত্বা বিররাম মহামতিঃ। তং নির্ভর্ৎস্যাথ কুপিতঃ স দীনো রাজসেবকঃ ॥২৩॥ আনীয়তা-মরে বেত্র-মস্মাক-মযশস্করঃ। কুলাঙ্গারস্য দুর্বুদ্ধে-শ্চতুর্থো-ঽস্যোদিতো দমঃ ।২৪॥ দৈতেয়-চন্দন-বনে জাতোঽয়ং কণ্টকদ্রুমঃ যন্মূলো-ন্মূলপরশো-র্বিষ্ণোর্নালায়িতোঽর্ভকঃ ।২৫॥ তত এনং গুরু-র্জ্ঞাত্বা জ্ঞাত-জ্ঞেয়-চতুষ্টয়ম্। দৈত্যেন্দ্রং দর্শয়ামাস মাতৃমৃষ্ট-মলংকৃতম্ ॥২৬॥ আরোপ্যাঙ্ক-মবঘ্রায় মূর্দ্ধন্যশ্রু-কলাম্বুভিঃ। আসিঞ্চন্ বিকসদ্বক্ত্র-মিদমাহ যুধিষ্ঠির ॥২৭॥ হিরণ্যকশিপু-রুবাচ। প্রহ্লাদা-নূচ্যতাং তাত স্বধীতং কিঞ্চিদুত্তমম্। কালেনৈতাবতা যুষ্মন্ যদশিক্ষদ্ গুরোর্ভবান্ ॥২৮॥ প্রহ্লাদ উবাচ। শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদ-সেবনম্। অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্য মাত্মনিবেদনম্ ॥২৯॥ ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তি-শ্চেন্ নবলক্ষণা। ক্রিয়তে

রূপে প্রহ্লাদ বলিতেছেন- অবিদ্যায় আচ্ছন্ন জীব ভেদবুদ্ধি বশতঃ অবর্ণনীয় দুরনুসন্ধেয় পরমাত্মাকে আপন ও পর বলিয়া নিরূপণ করে। (তাহাতে আশ্চর্য্যই বা কি?) যেহেতু বেদজ্ঞ ঋষিগণ ও ব্রহ্মাদি দেবগণও যে পরমাত্মার অনুসন্ধানে বা বর্ণনে মোহগ্রস্ত হন। (সাধারণের পক্ষে তাদৃশ মোহ অস্বাভাবিক নহে)। পরমাত্মাই আমার বুদ্ধিভেদ জন্মাইতেছেন ॥২১॥ হে ব্রহ্মন্ যেমন চুম্বকের নিকটে লৌহ পণ্ড আপনি ভ্রমণ করে, সেইরূপ চক্রপাণি শ্রীহরির চক্রে আমারও চিত্ত-ভ্রম উপস্থিত হয়। জানি না কিসের ফলে আমার এই সৌভাগ্য উপস্থিত ॥২২॥ নারদ কহিলেন—প্রহ্লাদ শুক্রাচার্য্যপুত্রকে এই মাত্র বলিয়া ক্ষান্ত হইলেন। এই কথা শুনিয়া নীচহৃদয় রাজসেবক যণ্ডামর্ক তর্জ্জন ও তিরস্কার পূর্ব্বক বলিলেন—ওরে কে আছে? শীঘ্র বেতটা লইয়া আইস ত! এই দুষ্ট হইতে আমাদের আত্মসম্মান নষ্ট হইতে বসিয়াছে। এই দুর্বুদ্ধি কুলাঙ্গারের শাস্তির জন্য বেত্রাঘাত দণ্ডই উপযুক্ত মনে করি। দৈত্যকুলরূপ চন্দনবনে, এই বালক কণ্টক বৃক্ষরূপে জন্মিয়াছে। দৈত্যকুলরূপ চন্দনবনকে সমূলে উচ্ছেদ করিতে এই বালক বিষ্ণুর হাতে কুঠারের দণ্ডরূপে (হাতলরূপে) উপস্থিত দেখিতেছি॥২৫॥ কিছু দিন পরে, প্রহ্লাদ সাম দান ভেদ দণ্ডরূপ শাস্ত্রে সুনিপুণ জানিয়া (পুরস্কারের লোভে) বালকের মাতার নিকট গুরুপুত্র তাঁহাকে লইয়া গেলেন। মাতা পুত্রকে সুপরিস্কৃত ও সুবর্ণকুণ্ডলাধি দ্বারা অলঙ্কৃত করিয়া দিলে নানা ভূষণে ভূষিত বালককে দৈত্যপতির নিকট লইয়া গেলেন ॥২৬॥ দৈত্যপতি পুত্রকে কোলে লইয়া মুখচুম্বন করিয়া মস্তক আঘ্রাণ করিয়া ও বাহু দ্বয়ে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া আনন্দাশ্রুতে পরিপ্লুত করিয়া বলিলেন—বৎস প্রহ্লাদ, হে আয়ুষ্মন্! এই সুদীর্ঘকাল গুরুর নিকট যে বিদ্যা সম্যক্ রূপে অভ্যাস করিয়াছ, তাহার কোন উত্তম অংশ আমাকে বল ॥২৭-২৮॥ প্রহ্লাদ কহিলেন—পিতঃ। ভগবান্ বিষ্ণুর মাহাত্ম্য শ্রবণ, নামকীর্ত্তন, তাঁহার লীলা স্মরণ, পরিচর্য্যা, পূজা স্তব পাঠ, কর্ম্মসমর্পণ তাঁহাতে বিশ্বাস ও আত্মসমর্পণ—এই প্রকার ভক্তি, যে অধ্যয়ন দ্বারা ভগবান্ বিষ্ণুতে অর্পিত হয়, তাহাই প্রকৃত অধ্যয়ন ও আমি তাহাকে উত্তম অধ্যয়ন মনে করি ॥২৯-৩০॥ পুত্রের কথা শুনিয়া হিরণ্যকশিপু ক্রোধে

ভগবত্যদ্ধা তন্মন্ত্রেহধীত-মুত্তমম্ ॥ নিশম্যৈতৎ সুতবচো হিরণ্যকশিপু-স্তদা। গুরুপুত্র-মুবাচেদং রুষা প্রস্ফুরিতাধরঃ ॥৩১॥ ব্রহ্মবন্ধো কিমেতৎ তে বিপক্ষং শ্রয়তাঽসতা। অসারং গ্রাহিতো বালো মামনাদৃত্য দুর্মতে ॥৩২॥ সন্তি হ্যসাধবো লোকে দুর্মৈত্রাশ্ছদ্ম-বেষিণঃ-তেষামুদেত্যঘং কালে রোগঃ পাতকিনামিব ॥৩৩॥ গুরুপুত্র উবাচ। ন মৎপ্রণীতং ন পরঃ-প্রণীতং সুতো বদত্যেষ তবেন্দ্রশত্রো। নৈসর্গিকীয়ং মতিরস্য রাজন্ নিযচ্ছ মন্যুং কদাঽস্ম মানঃ ॥৩৪॥

নারদ উবাচ। গুরুণৈবং প্রতিপ্রোক্তো ভূয় আহাসুরঃ সুতম্। ন চেদ্ গুরুমুখীয়ং তে কুতোঽভদ্রাঽসতী মতিঃ ॥৩৫॥ প্রহ্লাদ উবাচ। মতি-র্ন কৃষ্ণে পরতঃ স্বতো বা মিথোভি-পদ্যেত গৃহব্রতানাম্। অদান্ত গোভি র্বিশতাং তমিস্রং পুনঃ পুন-শ্চর্ব্বিত-চর্ব্বণানাম্ ॥৩৬॥ ন তে বিদুঃ স্বার্থগতিং হি বিষ্ণুং দুরাশয়া যে বহিরর্থ-মানিনঃ। অন্ধা যথান্ধৈ রুপ-নীয়-মানা বাগীশতন্ত্যা-মুরুদাম্নি বদ্ধাঃ ॥ ৩৭ ॥ নৈষাং মতি-স্তাবদুরুক্রমাঙ্ঘ্রিং স্পৃশত্যনর্থাপ-গমো যদর্থঃ। মহীয়সাং পাদরজোঽভিষেকং নিষ্কিঞ্চনানাং ন বৃণীত যাবৎ ॥৩৮॥ ইত্যুক্তো-

---

কম্পিত হইয়া গুরুপুত্রকে বলিলেন—রে বিপ্রাধম! তুমি আমার পরম শত্রু দেবগণের পক্ষ আশ্রয় করিয়া এ কি করিয়াছ? রে দুর্মতে! আমাকে অগ্রাহ্য করিয়া বালক পুত্রকে অসার শিক্ষা দিয়াছ ॥৩১-৩২ সংসারে অনেক ছদ্মবেশী কপট বন্ধু আছে। তাহারা প্রত্যক্ষ মিত্রবৎ ব্যবহার করে কিন্তু অন্তরে বিদ্বেষ ভাব থাকে, তাহা উপযুক্ত সময়ে প্রকাশ পায়। যেমন ব্রহ্মহত্যাকারী ক্ষয়রোগ-গ্রস্ত হয়, কিন্তু তখনই না হইয়া পরে হয়, তোমাদের বন্ধুত্বও সেইরূপ। তোমরা যে আমার কিরূপ বন্ধু তাহা এখন স্পষ্ট বুঝা গেল ॥৩৩॥ গুরুপুত্র কহিলেন—হে ইন্দ্রশত্রো আমার প্রতি দোষারোপ করিও না। তোমার পুত্র যে এইরূপ বিষ্ণুভক্তির কথা বলে, তাহা আমাকৃত বা অন্য কাহারও কর্তৃক শিক্ষার জন্য নহে। হে রাজন, উহার এই জাতীয় বিষ্ণুভক্তি স্বভাবতঃই আছে। অতএব আমাদের প্রতি তোমার যে ক্রোধ, তাহা পরিত্যাগ কর ॥৩৪॥ নারদ কহিলেন। গুরুপুত্রের এইরূপ উত্তর পাইয়া দৈত্যরাজ পুত্রকে পুনশ্চ বলিল—রে কুলাধম, যদি তুমি গুরুর কাছে এই শিক্ষা না পাইয়া থাক, তবে এই অসাধু মতি তোমার কোথা হইতে আসিল? ॥৩৫॥ প্রহ্লাদ বলিলেন—পিতঃ যে সকল অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি পুনঃ পুনঃ সংসারে আসিয়া চর্ব্বিত চর্ব্বণের ন্যায় বিষয়ভোগ করে, তাহারা বার বার নরকে যায়। পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণে মতি নিজ চেষ্টায়, গুরুর নিকট, বা পরস্পরের চেষ্টায় কিছুতেই হইতে পারে না। [যে বিষয় ভোগ করা হইয়াছে, তাহাই পুনর্ব্বার ভোগ করিলে তৃপ্তি হয় না—তাহাকে চর্ব্বিত চর্ব্বণ বলে] ॥৩৬॥ এক অন্ধ অপর এক অন্ধকে যদি লইয়া যায়, উভয়েই গর্ত্তে পড়ে। সেইরূপ ভগবৎ প্রবর্ত্তিত বেদরূপ রজ্জু অর্থাৎ কাম্যকর্ম্ম, তদ্দ্বারা বদ্ধ, ও বাহ্য বিষয়সুখকে যাহারা পরমার্থ মনে করে, এরূপ দুরাশয় ব্যক্তিগণ ভগবান্‌কে কিছুতেই জানিতে পারে না ॥৩৭॥ বিষয়স্পৃহাশূন্য উদার-চেতা মহদ্ ব্যক্তিগণের শ্রীচরণধূলি দ্বারা যে পর্য্যন্ত অভিষিক্ত না হওয়া যায়, সে পর্য্যন্ত সমস্ত কাম্য কর্ম্মের যথাযথ অনুষ্ঠান করিলেও সংসার-দুঃখ-নাশক শ্রীনারায়ণের শ্রীচরণকমলে বিষয়াসক্ত মানবের মতি স্পর্শ করিতে পারে না ॥৩৮॥ পিতাকে এইরূপ নানাকথা বলিয়া প্রহলাদ নিরস্ত

পরতং পুত্রং হিরণ্যকশিপূ রুষা। অন্ধীকৃতাত্মা স্বোৎসঙ্গান্ নিরস্যত মহীতলে ॥৩৯॥ আহো-মর্ষ-রুষাবিষ্টঃ কষায়ীভূত-লোচনঃ। বধ্যতা-মাশ্বয়ং বধ্যো নিঃসারয়ত নৈঋর্তাঃ ॥৪০॥ অয়ং মে ভ্রাতৃহা সোঽয়ং হিত্বা স্বান্ সুহৃদোঽধমঃ। পিতৃব্য-হন্ত-র্যঃ পাদৌ বিষ্ণো-র্দাসবদর্চ্চতি ॥ ৪১ ॥ পরোপ্যপত্যং হিতকৃদ্‌যথৌষধং স্বদেহজো-ঽপ্যাময়বৎ সুতোঽহিতঃ। ছিন্দ্যাৎ তদঙ্গং যদুতাত্মনোঽহিতং শেষং সুখং জাবতি যদ্‌বিবর্জ্জনাৎ ॥৪২॥ সর্ব্বৈ-রুপায়ৈ-র্হন্তব্যঃ সংভোজ-শয়নাসনৈঃ। সুহৃল্লিঙ্গধরঃ শত্রু-র্মুনের্দুষ্ট-মিবেন্দ্রিয়ম্ ॥৪৩॥ পরং ব্রহ্মণ্যনির্দ্দেশ্যে ভগবত্যখিলাত্মনি। যুক্তাত্মন্যফলা আসন্-নপুণ্যস্যেব সৎক্রিয়াঃ ॥৪৪॥ ধর্ম্ম-মর্থঞ্চ কামঞ্চ নিতরাং চানুপূর্ব্বশঃ। প্রহ্লাদায়োচতু রাজন্ প্রশ্রয়াবনতায় চ ॥৪৫॥ যদাচার্য্যঃ পরাবৃত্তো গৃহমেধীয়-কর্ম্মসু। বয়স্যৈ-র্বালকৈ-স্তত্র সোপহূতঃ কৃতক্ষণৈঃ ॥৪৬॥ অথ তান্ শ্লক্ষ্ণয়া বাচা প্রত্যাহূয় মহাবুধঃ। উবাচ বিদ্বাংস্তন্নিষ্ঠাং কৃপয়া প্রহসন্নিব ॥৪৭॥ প্রহ্লাদ উবাচ। কৌমার আচরেৎ প্রাজ্ঞো ধর্ম্মান্ ভাগবতানিহ। দুর্লভং মানুষং জন্ম তদপ্য-ধ্রুব-মর্থদম্ ॥৪৮॥ যথা হি পুরুষস্যেহ বিষ্ণোঃ পাদোপসর্পণম্। যদেষ সর্ব্বভূতানাং প্রিয় আত্মেশ্বরঃ সুহৃৎ।॥৪৯॥ সুখ-মৈন্দ্রিয়কং দৈত্যা দেহযোগেন দেহিনাম্। সর্ব্বত্র

হইলে, দৈত্যপতি ক্রোধে অন্ধ হইয়া নিজ কোল হইতে পুত্রকে তুলিয়া ছুঁড়িয়া মাটিতে ফেলিয়া দিয়া বলিলেন—হে দৈত্যগণ এই পাপাত্মাকে শীঘ্র দূরে লইয়া যাও, আর এই বধার্হ দুর্মতিকে শীঘ্র বধ কর ॥৩৯-৪০॥ এই পাপাত্মা বালকই আমার ভ্রাতৃঘাতী। যেহেতু, পিতামাতা আত্মীয়গণকে পরিত্যাগ করিয়া এই বালক উহার পিতৃব্যহন্তা বিষ্ণুর চরণ, ভৃত্যের ন্যায় সেবা করে ॥৪১॥ যেমন, ঔষধ বনে উৎপন্ন হইলেও তাহা মানবের হিতকর, সেইরূপ অপর ব্যক্তিও হিতানুষ্ঠান করিলে, পুত্রবৎ প্রতিপাল্য। আর, নিজ ঔরসজাত পুত্রও অপকারী হইলে, সে-ও রোগের ন্যায় সর্ব্বপ্রকারে পরিত্যজ্য। যেমন নিজের কোন অঙ্গে দুষ্ট কষ্টপ্রদ ব্রণ হইয়া দেহ বিষাক্ত হইলে, তাহা যত্নের সহিত পরিত্যাগ করিতে হয়, কেননা তাহাকে পরিত্যাগ করিলে অবশিষ্ট অঙ্গ সুখে থাকে ॥৪২॥ দুষ্ট ইন্দ্রিয় যেমন মুনিদিগের শত্রু, পুত্ররূপ মিত্রচিহ্নধারী প্রহলাদও সেইরূপ আমার শত্রু। বিষ-প্রয়োগে, খড়্গের আঘাতে বা অন্য অস্ত্রদ্বারা, যে কোনও উপায়ে উহাকে বধ করা কর্ত্তব্য ॥৪৩॥ বাক্যাদির অগোচর নিরতিশয় ঐশ্বর্য্যশালী নির্ব্বিকার ভগবান্ পরমেশ্বরে চিত্ত সমর্পণ করিয়াছেন, তাই প্রহ্লাদের প্রতি দৈত্যদিগের প্রহারাদি নিষ্ফল হইল—যেমন পুণ্যহীন ব্যক্তির সৎক্রিয়া নিষ্ফল হয় ॥৪৪॥ হে মহারাজ যুধিষ্ঠির! তৎপরে আজ্ঞাবহ বিনীত প্রহ্লাদকে ক্রমে ধর্ম্ম অর্থ ও কাম সম্বন্ধে গুরুপুত্রদ্বয় উপদেশ দিতে আরম্ভ করিলেন ॥৪৫ যখন আচার্য্য গৃহকর্ম্ম নির্ব্বাহার্থ অন্যত্র গমন করিতেন, তখন অবসর বুঝিয়া সমবয়স্ক বালকগণ প্রহ্লাদকে আহ্বান করিত ॥৪৬॥ তৎপরে প্রহলাদ মধুর বাক্যে বয়স্যগণকে আহ্বান পূর্ব্বক কৃপা করিয়া হাস্যমুখে জন্ম-মরণ বিষয়ক সমস্ত বৃত্তান্ত বলিতে লাগিলেন ॥৪৭॥ প্রহলাদ কহিলেন—প্রাজ্ঞ ব্যক্তির বাল্যকাল হইতে ভাগবত ধর্ম্ম আচরণ করা উচিত। কেননা, মনুষ্য জন্ম দুর্লভ ও সার্থক কিন্তু অনিশ্চিত ॥৪৮॥ সংসারী মানবদিগের শ্রীবিষ্ণুর শ্রীপাদপদ্মে শরণাগতিই মঙ্গলকর, যেহেতু পরমেশ্বর শ্রীবিষ্ণুই সকল প্রাণীর সুহৃৎ ॥৪৯॥

লভ্যতে দৈবাদ্ যথা দুঃখ-মযত্নতঃ ॥৫০॥ তৎপ্রয়াসো ন কর্ত্তব্যো যত আয়ু-র্ব্যয়ঃ পরম্। ন তথা বিন্দতে ক্ষেমং মুকুন্দ-চরণাম্বুজম্ ॥৫১॥ ততো যতেত কুশলঃ ক্ষেমায় ভয়-মাশ্রিতঃ। শরীরং পৌরুষং যাবন্ ন বিপদ্যেত পুষ্কলম্ ॥৫২॥ পুংসো বর্ষশতং হ্যায়ু-স্তদর্দ্ধং চাজিতাত্মনঃ। নিষ্ফলঃ যদসৌ রাত্র্যাং শেতেঽন্ধং প্রাপিত-স্তমঃ ॥৫৩॥ মুগ্ধস্য বাল্যে কৌমারে ক্রীড়তো যাতি বিংশতিঃ ॥৫৪॥ দুরাপূরেণ কামেন মোহেন চ বলীয়সা। শেষং গৃহেষু সক্তস্য প্রমত্ত-স্যাপযাতি হি ॥৫৫॥ কো গৃহেষু পুমান্ সক্ত-মাত্মান-মজিতেন্দ্রিয়ঃ। স্নেহপাশৈ-র্দৃঢ়ৈ-র্বদ্ধ-মুৎসহেতবিমোচিতুম্ ॥৫৬॥ কো-হ্বর্থতৃষ্ণাং বিসৃজেৎ প্রাণেভ্যোঽপি য ঈপ্সিতঃ। যং ক্রীণাত্যসুভিঃ প্রেষ্ঠৈ-স্তস্করঃ সেবকো বণিক্ ॥৫৭॥ কথং প্রিয়ায়া অনুকম্পিতায়াঃ সঙ্গং রহস্যং রুচিরাংশ্চ মন্ত্রান্। সুহৃৎসু চ স্নেহসিতঃ শিশূনাং কলাক্ষরাণা-মনুরক্তচিত্তঃ ॥৫৮॥ পুত্রান্ স্মরংস্তা দুহিতৃ-র্হৃদয্যা ভ্রাতৃন্ স্বসৃর্বা পিতরৌ চ দীনৌ। গৃহান্ মনোজ্ঞোরু-পরিচ্ছদাংশ্চ বৃত্তীশ্চ কুল্যাঃ পশুভৃত্যবর্গান্ ॥৫৯॥ ত্যজেত কোশস্কৃদি-বেহমানঃ কর্ম্মাণি লোভা-

---

হে দৈত্যবালকগণ! যদি বল ভোগ পরিত্যাগ করিব কিরূপে? তাই বলি যে, ইন্দ্রিয়ের জন্য যে সুখ, তাহা যে কোন দেহ সম্বন্ধ হইতেই, দুঃখের ন্যায় অদৃষ্টবশেই পাওয়া যায়। অতএব তাহার জন্য চেষ্টা অনুচিত। তাহাতে বৃথা আয়ুঃ ক্ষয় হয় মাত্র। শ্রীভগবানের শ্রীচরণ কমল সেবনে কল্যাণ হয়। ইহাতে তাহা হয় না ॥৫১॥ অতএব সংসারে আসিয়া বিবেকবান্ পুরুষ, যতদিন শরীর সবল থাকে, তাহার মধ্যেই সত্বর সভয়ে পরম কল্যাণ লাভের জন্য যত্ন করিবেন ॥৫২॥ (কি প্রকারে জীবের আয়ুঃ ক্ষয় হয় তাহাই বলিতেছেন)! যদি পুরুষ শতবর্ষ জীবিত থাকে, অজিতেন্দ্রির বলিয়া রাত্রিতে ঘুমাইয়া জীবনের অর্দ্ধেক কাটে, সংসার মোহে মুহ্যমান্ বিবেকহীন ব্যক্তিগণের বাল্যে ও কৈশোরে দশ বৎসর করিয়া কুড়ি বৎসর বয়স্য দিগের সহিত খেলা করিয়াই কাটে। শেষে জরাগ্রস্ত অতএব অসমর্থ অবস্থাতেও বিশ বৎসর বৃথাই কাটে। বিষয় মদিরা পানে উন্মত্ত, পুত্রকলত্রাদিতে বিশেষ আসক্ত জনগণের হৃদয়কে দুঃখ পূর্ণ অভিলাষ ও বলবান্ মোহ অধিকার করে বলিয়া তাহাদের অবশিষ্ট আয়ুও নিরর্থক ব্যয়িত হয় ॥৫৩-৫৫॥ (প্রহ্লাদ দৈত্যবালকগণকে কহিলেন) কোন্ অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি গৃহে আসক্ত দৃঢ়তর স্নেহপাশে আবদ্ধ আপনাকে বিমুক্ত করিতে পারে? প্রাণ অপেক্ষা প্রিয় অর্থ লিপ্সাকে পরিত্যাগ করিতে কে পারে? তস্কর, সেবক ও বণিক্—প্রাণহানি ভয় স্বীকার করিয়াও ধন উপার্জ্জন করে। এতাদৃশ অর্থের তৃষ্ণা কে ত্যাগ করিতে পারে? ॥৫৬-৫৭॥ প্রিয়জনের স্নেহে একান্ত আবদ্ধ, দেহ-গেহাদিতে আসক্ত ব্যক্তিগণ, শিশুর অব্যক্ত আধফোটা কথা. বশীকৃত প্রিয়বাদিনী প্রিয়া সহ নির্জ্জন সঙ্গ ও হিত শিক্ষালাপ স্মরণ করিয়া, তাহাতে আসক্তি কি ত্যাগ করিতে পারে? ॥৫৮॥ পুত্রদিগকে, ভ্রাতাকে বাৎসল্যময়ী কন্যা-ভগিনীকে, বৃদ্ধ পিতামাতা, নানাবিধ সাজ সজ্জাযুক্ত বাসভবন, গো-বৃষ প্রভৃতি পশু, ভৃত্য ও কুল-পরম্পরাগত বৃত্ত—ইহাদিগকে স্মরণ করিয়া তাহাতে আসক্তি কিরূপে পরিত্যাগ করিতে পারে? ॥৫৯॥ যেমন কাঁচপোকা নিজে বাসগৃহ

দবিতৃপ্তকামঃ। ঔপস্থ্য-জৈহ্ব্যং বহু-মন্যমানঃ কথং বিরজ্যেত দুরন্তমোহঃ ॥৬০॥ কুটুম্ব-পোষায় বিয়ন্নিজায়ু-র্ন বুধ্যতেঽর্থং বিহতং প্রমত্তঃ। সর্ব্বত্র তাপ-ত্রয়-দুঃখিতাত্মা নির্বিদ্যতে ন স্বকুটুম্ব রামঃ ॥৬১॥ বিত্তেষু নিত্যাভি-নিবিষ্টচেতা বিদ্বাংশ্চ দোষং পরবিত্তহর্ত্তুঃ। প্রেত্যেহ চাথাপ্যজিতেন্দ্রিয়-স্তদশান্তকামো হরতে কুটুম্বী ॥৬২॥ বিদ্বানপীথং দনুজাঃ কুটুম্বং পুষ্ণন্ স্বলোকায় ন কল্পতে বৈ। যঃ স্বীয়-পারক্য-বিভিন্নভাব-স্তমঃ প্রপদ্যেত যথা বিমূঢ়ঃ ॥৬৩॥ যতো ন কশ্চিৎ ক চ কুত্রচিদ্ বা দীনঃস্ব-মাত্মান-মলং সমর্থঃ। বিমোচিতুং কামদৃশাং বিহার-ক্রীড়ামৃগো যন্নিগড়ো বিসর্গঃ ॥৬৪॥ ততো বিদূরাৎ পরিহৃত্য দৈত্যা দৈত্যেষু সঙ্গং বিষয়াত্মকেষু। উপেত নারায়ণ-মাদিদেবং বিমুক্তসঙ্গৈ-রিষিতোঽপবর্গঃ ॥৬৫॥ ন হ্যচ্যুতং প্রীণয়তো বহ্বায়াসোঽসুরাত্মজাঃ। আত্মত্বাৎ সর্ব্বভূতানাং সিদ্ধত্বাদিহ সর্ব্বতঃ ॥৬৬॥ পরাবরেষু ভূতেষু ব্রহ্মান্ত-স্থাবরাদিষু। ভৌতিকেষু বিকারেষু ভূতেষ্বথ

নির্ম্মাণ করিয়া, বাহিরে যাইবার পথ রাখে না, সেইরূপ দুরন্ত মোহ-পরবশ জনগণ লোভে কার্য্য করিয়া তৃপ্তি পায় না, (অথচ) বিরাগও আসে না। কেবল মাত্র জিহ্বার সুখকেই চরম সুখ মনে করে। তাহাদের ত্যাগ বা বিরাগ কিরূপে সম্ভব হয়? ॥৬০॥ পুত্রকলত্রাদির ভরণপোষণে নিজ আয়ু ব্যয়িত হয়। কিন্তু ভগবদারাধনা-রূপ পরম পুরুষার্থ হিতকর হইলেও প্রমত্তের ন্যায় তাহা বুঝিতে পারে না। গৃহপুত্রাদির প্রতি অত্যন্ত আসক্তির জন্য ত্রিবিধ তাপে পরিতপ্ত হইলেও দুঃখবুদ্ধি আদৌ পোষণ করে না ॥৬১॥ পরধনেই নিয়ত আসক্তি হেতু, কামনায় প্রমত্ত অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি পরধন হরণে, যদিও তাহাতে পারলৌকিক ও রাজদণ্ডাদি ঐহিক দোষ হয় জানিয়াও তাহা হইতে বিরত হয় না ॥৬২॥ (গৃহপুত্রাদিতে অত্যন্ত আসক্ত ব্যক্তির বৈরাগ্য একান্তই অসম্ভব, এই সম্বন্ধে প্রহ্লাদ বলিতেছেন)—হে দৈত্যবালকগণ! কুটুম্বে অত্যন্ত আসক্তির দোষ উত্তমরূপে জানিয়াও সংসারাসক্ত জীব কেবলমাত্র কুটুম্ব পোষণ করিয়াই থাকে, ভগবচ্চিন্তা কখনও করে না। এইরূপ ব্যক্তি—এইজন আমার আপন ও এইজন পর—ইত্যাদি বিভিন্ন ভাবাপন্ন মূঢ়ের ন্যায় বিদ্বান্ হইয়াও পরবিত্ত অপহরণের বিশেষ চেষ্টা করে ॥৬৩॥ পুত্র-পৌত্রাদিরূপ শৃঙ্খলদ্বারা আবদ্ধ, স্বেচ্ছাচারের ক্রীড়ামৃগরূপ লম্পট পুরুষগণ কোন কালে কোন দেশে নিজকে মুক্ত করিতে পারে না (অতএব শ্রীনারায়ণের শ্রীচরণে শরণাগত হও) ॥৬৪॥ হে দৈত্যবালকগণ! এজন্য বিষয়মাত্র-সেবী দৈত্যগণের সংস্রব দূর হইতে পরিত্যাগ করিয়া আদিদেব নারায়ণের শ্রীচরণকমলে শরণাগত হও। শ্রীমন্নারায়ণের শ্রীচরণকমলে শরণাগতিই বিবেকীগণের বাঞ্ছিত মোক্ষ ॥৬৫॥ হে অসুরবালকগণ! ভগবান্ নারায়ণকে প্রীত করিতে খুব বিশেষ পরিশ্রম নাই, কারণ তিনি সকল প্রাণীর আত্মা, অর্থাৎ সকলের হৃদয়ে বর্ত্তমান, অতএব অন্বেষণের শ্রম নাই! তাঁহাকে প্রীত করিতেও ক্লেশ নাই। কারণ, সকল ব্যক্তি সকল সময়ে মানসিক উপচার দ্বারাই তাঁহাকে সেবা করিতে পারেন ॥৬৬॥ স্থাবর বস্তু হইতে ব্রহ্মা পর্য্যন্ত ক্ষুদ্র বৃহৎ প্রাণী ও ভৌতিক বিকার, কামাদি, মহাভূত সত্ত্বপ্রভৃতি গুণ ও ঐ সকল গুণের সাম্যাবস্থা প্রকৃতি-গুণবৈষম্য, স্রষ্টা ও ভোক্তারূপে, দৃশ্যরূপে, ব্যাপ্য-ব্যাপকরূপে নির্দ্দেশ্য অথচ অনির্দ্দেশ্য ও নির্ব্বিকল্পরূপে কেবলমাত্র

মহৎস্বু চ।। ৬৭।। গুণেষু গুণ-সাম্যে চ গুণব্যতিকরে তথা। এক এব পরো হ্যাত্মা ভগবানীশ্বরোঽব্যয়ঃ ॥৬৮॥ প্রত্যগাত্ম-স্বরূপেণ দৃশ্যরূপেণ চ স্বয়ম্। ব্যাপ্য-ব্যাপক-নির্দ্দেশ্যো হ্যনির্দ্দেশ্যোঽবিকল্পিতঃ ॥৬৯॥ কেবলানুভবানন্দ স্বরূপঃ পরমেশ্বরঃ। মায়য়াঽন্তর্হিতৈশ্বর্য্য ঈয়তে গুণসর্গয়া ॥৭০॥ তস্মাৎ সর্ব্বেষু ভূতেষু দয়াং কুরুত সৌহৃদম্। আসুরং ভাব-মুন্মুচ্য যয়া তুষ্যত্যধোক্ষজঃ ॥৭১॥ তুষ্টে চ তত্র কিমলভ্য-মনন্ত আদ্যে তৈ-র্গুণব্যতিকরাদিহ যে স্বসিদ্ধাঃ। ধর্ম্মাদয়ঃ কিমগুণেন চ কাংক্ষিতেন সারংজুষাং চরণয়ো-রুপগায়তাং নঃ ॥৭২॥ ধর্ম্মার্থকাম ইতি যোঽভিহিত-স্ত্রিবর্গ ঈক্ষা ত্রয়ী নয়দমৌ বিবিধা চ বার্ত্তা। মন্যে তদেত-দখিলং নিগমস্য সত্যং স্বাত্মার্পণং স্বসুহৃদঃ পরমস্য পুংসঃ ॥৭৩॥ জ্ঞানং তদেতদমলং দুরবাপমাহ নারায়ণো নরসখঃ কিল নারদায়। একান্তিনাং ভগবত-স্তদকিঞ্চনানাং পাদার-বিন্দরজসাপ্লুতদেহিনাং স্যাৎ ॥৭৪॥ ভবতামপি ভূয়ান্ মে যদি শ্রদ্দধতে বচঃ। বৈশারদী ধীঃ শ্রদ্ধাতঃ স্ত্রী-বালানাং চ মে যথা ॥৭৫॥ তস্মাদ্ ভবদ্ভিঃ কর্ত্তব্যং কর্ম্মণাং ত্রিগুণাত্মকম্। বীজনির্হরণং যোগঃ প্রবাহোপরমো ধিয়ঃ ॥৭৬॥ তত্রোপায়-সহস্রাণাময়ং ভগবতোদিতঃ। যদীশ্বরে ভগবতি যথা যৈ-রঞ্জসা রতিঃ ॥৭৭॥ গুরু-শুশ্রূষয়া ভক্ত্যা

অনুভবাত্মক, আনন্দরূপে ত্রিগুণময়ী মায়া দ্বারা যাঁহার ঐশ্বর্য্য অন্তর্হিত, সেই একমাত্র পরমাত্মা ভগবান্ অব্যয় পরমেশ্বর উক্ত রূপে প্রতীত হন ॥৬৭-৭০॥ হে দৈত্যবালকগণ! পূর্ব্ব-কথিত কারণগুলি স্মরণ করিয়া সর্ব্বভূতে বিদ্বেষবুদ্ধি পরিত্যাগ পূর্ব্বক মিত্রতা কর। দয়া-পরবশ হইয়া পরদুঃখ দূর কর। মৈত্রী ও দয়া পরবশ হইলে শ্রীবিষ্ণু প্রীত হইবেন ॥৭১॥ সেই সর্ব্বকারণের কারণ পরম পুরুষ পরমেশ্বর প্রীত হইলে, তাঁহার কৃপাপ্রাপ্তি কি দুষ্প্রাপ্য হইতে পারে? সত্ত্বাদি গুণ, পরিণাম বশতঃ অদৃষ্টচক্রে উৎপন্ন ধর্ম্ম, অর্থ ও কামরূপ পুরুষার্থ দ্বারাই বা কি লাভ? শ্রীভগবানের শ্রীচরণ-সুধা সেবা করিবার ভাগ্য হইলেও যত্ন পূর্ব্বক তাঁহার নাম কীর্ত্তন করিতে পারিলে, মোক্ষও আমাদের আকাঙ্ক্ষিত বস্তু নহে ॥৭২॥ (ষণ্ড ও অমর্ক গুরুদ্বয় যে বেদোক্ত ধর্ম্মাদির উপদেশ করিয়াছেন, তাহা প্রকৃত পুরুষার্থ নহে। তাহার উত্তরে প্রহ্লাদ বলিতেছেন) ধর্ম্ম অর্থ ও কামরূপে ত্রিবর্গ, আত্মবিদ্যা, কর্ম্মবিদ্যা, তর্ক দণ্ডনীতি প্রভৃতি বেদ-প্রতিপাদ্য অর্থ সমূহ যদি অন্তর্য্যামী পরম পুরুষ পরমাত্মা বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে অর্পিত হয়, তবেই সমস্ত সার্থক, নতুবা তাহা অতীব নিরর্থক, ॥৭৩॥ এই সেই নির্ম্মল ও দুর্লভ জ্ঞান (যাহা) নরসখা নারায়ণ পূর্ব্বে নারদকে বলিয়াছিলেন। একান্ত ভগবদ্‌ভক্ত অকিঞ্চন সাধুগণের শ্রীপাদপদ্মের রেণু দ্বারা অভিষিক্ত-দেহ নরগণের (এই জ্ঞান) হয় ॥৭৪॥ আমার বাক্যে যদি তোমাদের শ্রদ্ধা হয়, তবে আমার মনে হয়, সেই ধর্ম্ম ও ভক্তি লক্ষণ, জ্ঞান ও ভক্তি, উভয়ই আমার মত তোমাদেরও স্ত্রী পুত্র সকলেরই হইবে ॥৭৫॥ (হে বয়স্যগণ!) পূর্ব্বোক্ত কারণে জানাইতেছি। (যদি বল কিরূপে কর্ম্মের বীজ নষ্ট হয়, তাই বলিতেছি) বুদ্ধির জাগরণাদি ভাব-বিনাশী যোগ আশ্রয় করিয়া ত্রিগুণময় কর্ম্মের বীজ নষ্ট করা তোমাদের কর্ত্তব্য ॥৭৬॥ জন্ম-মরণ-রূপ প্রবাহের বীজ বিনাশের সহস্র উপায় শাস্ত্রে কথিত আছে। তন্মধ্যে ভগবান্ নারদ এই ভক্তিযোগাত্মক শ্রেষ্ঠ উপায় বলিয়াছেন। কারণ, ভক্তি যোগ দ্বারা ঈশ্বরের ফলানুসন্ধান রহিত প্রীতি জন্মে। গুরুশুশ্রূষা, ভক্তি সকল লব্ধ দ্রব্য ভগ-

সর্ব্ব-লব্ধার্পণেন চ। সঙ্গেন সাধু-ভক্তানামীশ্বরারাধনেন চ॥ ৭৮॥ শ্রদ্ধয়া তৎকথায়াং চ কীর্ত্তনৈ-র্গুণ-কর্ম্মণাম্। তৎপাদাম্বু-রুহ-ধ্যানাৎ তল্লিঙ্গেক্ষাহর্হণাদিভিঃ ॥ ৭৯॥ হরিঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু ভগবানাস্ত ঈশ্বরঃ। ইতি ভূতানি মনসা কামৈ-স্তৈঃ সাধু মানয়েৎ ॥৮০॥ এবং নির্জ্জিত-ষড়্বর্গৈঃ ক্রিয়তে ভক্তি-রীশ্বরে। বাসু-দেবে ভগবতি যয়া সংলভতে রতিম্ ।৮১॥ নিশম্য কর্ম্মাণি গুণা-নতুল্যান্ বীর্য্যাণি লীলা-তনুভিঃ কৃতানি। যদাতিহর্ষোৎ-পুলকাশ্রু-গদ্‌গদং প্রোৎকণ্ঠ উদ্‌গায়তি রৌতি নৃত্যতি ॥৮২॥ যদা গ্রহগ্রস্ত ইব ক্বচিদ্ধসত্যা-ক্রন্দতে ধ্যায়তি বন্দতে জনম্। মুহুঃ শ্বসন্ বক্তি হরে জগৎপতে নারায়ণে-ত্যাত্মমতি-র্গতত্রপঃ ॥ ৮৩॥ তদা পুমান্ মুক্ত-সমস্ত বন্ধন-স্তদ্‌ভাব-ভাবানুকৃতাশয়াকৃতিঃ। নির্দগ্ধবীজানুশয়ো মহীয়সা ভক্তি-প্ররোহেণ সমেত্য-ধোক্ষজম্ ।৮৪॥ অধোক্ষজালম্ভ-মিহাশুভাত্মনঃ শরীরিণঃ সংসৃতি-চক্র-শাতনম্। তদ্ ব্রহ্ম নির্ব্বাণ-সুখং বিদু-র্ব্বুধা-স্ততো ভজধ্বংহৃদয়ে হৃদীশ্বরম্ ॥৮৫॥ কোঽতিপ্রয়াসো-ঽসুর-বালকা হরে-রুপাসনে স্বে হৃদি ছিদ্রবৎ-সতঃ। স্বস্যাত্মনঃ সখ্যু-রশেষদেহিনাং সামান্যতো কিং বিষয়োপ-পাদনৈঃ ।৮৬॥ রায়ঃ কলত্রং পশবঃ সুতাদয়ো গৃহা মহী কুঞ্জর-কোশ-ভূতয়ঃ। সর্ব্বেঽর্থকামাঃ ক্ষণভঙ্গুরায়ুষঃ কুর্ব্বন্তি মর্ত্ত্যস্য কিয়ৎ প্রিয়ং চলাঃ ॥৮৭॥ এবং হি লোকাঃ ক্রতুভিঃ কৃতা অমী ক্ষয়িষ্ণবঃ সাতিশয়া ন নির্ম্মলাঃ। তস্মা-

---

বহুদ্দেশ্যে সমর্পণ, সাধুভক্তগণের সঙ্গ, ঈশ্বরের আরাধনা, শ্রদ্ধাপূর্ব্বক শ্রীহরির গুণ ও লীলা শ্রবণ কীর্ত্তন, শ্রীপাদপদ্ম-চিন্তন, শ্রীবিষ্ণুর মূর্ত্তি দর্শন পূজা ও বন্দন, সকল প্রাণীতেই শ্রীহরি বিরাজিত, ইহা মনে রাখিয়া সর্ব্বপ্রাণীকে উত্তম রূপে পূজা করা,—এইরূপে কামাদি ষড়্‌রিপুর অ-বশবর্ত্তী পুরুষ ভগবান্ শ্রীবাসুদেবে ভক্তিলাভ করিবেন। এই ভক্তি অর্জ্জন করিলে শ্রীগোবিন্দ চরণে চিত্ত সমর্পণের শক্তি লাভ হয় ॥৭৭-৮১॥ ভগবানের ভক্ত বাৎসল্যাদি, অতুলনীয় গুণ, লীলায় পরিগৃহীত রামকৃষ্ণাদি মূর্ত্তি দ্বারা অনুষ্ঠিত রাবণ বধাদি বীর্য্য শ্রবণ করিয়া যখন আনন্দে রোমাঞ্চ ও অশ্রুপাত হয় ও মুক্ত কণ্ঠে নামগুণগান, নৃত্য রোদন প্রভৃতি করিতে থাকে (তখনই শ্রীহরিকে লাভ করিতে পারেন) ॥৮৩॥ তখন পুরুষ সমস্ত বন্ধন হইতে মুক্ত হন। শ্রীহরি লীলাদি ভাব দ্বারা শরীর ও মন অধিকার করেন ও সমস্ত অজ্ঞান দগ্ধ হইয়া যায়। এই অবস্থায় প্রবল ভক্তিযোগে তিনি ইন্দ্রিয়ের অগোচর শ্রীবিষ্ণুকে লাভ করেন ॥৮৪॥ সংসারাসক্ত ব্যক্তির পক্ষে মনে মনে শ্রীবিষ্ণুস্পর্শ, সংসার চক্রের নিবর্ত্তক ব্রহ্ম-নির্ব্বাণ সুখ বলিয়া পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন। অতএব তোমরা হৃদয়ের ঈশ্বর শ্রীবিষ্ণুকে হৃদয়ে ভজনা কর ॥৮৫॥ হে অসুর বালকগণ! নিজ হৃদয় আকাশে সর্ব্বদা বিদ্যমান, জীবের পরম হিতকর শ্রীহরির উপাসনায় অতি পরিশ্রম কোথায়? কিছুই নহে। শূকর কুকুর প্রভৃতিও বিষয় সুখে ব্যগ্র। অতএব বিষয় সুখ অর্জ্জন করিয়া কি লাভ? কিছুই নহে ॥৮৬॥ স্ত্রী পুত্র কন্যা বন্ধু বান্ধবাদি, গো মহিষ হস্তী ঘোটকাদি গৃহ ভূসম্পত্তি, ধনাগার ও সুখভোগের অন্য উপকরণ, সকলই চঞ্চল। এই সকল বিলাসের উপকরণ, ক্ষণভঙ্গুর আয়ু মর্ত্ত্যবাসীর কি উপকার করিবে? (কিছুই করিবে না) ॥৮৭॥ শাস্ত্র-বিহিত যজ্ঞাদি পুণ্যলব্ধ, স্বর্গাদি লোক, ক্ষয়িষ্ণু (অস্থায়ী) ও স্পর্দ্ধাদি দোষদূষিত,

দদৃষ্ট-শ্রুতদূষণং পরং ভক্ত্যেকয়েশং ভজতাত্মলব্ধয়ে ॥৮৮॥ যদধ্যর্থ্যেহ কর্ম্মাণি বিদ্বন্মান্যঃ সকৃন্নরঃ। করোত্যতো বিপর্য্যাস-মমোঘং বিন্দতে ফলম্ ॥৮৯॥ সুখায় দুঃখ-মোক্ষায় সংকল্প ইহ কর্ম্মিণঃ। সদাপ্নোতীহয়া দুঃখ-মনীহাযাঃ সুখাবৃতঃ ॥৯০॥ কামান্ কাময়তে কাম্যৈ-র্যদর্থমিহ পূরুষঃ। স বৈ দেহস্তু পারক্যো ভঙ্গুরো যাত্যুপৈতি চ ॥৯১॥ কিমু ব্যবহিতাপত্য-দারাগার-ধনাদয়ঃ। রাজ্যং কোশ-গজামাত্য-ভৃত্যাপ্তা মমতাস্পদাঃ ॥৯২॥ কিমেতৈ-রাত্মন-স্তুচ্ছৈঃ সহদেহেন নশ্বরৈঃ। অনর্থৈ-রর্থসংকাশৈ-র্নিত্যানন্দ-মহোদধেঃ ॥৯৩॥ নিরূপ্যতা-মিহ স্বার্থঃ কিয়ান্ দেহভৃতোঽসুরাঃ। নিষেকাদি-ষ্ববস্থাসু ক্লিশ্যমানস্য কর্ম্মভিঃ ॥৯৪॥ কর্ম্মণ্যারভতে দেহী দেহেনাত্মানুবর্ত্তিনা। কর্ম্মভি-স্তনুতে দেহ-মুভয়ং ত্ববিবেকতঃ ॥৯৫॥ তস্মাদর্থাশ্চ কামাশ্চ ধর্ম্মাশ্চ যদপাশ্রয়াঃ। ভজতানীহয়াত্মান মনীহং হরি-মীশ্বরম্ ॥৯৬॥ সর্ব্বেষামপি ভূতানাং হরি-রাত্মেশ্বরঃপ্রিয়ঃ ভূতৈ-র্মহদ্ভিঃ স্বকৃতৈঃ কৃতানাং জীবসংজ্ঞিতঃ ॥৯৭॥

অতএব নির্ম্মল নহে। (হে ভ্রাতৃগণ) শ্রীহরির শ্রীচরণলাভে পূর্ব্বকথিত ভক্তিযোগ আশ্রয় করিয়া, যাঁহার দোষ দেখাও যায় না, শুনাও যায় না, সেই পরমেশ্বরকে ভজনা কর ॥৮৮॥ পণ্ডিতম্মন্য ব্যক্তিগণ যে বিষয়-সুখ লাভের জন্য পুনঃ পুনঃ কর্ম্ম করে, ফলে তাহার বিপরীত দুঃখ-ময় ফল লাভ হয়। কর্ম্মমার্গে সুখলাভের ও দুঃখনিবৃত্তির জন্যই কর্ম্মিগণের সংকল্প থাকে। কিন্তু কর্ম্মানুষ্ঠানের পূর্ব্বে নিষ্কামতা জন্য বরং সুখাবৃত ছিল। কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া কামন-সাগরে ভাসমান পুরুষ কেবল মাত্র দুঃখই ভোগ করে ৮৯-৯০॥ সংসারে যে দেহের জন্য লোকে কাম্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে, সেই দেহই অনিত্য। এমন কি শৃগাল কুকুরের ভক্ষ্য। এই দেহ নিতান্ত ক্ষণভঙ্গুর বলিয়া কখনও আত্মা হইতে বিচ্ছিন্ন হয়, আবার কখনও বা ফিরিয়া আসে। নিজ দেহেরই যখন এই অবস্থা, তখন দেহ অপেক্ষা দূর সম্পর্কিত পুত্র, স্ত্রী, গৃহ ধন হস্তী অমাত্য ভৃত্য প্রভৃতি, যাহাদের সহিত মমতার সম্বন্ধ তাহাদের কথা আর কি বলিব? ॥৯১-৯২॥ দেহের ন্যায় ক্ষণ-বিনাশী, অর্থবৎ প্রতীয়মান অতিতুচ্ছ পুত্র কলত্রাদি দ্বারা নিত্যানন্দ রসের সমুদ্র স্বরূপ ভক্তজনের কি উপকার সাধিত হইবে? হে অসুরগণ! পূর্ব্ব-সঞ্চিত কর্ম্মবশে দেহধারণ করিয়া স্ত্রীসম্ভোগ প্রভৃতি সম্পাদন করিলে কতটুকু সুখ হইবে, তাহা নিরূপণ কর ॥৯৩-৯৪॥ (দেহ ও আত্মা পৃথক্) আত্মার অনুবর্ত্তনকারী দেহ দ্বারা জীব কর্ম্ম করে। আবার কর্ম্মফলেই দেহ লাভ হয়। এই রূপে দেহ ও কর্ম্ম, আবার কর্ম্ম ও দেহ এই প্রণালীতে জীব পুনঃ পুনঃ সংসারে যাতায়াত করে। ফলতঃ এই উভয়ই অজ্ঞান-সম্ভূত। সেই কারণে ধর্ম অর্থ ও কাম যাঁহার অধীন, সেই নিরুপাধিক পরমেশ্বর পরমাত্মাকে নিষ্কাম রূপে ভজনা কর ॥৯৫-৯৬॥ ভগবান্ সকল প্রাণীর আত্মা ও প্রিয়। তাঁহার সৃষ্ট মহাভূতগণ দ্বারা উৎপন্ন প্রাণিদিগের অন্তর্য্যামী ॥৯৭॥

দেবোঽসুরো মনুষ্যো বা যক্ষো গন্ধর্ব্ব এব চ। ভজন্ মুকুন্দ-চরণং স্বস্তিমান্ স্যাদ্ যথা বয়ম্ ॥৯৮॥ নালং দ্বিজত্বং দেবত্ব-মৃষিত্বং বা-সুরাত্মজাঃ। প্রীণনায় মুকুন্দস্য ন বৃত্তং ন বহুজ্ঞতা ॥৯৯॥ ন দানং ন তপো নেজ্যা ন শৌচং ন ব্রতানি চ। প্রীয়তেঽমলয়া ভক্ত্যা হরিরণ্যদ্ বিড়ম্বনম্ ॥১০০॥ ততো হরৌ ভগবতি ভক্তিং কুরুত দানবাঃ। আত্মৌপম্যেন সর্ব্বত্র সর্ব্বভূতাত্মনীশ্বরে ॥১০১॥ দৈতেয়া যক্ষ-রক্ষাংসি স্ত্রিয়ঃ শূদ্রাঃ ব্রজৌকসঃ। খগা মৃগাঃ পাপজীবাঃ সন্তি হ্যচ্যুততাং গতাঃ ॥১০২॥ এতাবানেব লোকেঽস্মিন্ পুংসঃ স্বার্থঃ পরঃ স্মৃতঃ। একান্ত-ভক্তি-র্গোবিন্দে যৎ সর্ব্বত্র তদীক্ষণম্ ॥১০৩॥

দেবতা অসুর মনুষ্য বা যক্ষ গন্ধর্ব্ব যেই হউক, যেমন আমরা শ্রীমুকুন্দের শ্রীচরণে ভজনা দ্বারা মঙ্গল লাভ করিয়াছি, সেইরূপ তাঁহারাও শ্রীমুকুন্দচরণ সেবন দ্বারা মঙ্গল লাভ করিবেন ॥৯৮॥ হে অসুর বালকগণ নির্ম্মল ভক্তিযোগে শ্রীহরি যেরূপ প্রীত হন, দ্বিজত্ব দেবত্ব সদ্‌বৃত্তি বহুজ্ঞত্ব, দান জপ তপস্যা শৌচ ব্রত প্রভৃতি কিছুই শ্রীমুকুন্দের প্রীতির উপযোগী নহে। অকপট ভক্তিতেই তিনি প্রীত হন। অন্যথায় শ্রীহরির কৃপা লাভ বিড়ম্বনা মাত্র ॥৯৯-১০০॥ হে দানবগণ, সেই হেতু আত্মতুলনায় সকল জীবের আত্মাস্বরূপ পরমেশ্বরে ভক্তি কর ॥১০১॥ তৃণাবর্ত্তাদি অসুর, শঙ্খচূড়াদি যক্ষ, বিভীষণাদি রাক্ষস, তাড়কাদি রাক্ষসী, চাণূরাদি শূদ্র, যমলার্জ্জুনাদি বৃক্ষ, ব্রজবাসী, বকাদি পক্ষী, কেশী প্রভৃতি মৃগ এইরূপ পাপ জীবই ভক্তিযোগে বিষ্ণুত্ব লাভ করিয়াছে।১০২॥ শ্রীগোবিন্দে একান্ত ভক্তি ও তাঁহাকে সর্ব্বত্র নিরীক্ষণ করাই ইহলোকে পুরুষের পরম স্বার্থ বলিয়া উক্ত হইয়াছে ॥১০৩॥

ইতি চতুর্দ্দশ আহ্নিক সমাপ্ত।

পঞ্চদশ আহ্নিকঃ—হিরণ্যকশিপু-বধঃ।

[আকরঃ—শ্রীমদ্‌ভাগবতম্‌।]

নারদ উবাচ। অথ দৈত্যসুতাঃ সর্ব্বে শ্রুত্বা তদনুবর্ণিতম্‌। জগৃহু-র্নিরবদ্যত্বাৎ নৈব গুর্বনুশিক্ষিতম্‌ ॥১॥ অথা-চার্য্যসুত-স্তেষাং বুদ্ধি-মেকান্ত-সংস্থিতাম্‌। আলক্ষ্য ভীত-স্ত্বরিতো রাজ্ঞ আবেদয়দ্‌ যথা॥২॥ শ্রুত্বা তদপ্রিয়ং দৈত্যো দুঃসহং তনয়ানয়ম্‌। আহেক্ষ-মাণঃ পাপেন তিরশ্চীনেন চক্ষুষা ॥৩॥ হে দুর্বিনীত মন্দাত্মন্‌ কুলভেদকরাধম। স্তব্ধং মচ্ছাসনোদ্ধৃতং নেষ্যে ত্বাহদ্য যম-ক্ষয়ম্‌ ॥৪ ক্রুদ্ধস্য যস্য কম্পন্তে ত্রয়ো লোকাঃ সহেশ্বরাঃ। তস্য মেঽভীতবন্‌ মূঢ় শাসনং কিংবলোঽত্যগাঃ ॥৫॥ প্রহ্লাদ উবাচ। ন কেবলং মে ভবতশ্চরাজন্‌ সবৈং বলং বলিনাং চাপরেষাম্‌। পরেঽবরেঽমী স্থির-জঙ্গমা যে ব্রহ্মা-দয়ো যেন বশং প্রণীতাঃ ॥৬ স ঈশ্বরঃ কাল উরুক্রমোঽসা-বোজঃ সহঃ সত্ত্ববলেন্দ্রিয়াত্মা স এব বিশ্বং পরমঃ স্বশক্তিভিঃ সৃজত্যবত্যত্তি গুণত্রয়েশঃ ॥৭॥ জহ্যাসুরং ভাবমিমং ত্বমাত্মনঃ সমং মনো ধৎস্ব ন সন্তি বিদ্বিষঃ। ঋতেঽজিতা-দাত্মন উৎপথ-স্থিতাৎ তদ্ধি হ্যনন্তস্য মহৎ সমর্হণম্‌ ॥৮॥ দস্যূন্‌ পুরা ষণ্ন বিজিত্য লুম্পতো মন্যন্ত একে স্বজিতা দিশো দশ। জিতাত্মনোঽজ্ঞস্য সমস্য দেহিনাং সাধোঃ স্বমোহ-প্রভবাঃ কুতঃ পরে ॥৯॥ (ক্রমশঃ)

নারদ কহিলেন—প্রহ্লাদের নির্দ্দোষ বাক্য শুনিয়া সকল দৈত্যবালকগণ তাহাই গ্রহণ করিল. গুরুর উপদেশ গ্রহণ করিল না ॥১॥ পরে সকল দৈত্যবালকগণকেই ভগবদ্‌ভজনে অনুরাগযুক্ত দেখিয়া গুরু শীঘ্র রাজাকে সকল কথা জানাইলেন। পুত্রের অপ্রিয় কথা শুনিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া বক্রদৃষ্টিতে প্রহ্লাদকে হিরণ্যকশিপু কহিল—রে দুর্ব্বিনীত কুলাঙ্গার, ওরে দুষ্টবুদ্ধি, তুই আমার শাসন মানিস্‌ না। তোর মত অবাধ্য পুত্রকে আমি আজই যমালয়ে পাঠাইব। ওরে মূর্খ আমি ক্রুদ্ধ হইলে সমস্ত লোকপাল সহ স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল, ভয়ে কাঁপে আর তুই একটী হীনবল সামান্য বালক হইয়া আমার শাসন মানিস্‌ না। তোর ভয় করে না? ॥২-৫॥ শ্রীপ্রহ্লাদ কহিলেন—আমি কেন, ব্রহ্মাদি দেবগণ ও স্থাবর জঙ্গম যত কিছু আছে, সকলেই সেই ভগবান্‌ বিষ্ণুর বশে। সেই পরম পুরুষই আমার, তোমার ও অন্যান্য সকল বালকগণের বল ॥৬॥ তিনি জগদীশ্বর, তিনি কাল, তাঁহার অতিশয় পরাক্রম। সাহস বল সামর্থ্য বুদ্ধি ইন্দ্রিয় ও আত্মা, সেই ত্রিগুণের পতি পরম পুরুষই নিজ শক্তি দ্বারা সৃষ্টি স্থিত প্রলয় করিতেছেন ॥৭॥ হে পিতঃ আপনি আসুর ভাব ত্যাগ করুন। শ্রীবিষ্ণু আপনার শত্রু নহেন। আপনার নিজ অসংযত মনই পরম শত্রু। এ আমার শত্রু, এ আমার মিত্র—ইহা না ভাবিয়, চিত্ত শুদ্ধ করুন। কেননা, সর্ব্বত্র সমদর্শনই শ্রীকৃষ্ণের শ্রেষ্ঠ আরাধনা ॥৮॥ (হিরণ্যকশিপু সগর্ব্বে বলে—দশদিক জয় করিয়াছি, আমার সমকক্ষ কেহ নাই। তাহার উত্তরে প্রহ্লাদ বলিতেছেন—) আপনার মত ব্যক্তিগণ বিবেকাদি, সর্ব্বস্ব লুণ্ঠনকারী কামাদি রিপুকে জয় না করিয়াই দশ দিক জয় করিয়াছি মনে করেন। আপনি নিজ ইন্দ্রিয়কে জয় করিতে পারেন নাই বলিয়া আপনার এইরূপ অবিবেকতা। কিন্তু যাহারা সর্বত্র সমদর্শী, সেই সাধু পণ্ডিতগণের অবিবেক শত্রু থাকিতে পারে না ॥৯॥ (ক্রমশঃ)

হিরণ্যকশিপু-রুবাচ। ব্যক্তং ত্বং মর্ত্তুকামোঽসি যোঽতিমাত্রং বিকত্থসে। মুমূর্ষূণাং হি মন্দাত্মন্ ননু স্যু-র্বিপ্লবা গিরঃ ॥১০॥ য-স্ত্বয়া মন্দভাগ্যোক্তো মদন্যো জগদীশ্বরঃ। কোসৌ যদি স সর্ব্বত্র কস্মাৎ স্তম্ভে ন দৃশ্যতে ॥১১॥ এবং দুরুক্তৈ-র্মুহু-রর্দ্দয়ন্ রুষা সুতং মহাভাগবতং মহাসুরঃ। খড়্গং প্রগৃহ্যোৎপতিতো বরাসনাৎ স্তম্ভং ততাড়া-তিবলঃ স্বমুষ্টিনা ॥১২॥ তদৈব তস্মিন্ নিনদোঽতিভীষণো বভূব যেনাণ্ড কটাহ-মস্ফুটৎ। যং বৈ স্বধিষ্ণ্যোপগতং ত্বজাদয়ঃ শ্রুত্বা স্বধামা-প্যয়মঙ্গ মেনিরে। স সত্ত্বমেনং পরিতো বিপশ্যন্ স্তম্ভস্য মধ্যা-দনু-নির্জিহানম্। নায়ং মৃগো নাপি নরো বিচিত্র মহো কিমেতন্ নৃ-মৃগেন্দ্র রূপম্॥১৩-১৪॥ মমাংসমানস্য সমুত্থিতোঽগ্রতো নৃসিংহ-রূপ-স্তদলং ভয়ানকম্। প্রতপ্ত-চামীকর-চণ্ড-লোচনং স্ফুরৎসটা-কেসর-জৃম্ভিতাননম্ ॥১৫॥ করাল-দংষ্ট্রং করবাল-চঞ্চল-ক্ষুরান্ত-জিহ্বং ভ্রুকুটী-মুখোল্বণম্। স্তব্ধোর্দ্ধ কর্ণং গিরি-কন্দরাদ্ভুত-ব্যাত্যাস্য নাসং হনু-ভেদ-ভীষণম্ ॥১৬॥ দিবি স্পৃশৎকায়-মদীর্ঘ পীবরং গ্রীবোরু বক্ষঃস্থল-মলোমধ্যম্। চন্দ্রাংশু-গৌরৈ-শ্ছুরিতং তনূরুহৈ-র্বিষ্বগ্ভুজানীকশতং নখায়ুধম্ ॥১৭॥ ততোঽতি-পত্যাভ্যহনন্ মহাসুরো রুষা নৃসিংহং গদয়োরু বেগয়া। তং বিক্রমন্তং সগদং গদাধরো মহোরগং তার্ক্ষ্যসুতো যথাঽগ্রহীৎ। স তস্য হস্তোৎকলিতং স্তদাহসুরো বিক্রীড়তো যদ্বদহি-র্গরুত্মতং ॥১৮॥ অসাধ্ব-মন্যন্ত হৃতৌকসোমরা

হিরণ্যকশিপু কহিল—রে মন্দবুদ্ধে, নিশ্চয়ই তুই মরিতে চাহিস্। তুই অতিশয় শ্লাঘা করিতেছিস্। মুমূর্ষু ব্যক্তিরাই এই রকম যাহা খুসী বকে। রে মন্দভাগ্য, তুই বলিলি, আমি ভিন্ন জগদীশ্বর আছে। সে কোথায়? তুই যে বলিস্ সর্ব্বত্র আছেন, তবে এই স্তম্ভে কেন দেখা যাইতেছে না? ॥১০-১১॥ মহাবল মহাসুর হিরণ্যকশিপু মহাভক্ত প্রহ্লাদকে এই দুর্বাক্য কহিতে কহিতে পুনঃ পুনঃ পীড়িত করিয়া খড়্গ হাতে লইয়া সিংহাসন হইতে উঠিয়া নিজমুষ্টি দ্বারা স্তম্ভে তীব্র আঘাত করিল ॥১২॥ তখন সেই স্তম্ভে অতি ভীষণ শব্দ হইল। মনে হইল যেন ব্রহ্মাণ্ডের কটাহ ভাঙ্গিয়া গেল। সেই শব্দ, ব্রহ্মাদি দেবগণ নিজ নিজ ধাম হইতে শুনিয়া মনে করিলেন যে—বুঝি ব্রহ্মলোক লয় প্রাপ্ত হইল ॥১৩॥ এই মহাশব্দ কোথা হইতে হইল জানিবার জন্য হিরণ্যকশিপু চারিদিকে খুঁজিতেছে, এমন সময় স্তম্ভ হইতে এক অপূর্ব্ব প্রাণী বহির্গত হইতে দেখিল—অর্দ্ধ নর, অর্দ্ধ মৃগ! কি আশ্চর্য্য! ॥১৪॥ এই ভয়ানক নরপশু রূপ কিরূপে কোথা হইতে আসিল, ইহা মনে ভাবিতে ভাবিতে দৈত্যপতি দেখে—সম্মুখে অতি ভীষণ নৃসিংহমূর্ত্তি। উত্তপ্ত স্বর্ণের ন্যায় দুইটী ভয়ানক চক্ষু, জটা ও কণ্ঠে রোমাবলি, মুখে বিস্তৃত দন্তগুলি উচু উচু, জিহ্বা খড়্গের ন্যায় চঞ্চল ও ক্ষুরধারার ন্যায় তীক্ষ্ণ, মুখ ভ্রুকুটীযুক্ত হওয়ায় ঘোরতর ভীষণ হইয়াছে। কর্ণদ্বয় নিশ্চল ও উর্দ্ধমুখ, নাসিকাগহ্বর গিরিগুহার ন্যায় গভীর ও বিস্তৃত, কপোলের প্রান্তদ্বয় বিদীর্ণ হওয়ায় অতি ভয়ানক দেহটী আকাশস্পর্শী, গ্রীবাটি খর্ব্ব ও স্থূল, বক্ষঃস্থল বিশাল, উদর অতিশয় কৃশ। চন্দ্রকিরণের ন্যায় দেহের রোমাবলি সমস্ত দেহে ব্যাপ্ত, বিস্তৃত ভুজসমূহ চারিদিকে ও তাঁহার নখরগুলি প্রখর অস্ত্র ॥১৫-১৭॥ পরে দৈত্যপতি নৃসিংহের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া ক্রোধে অতি বেগে গদা ঘুরাইতে ঘুরাইতে নৃসিংহদেবকে বধ করিতে উদ্যত হইল। গরুড় যেমন সর্পকে গ্রহণ করেন, সেইরূপ বিক্রমশালী দৈত্যরাজকে গদাধর হরি গ্রহণ করিলেন। হে মহারাজ, গরুড় যেমন সাপকে কখনও ধরেন, ছাড়িয়া দিয়া

ঘনচ্ছদা ভবেত সর্ব্ব-ধিষ্ণ্যপাঃ। তং মন্যমানো নিজ-বীর্য্য-শঙ্কিতং যদ্ধস্তমুক্তো নৃহরিং মহাসুরঃ ॥১৯॥ পুন-স্তমাসজ্জত খড়্গ চর্ম্মণী প্রগৃহ্য বেগেন জিতশ্রমো মৃধে। ধরাধরাভো ভয়-ভীত-লোচনো ননাদ মাতঙ্গ-সমানবৎস্বনঃ ॥২০॥ তং শ্যেনবেগং শতচন্দ্রবর্ত্মভি-শ্চরন্তমচ্ছিদ্র-মুপর্য্যধো হরিঃ। কৃত্বাঽট্টহাসং খর-মুৎস্বনোল্বণং নিমীলিতাক্ষং জগৃহে মহাজবঃ ॥২১॥ বিষক্ স্ফুরন্তং গ্রহণাতুরং হরি-র্ব্যালো যথাখুং কুলিশাক্ষত-ত্বচম্। দ্বার্য্যূর আপাত্য দদার লীলয়া নখৈ-র্যথাহিং গরুড়ো মহাবিষম্ ॥২২॥ তত্রোপব্রজ্য বিবুধা ব্রহ্মেন্দ্র-গিরিশাদয়ঃ। ঈড়িরে নরশার্দূলং নাতিদূরচরাঃ পৃথক্ ॥২৩॥ সাক্ষাৎশ্রীঃ প্রেষিতা দেবৈ-র্দৃষ্ট্বা তন্মহদ্ভুতম্। অদৃষ্টা-শ্রুতপূর্ব্বত্বাৎ সা নোপেয়ায় শঙ্কিতা ॥২৪॥ প্রহ্লাদং প্রেষয়ামাস ব্রহ্মাবস্থিত-মন্তিকে। তাত প্রশমেয়োপেহি স্বপিত্রে কুপিতং প্রভুম্ ॥২৫॥ তথেতি শনকৈ রাজন্ মহাভাগবতোঽর্ভক। উপেত্য ভুবি কায়েননাম বিধৃতাঞ্জলিঃ ॥২৬॥ অস্তৌষীদ্ হরিমেকাগ্র-মনসা সুসমাহিতঃ। প্রেম-গদ গদয়া বাচা ননাম বিধৃতাঞ্জলিঃ ॥২৭॥

প্রহ্লাদ উবাচ। ব্রহ্মাদয়ঃ সুরগণা মুনয়োঽথ সিদ্ধাঃ সত্ত্বৈক-তান-মতয়ো বচসাং প্রবাহৈঃ। নারাধিতুং পুরুগণৈ-রধুনাপি পিপ্রুঃ কিং তোষ্টু-মর্হতি স মে হরি-রুগ্রজাতেঃ ॥২৮॥ মন্যে ধনাভি-জন-রূপ-তপঃ-শ্রুতৌজ-স্তেজঃ প্রভাব-বল-পৌরুষ-বুদ্ধিযোগাঃ। নারাধনায় হি

আবার ধরেন, নৃসিংহদেব সেইরূপ দৈত্যরাজকে আক্রমণ করিয়া ছাড়িয়া দিলেন। ইহা দেখিয়া স্থানভ্রষ্ট মেঘের অন্তরালে স্থিত দেবগণ ও লোকপালগণ নিজেদের বিপদ্ হইল মনে করিতে লাগিলেন। দৈত্যপতি তখন ভাবিল যে নৃসিংহদেব তাহার ভয়ে ভীত হইয়াছেন।।১৯॥ পর্ব্বতের ন্যায় দেহের বর্ণ পাহাড়ের মত দেহ, ভয়ভীত চক্ষু, হাতীর মত ঘোর রব করিতে করিতে খড়্গ ও ঢাল লইয়া অতিবেগে নৃসিংহদেবকে আক্রমণ করিল ॥২০॥ খড়্গ ও ঢাল দ্বারা আচ্ছাদিত দেহ, শ্যেনপক্ষীর ন্যায় কখনও উচ্চে কখনও নীচে বিচরণশীল হিরণ্যকশিপুকে লক্ষ্য করিয়া নৃসিংহদেব বিরাট মহাশব্দে ভয়ানক তীব্র অট্টহাস্য করিলেন। সেই অতি বিকট শব্দে দৈত্যরাজের চক্ষু মুদিয়া গেলে নৃসিংহদেব তাহাকে ধরিয়া ফেলিলেন ॥২১॥ শ্রীনৃসিংহদেবের আক্রমণে দৈত্যপতি চারিদিকে হাত পা ছুঁড়িতেছিল। এই অবস্থায় যে অঙ্গের চর্ম্ম ইন্দ্রের বজ্রাঘাতে বিদীর্ণ হয় নাই, সেই ববশাঙ্গ হিরণ্যকশিপুকে, সর্প যেমন ইন্দুরকে ধরে, সেইরূপ সভার দ্বারদেশে নিজ উরুর উপর ফেলিয়া, গরুড় যেমন মহাবিষধর সর্পকে আক্রমণ করেন, সেইরূপ অবলীলাক্রমে নিজ অতিপ্রখর নখরাঘাতে বিদীর্ণ করিলেন ॥২২॥ ব্রহ্মা ইন্দ্র শিব আদি দেবগণ শ্রীনৃসিংহদেবের নিকট গিয়া পৃথক্ পৃথক্ ভাবে স্তব করিতে লাগিলেন ॥২৩॥ শ্রীনৃসিংহদেবের ক্রোধ শান্তির জন্য ব্রহ্মাদি দেবগণ সাক্ষাৎ মা লক্ষ্মীকে পাঠাইলেন। সেই অদৃষ্ট ও অশ্রুতপূর্ব্ব মহৎ অপূর্ব্ব রূপ দেখিয়া তিনিও শ্রীনৃসিংহ সমীপে যাইতে সাহস করিলেন না ॥২৪॥ তখন অগত্যা ব্রহ্মা নিকটস্থ প্রহ্লাদকে এই বলিয়া পাঠাইলেন—হে বৎস তোমার পিতার প্রতি ক্রুদ্ধ শ্রীনৃসিংহদেবের নিকট গিয়া তাঁহাকে শান্ত কর ॥২৫॥ হে রাজন, মহাভাগবত সেই বালক প্রহ্লাদ, ব্রহ্মার বাক্য শিরোধার্য্য করিয়া ধীরে ধীরে শ্রীনৃসিংহদেবের নিকটে গেলেন ও ভূমিতে পড়িয়া কৃতাঞ্জলিপুটে প্রণাম করিলেন ॥২৬॥ অনন্তর প্রহ্লাদ শ্রীহরির প্রতি দৃষ্টি ও মন স্থির করিয়া এক মনে প্রেম-গদগদ বাক্যে শ্রীনৃসিংহদেবকে স্তব করিলেন ॥২৭॥ হায়, ব্রহ্মাদি দেবগণ মুনিগণ, সিদ্ধগণ ও একাগ্রচিত্ত জ্ঞানিগণ মধুর ধ্বনি দ্বারা গুণযুক্ত ও অলঙ্কার-যুক্ত বাক্যসমূহে যাঁহার আরাধনায় সমর্থ হয়েন না, আমি উগ্র-স্বভাব অসুর জাতি কিরূপে আমার স্তবে তাঁহার প্রীতি জন্মিবে ॥২৮॥ ধন, কৌলীন্য কান্তিরূপ তপস্যা শাস্ত্রচর্চ্চা ইন্দ্রিয়নৈপুণ্য, কান্তি, বল, প্রতাপ উদ্যম, প্রজ্ঞা অষ্টাদশযোগ এই দ্বাদশ প্রকার গুণ, কিছুই শ্রীহরির প্রীতি উৎপাদন করিতে পারে না,

ভবন্তি পরস্য পুংসাং ভক্ত্যা তুতোষ ভগবান্ গজযূথপায় ॥২৯॥ নৈবাত্মনঃ প্রভুরয়ং নিজ-লাভপূর্ণো মানং জনাদবিদুষঃ করণো বৃণীতে। যদ্‌যজ্জনো ভগবতে বিদধীত মানং তচ্চাত্মনে প্রতিমুখস্য যথা মুখশ্রীঃ ॥৩০॥ তস্মাদহং বিগত-বিক্লব ঈশ্বরস্য সর্ব্বাত্মনা মহি গৃণামি যথামনীষম্। নীচোঽজয়া গুণবিসর্গ-মনুপ্রবিষ্টঃ পূয়েত যেন হি পুমান-নুবর্ণিতেন ॥৩১॥ সর্ব্বে হ্যমী বিধিকরা-স্তব সত্ত্বধাম্নো ব্রহ্মাদয়ো বয়মিবেশ ন চোদ্‌বিজন্তঃ। ক্ষেমায় ভূতয় উতাত্ম-সুখায় চাস্য বিক্রীড়িতং ভগবতো রুচিরাবতারৈঃ ॥৩২॥ তদ্ যচ্ছ মন্যু-মসুরশ্চ হত-স্ত্বয়াদ্য মোদেত সাধুরপি বৃশ্চিক-সর্পহত্যা। লোকাশ্চ নির্বৃতিমিতাঃ প্রতিযন্তি সর্ব্বে রূপং নৃসিংহ বিভয়ায়-জনাঃ স্মরন্তি ॥৩৩। নাহং বিভেম্যজিত তেঽতিভয়ানকস্য-জিহ্বার্ক-নেত্র-ভ্রুকুটী-রভসোগ্রদংষ্ট্রাৎ। অন্ত্রস্রজঃ ক্ষতজ-কেসর-শঙ্কু-কর্ণান্ নির্হ্রাদ-ভীত-দিগিভা-দরিভিন্ নখাগ্রাৎ॥৩৪॥ ত্রস্তোঽস্ম্যহং কৃপণ বৎসল দুঃসহোগ্র-সংসারচক্র-কদনাৎ গ্রসতাং প্রণীতঃ। বদ্ধঃ স্বকর্ম্মভি-রুশত্তম তেঽঙ্‌ঘ্রিমূলং প্রীতোঽপবর্গ-শরণং হ্বয়সে কদা নু ॥৩৫॥

ইহাই আমি মনে করি। কেন না, গজেন্দ্রের ধন মান আদি কিছুই ছিল না, কেবল ভক্তি দ্বারাই গজেন্দ্র শ্রীহরির সন্তোষলাভ করিয়াছিলেন। ২৯॥ প্রভু পরমেশ্বর অজ্ঞ জনের পূজা কখনই ইচ্ছা করেন না। কারণ, তিনি স্বয়ং আনন্দময় ভাবে পূর্ণ (তবে কি তিনি পূজাদি ইচ্ছাই করেন না ? ইহার উত্তরে বলিতেছেন) তিনি করুণাময়, ভক্তের প্রতি কৃপা করিয়া, ভক্তের পরম কল্যাণ করিবার জন্য ভক্তের পূজা গ্রহণ করেন। যে ধনাদি দ্বারা সেবক ভগবানের পূজা করেন, তাহাতে সেবক নিজেই পরিতৃপ্ত হন। যেমন তিলকাদি শোভা নিজ মুখে সম্পাদিত হইলে দর্পণাদিতে প্রতিবিম্ব যোগে দেখা যায়। ভগবৎ মুখস্বরূপ, তিলকাদি শোভা' ভগবানে অর্পিত বস্তুস্বরূপ। প্রতিবিম্ব-রূপ সেবকে, ভগবানে নিবেদিত বস্তুর প্রতিবিম্বরূপে ফল হইতে দেখা যায় ।৩০॥ ভক্তিতেই ভগবান প্রীত হন বলিয়া, আমি অতি নীচ ও নির্গুণ হইলেও নির্ভয়ে জ্ঞানানুসারে সর্ব্ব প্রথমে ঈশ্বরের মহিমা বর্ণন করিতে চেষ্টা করিব। কারণ, অবিদ্যার বশে সংসারে আসিয়া কেবলমাত্র শ্রীহরির মহিমা কীর্ত্তন করিতে পারিলেই অবিদ্যার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া জীব শুদ্ধ ও মুক্ত হইতে পারে ।৩১॥ হে ঈশ ! ব্রহ্মাদি দেবগণ ভয় পাইতেছেন। ইঁহারা সকলেই আপনার আজ্ঞাবহ, অতএব শ্রদ্ধানুভক্ত, অসুরদিগের মত বৈরিভাবে ভক্ত নহেন। মনোহর মূর্ত্তি ধারণ করিয়া আপনার যে সকল লীলা সম্পাদিত হয়, তাহা এই বিশ্বের পরম মঙ্গলের নিদান ও সুখদায়ক (আপনার মূর্ত্তি ভীতি উৎপাদনের জন্য কদাচ গৃহীত হয় নাই) ।৩২॥ হে নৃসিংহদেব, আপনি ক্রোধ পরিত্যাগ করুন। যাহার জন্য আপনার এই ক্রোধ, সে অসুর অদ্য আপনার হাতে হত হইয়াছে। সকলেই প্রীত হইয়াছেন। যেমন, বৃশ্চিক সর্প প্রভৃতি পরের অপকারীকে বধে সাধুগণও সন্তুষ্ট হয়েন। লোকসকল শান্তিলাভ করিয়া আপনার ক্রোধ ত্যাগ প্রতীক্ষা করিতেছেন। পরিণামে তাঁহাদের আর ভয়ের আশঙ্কা নাই। কারণ আপনার এই রূপ স্মরণ করিলেই ভয় দূর হইবে ।৩৩॥ হে অজিত ! আপনার ভীষণ বদন, জিহ্বা, সূর্য্যবৎ দীপ্ত চক্ষু, ভ্রুকুটী, ভীষণ দন্ত সকল, নাড়ীর মালা, রক্তাক্ত কেশর, খোঁটার (শঙ্কু) ন্যায় কাণে যাহাতে দিগগজও ভীত হয়। ভীষণ চীৎকারে শত্রুর বুক ছিঁড়িয়া যায় এমন প্রখর নখযুক্ত নৃসিংহ মূর্ত্তি দেখিয়া আমি ভয় পাইতেছি না ।৩৪॥ সংসার চক্রের দুঃসহ দারুণ ক্লেশে আমি অতিশয় উদ্বিগ্ন হইয়াছি ও স্বকর্ম্মবশে তমোগুণযুক্ত অসুরযোনিতে জন্ম হইয়াছে। হে অতি কমনীয়, আপনি কবে প্রসন্ন হইয়া মুক্তিপ্রদ আপনার শ্রীচরণকমলে আমাকে আহ্বান করিবেন এই চিন্তাই হইতেছে ।৩৫।

যস্মাৎ প্রিয়া-প্রিয়-বিয়োগ-সংযোগ-জন্ম-শোকাগ্নিনা সকল-যোনিষু দহ্যমানঃ। দুঃখৌষধং তদপি দুঃখ-মতদ্ধিয়াহং ভূমন্ ভ্রমামি বদ মে তব দাস্যযোগম্ ॥৩৬॥ সোঽহং প্রিয়স্য সুহৃদঃ পরদেবতায়াঃ লীলাকথাস্তব নৃসিংহ বিরিঞ্চগীতাঃ। অঞ্জ-স্তিতর্ম্যনুগৃণন্ গুণ-বিপ্রমুক্তো দুর্গাণি তে পদ-যুগালয়-হংস-সঙ্গঃ ॥৩৭॥ বালস্য নেহ শরণং পিতরৌ নৃসিংহ নার্ত্তস্য চাগদ-মুদন্বতি মজ্জতো নৌঃ। তপ্তস্য তৎপ্রতিবিধি-র্য ইহাঞ্জ-সেষ্টস্তাবদ্ বিভো তনুভৃতাং ত্বদুপেক্ষিতানাম্ ॥৩৮॥ যস্মিন্ যতো যর্হি যেন চ যস্য যস্মাদ্ যস্মৈ যথা যদুত যস্ত্বপরঃ পরো বা। ভাবঃ করোতি বিকরোতি পৃথক্ স্বভাবেঃ সঞ্চোদিত-স্তদখিলং ভবতঃ স্বরূপম্ ॥৩৯॥ মায়া মনঃ সৃজতি কর্ম্মময়ং বলীয়ঃ কালেন চোদিত-গুণানুমতেন পুংসঃ। ছন্দোময়ং যদজয়াঽর্পিত-ষোড়শারং সংসার-চক্র-মজ কোঽতিতরেৎ ত্বদন্যঃ ॥৪০॥ স ত্বং হি নিত্য-বিজিতাত্ম-গুণঃ স্বধাম্না কালো বশীকৃত-বিসৃজ্য বিসর্গশক্তিঃ। চক্রে

(প্রহ্লাদ বলিলেন—আমি বুঝিয়াছি, দাস্যই আপনার প্রিয়, অতএব কিরূপে দাস্য করিতে হয় আমাকে উপদেশ দিন) যেহেতু প্রিয়ের বিয়োগ ও অপ্রিয়ের সংযোগে উৎপন্ন শোকাগ্নি দ্বারা দহ্যমান হইয়া আমি নানা যোনি ঘুরিলাম, কিন্তু দুঃখ হইতে কিসে পরিত্রাণ হয় বুঝিলাম না। দুঃখের প্রতীকার বলিয়া যাহাই দেখি, তাহাই দুঃখময় দেখিতেছি। তাই দেহাদির অভিমানে মুগ্ধ হইতেছি। হে বিভো, দুঃখ হইতে নিষ্কৃতির উপায়, আপনার দাস্যযোগ বলিয়া আমাকে কৃতার্থ করুন ॥৩৬॥ হে নৃসিংহ তোমার শ্রীচরণস্থান-আশ্রয়কারী মহাজ্ঞানী ভক্তগণের সঙ্গের বলে আমি রাগাদি পরিহার করিয়া প্রিয় সুহৃদ্ ও পরদেবতা স্বরূপ তোমার মহিমময়ী লীলা কথন ও কীর্ত্তন করিয়া সমস্ত দুঃখ তৃণের ন্যায় তুচ্ছ জ্ঞানে অতিক্রম করিব। প্রথমতঃ ভগবৎকৈঙ্কর্য্য প্রবৃত্তি, ভগবৎ কৃপায় সাধুসঙ্গ লাভ, সৎসঙ্গের প্রভাবে আসক্তি নিবৃত্তি। বীতরাগ হইয়া শ্রীভগবানের গুণকীর্ত্তনে প্রবৃত্তি, তাহাতে বিবিধ দুঃখের নিবৃত্তি —ইহাই তাৎপর্য্য ॥৩৭॥ দুঃখ নিবৃত্তির বহু লৌকিক উপায় বিদ্যমান থাকিলেও, তোমার দাস্য ব্যতীত অন্য হেতু নাই। কারণ, দুঃখ নিবৃত্তির যে সকল উপায় বিদ্যমান আছে, তোমার কৃপা বিনা কোনটীই কার্য্যকরী হয় না। কারণ পিতামাতা কর্ত্তৃক সুরক্ষিত হইয়াও বালকের মৃত্যু ঘটে। যথোপযুক্ত ঔষধ প্রয়োগেও রোগীর প্রাণ যায়। সাগরে যে ব্যক্তি ডুবিতেছে, নৌকা তাহাকে রক্ষা করিতে পারে না—নৌকা সহ আরোহীও ডুবিয়া যায়। অতএব হে নৃসিংহদেব, আপনার করুণাই দুঃখনিবৃত্তির একমাত্র উপায় ॥৩৮॥ যদি কোথায়ও রক্ষার উপায় দেখা যায় তাহাও আপনার বিভূতি। ইহলোকে পিতামাতা ও পরলোকে ব্রহ্মাদি দেবগণ কর্ত্তারূপে যে ক্ষেত্রে, যে নিমিত্ত, যে কালে, যাহা দ্বারা, যে হেতু, কর্ত্তা কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া যাহার সম্বন্ধে, যাহা হইতে, যাঁহাকে অর্পণ করিবার জন্য যে ঈপ্সিততম কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন বা রূপান্তরিত করেন, হে ভগবন্ সে সমস্তই আপনার স্বরূপ ॥৩৯॥ হে অজ! তোমার অংশ স্বরূপ জীবের ক্ষণরূপ অনুগ্রহে, কালপ্রেরিত গুণময়ী মায়া, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় ও পঞ্চ মহাভূত এই ষোড়শ প্রকার বিকার-বিশিষ্ট কর্ম্মময় বাসনাময় দুর্জ্জয় সংসার-চক্রাত্মক মনঃপ্রধান লিঙ্গশরীর সৃষ্টি করেন। সেই মনোময় সংসার চক্রের আবর্ত্তনের উপদ্রব হইতে রক্ষা পাইতে আপনার শ্রীচরণ আশ্রয় ব্যতীত আর কি উপায় আছে? ॥৪০॥ হে ভগবন্ আপনি জ্ঞান শক্তি বলে নিত্য স্বকীয় বুদ্ধিদিগকে পরাজিত করিয়াছেন। আপনি স্বয়ং কাল বলিয়া কার্য্যকারণ শক্তিকে বশ করিয়াছেন।

বিস্পৃষ্ট-মজয়েশ্বর ষোড়শারে নিপীড্যমান-মুপকর্ষ বিভো প্রপন্নম্ ॥৪১॥ দৃষ্টা ময়া দিবি বিভোঽখিল-ধিষ্ণ্যপানামায়ুঃ শ্রিয়ো বিভব ইচ্ছতি যাং জনোঽয়ম্। যেঽস্মৎপিতুঃ কুপিত--হাস বিজৃম্ভিত-ভ্রূ-বিস্ফূর্জিতেন লুলিতাঃ স তু তে নিরস্তঃ ॥৪২॥ তস্মাদমুস্তনুভৃতা-মহ-মাশিষোজ্ঞ আয়ুঃ শ্রিয়ং বিভব-মৈন্দ্রিয়-মাবিরিঞ্চাৎ। নেচ্ছামি তে বিলুলিতা-নুরুবিক্রমেণ কালাত্মনোপনয় মাং নিজভৃত্যপার্শ্বম্ ॥৪৩॥ কুত্রাশিষঃ শ্রুতিসুখা মৃগতৃষ্ণিরূপাঃ কেদং কলেবর-মশেষ-রুজাং বিরোহঃ। নির্বিদ্যতে ন তু জনো যদপীতি বিদ্বান্ কামানলং মধুলবৈঃ শময়ন্ দুরাপৈঃ ॥৪৪॥ ক্বাহং রজঃপ্রভব ঈশ তমোঽধিকেঽস্মিন্ জাতঃ সুরেতর-কুলে ক্ব তবানুকম্পা। ন ব্রহ্মণো ন তু ভবস্য ন বৈ রমায়াঃ যন্মেঽর্পিতঃ শিরসি পদ্মকরঃ প্রসাদঃ ॥৪৫॥ নৈষা পরাবর-মতি র্ভবতো ননু স্যাৎ জন্তো-র্যথাত্ম-সুহৃদো জগত-স্তথাপি। সংসেবয়া সুরতরো-রিব তে প্রসাদঃ সেবানুরূপ-মুদয়ো ন পরাবরত্বম্ ॥৪৬॥ এবং জনং

হে বিভো আপনি দয়া-পরবশ হইয়া অবিদ্যাময় ষোড়শ বিকার বিশিষ্ট সংসার চক্রে নিপতিত হইয়া (ইক্ষুদণ্ডের ন্যায়) নিষ্পীড্যমান শরণাগত আমাকে নিজ নিকেতন বৈকুণ্ঠে যাইবার অধিকারী করিয়া কৃতার্থ করুন ॥৪১॥ দেবগণের পরমায়ু ঐশ্বর্য্য আমি দেখিয়াছি। সুখাভিলাষিগণ ইহা নিয়ত কামনা করে। হে বিভো, আমার পিতা হিরণ্যকশিপুর কোপ বা বিকট হাস্য দ্বারা বিকৃত ভ্রূভঙ্গী দর্শন করিয়া দেবগণও ভয়ে কাঁপিতেন। সেই প্রবল প্রতাপী আমার পিতাও আপনার অনুগ্রহরূপ নিগ্রহে এখন কাল কবলিত। (অতএব হে পরমেশ ! আপনার শ্রীপাদপদ্মের ছায়ায় আমাকে আশ্রয় দিয়া ত্রিতাপ জালা শান্তি করুন) ॥৪২॥ হে পরমেশ ! আপনার করুণায় আমার বিবেকবুদ্ধি উদয় হওয়ায়, কোন্‌টী সার, কোন্‌টী অসার কিছু বুঝিয়াছি বলিয়া শরীরের এই সমস্ত ভোগ, আয়ুঃ শ্রী, ইন্দ্রিয়-ভোগ্য বৈভব ও প্রথর বিক্রম, কালস্বরূপ আপনা কর্তৃক বিনশ্যমান অষ্ট ঐশ্বর্য্য, আমি একেবারেই ইচ্ছা করি না। কৃপা করিয়া আমাকে আপনার নিজভৃত্য সকাশে পৌঁছাইয়া দিন প্রভু ॥৪৩॥ মরীচিকার ন্যায় কেবল দর্শন ও প্রাণসুখকর রাজ্য ঐশ্বর্য্যাদি ভোগে কি ফল ? তাহাতেও সুখ আছে যদি কেহ মনে করে, সেই সুখভোগের অবসর কোথায় ? কেননা যে দেহ দিয়া সেই সুখভোগ করিবে তাহা নানা রোগের আকর। কষ্টলভ্য মধুবৎ সুখকণিকা দ্বারা অভিলাষ বহ্নির প্রশমনে ব্যগ্র ব্যক্তি, এই সমস্ত জানিয়াও নির্বেদ প্রাপ্ত হয় না। কেননা কামানলে আহুতি প্রদানের চিন্তাতেই সে আকুল ॥৪৪॥ হে ঈশ ! আমি রজঃ প্রকৃতি ও তমঃ প্রধান এই অসুরকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছি। কোথায় আমি, আর কোথায় তোমার কৃপা ! যাহা ব্রহ্মা শঙ্কর, এমন কি মা লক্ষ্মীও লাভ করিতে পারেন না তোমার সেই শ্রীকরপদ্ম-অনুগ্রহ করিয় তুমি আমার মস্তকে অর্পণ করিয়াছ ॥৪৫॥ দেবগণ উত্তম ও অসুরগণ নীচ, এইরূপ শ্রেষ্ঠ ও নিকৃষ্ট বুদ্ধি সাধারণ লোকেরই (প্রাকৃত জনে) সম্ভব। তুমি অপ্রাকৃত পুরুষ। তোমাতে তাদৃশ বুদ্ধি কদাচ সম্ভব নহে। কারণ তুমি জগতের হিতকারী। সেবা অনুসারে তোমার কৃপালাভ হয়। যেমন কল্পতরু সকল অভীষ্ট বস্তু প্রদান করিলেও প্রার্থনাকারীর প্রার্থনারূপ ফল প্রদান করেন। সেইরূপ তুমিও সেবাবশতঃই জীবের ধর্ম্মবুদ্ধি উৎপাদন করিয়া থাক। তোমার দেবে অসুরে তুল্য দৃষ্টি। তবে আমি অসুর বলিয়া আমার নিরাশ হইবার কারণ নাই ॥৪৬॥ এই সংসাররূপ সর্পযুক্ত কূপে অভিলষিত

নিপতিতং প্রভবাহিকূপে কামাভি-কাম-মনু যঃ প্রপতন্ প্রসঙ্গাৎ। কৃত্বাত্মসাৎ সুরর্ষিণা ভগবন্ গৃহীতঃ সোঽহং কথং নু বিসৃজে তব ভৃত্যসেবাম্ ॥৪৭॥ মৎপ্রাণ-রক্ষণ মনন্ত পিতুর্বধশ্চ মন্যে স্বভৃত্য-ঋষিবাক্য-মৃতং বিধাতুম্। খড়্গং প্রগৃহ্য যদবোচ-দসদ্বিধিৎসু-স্ত্বামীশ্বরো মদপরোঽবতু কং হরামি ॥৪৮॥ ইত্থং নৃ-তির্য্যগ্-ঋষিদেব-ঝষাবতারৈ-র্লোকান্ বিভাবয়সি হংসি জগৎপ্রতীপান্। ধর্ম্মং মহাপুরুষ পাসি যুগানুবৃত্তং ছন্নঃ কলৌ যদভব-স্ত্রিযুগোঽথ সত্ত্বম্ ॥৪৯॥ নৈতন্ মনস্তব কথাসু বিকুণ্ঠনাথ সংপ্রীয়তে দুরিত দুষ্ট-মসাধু তীব্রম্। কামাতুরং হর্ষ-শোক ভয়ৈষণার্ত্তং তস্মিন্ কথং তব গতিং বিমৃশামি দীনঃ ॥৫০॥ জিহ্বৈকতোঽচ্যুত বিকর্ষতি মাঽবিতৃপ্তা শিশ্নোঽন্যত-স্ত্বগুদরং শ্রবণং কুতশ্চিৎ। ঘ্রাণোঽন্যত-শ্চপলদৃক্ ক্ব চ কর্ম্মশক্তি-র্বহ্ব্যঃ সপত্ন্য ইব গেহপতিং লুনন্তি ॥৫১॥ এবং স্বকর্ম্ম-পতিতং ভব-বৈতরণ্যা-মন্যোন্য জন্ম-মরণাশন-ভীত-ভীতম্। পশ্যঞ্জনং স্ব-পর বিগ্রহ-বৈর-মৈত্রং হন্তেতি পারচর পীপৃহি মূঢ়-মদ্য ॥৫২॥

সামগ্রীর অনুসন্ধানে নিপতিত জনগণের অনুসরণ করিয়া আমি তাহাদের সঙ্গবশতঃ ঐ কূপেই পড়িতেছিলাম। দেবর্ষি নারদ আমার সেই অবস্থা দেখিয়া আমাকে নিজজন করিয়া লইলেন ও আমার কর্ণে হরিনাম মন্ত্র দিলেন। অতএব হে ভগবন্, আমি কি করিয়া আপনার ভৃত্যের সেবা ত্যাগ করিব? ॥৪৭॥ হে অনন্ত! নিতান্ত গর্হিত কার্য্যে প্রবৃত্ত আমার পিতা (আমাকে ভগবদারাধনে নিযুক্ত দেখিয়া) খড়্গ তুলিয়া যখন বলিলেন—আমি ভিন্ন আর ঈশ্বর কে? এই আমি তোর শিরশ্ছেদ করি; তোর ঈশ্বর তোকে রক্ষা করুক—তখন আপনি যে আমার প্রাণরক্ষা করিলেন ও আমাকে বধ করিতে উদ্যত পিতাকে বধ করিলেন, তাহা নিজভৃত্য নারদের বাক্য সত্য করিবার জন্যই আমি মনে করি ॥৪৮॥ হে মহাপুরুষ! (আপনি হয়গ্রীব রূপে ব্রহ্মাকে আপ্যায়িত করিয়াছেন) এইরূপ নর তির্য্যক্ ঋষিদেব ও মৎস্যাবতার পরিগ্রহ করিয়া লোককে রক্ষা করেন, ও জগতের হিতের প্রতিকূল অসুরদিগকে বধ করেন, এইরূপে আপনি ত্রিযুগেই যুগানুবৃত্ত ধর্ম্ম প্রতিপালন করেন বলিয়াই আপনি ত্রিযুগ নামে প্রসিদ্ধ। কলিকালে আপনি প্রচ্ছন্ন বলিয়াই ত্রিযুগ নাম সার্থক ॥৪৯॥ হে কুণ্ঠা-প্রাপ্ত মানবগণের কুণ্ঠা-নিবর্ত্তক! হর্ষ-শোক ভয়-পীড়িত তীব্র পাতকযুক্ত, দুষ্ট অসাধু আমার মন আপনার কথায় প্রীত হয় না। এইরূপ দুষ্ট মনে, আমি কিরূপে আপনার তত্ত্ব বিচার করিব? ॥৫০॥ হে অচ্যুত, আমার অবিতৃপ্ত জিহ্বা মধুরাদি রসের প্রতি, শিশ্ন কামিনীর প্রতি, চর্ম্ম, স্রক্ চন্দনাদির প্রতি, উদর আহারের প্রতি, শ্রবণ গীতাদির প্রতি, নাসিকা সুগন্ধের প্রতি, চপল নেত্রযুগল রূপের প্রতি ও অন্যান্য কার্য্যেন্দ্রিয় স্ব স্ব ব্যাপারের প্রতি আকৃষ্ট হইতেছে। যেমন বহু পত্নীযুক্ত গৃহপতিকে সপত্নীগণ স্ব স্ব গৃহে লইবার জন্য টানাটানি করে, আমাকে সেইরূপ জিহ্বাদি স্ব স্ব ভোগ্য বিষয়ের জন্য আকৃষ্ট করে। আপনার সেবায় কিছুতেই মন আকৃষ্ট হয় না ॥৫১॥ [সংসারে সকল লোকই আমার মত কষ্টভোগ করে। অতএব তাহাদিগকে কৃপা করিয়া উদ্ধার করুন,—এই বলিয়া প্রহ্লাদ প্রার্থনা করিতেছেন] সংসাররূপ যমদ্বারাবস্থিত বিষ্ঠামূত্রপূর্ণ তপ্ত বৈতরণী নদীতে পতিত, পরস্পরের জন্মমরণে ও অশনে অত ভীত— এই ব্যক্তি শত্রু ও এই ব্যক্তি মিত্র'—এইরূপ ভ্রান্তজ্ঞানযুক্ত মূঢ়জনকে অবলোকন করিয়া' হে পারচর, পরপারস্থিত নিত্য মুক্ত! আপনি তাহাদিগকে কৃপা করিয়া ভবপার করিয়া দিন ॥৫২॥ হে অখিল-গুরো! হে ভগবন্ অখিল লোককে

কোন্বত্র তেঽখিলগুরো ভগবন্‌প্রয়াস উত্তারণেঽস্য ভব-সম্ভব-লোপহেতোঃ। মূঢ়েষু বৈ মহদনুগ্রহ আর্ত্ত-বন্ধো কিং তেন প্রিয়জনা-ননুসেবতাং নঃ ॥৫৩॥ নৈবোদ্বিজে পর দুরত্যয়-বৈতরণ্যা-স্তদ্‌বীর্য্য-গায়ন-মহাঽমৃত-মগ্নচিত্তঃ॥ শোচে ততো বিমুখ-চেতস ইন্দ্রিয়ার্থ-মায়াসুখায় ভর-মুদ্‌বহতো বিমূঢ়ান্ ॥৫৪॥ প্রায়েণ দেবমুনয়ঃ স্ব-বিমুক্তি-কামা মৌনং চরন্তি বিজনে ন পরার্থ-নিষ্ঠাঃ। নৈতান্ বিহায় কৃপণান্ বিমুমুক্ষ একো নান্যং ত্বদন্য-শরণং ভ্রমতোঽনুপশ্যে ॥৫৫॥ যন্মৈথুনাদিগৃহ-মেধিসুখং হি তুচ্ছং কণ্ডূয়নেন করয়োরিব দুঃখ-দুঃখম্। তৃপ্যন্তি নেহ কৃপণা বহু-দুঃখভাজঃ কণ্ডূতিবন্ মনসিজং বিষহেত ধীরঃ ॥৫৬॥ মৌন ব্রত-শ্রুত-তপোঽধ্যয়ন-স্বধর্ম্ম ব্যাখ্যারহো জপ-সমাধয় আপবর্গ্যাঃ। প্রায়ঃ পরং পুরুষ তে ত্বজিতেন্দ্রিয়াণাং বার্ত্তা ভবন্ত্যুত ন বাঽত্র তু দাম্ভিকানাম্ ॥৫৭॥ রূপে ইমে সদসতী তব বেদসৃষ্টে বীজাঙ্কুরাবিব ন চান্য দরূপকস্য। যুক্তাঃ সমক্ষ-মুভয়ত্র বিচিন্বতে ত্বাং যোগেন বহ্নিমিব দারুষু নান্যতঃ স্যাৎ ॥৫৮॥ ত্বং বায়ু-রগ্নি-রবনি-র্বিয়দম্বুমাত্রাঃ প্রাণেন্দ্রিয়াণি হৃদয়ং চিদনুগ্রহশ্চ। সর্ব্বং ত্বমেব সগুণো বিগুণশ্চ ভূমন্ নান্যৎ ত্বদস্ত্যপি মনো বচসা নিরুক্তম্ ॥৫৯॥ নৈতে গুণা ন গুণিনো মহদাদয়ো যে সর্ব্বে মনঃ

উদ্ধার করিতে আপনার কিছুই প্রয়াস হইবে না। কারণ আপনি একাকী এ বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি ও সংহার করেন। হে আর্ত্তজনবন্ধো মূঢ়জনের প্রতি আপনার অনুগ্রহ আছে। আপনার ভক্তদিগের সেবা করিতে পারিলে, সেই সেবার জন্যই আমার ন্যায় মূঢ়জন পারত্রাণ পাইবে, সন্দেহ নাই ॥৫৩॥ হে সর্ব্বোত্তম! দুস্তর ভবসাগর হইতে আমি ভীত হই নাই। কারণ, আপনার মহিমা কীর্ত্তনরূপ মহা অমৃতে চিত্ত সমর্পণ করিয়াছি। বৃথা ইন্দ্রিয় সুখাভিলাষী স্ত্রীপুত্রাদিরূপ ভারবাহী অথচ, আপনার নাম কীর্ত্তনে বিমূঢ় মূঢ়জনের কি উপায় হইবে, তাহায় জন্যই আমি শোক করি ॥৫৪॥ মুনিগণ, প্রায়ই নিজ মুক্তিকামনায় নির্জ্জন বনে মৌনাবলম্বন করিয়া সাধন করেন। পরের জন্য কেহ চিন্তা করেন না। হে দেব, দীনহীন সাধন-বিহীন জনগণকে ত্যাগ করিয়া আমি মুক্তি চাহি না। হে দীনবন্ধো, এই সকল দীনগণের আপনিই একমাত্র আশ্রয়দাতা। আপনি ভিন্ন উহাদের রক্ষক, আমি ভ্রমেও কাহাকেও দেখি না। আপনি কৃপা করিয়া তাহাদিগকে রক্ষা করুন ॥৫৫॥ স্ত্রীসম্ভোগা দ-জনিত সুখ অতি তুচ্ছ। যেমন দেহের কোন স্থানে চুলকাইলে, সেই সময় একটু ভাল লাগে মাত্র কিন্তু পরক্ষণেই অতি দুঃখপ্রদ হয়। সেইরূপ সংসারাসক্ত জনগণ বহু দুঃখের আধার ভোগ সুখে, স্থায়ী সুখ কিছুতেই পায় না। সে জন্য বিবেকীগণ কণ্ডূতির (চুলকণার মত) কামবেগ সহ্য করেন, কামকে প্রশ্রয় দিয়া পরিণামে দুঃখলাভ করেন না ॥৫৬। মৌনব্রত, চান্দ্রায়ণাদি, তপস্যা, শাস্ত্র পাঠ শাস্ত্র ব্যাখ্যা শাস্ত্রশ্রবণ, ধর্ম্মচর্চ্চা নির্জ্জনে বাস, জপ, সমাধি,—মোক্ষের এই দশ প্রকার সাধন প্রসিদ্ধ। কিন্তু অজিতেন্দ্রিয় পুরুষগণ, এইগুলি দিয় তাহাদের জীবিকার্থ নির্ব্বাহ করে। দাম্ভিকগণ এইগুলির অনুষ্ঠান করিলে তাহাদের ভাগ্যে জীবিকা নির্ব্বাহও কঠিন হইয়া পড়ে। (কেননা, প্রকৃত অনন্যভক্তিই মোক্ষপথে লইয়া যায়।) ৫৭ বীজ ও অঙ্কুরের ন্যায় প্রবাহ যুক্ত, কার্য্য ও কারণ দুইই আপনার রূপ। বেদে ইহা নিরূপিত আছে। কিন্তু আপনি প্রাকৃতরূপ বর্জ্জিত। অর্থাৎ ব্যষ্টি সমষ্টিযুক্ত বিশ্ব আপন হইতে পৃথক্ নহে। কাঠে কাঠে ঘষিলে যেমন আগুন বাহির হয়, সেইরূপ সংযত পুরুষ কেবল ভক্তিযোগ আশ্রয় করিয়াই কার্য্যে ও কারণে আপনাকে অনুগত প্রত্যক্ষ করেন। অন্য প্রকারে সে ভাল হয় না ॥৫৮ হে স্বপ্রকাশ শালিন্! আপনি বায়ু, অগ্নি, পৃথিবী, আকাশ জল শব্দাদি বিষয়, প্রাণ, ইন্দ্রিয়বর্গ, হৃদয় মন, দেবগণ, সগুণ ও নির্গুণ। অধিক কি বলিব মন ও বাক্য দ্বারা যাহা প্রকাশিত হয়, সে সমস্ত আপনা হইতে পৃথক্ নহে, আপনি সর্ব্বময় ॥৫৯॥ হে অশেষ-গুণশালিন্ আদি ও অন্ত বিশিষ্ট সত্ত্বঃ রজঃ তমোগুণ, মহদ্‌গুণ ও অহংকার, মন প্রভৃতি ইন্দ্রিয়বর্গ, দেবগণ ও জীবগণ, গুণাভিমানী দেবতা, ইঁহারা আদি ও অন্তরহিত আপনাকে জানিতে পারেন না। এই জাতীয় বিচারের

প্রভৃতয়ঃ সহদেব-মর্ত্ত্যাঃ। আত্মন্তবন্ত উরুগায় বিদন্তি হি ত্বামেবং বিমৃশ্য সুধিয়ো বিরমন্তি শব্দাৎ॥৬০॥ তত্তেঽর্হত্তম নমঃ স্তুতি-কর্ম্ম-পূজাঃ কর্ম্ম-স্মৃতি-শ্চরণয়োঃ শ্রবণং কথায়াম্। সংসেবয়া ত্বয়ি বিনেতি ষড়ঙ্গয়া কিং ভক্তিং জনঃ পরমহংসগতৌ লভেত॥৬১॥ বিপ্রাদ্ দ্বিষড়্গুণযুতা-দরবিন্দনাভ-পাদারবিন্দ-বিমুখাচ্ছ্বপচং বরিষ্ঠম্। মন্যে তদর্পিত-মনো-বচনে-হিতার্থ-প্রাণং পুনাতি স কুলং ন তু ভূরিমানঃ॥৬২॥ নৃসিংহ উবাচ। য এতৎ কীর্ত্তয়েন্ মহ্যং ত্বয়া গীত-মিদং নরঃ। ত্বাং চ মাং চ স্মরন্ কালে কর্ম্মবন্ধাৎ প্রমুচ্যতে॥৬৩॥ ত্রিঃ সপ্তভিঃ পিতা পূতঃ পিতৃভিঃ সহ তেঽনঘ। যৎ সাধোঽস্য গৃহে জাতো ভবান্ বৈ কুলপাবনঃ॥৬৪॥ যত্র যত্র চ মদ্ভক্তাঃ প্রশান্তাঃ সমদর্শিনঃ। সাধবঃ সমুদাচারা-স্তে পূয়ন্ত্যপি কীকটাঃ॥৬৫॥ সর্ব্বাত্মনা ন হিংসন্তি ভূত-গ্রামেষু কিঞ্চন। উচ্চাবচেষু দৈত্যেন্দ্র মদ্ভাবেন গত-স্পৃহাঃ॥৬৬॥ ভবন্তি পুরুষা লোকে মদ্ভক্তা-স্ত্বামনুব্রতাঃ। ভবান্ মে খল্লু ভক্তানাং সর্ব্বেষাং প্রতিরূপধৃক্॥৬৭॥ য এতৎ পুণ্য-মাখ্যানং বিষ্ণো-বীর্য্যোপ-বৃংহিতম্। কীর্ত্তয়েচ্ছ্রদ্ধয়া শ্রুত্বা কর্ম্মপাশাদ্ বিমুচ্যতে॥৬৮॥ এতদ্ য আদিপুরুষস্য মৃগেন্দ্রলীলা-দৈত্যেন্দ্র-যূথপ-বধং প্রযতঃ পঠেত। দৈত্যাত্মজস্য চ সতাং প্রবরস্য পুণ্যং শ্রুত্বানুভাব-মকুতোভয়-মেতি লোকম্॥৬৯॥

ইতি পঞ্চদশ আহ্নিকঃ।

বশে সুধীগণ শাস্ত্রাভ্যাসাদি হইতে বিরত হইয়া একমাত্র আপনার আরাধনায় নিযুক্ত থাকেন॥৬০॥ হে পূজ্যতম! আপনাকে প্রণিপাত, স্তুতি, সর্ব্বকর্ম্ম সমর্পণ শ্রীচরণযুগলের স্মৃতি ও গুণ শ্রবণ এই ষড়ঙ্গ-বিশিষ্ট সেবা ব্যতীত মনুষ্য কি প্রকারে আপনাতে ভক্তিলাভ করিবে? হে দীননাথ, আপনাকে পরমহংসগণই লাভ করিয়া থাকেন। এই নিবেদন করি যে, আমার পূর্ব্ব-প্রার্থিত দাস্য যোগ আমাকে দান করুন।৬১॥ (কেবল ভক্তিই শ্রীহরির সন্তোষের কারণ, ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে আবার ভক্তি ভিন্ন শ্রীহরির সন্তোষ সুদূর পরাহত তাই বলিতেছেন) পূর্ব্বকথিত ধন কৌলিন্যাদি গুণযুক্ত, ভগবদ্ ভজন-বিমুখ বিপ্র অপেক্ষা যিনি কায়মনোবাক্যে শ্রীহরির শ্রীচরণে প্রাণ সমর্পণ করিয়াছেন, ঈদৃশ চণ্ডালকেও আমি প্রশংসার্হ মনে করি, কারণ তিনি কুল পবিত্র করেন। হরিভক্তি বিহীন পূর্ব্বোক্ত জ্ঞান সিদ্ধ বিপ্র তাহা করে না, কেবল গর্ব্বই পোষণ করে॥৬২॥ শ্রীনৃসিংহদেব কহিলেন—যে ব্যক্তি তোমাকে আমাকে ও আমার এই চরিত্র স্মরণ করিবে, সে ব্যক্তি প্রারব্ধ কর্ম্মাবসানে পাপপুণ্যাত্মক কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্ত হইবে॥৬৩॥ শ্রীভগবান্ কহিলেন—হে অনঘ, হে সাধো, যখন তুমি দৈত্যকুলে জন্মিয়া কুল পবিত্র করিয়াছ, তখনই তোমার পিতা হইতে একুশ পুরুষ পবিত্র হইয়াছেন॥৬৪॥ যে যে শমদমাদি গুণশালী সমদর্শী উদার ও সাধুহৃদয় আমার ভক্তগণ বাস করেন, তাঁহাদের সঙ্গগুণে অতি নিকৃষ্ট কীকট দেশবাসীগণও পবিত্র হয়॥৬৫॥ আমার ভক্তিবলে যাঁহাদের কামনা বাসনা দূর হয়, তাঁহারা উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট এমন কি কোন তুচ্ছ প্রাণীর প্রতি ভ্রমেও হিংসা করেন না॥৬৬ সংসারে যাহারা তোমার চরিত্রের অনুকরণ করিয়া আমার আরাধনা করিবে, তাহারাও আমার ভক্ত হইবে। তুমিই আমার শ্রেষ্ঠ ভক্ত তুমিই আমার ভক্তের উপমাস্থল॥৬৭॥ এই পবিত্র আখ্যান, ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর বীর্য্যে সমৃদ্ধ। ইহা যিনি শ্রদ্ধাপূর্ব্বক শ্রবণ করিয়া অন্যত্র কীর্ত্তন করিবেন, তিনি কর্ম্মপাশ হইতে মুক্ত হইবেন॥৬৮॥ যিনি আদি পুরুষ বিষ্ণুর এই নৃসিংহলীলায় হিরণ্যকশিপু বধ শুদ্ধ মনে পাঠ করিবেন ও সাধুশ্রেষ্ঠ দৈত্যেন্দ্র তনয় প্রহ্লাদের পুণ্য-প্রভাব স্মরণ করিবেন, তিনি ভয় লেশ শূন্য বৈকুণ্ঠধাম প্রাপ্ত হইবেন॥৬৯॥

পঞ্চদশ আহ্নিক সমাপ্ত।